

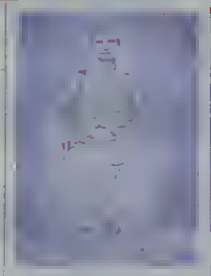
ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ: ୧୯୩୩



୧୯୩୩ ବର୍ଷ

ଜୁଲାଇ, ୧୯୩୩

{ ୬୭ ନମ୍ବର }



ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ସମ୍ପାଦକ — ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

କର୍ମଚାରୀ — ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিশ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাপেক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত



ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



ਭਗਤ ਸੁਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤਾਇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ

শ্রীমদৌষধীকৃত বৈদ্যসমিতির মুখপত্র

শ্রীমদৌষধীকৃত-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রয়োবিংশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীমদৌষধীকৃত ৪৮৫ বিহু বইতে ঘোষিত,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ চাক্তন হইতে ১৩৭৮ মাঘ,
ইষ্টাব্দ ১৯১১ মার্চ হইতে ১৯১২ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসপ্রাপ্ত শ্রী শ্রীমদুক্তিপ্রকাশ কেশব মহারাজ

সভাপতি-ভাষাধী

ত্রিবিধিধারী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বাসন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিবিধিধারী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিধিধার মহারাজ

প্রচ্ছদাঙ্ক

শ্রীমদৌষধীকৃত ভক্তি-বাসন

শ্রীমদৌষধীকৃত (১), ভক্তি-বাসন, মণ্ডল (১২১) ।

বাসন ভক্তি—৬০০ টাকা মাত্র ।

ছাব্বিংশতি বর্ষে শ্রীগোড়ীন্দ্র-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অক্ষামিল-উপাখ্যান	৩।১১, ৫।১৮৪
২। অমোঘ বিপ্র উদ্ধার (কবিতা)	৪।১২৭
৩। অশিষ্ট ও শিষ্টাচার	৩।১১৩
৪। আত্মনিবেদন	৬।১২৩
৫। আত্মার অবস্থা	৪।১৫১
৬। উৎসব-সমীক্ষা (স্নানযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা)	৫।১৯৫, ৭।২৭৫
৭। ঐকান্তিকের লক্ষণ	৬।২২০
৮। কয়েকটি প্রসঙ্গ	৭।২৬৯
৯। কালের চলন্তিকা	৪।১৪৮
১০। গৃহ ও গৃহী	৩।১০৫, ৪।১৫৫
১১। গোড়ীয়েব ত্রয়োবিংশ বর্ষ	১।৩৫
১২। জিজ্ঞাস্ত	৭।২৫৫
১৩। তত্ত্ববাদী-মত-বণ্ড (কবিতা)	১।৯
১৪। ছুঁচার কথা	১০।৩৯৬, ১১।৪৩৫
১৫। পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব	১।২৭, ২।৪৩
১৬। পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী	৮।৩১৭
১৭। পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব	৬।২১৭
১৮। প্রচার-প্রসঙ্গ	৩।১২০
১৯। প্রশ্নোত্তর— [বৈষ্ণব-নিষ্ঠা ১।৬ ; মনোধর্ম ২।৪৬ ; মায়াবাদ ৩।৮৬ ; পৌত্তলিকতা ৪।১২৬ ; সমন্বয়বাদ ৫।১৬৬ ; সত্যতা ৬।২০৬ ; রাজনীতি ৭।২৪৭ ; সমাজনীতি ৮।২৮৬ ; জীবের অধিকার ৯।৩২৫ ; দুঃসঙ্গ-বর্জন ১০।৩৬৬ ; ভক্ত্যানুকূল্য ১১।৪০৬, ১২।৪৪৭	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১৯। বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪৭০
২০। বাণীই গোড়ীয় মঠের প্রচার্য্য	৪।১৪৬
২২। বিরহ-বার্তা	২।৭৭
২৩। বিরহ-তথি-পূজার আমন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৭৯
২৪। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়	৩।২২৮
২৫। বৈরাগ্যের তাৎপর্য্য	৮।৩০৪
২৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম	১১।৪২৯
২৭। ব্রাহ্মণ কে ?	১।২২, ২।৫৪
২৮। ভক্ত ভক্ততমু	১।১১
২৯। ভক্তির মহিমা (নাটিকা)	২।৫৮, ৩।১০০, ৪।১৪২
৩০। ভগবৎ পার্শ্বদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)	৫।১৮৪, ৬।২২৫, ৭।২৫৯, ৯।৩৩৮, ১০।৩৮২, ১১।৪২৩, ১২।৪৬২
৩১। ভগবান কে ?	৫।১৭৫
৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য	১১।৪৩৩, ১২।৪৬৬
৩৩। ভোক্তা ও ভোগ্য	৫।১৯১, ৬।২৩১
৩৪। মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায়	১০।৩৮৬
৩৫। মানব-জীবনের দার্থকতা	১০।৩৯০
৩৬। মথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ	৯।৩৩৪
৩৭। যৎকিঞ্চিৎ	২।৮০
৩৮। রাজকবধ ও তার তাৎপর্য্য	৩।১০৬
৩৯। রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র—শ্রী	৪।১৫৯
৪০। শ্রেষ্ঠ উপাসনা	৮।২৯৯
৪১। শ্রীকৃষ্ণ	৯।৩৪৪
৪২। শ্রীকৃষ্ণদাস	৪।১০৮
৪৩। শ্রীগৌরে নিষ্ঠা (কবিতা)	৬।২০৭

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাক

- ৪৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্ত সন্মোদন-ভাষ্যানুবাদ ১০।৩৭৪,
১১।৪১৮, ১২।৪৪৮
- ৪৫। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যিকতা ১।৩৩
- ৪৬। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ৩।১১৮
- ৪৭। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান ১১।৪৩৯
- ৪৮। শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা ৬।২৩৯
- ৪৯। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব ১২।৪৭০
- ৫০। শ্রীনামকীর্তন ১।১৮, ২।৯৪
- ৫১। শ্রীনামসুধা ১২।৪৬৮
- ৫২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য ৬।২৩৩, ৭।২৬৫
- ৫৩। শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ ২।৭৩
- ৫৪। শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান ১০।৪০০
- ৫৫। শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী (কবিতা) ১০।৩৬৮
- ৫৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাস-পূজনোৎসবে
শ্রদ্ধাজলি—২।৪৮, ২।৬৭, ৩।৯২, ৪।১৩৪, ৫।১৬৮
- ৫৭। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি-পূজায়
বিরহ-বেদনা — ৮।২৯০, ৮।৩০৭, ৯।৩৪৭, ১০।৩৯৩, ১১।৪১২,
১২।৪৫২
- ৫৮। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ৮।৩১৩
- ৫৯। শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে নিবেদন (কবিতা)
৯।৩২৭
- ৬০। শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য অর্পধনি ৫।১৯৩, ৯।৩৫৭
- ৬১। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—[ক্রোধ ভক্তদেষিজনে ১।৪ ; শুদ্ধভক্তি
মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ২।৪৪ ; আচার্য্যের কপোপদেশ ৩।৮৪ ;
হরিকীর্তন-বাধক নির্জন-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা ৪।১২৪ ;

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

জীবের বিমুখতায় দুঃখ ৫।১৬৪ ; কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়
৬।২০৫ ; চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার ৭।২৪৪ ; বৈষ্ণব-বিদ্যেশ্বর দণ্ড
৮।২৮৫ ; লীলা স্রবণের প্রণালী ও অধিকার ৯।৩২৪ ; শুদ্ধভক্তি ও
মিছাভক্তি এক নহে ১০।৩৬৫ ; উর্জ্জ্বাতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার
১১।৪০৫ ; অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় ১২।৪৪৬ ।

- ৬২। শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত— [শ্রীবিলাপকুসুমাজলি ১।১,
২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১,
১০।৩৬১ ; মনঃশিক্ষা ১১।৪০১, অভীষ্টস্থচনম্ ১২।৪৪১]
- ৬৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথষাত্রা-মহোৎসব ৫।১৯৬
- ৬৪। সন্দর্ভ-সার—[প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫০ ; ৩।৯০ ; ৪।১৩০ ; ৫।১৭১ ; ৬।২০৮ ;
৭।২৫০ ; ৮।২৯২ ; ৯।৩২৮ ; ১০।৩৬৯ ; ১১।৪১৩ ; ১২।৪৫৩]
- ৬৫। সন্দেহভঞ্জন (কবিতা) ৭।২৪৮
- ৬৬। সংবাদ-সমীক্ষা (শ্রীঅনুকূট-মহোৎসব) ৯।৩৫৬
- ৬৭। সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য ৩।১০৯, ৫।১৮১
- ৬৮। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আহ্বান) ৫।১৯৭
- ৬৯। স্বধামে শ্রীমন্তকিদেশিক আচার্য্য মহারাজ ৬।২৩৬
- ৭০। স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী ৬।২৩৮
- ৭১। স্বধামে শ্রীমৎ অধোকজদাস বাবাজী মহারাজ ৮।৩১৫
- ৭২। স্বধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বাক্য প্রভু ৯।৩৫৩
- ৭৩। Statement about Ownership and Particulars
about Newspaper ১।৪০

১৯১৭

ক যে পুণ্যে পুণ্যে ধর্মী যতে। অতিবাহিতকমে ।



গৌড়ীয়-প্রতীক্ষা

অষ্টকটক-প্রতিষেধা দ্বারাঃ সুকল্যাণকামিঃ ।

সেই বর্ষে স্ত্রী যতে স্ত্রী-পুণ্যে ।
অন্যভাবে অষ্টকটকী অতি পুণ্যে ।

অন্য বর্ষে স্ত্রী-পুণ্যে স্ত্রী-পুণ্যে ।
অতি-পুণ্যে অতি পুণ্যে স্ত্রী-পুণ্যে ।

১৯১৭ বর্ষ { বাহুবল, ২ বিষ্ণু, ৩৮৪ লৌক্য
কৃষ্ণাচার, ২২ কাল, ১৩১৭ ; ইং ১৮৮৩১৩১৭ } ১৮ বর্ষে

সামান্যাক্ষর

শ্রী বিলাপকুশুমালিঃ

শ্রী রত্নাধিদাস-গোষ্ঠাধি-বিরচিতঃ

॥ শ্রীপাশাকাকালঃ নমঃ ॥

অং রত্নমজরি সখি শ্রেণিতা পুরেহস্তি

পুণ্যে পদন্ত বদনং ন তি পদন্তীতি ।

বিদ্যামহে অজমবাসতকর্ককারা

যতে ধামাধি তিহু ভাস্করপুণ্যবন ১ ১ ॥

এই বর্ষে। অগবন্তি। তুনি এই অগবন্তীতে সতী বস্ত্রী বিদ্যাতে,
কর্মক পদন্তবের পদন্ত সন্দর্ভ কর মা, অগে অগবন্তি অগবন্তিকালে
তোমার যে বিদ্যার স্তব ইহা কি কোন ভগবন্তী বিদ্যান করিয়াছে ? ১১

শ্লকমলিনি যুক্তং গৰ্বিতা কাননেহস্মিন্
 প্রণয়সি বরহাস্তং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন ।
 অপি নিখিল-লতাস্তাঃ সৌরভাক্তাঃ স মুঞ্চন্
 মুগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণভৃঙ্গো যদত্ ॥ ২ ॥

হে শ্লকমলিনি ! তুমি এই কাননে গৰ্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছের বিকাশ-
 ছলে যে অতিশয় হাস্য করিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু সেই
 কৃষ্ণভৃঙ্গ নিখিল অগন্ধিযুক্ত লতাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথই
 অবেষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

ব্রজেন্দ্রবসতিস্থলে বিবিধবল্লবীসকুলে
 ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুরপুণ্যপুঞ্জোদয়া ।
 বিলাসভরবিস্মৃতপ্রণয়মেখলামার্গণে
 যদত্ নিজনাথয়া ব্রজসি নাথিতা কন্দরম্ ॥ ৩ ॥

হে রতিমঞ্জরি ! বিবিধ গোপপত্নীসকুল নন্দরাজের বসতিস্থল এই
 বৃন্দাবনে তুমিই একমাত্র প্রচুর পুণ্যশালিনী, যেহেতু কন্দর্প ক্রীড়ার
 আতিশয্যবশতঃ বিস্মৃত প্রিয়তম মেখলার অবেষণার্থ অত্ নিজের কল্লী
 শ্রীরাধিকা কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া কন্দরে গমন করিতেছ ॥ ৩ ॥

প্রভুরপি যত্ননন্দনো য এষ প্রিয়যত্ননন্দন উন্নতপ্রভাবঃ ।

স্বয়মতুলকুপামৃতভিষেকং মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপত্তে ॥ ৪ ॥

যে এই যত্ননন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র, তথা এবং উৎকৃষ্ট প্রভাব সম্পন্ন
 এবং প্রভু হইয়াও আমাকে নিরুপম কুপামৃতদ্বারা অভিষেক করিয়াছেন
 সেই গুরুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪ ॥

যো মাং দুস্তরগেহনির্জলমহাকুপাদপারক্লমাৎ

সতঃ সান্দ্রদয়াশুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কুপারজ্জুভিঃ ।

উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রাপ্তং প্রপাদ্য স্বয়ং

শ্রীদামোদরসাক্ষকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥ ৫ ॥

যিনি অশেষ ক্লেশকর ও দুস্তর গেহরূপ নির্জল মহাকুপ হইতে সতঃ
 কুপারজ্জু দ্বারা উদ্ধারপূর্বক নিজের পদ্বিনিন্দিত চরণপ্রাপ্ত লাভ করাইয়া
 স্বয়ং শ্রীদামোদরকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতই প্রগাঢ় দয়ার
 অশুধিস্বরূপ ও স্বতন্ত্র সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-

রপায়য়ন্মানভীপ্সুমন্ধম্ ।

কৃপাম্বুধিৰ্যঃ পরহুঃখহুঃখী

সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ৬ ॥

যিনি সর্বদা পরহুঃখে হুঃখী ও দয়ার সাগর, অভিলাস না থাকিলেও
অতি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্দ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস লাভ
করাইয়াছেন সেই শিক্ষাগুরু সনাতনকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

অত্যাংকটেন নিতরাং বিরহানলেন

দন্দহুমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।

হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-

মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পঠিঃ ॥ ৭ ॥

হে স্বামিনি ! শ্রীরাধিকে ! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয়
উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি
অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাতর হইয়াছি সুতরাং ব্যাপার শূন্য হইয়া কতিপয়
প্রহরের দ্বারা গোবর্দ্ধনের এক দেশে বিলাপ করিতেছি ॥ ৭ ॥

দেবি হুঃখকুলসাগরোদরে

দুয়মানমতি দুর্গতং জনম্ ।

ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াহুতুতং

প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ॥ ৮ ॥

হে ক্রীড়াকারিণি ! শ্রীরাধিকে ! আমি নিখিল হুঃখসাগরে অতিশয়
উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে স্থায়ী কৃপারূপ
প্রবল নৌকাদ্বারা অপূর্ব নিজ পাদপঙ্কজ লাভ করাও ॥ ৮ ॥

হৃদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনম্ ।

ত্বং পাদাজমিলল্লাঙ্কাভেষজৈর্দেবি জীবয় ॥ ৯ ॥

হে দেবি ! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই জন মৃতপ্রায়
হইয়াছে, অতএব তোমার পাদপদ্মে সম্মিলিত রসরূপ মহৌষধি দ্বারা
ইহাকে জীবিত কর ॥ ৯ ॥

বেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং
বিজ্ঞারোগভরদারদাবৈকঃ ।
দহ্মানতবকারবল্লরীঃ
জীবন্ত কমনিরীকশায়ুর্ভৈঃ ॥ ১০ ॥

যে বেবি । আসি তোমার চরণপদ্মের স্পৃহা জানি, কিছু বিজ্ঞগতপ
দারাপলে দারাক্র তপুলতা। ব্যক্তিগত দহ্ম হইতেছে, স্তম্ভরাজ করকাল
অনুভবজন্য দুই দানে আমাকে জীবন্ত কর ॥ ১০ ॥

অগ্রেহুপি কিং যুযুধি তে চরণপুঙ্গব-
সাম্রথপরাধ-পটব্যাস-বিকূব্দেন ।
শোভাং পরামত্তিতরামহুঃসেতুমাত্রঃ
বিজ্ঞহুবিদ্যুতি কথা মম সার্থ-মাম ॥ ১১ ॥

অ'হা ! যে যুযুধি । অগ্রেও কি তোমার চরণপুঙ্গব পদ্যগতপ
পটব্যাস অর্থাৎ করা প্রকৃতি প্রগতিচূর্ণ, বাবা। কুব্জরকপ, তদ্বারা পত্রম
তোতাভাবণ করিয়া। আমার উদ্ভাস (মতক) করে সার্থ-মাম হইবে অর্থাৎ
মতক ধীর নাহি যে উত্তমাত্র ত-রাকৈ কং সার্থক করিবে ॥ ১১ ॥

(অমশঃ)

ক্লেশ ভক্তধৈর্যজনে

ঐ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাকৌ ভবতঃ

ঐষ্ট্যভক্তমঠ, শ্রীধাম-বারাণস

১৩ই কাশ্বন, ১৯৩৭

৪৪শে বৈশাখ, ১৯৩১

২২ গোবিন্দ, ১৯৩১

বদ্যবিদিত-বদ্যান-পুঙ্গবের নিঃসেবনবিঃসু—

গতকাল। আপনাদি কৃপাপাত্রী পাইয়া স্তুতিবিঃ বৈক্যম । স্তম্ভের ব্যাপন
এই যে, ঐষ্ট্যভক্তের * * দেবারি আপনাদি যে আকরিকী চেতা পদ্ম। কবিবারি,
তাহা ভাগ্যতিক কার্য্যের উঃকর্ষে বিবৃক্ত হইতেছে বেবিবা। আপনাদি বীর্ষকাল
মহ-লাভ কংসদেবের পত্রের প্রাঃভাবনীঃ বিবৃক্ত হইয়া পড়িয়াছে ।

আমি এমটি কর। এই যে, লক্ষ্য জাগতিক, পারিবারিক, আর্থিক
কাগজপত্র উপস্থিত হইলেও তাহার বাবা অস্তিত্ব করিয়া আপন
কৃত্যগণের উৎসব-কালে বংশ-যশের তিন চারিদিন আত্মা ভিত্তি
পাতি না কি। * * *

“সীত যদি ঈশ্রু কাণ্ডে হুগুছি উড়ার হেরে”—এ কথা শবন সত্য।
 হুতবাং ৯ ৯ এবং অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিকবিদ্যাব্যবহারে ভিত্তিগত উচিত বৈজ্ঞানিক-
 গুণবিশেষের অসম্পন্নতা দেখিয়া ‘গৌড়ী’-সম্পাদক, ‘নদীরা-
 প্রকাশ’-সম্পাদকগণ যদি চূর্ণ করিয়া যিনিগা পাঠক, তাহা
 হইলে তাঁহাদের নিশ্চয় গুণবিশেষের ব্যাখ্যা হয়,—এই কথা
 যোদ্ধা করি আপনি অনুমোদন করিবেন। তাৎপত্যগত্রেই শবন সত্য।
 আপনি ক’ ফারাই; কিন্তু আপনার গুণবিশেষ অসম্পন্ন। দেখিলে আপনি
 কবনই। বই হুগুচকাটীকে কবা করিতে পারেন না। একত আপনিগণের
 বিভাজকদের ঠাহুর নাগাজন গুণবিশেষ দান করিহাছেন—‘কোব
 ক’ক’র’রকবে’।

ফোনেন নিয়োগ কক্সেডিক্সেই কর্তব্য। এই দুতা-নিয়ুখতাই
 বর্তমান প্রাকৃত-বায়জিক-বস্ত্রহারাও মাণ্ড কক্সেডিক্স উৎপত্ত করিবার।
 আশনি বিচক্ষণ, আশনাশ এ কক্স অধিক বলিতে পাওয়া আশনি দুইক-
 নারী।

বৈজ্ঞানিক কৃতান্তের স্তরের অবস্থা সম্বন্ধে কেবলমাত্র শীর্ষ
 নহে,—আমরা অধ্যয়নকারক অশ্রুতি,—ইহা আমরা জানি।
 ইহাতে মনন করণ, অধ্যয়নের বিরোধী এইব' দাঁড়ক, তাহাও আমরা সম
 স্ত্রিগে প্রকট থাকিব।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତୀରଣ—
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତୀରଣ

নিষ্ঠা কৰে, বিবেক কৰে, বৈষ্ণৱকে অভিব্যক্ত কৰে বা, জ্ঞান কৰে বা বিবৰ্ণ কৰ, তাৰাত নহে এই দুখটি সহিত আঁতৰ আঁতৰ পৰাৰে কাৰ্য্য কৰা।”

—“বৈষ্ণবনিষ্ঠা,” ৩১ ভাঃ ৫২

৩। বৈষ্ণৱ-নিষ্ঠা-প্ৰবেশে কি কল হব।

“বৈষ্ণৱে ভগবান্‌ৰ বা বৈষ্ণৱে নিষ্ঠা হইলেবে, যিনি সেই কাল জাল কৰিবা না যবে, তিনি পদত মুক্তি হইতে হুত হইবা অধোগতি প্ৰাপ্ত হব।”

—“বৈষ্ণবনিষ্ঠা,” ৩১ ভাঃ ৫৩

৪। ভগবৈষ্ণৱে কোন নিষ্ঠা হইতে পাবে কি।

“যি লাগেৰ আদৰ হোবা বাব, কৰে তহোৰে বৈষ্ণৱ-মধ্যে পনিগদিত কৰা দাৰ বা। তিনি বৈষ্ণৱ-পাশ ত পুণে জবি ধৰে বা। যিনি প্ৰথমকৰ হইবামে, তীৰ্থদেব যোৱা বাই, অন্তৰ নিষ্ঠা বাই। যিনি তীৰ্থ নিষ্ঠা কৰিবে, যিনি বৈষ্ণৱ-প্ৰতি নিষ্ঠা পৰাবাই আশোপ বহিবে।”

—“বৈষ্ণবনিষ্ঠা,” ৩১ ভাঃ ৫৪

৫। হুঁসোতৰ বৈষ্ণৱে কি কি কৰে হইবা বিবেকৰ সহিত নিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে।

“বৈষ্ণৱে ত্ৰি-প্ৰকৰে কৰা লইব: হুঁসোত বিবেক-পূৰ্ণক আলোচনা কৰিতে পালে। ভগৱতীক ভব হইবা পূৰ্ণে বেই আকিৰ দে-লকল হোব নিষ্ঠা, তাৰা হুঁসোতকৰ এৰ প্ৰকাৰে আলোচনা হব। কলিত উত্তৰ হইলে দেবে-লব্ধ লইবই বিবৰ্ণ কৰে। বিবৰ্ণ হইতে হইতে দে-বিচু কাল অভিব্যক্ত হব, বেই লবে তীৰ্থৰ অৰ্ণাট দোৰে বিবৰ্ণ হুঁসোতক বিজীৱ প্ৰকৰে আলোচনা কৰিবৰ বাবে। হুঁসোতক তৃতীয়া প্ৰকাৰে আলোচনা কৰিব এই বে, নিষ্ঠা বৈষ্ণৱে বেবে স্পৃহা না বাবিলেব কৰিব বৈষ্ণৱ কোন নিষ্ঠাচৰিত উপস্থিত হব। সেই বোধ বৈষ্ণৱে কৰিবই পায় হব বা। ভগৱতি হুঁসোতক ঐ বোধৰ আলোচনা কৰিবা ভীষণ বৈষ্ণৱ-বিশ্বৰে মোৰে পণ্ডিত কৰ।”

—“বৈষ্ণবনিষ্ঠা,” ৩১ ভাঃ ৫৫

৬। বৈষ্ণৱে কলিৰ আলোচনাৰ বিজ্ঞপ্তি কৰিবৰ বাবে লইব।

“বৈষ্ণৱে ভক্তি-উত্তৰে পূৰ্ণ দে-বদন্ত পোব ছিল, তাৰা লব্ধকৰ ব্যক্তি কৰিবই আলোচনা কৰিবে না। পূৰ্ণ-দোৰে অৰ্ণাট হোব লইবা বৈষ্ণৱকে নিষ্ঠা কৰিবে বা।”

—“বৈষ্ণবনিষ্ঠা,” ৩১ ভাঃ ৫৬

তত্ত্ববাদী-মত-খণ্ডন

দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
প্রভু কি যে ভাবি মনে,
উড়ুপ-কৃষ্ণে দরশন আশে
গেলা তত্ত্ববাদী-স্থানে ।
পুরাকালে হরি ছিল ডিঙ্গা'পরি
একদা তা' পরিহরি',
মধ্বাচার্য-পাশে স্বপ্ন দিয়া আসে
ভক্ত-সেবা অঙ্গিকারী ।
প্রভু মধ্বাচার্য হেরি' নিজ-ইষ্ট
স্থাপিলা তাঁয় বিধিমতে,
তাবৎ সেস্থানে তত্ত্ববাদিগণে
সে গোপাল-বিগ্রহে পূজে ।
দেখি' তথা হরি' প্রভু গৌরহরি
প্রেমাবেশে নাচে গায়,
তত্ত্ববাদী সবে মনে মনে ভাবে
ইহো মায়াবাদী হয় ।
সাত্ত্বিক লক্ষণ হেরিলা যখন
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মাঝে,
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুরে তখন
বৈষ্ণবজ্ঞানে সম্ভাষে ।
অন্তর্যামী গোরা জানে গর্বা এরা
পুছে তাই দীন ভাবে,—
'সাধ্য-সাধন-শ্রেয়ঃ কিবা হয় কহ
জানি না তা' ভাল মতে ।
তত্ত্ববাদী-আচার্য প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ
কহে বিদ্যা-গড়িমায়,

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ভক্ত ভক্ততনু

[পাদ্ম-ক্রিয়াযোগসার, ১০ম অধ্যায়]

সৰ্বতীৰ্থশ্ৰেষ্ঠ পুরুষোত্তম ধামে ভক্ততনু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুন্দর প্রিয়বাদী এবং পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণকারী হইলেও যৌবনকালে কাম-মোহিত হইয়া পরলোকভয় পরিত্যাগপূৰ্ব্বক পরস্ত্রীনিরত হইয়াছিলেন। বেদপাঠ, সংসঙ্গ বা ভক্তিগ্রন্থাদি শ্রবণ কিছুই তাঁহার ছিল না। সংসঙ্গের পরিবর্তে পাষণ্ডসঙ্গবশে পরদ্রব্যাপহারক, ধৰ্ম্মনিন্দক এবং ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভক্তিরহিত হইলেও একদিন লোকলজ্জাজন্যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামের তাড়নায় সেই রাত্রেই তিনি অকুচন্দনাদি-বিভূষিত হইয়া সুমধ্যা নাম্নী বেষ্যাগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভক্ততনু সুমধ্যাকে বলিলেন—হে কাস্তে, তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিবসেও সৰ্বলোক ভয়াবহ ঘনব্যাপ্ত আকাশ ঘনাকার হেতু তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আজ রাত্ৰিতে তোমার গৃহে আসিতে দ্বিধা হয় নাই। তোমার মুখ দর্শন না করিয়া আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। তীৰ্থতোয়ে অভিষেকের কি প্রয়োজন, তোমার প্রেমতোয়ে অভিষিক্ত হইয়া আমি স্বর্গে গমন করিব। অপকীৰ্ত্তিভয়ে আমি পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তুমিই আমার জপ, তপ, পূজা, যজ্ঞ, কুল, যশ, যাহা কিছু সবই তুমি। আমি তোমাকেই সৰ্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিলাম। আমাকে আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব।

সুমধ্যা বলিল,—হে বিপ্র, তোমার মাতা পুত্র থাকা সত্ত্বেও পিতৃহীন হইয়া যেহেতু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনেও কামমোহিত বশতঃ মৈথুনের ইচ্ছা করিতেছ,—

দুৰ্ম্মতে মৈথুনং যন্ত কুরুতে পিতৃবাসরে ।

রেতোভোজিন এব স্ত্র্যঃ পিতরন্তস্য সোপিচ ॥

কুরুতে মৈথুনং মুঢ়ো মোহাৎপিতৃদিনে যদি ।

তৎ শ্রাদ্ধং রাক্ষসগ্রাহং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

মহাযোগজিনায়া তে বধাহি মেহম'নমঃ ।
 তথা যদি ভবেশিক্তে তথা জায়াশি কিং ন নি ।
 বহনতাপসহ্যাসি জীনিতক পনৌরিণাং ।
 তথাপি পাতকং হুত হুতবে নির্ভনঃ নবা ।
 জলবুৎসুতকুত কপাধিক্যসি ভীকস ।
 কিমবং আততবিহা কহোমি হুনিতে নবা ন
 ললাটে লিখিতং যন্ত হুতানিতাকরনমঃ ।
 ন কথং হুতপাত লালং নমতঃস্রলবাহকঃ ।
 অহো মনো বহাবিক্রোদেনকা বলহতী জিতৌ ।
 যন্তঃ পাণমিষামিত্রং লক্কেতুঃ হমিত্তা জনঃ ।
 হারং নাপানং হা তে'হি বিজানাহ হুতাপনঃ ।
 মহজায়াসামং হি বী'জায়াস ইব অলম্ ন

জন্তুত্ব বেস্তার নাক্যলকলকে নৈবজেরিত নাক্যনিষ্ঠার কথিতা মনে মনে
 চিন্তা করিলেন; পাতকীভ্রষ্ট আত্মাকে মর্ত্যনিক হেবেতু বেস্তার ফেঙ্কান
 আছে আত্মা তনোও নাই, তত্ত্ব জ্ঞানমূলে লক্ষ্যজনন কনিষ্ঠা আনি নিজাই
 আত্মপীড়াক্ষনক পাশ করিতেছি । অমৃতজনকারী মায়াই হুতাব জনীন ওগৎ
 নবিত্ব বৃত্ত মাক্তি জন-হাতবার তাস্তি হইতে হনান । অকএম অহিনেটমানসে
 একন পাণাচনন করিনা? জল, তপ, হোম, কেনবার্ধক্যসি জ্ঞানপের টুতা,
 আহি কিছুই কবি নাই । হুতগ্যা আত্মার ঈর্ষ্য, গন্ধিত আলা কে'লোন ?
 এইরূপায়ে বিচান করিবা সেই জ্ঞানক জ্ঞানপায় বেস্তারন পরিচায় কনিষ্ঠা
 বার্কণ্ডেব হুনির নিকট অসনপূর্জক নারিক ত্রেট বার্কণ্ডেবক বগৎন জ্ঞান
 করিবা বলিলেন,—বর্জালাকহিতৈবী বৃকণ্ড শ্রুত আপনাতে আহি মহম্বাত
 করিতেনি । আপনি জোবার্ধববহুল ওগৎ বিনিকায় হেতু আপনাব মনন
 লইলায় । বার্কণ্ডেব বলিলেন—আমি জোবার তত্বিতে মজ্জি হইলাম ।
 জোমান নার্কিত নব জোৰ্ণনা জন । জোবার লক্ক অতিলায় পূজন করিন ।

জ্ঞান বলিলেন,—গিপ্রাট'র বিনাশিত লাপায়াসেট আহি লক্কনা
 পনহিনো ও পুত্মানিতত । আত্মার কিছুমাত্র নকর্জাহুটান বহ নাই । এই
 হুতাব কবদ্যপয়ে বহালাতকী আত্মার নিষ্ঠার নাই । হে কপাধন! আমি
 আপনাব মরণ লইলাম, আত্মাকে জনার্ধব হইতে লম্বাক্ষকাবে উদ্ধার
 করিব ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিপ্র ! তুমি পাপাচারী হইলেও তোমার ঈদৃশী বুদ্ধির উদয়ে তুমি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছ, অতএব শ্রীজগন্নাথ তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাপাচরণ করিয়াও যে-ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাকে উত্তম নর বলা যায়। প্রভু মহাবিশু নিজভক্তকে পাপানুষ্ঠানে রত দেখিয়া তাহাকে সতী বুদ্ধি প্রদান করেন, যদ্বারা তাহার সদগতি হয়। অতএব হে বিপ্র ! অচিরেই তোমার মঙ্গল হইবে। আমার বর্তমান নিতাক্রিয়তার সময় হইয়াছে। তুমি দান্ত নামক ব্রাহ্মণের নিকট গমন কর। সর্বতত্ত্ব তিনি তোমাকে হিত উপদেশ করিবেন।

ঋষি মার্কণ্ডেয়ের উপদেশক্রমে ভদ্রতনু দান্ত নামক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করিয়া বহু শিষ্য পরিবৃত্ত দান্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে দান্ত বলিলেন,—তুমি কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ ? ভদ্রতনু বলিলেন—হে প্রভো ! আমি ভদ্রতনু নামক বিপ্রাচারবর্জিত মহা-পাতকী ব্রাহ্মণ। আমার কিরূপে ভবসাগর হইতে উদ্ধার হইবে আপনি তাহার উপদেশ করুন ; এজন্ত সর্বতত্ত্ব আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দান্ত বলিলেন—হে বিপ্র, তুমি যেহেতু আমার আশ্রয় লইয়াছ অতএব তোমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বলিতেছি,—

ত্যজ পাষাণসংসর্গং সঙ্গং ভজ সতাং সদা ।

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরো ॥

অসত্যং পরহিংসাঞ্চ ত্যজ যত্রাদপি দ্বিজ ।

দয়াং শান্তিং দমকৈব সর্বত্রদমদর্শনম্ ॥

সমাপ্রিত্য সদা তিষ্ঠ সমারাধয় কেশবং ।

অহোরাত্রব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরু ভক্তিসমর্ষিতঃ ॥

সম্মার্জনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথোপলেকনং পুনঃ ।

মার্গশোভাঞ্চ দীপঞ্চ কেশবায়তনে কুরু ॥

কথাং শৃণু হরৈর্মন্ত্রং জপ ত্বং দ্বাদশাক্ষরং ।

কর্ম্মণ্যোতানি সর্কানি কুর্বতস্তব সত্তম ॥

ভবিষ্যত্যন্তমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষমবাস্প্যসি ॥

অর্থাৎ পাষণ্ড সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সর্বদা সাধুসঙ্গ আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অসত্য ও পরহিংসা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ কর। দয়া, দম, শান্তি ও সমদর্শন আশ্রয় করিয়া কেশবের আরাধনা কর। ভক্তিয়ুক্ত হইয়া অহোরাত্র ব্রত পালন কর। শ্রীহরির মন্দির মার্জন, উপলেপন, মার্গ-শোভা ও হরিমন্দিরে দীপদান কর। হরিকথা শ্রবণ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর। এই সমস্ত কৰ্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিলে উত্তম জ্ঞান হইতে ভদ্রারা মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে।

ভদ্রতম্বু বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি যেসল শুভদ বাক্য বলিলেন তাহার বিবরণ আমাকে বলুন, আমি নিতান্ত মূঢ়শ্রেষ্ঠ। পাষণ্ড কে? সজ্জন কে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং সমদৃষ্টি কাহাকে বলে? কেশবের পূজা কি প্রকার? অহোরাত্র ব্রতই বা কি ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই বা কি এই সকলের বিবরণ আমাকে বলুন।

দাস্ত বলিলেন—বেদসম্মত কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে আচারবিহীন কৰ্ম্ম করে সেই কৰ্ম্মকারীকে পাষণ্ড বলে। যাহারা বেদসম্মত আচারপরায়ণ এবং পাপা-ভিলাষশূন্য, তাহারাই সজ্জন। পরস্মীতে বা বৈভব-উপার্জ্জনের অভিলাষই ‘কাম’ বলিয়া কথিত। নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যে সন্তাপ জন্মে তাহাই ‘ক্রোধ’। পরবিত্ত গ্রহণের অভিলাষ—‘লোভ’ আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ—ইত্যাদি মমত্বই মোহ। আমিই মহাত্মা, ধনবান, ভূতলে আমার জায় কে তুল্য আছে—চিন্তে এইপ্রকার ভাবকে ‘মদ’ বলে। লোকে আমাকে সদাষ্ট নিন্দা করে, আমার জীবনে শিক্ তাহাই ‘মাৎসর্য্য’। সর্বলোকসুখপ্রদ যথার্থ ভাষণই ‘সত্য’, তদ্বিপরীত ‘অসত্য’। অমুকের ঐশ্বর্য্য স্ত্রীপুত্রাদি কবে ক্ষয় হইবে—এই চিন্তার নাম হিংসা। যত্নপূর্ব্বক পরক্লেশ নিবারণের ইচ্ছাই দয়া। যৎকিঞ্চিৎ বস্তু (অল্প বা বহু) প্রাপ্তিতে চিন্তে যে সুখ তাহাই শান্তি। চিন্তে কুৎসিত কৰ্ম্মের নিবারণকে দম বলে। সুখে দুঃখে বা শত্রুমিত্র সমতাবই সমদৃষ্টি। নৈবেদ্য গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা শ্রীহরির অর্চনকে পূজা বলে; মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে আহার লজ্জলই অহোরাত্র ব্রত। শ্রীহরিতে নিজ নিজ আত্মার একীকরণকে বিষ্ণুস্মরণ বলে। ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এই তোমার জিজ্ঞাসিত বাক্যের উত্তর প্রদান করিলাম। প্রতিদিন কমলাপতির অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

দাস্তের উপদেশমত ভদ্রতনু সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তিপরায়ণ হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলে পঞ্চম দিবসে করুণাময় হরি ভদ্রতনুর সাক্ষাতে কোটিস্বর্ঘ্যসদৃশ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবিভূত হইলেন। জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া ভদ্রতনু সাক্ষাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—হে জগন্নাথ জগন্নিগ্ধারকারী কমলাকান্ত আমাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করুন। আমার সমান ভাগ্যবান জগতে কেহই নাই, যেহেতু আমি পাপী হইয়াও আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আমি ধনু, কৃতার্থ হইলাম। বিস্তর পাপামুষ্ঠান করিয়াও আপনার ত্রিজগদ্বন্দ্য পাদপদ্ম দর্শনের অধিকারী হইয়াছি। আপনার স্মরণপ্রভাবে অজামিল পাপমুক্ত হইয়া দেবদুর্লভ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলিক নামক ব্যাধ আপনার পাদপদ্ম-সলিলের গুণ জানিয়াছিলেন, যজ্ঞধ্বজ আপনার মন্দির-মার্জনের ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যজ্ঞমালী মন্দির উপলেপনের ফল এবং প্রদক্ষিণফল তদভ্রাতা স্ত্রমালী অবগত ছিলেন। জরাব্যাধ আপনাকে বানবিদ্ধ করিয়াও পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। শিশুপাল আপনার নিন্দা করিয়াও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইভাবে বিবিধ প্রকারে বহুবাক্য দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! আমার কৃত পাঠ এই স্তব যিনি করিবেন আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, কিন্তু তোমার সহিত আমার সখ্যতা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এই বলিয়া শ্রীহরি নিজ কণ্ঠস্থিত মালা ভদ্রতনুর গলায় পরাইয়া দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভদ্রতনুও নিজ কণ্ঠস্থ তুলসী মালা শ্রীহরিকে পরাইয়া দিলেন। অতঃপর ভগবান্ অন্তর্দ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ ভক্তের সহিত কন্দুক ক্রীড়া করিতেন। একদিন ভগবান্ বলিলেন—হে সখে! তোমাকে দুর্বল, রুক্ষাঙ্গ ও রুক্ষকেশ এবং তোমার অধর শুষ্ক কেন দেখিতেছি? কেহ কি তোমার ধন অপহরণ করিয়াছে অথবা অপমান করিয়াছে? তোমার হৃদয়ে চিন্তা কিসের জন্ত বল? ভদ্রতনু বলিলেন,—আপনার প্রীতির জন্ত আমি যে তপস্তা করি তাহাতেই আমার দুর্বলতা জন্মিয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সখে! আমি যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তখন তুমি কেন পুনরায় কায়ক্লেশরূপ তপস্তাচরণ কর? তোমার দুর্বলতা দেখিয়া

আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়াছে। অতএব তপস্যা ত্যাগ কর। এই বলিয়া নিজ উত্তরীয়ের দ্বারা ভক্তের অঙ্গ মার্জন করতঃ নিজ হস্তস্থিত বলয়, মস্তকস্থ কিরীট, পাদাঙ্গদ ও মুক্তাদি পরাইয়া দিলেন। ভদ্রতনুও ভগবৎ-কৃপাপ্রদত্ত আভরণ ধারণ করিয়া ভগবৎ সহ কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তঁাহাকে এই প্রকারে ভূষণে ভূষিতাঙ্গ দর্শন করিয়া গুরু দাস্ত বলিলেন,— ভদ্রতনু! তুমি অত্যাপি পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে পার নাই; পূর্বের মত ভোগাকাজ্ঞা এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই। আমার প্রদত্ত শিক্ষা তুমি গ্রহণ কর নাই। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহাতে সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। অহংযুচ্ছদ্বন্দ্বীলশ্চ নির্দয়ঃ পাপকামী। গুরুকীর্তিবিনাশীচ পঞ্চৈতে শিষ্যপাণ্ডুলঃ। গর্ব্বিত, ছদ্মশীল, নির্দয়, পাপতৎপর ও গুরুকীর্তি-বিনাশী ব্যক্তিকে শিষ্যপাণ্ডুল বলে। আর অভক্ত, বহুভাষী, চঞ্চলচিত্ত ও পরোক্ষ গুরুনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি শিষ্যাধম। এইপ্রকার আরও অনেক বাক্যে ভৎসনা করিলে ভদ্রতনু বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার নিকট সত্যই বলিতেছি, আমি আপনার প্রসাদে দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। দাস্ত বলিলেন—তোমার এত নীচ সিদ্ধিপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইল? ভদ্রতনু বলিলেন,—অল্পশ্রমের দ্বারা আমার ভগবৎ সন্দর্শন হইয়াছে। আর তঁাহারই আজ্ঞায় আমি নিত্য-ক্রিয়াদি ত্যাগ করিয়াছি। তিনি নিজ স্তবর্ণ কুণ্ডল হস্তবলয় কিরীট, মুক্তাদি আমাকে স্বহস্তে প্রদান করিয়াছেন। আর আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া নিত্য কন্দুক ক্রীড়া করেন। আমার এইবাক্যে প্রতীতি না হইলেও আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারি না।

দাস্ত বলিলেন—আমি পরম ভক্তিসহকারে সপ্তসহস্রবৎসর আরাধনা করিয়া বাঁহার দর্শন অতীবধি লাভ করিতে পারি নাই তুমি পঞ্চ দিবসের আরাধনায় কিপ্রকারে তঁাহার দর্শন লাভ করিলে? তোমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া প্রেমপূর্ব্বক ক্রীড়া করেন। তুমিই ধনু এবং কৃতার্থ। অতএব যদি আমাতে তোমার স্নেহ থাকে তবে আমার জন্ত শ্রীহরিকে নিবেদন করিও। এই কথা বলিয়া দাস্ত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অতঃপর ভদ্রতনু কন্দুক ক্রীড়াকালে দয়াময়হ শ্রীহরিকে বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমার গুরুদেব আপনার দর্শন অভিলাষ করেন। আপনার কি

আজ্ঞা হয়? শ্রীহরি বলিলেন—তুমি অনেক জন্ম আমার আরাধনা করিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দর্শন দিয়াছি। কিন্তু দাস্ত কতিপয় দিবস মাত্র আমার আরাধনা করিয়া দেবতাগণেরও অদৃশ্য আমার দর্শন কি প্রকারে অভিলাষ করে? সে আমার মহাভক্ত সুতরাং কোন না কোন দিন দর্শন পাইবে। ভক্ততনু বলিলেন—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে গুরুদেবকে দর্শন দান করিয়া পরিত্রাণ করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি যখন আমার দর্শন দানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তখন তাহাকে আনিয়া দর্শন করাও।

ভক্ততনু শ্রীহরির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে আনিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীহরি সর্বলক্ষণ সম্পন্ন নিজ রূপ দর্শন করাইলেন। দাস্ত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে বাষ্পলোচন ও কৃতাজ্জলি হইয়া শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন—

দয়ালো কমলাকান্ত শরণাগত-পালক।

নমস্তভ্যং হৃষীকেশ নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥

অত্ৰ মে সফলং জন্ম অত্ৰ মে সফলং তপঃ।

অত্ৰ মে সফলং সর্বং প্রাপ্তং তে দর্শনং যতঃ ॥

* * * * *

স্তোত্রং তদ্বাস্তি সংসারে বাগীশস্ত জগৎপতে।

যেন্ স্তোত্রেণ তে প্রীতিং জনয়িষ্যামি চেতসি ॥

রক্ষ রক্ষ প্রভো রক্ষ মাং প্রসীদ জগৎপতে।

ভৃদাসদাসদাসানাং দাসত্বেনাপি মাং বধু ॥

অতঃপর দয়াময় হরি দাস্তের মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্বক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তুমি আমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছ আমার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া প্রেমপূর্বক দাস্তকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্দ্বান হইলেন। দাস্তও সেই ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের আরাধনা করিতে করিতে অস্তিম্বে শ্রীহরিধামে গমন করিলেন। ভক্ততনু দেবদুর্লভ মুক্তিপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিয়ারী শ্রীমন্তকিছুদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্তন

মনোধৰ্ম্মবশতঃ অনেকে মনে করেন যে, শ্রবণ মুখ্য ভজন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোশ্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাম-কীর্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শ্রবণাদি কীর্তন বা শ্রীনাম-কীর্তনেরই অধীন। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্ভাবে শ্রবণাদিচেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা-সত্তার সংগ্রহ মাত্র। শ্রীনামকীর্তন সত্ত্ব প্রেমসম্পত্তিদানে সমর্থ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোশ্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীনাম জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। শ্রীনামকীর্তন লাভের অন্ত কোন উপায়ই নাই। সংকীর্তন বা উচ্চকীর্তন-দ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। বাঁহাদের কর্ণে উচ্চ-কীর্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন; আর কীর্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্তন, শ্রবণ ও শ্রবণ হয়। শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ (গী: ১০।৯-১০।)

পশ্চিৎগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্রূপে অর্পণপূর্বক মদগতচিত্ত ও মদগতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও আমার কথা কীর্তনপূর্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন। বাঁহারা শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিযোগ দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে-বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তাঁহারা তদ্বারা আমার পরানন্দ ধাম লাভ করেন।

কীর্তন-প্রভাবে শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।১০।৫)

যিনি শ্রীহরির স্মরণলম্বী কথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যে সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন-ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন ।

‘আমি ভগবানের নিত্যদাস’—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি । সাধুসঙ্গে সংকীর্তন-প্রভাবেই ইহা লাভ হয় । শ্রবণ-কীর্তনরত ভক্তগণ নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না ; পরন্তু প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই জ্ঞানেন । তাঁহারা কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । তাঁহারা জ্ঞানেন, শ্রবণ বা কীর্তন সহই ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ । নিজচেষ্টায় কেহ কখনও ভগবান্কে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । শ্রীহরির কৃপাতেই জীব ভগবদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন । সংকীর্তনমুখেই জীবের ভগবদর্শন লাভ হইয়া থাকে । ভগবানের প্রসাদ হইতে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় সংকীর্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে । নিজ-পৌরুষবলে উহা কখনও সাধিত হয় না । ভগবৎপ্রসাদে কোন বিঘ্নই ভক্তের কিছু করিতে পারে না । সেবোন্মুখ ব্যক্তির ভক্তনের বিঘ্নসমূহ ভগবৎ-কৃপাতেই বিদূরিত হয় । শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বিচিত্রলীলা-রস-সাগরন্ত

প্রভোবিচিত্র্যাং স্মৃতিতাং প্রসাদাং ।

বিচিত্র-সংকীর্তন-মাধুরী সা

ন তু স্বয়ম্বাদিতি সাধু নিদ্ধয়েৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ)

এক শ্রীনামসংকীর্তনের দ্বারাই নববিধা ভক্তি সাধিত হয় । কলিযুগের লোকের চিত্তবৃত্তি সর্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত । সত্যে চতুষ্পদ ধর্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজবস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত । কিন্তু চঞ্চলমনবিশিষ্ট মানুষের কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে । শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যামাং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্যা-
দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্তন দ্বারাই তাহা লভ্য
হইয়া থাকে ।

শ্রীল শ্রীনাথন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি রামানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযজ্ঞম্ ।

কথমপি সক্রদাস্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ

পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউক । শ্রীনাম সর্বোৎকর্ষতার
সহিত বিরাজ করুন । শ্রীনাম-উচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান ও
পূজাদির যত্ন সর্বতোভাবে নিরাকৃত হয় । কোন প্রকারে নাম একবার
উচ্চারিত হইলে প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয় । শ্রীনাম পরম
অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্ ।

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্ত তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই বস্তু তৌলদণ্ডে মাপা হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণনাম
ও কৃষ্ণপ্রেম এই দুই বস্তু এখন তুলিত হয় নাই অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমের
তুল্য আর কোথাও কিছুই নাই । শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—
“হে ভগবান্ যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাবস্বরূপ নির্মল ব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র
বিরাজিত আছেন, তথাপি তিনি সংসার-বৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছিন্ন
করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্তও যদি তোমার
নাম জিহ্বাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ঐ নাম সংসারতরুকে সমূলে উৎপাটিত
করিয়া দেন; সুতরাং তোমার অঙ্গপ্রভা অপেক্ষা তোমার সাক্ষাৎ অভিন্ন-
স্বরূপ শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সেবা ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম ।

অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি ।

তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

କୃଷ୍ଣ ହାତୀ, କୃଷ୍ଣ ମିତ୍ରା, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦସ୍ୟ ।
 ଉଗ୍ରାଣ ବୀରୀୟା ଉ ଲ—କୃଷ୍ଣ : ବର୍ଣ୍ଣ ମୟ ।
 ବଳ ଶକ୍ତି, ଭବ ଶକ୍ତି, ଲଠ ଶକ୍ତିମାୟ ।
 କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ବିଷ୍ଣୁ ଶା ବାସିତ୍ ଦାର ଶ

କୋଷ ବାଲିମୋହନ.—

ଉ ଆଶ୍ରୟ ନାଶୟେ ନାମ ତ୍ରିବିଂଶତନ୍ ।
 ନୟେତ୍ତେ ବିଚ୍ଛେଦା ଯୁକ୍ତଜଃ ଧରାମାୟ ସ

ଏହି ବିଷ୍ଣୁ, ଲୋକାର ନାମ ତ୍ରିବିଂଶତ୍ରାଶ, ଅଶ୍ରୟ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣବାସତ୍ତ୍ୱମ୍ । ଯହିଁ
 ନାମେର ଉଚ୍ଚାରଣାଧିଯାହାହା ବଳାକୁ ଯା ଆସିବା, ତାର' ଆକାଶେତ୍ତେ ଅବଗତ
 ହେବା ବାଦି ନେତ୍ତେ ଲୋକାୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣମେତ୍ତେ ତ୍ରିବିଂ ଶ୍ରୀମାୟ
 ଦନ୍ତ ଅବଗତ ସମ । ତଥୁ ଅଗ୍ରଗତ ହେଉଛି ଯା ବାଳ ସେନ, ଶ୍ରୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ
 କହିତେହି ଶ୍ରୀବ ଲକ୍ଷ୍ମୀରାମ ଶା ପରମବଦ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସିତା ଧାକେନ । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ସହାୟା
 ବାଳିବାହେନ,—

ନାମୋଚ୍ଚାରଣ-ବାହାସାଃ କ୍ଷୟାତ୍ତ ନୟନୁତନ୍ ।
 ବହୁକ୍ରୀଡ଼ା-ନାମେନ ସତୋ ବାହାସ ପତ୍ୟ ପତ୍ୟ ।

କୋଷ ବାୟୁମନ୍ତ୍ରାୟ ଶକ୍ତ ବାଲିମୋହନ.—

ଅର୍ଥାତ୍ତୀରାମାସାଧିବିଶ୍ୱାସୋ ଦୀରାତୋୟା ଲାକ'ନ୍ ।
 ଯୋଗାପେକା ନୟନାତି କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀରାମାୟ ।
 ଯୋଗା ଲାୟ ପରମ'ବେନକ୍ତାନ୍ତୁତ୍ତେ ନିତ୍ତ ଶ୍ରୀରାମେ ।
 ନର୍ତ୍ତକ ଶକ୍ତ୍ୟୁ, ସମ ତୁ ସଦ୍‌ବା ବଳବେନକ୍ତି ଯୋତୁ ।

ଶ୍ରୀରାମ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶତ୍ରୁମତ୍ତେ ବିଷୟର ବାସିତ୍ତ୍ୱମ୍ ନୁକୃତୀନ ସତ୍ତ୍ୱ ବାସିତା
 ନୟତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମକୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରୀମତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁରାମ । ତଥୁ ଶତ୍ରୁମତ୍ତେ କେନ, ଧୂମକ-
 କରତାଳ ଶ୍ରୀକୃତି ନାକ୍ତୟବଳାଳିତ ଶ୍ରୀମତ୍ତେ ସେନା କାସିତେ ଶ୍ରୀମତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ
 ବାହେନ । ଧୂମକ ଅବାସିତ୍ତେ ଶ୍ରୀମତ୍ତେ-ବାସେ ଅଲିକ୍ତ ବାହେନ,—

ସେନାଃ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ-ବିଶ୍ୱାସୋଦାୟନବକ୍ତାଳ ବାସିତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତିବିଶ୍ୱାସାଃ
 ସେନାବୋଧୀରାମା-ସିଦ୍ଧବକ୍ତାଳ ବାସିତ୍ତ୍ୱ ବାହେନ ।
 ସେନାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଲଳିତବକ୍ତାଳ-ବାହେନା ବାହେନା
 ଦିକ୍ତ ତାବ୍ ଦିକ୍ତ ତାବ୍ ବିଶେଷାବ୍ ବାହେନା ବିଷ୍ଣୁରାମ କୀର୍ତ୍ତନୋ ନୟନାଃ
 (କ୍ରମେନା)

—ତ୍ରିବିଂଶତୀ ଶ୍ରୀମଦ୍‌କୃଷ୍ଣବିଜୟାଦି ହରିଃନାମ ସହାୟା

ব্রাহ্মণ কে ?

ত্রিশূল পত্রিকা, ১৩৭৫ সাল, বৈশাখ সংখ্যার ৫৭-৬৫ পৃষ্ঠায় নবতীর্থ মহাশয়ের জাতি-জন্মগত কিংবা গুণগত প্রবন্ধ পাঠ বিজ্ঞত্বের ভানে অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুটা উত্তরস্বরূপ লিখিতে বাধ্য হইলাম— উক্ত পত্রিকা নিকটে না থাকায় সব কথার উল্লেখ হয় নাই, তাঁর লিখিত মানুষের আয়ুঃ যে শত বৎসর বা একশত কুড়ি বৎসর—একথা ঋতিতেও আছে। ইহা যদি সত্যযুগের কথা হয়, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের হাজার বৎসর বাঁচাই অসম্ভব—তপস্যা দূরের কথা। ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চান নাই বলে ব্রহ্মা গুণগত ব্রাহ্মণত্বের সমর্থক নন কি করে বলা যায় ? তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত গুণের উদয় না হওয়ায় ব্রহ্মা বর দিতে স্বীকার করেন নাই বলা যায় না কি ? তপস্যা করিলেই তাহা আসে না, হিরণ্যকশিপুও তপস্যা করেছিল, সে কি ব্রাহ্মণ হইল ? গুণার্জন হইলে হয়। দুর্কাসাধ্বি, পরশুরাম, ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে পূর্ণ ছিলেন নাকি ? জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণী ছিলেন, তাঁহারা তপস্যা করিয়াছিলেন কি ?

কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে ত্রায়কুম্ভমাঞ্জলির “উদ্ভিদবৃশ্চিকবদ্বর্ণাঃ—প্রসঙ্গে মার্গের আদিত্তে তাহা না থাকায়ই ব্রাহ্মণত্ব কাহারও সম্ভব ছিল না, তাই তদ্বংশে পরে ব্রাহ্মণ হয় কি করে ? প্রশ্নের জবাব দিবেন কি ? ঋষ্যশৃঙ্গ যুগীর পুত্র হইয়াও ব্রাহ্মণ হন কি করে ? রামচন্দ্রের নাটকান্ধিনয় করিলেই নট রাম হইয়া যায় না। তিনি লিখিয়াছেন, “যাহা শাস্ত্রতিরিক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ তার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিলেও তদংশে শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই”। অহো মীমাংসা-রসিক ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ মৃতাস্তি শব্দ ও পশুমল গোময় অপবিত্রস্বরূপ ঘৃণ্যপদার্থ কেবল শাস্ত্রবলেই যে দেবপূজায় ও শুদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কি মীমাংসা করিবেন ? ইহা কি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ নয় ? ইহা কি অপ্ৰমাণ ? এ অংশে কি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিবেন ?

ব্রাহ্মণের জন্ম অপেক্ষা তদুচিত গুণ ও কর্ম প্রশংসনীয় বুঝাইতেই যদি শাস্ত্রের উক্তি হয়, তবে ত তাঁহার কথায়ই ব্রহ্ম গুণ ও কর্মবান্ হন, জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া হইয়া পড়ে, সমান বলা ত দূরের কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি চরুভক্ষণের ভ্রমেই যদি সত্যবতীর গর্ভে ক্ষত্রতেজঃ আর তার

মায়ের গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ আবিভূত হইয়া পড়ে, তবে পিতার ঔরসে কাহারও জন্ম নয়, এক ঋষিরই প্রভাবে জন্ম, তবে ভেদ হয় কেন ? আর তাহাতেও তাহাদের জাতি পরিবর্তিত হয় নাই ত ? বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রহিলেন, পরশুরামও ব্রাহ্মণ রহিলেন । তেজঃ জাতির জনক নয়, পিতাই বলিলে ত তাহাদের চরুর তেজ বৃথা হয় ।

ব্রাহ্মণত্ব লাভের তপস্শায় সালোক্যাদি মুক্তি হয়, এরূপ শাস্ত্রে কোথায় আছে ? আর ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মুক্তি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে দেওয়ার মালিক—শাস্ত্রে কোথায় বলেছেন ? মুক্তিদাতা একমাত্র বিষ্ণুই—দেবতারা মুচুকুন্দকে বরদান-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন । ইন্দ্র মতঙ্গমুনিকে ব্রাহ্মণত্ব দেন নাই, তাহার তাহা দেওয়া সম্ভব কিনা তাহাও চিস্তনীয় । বিশ্বামিত্রের জন্মের ত্রায় চক্রে তৎকালে অনেকেরই জন্ম হইত, এযুগেও সাধুর আশীর্ব্বাদে অনেকের পুত্রলাভ হইতে দেখা যায় । কাজেই, কোথায় কি অলৌকিকত্ব আছে, তাহা তাহার কার্য্য ও গুণদ্বারাই পরে প্রকাশ পায় ।

গুধু পৈতা (উপবীত) নিয়ে অব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণ হয় না, তেমনি ব্রাহ্মণও পৈতা নিয়েই মাত্র ব্রাহ্মণ থাকে না—তাহারও পাতিত্যা আসিয়া থাকে । দীক্ষার সম্বন্ধে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা । দীক্ষার দ্বারা যাহারা ব্রাহ্মণ হন, তাহারা বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত শ্রেণীতে পড়েন । তাহারা কখনও যজন-বাজনাদি ব্রাহ্মণের জীবিকা অবলম্বন করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা করিতে যান না । তাহাদের ভাগবতীয় বিপ্রত্ব বলা যায় । সাধন-তজ্ঞনোপযোগী সর্বশাস্ত্রমস্ত্রাদির অধিকার লাভই তাহাদের কাম্য—ভুক্তিতেই তাহারা তৃপ্ত ।

জন্মের অলৌকিকত্বই যদি জাতি-পরিবর্তনের হেতু হয়, তবে কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাহারই পুত্র অর্জুন কেন ক্ষত্রিয় ? তাহার জন্মেও অলৌকিকত্ব আছে, তেমনি ধৃতরাষ্ট্রাদিরও ব্রাহ্মণত্ব কেন হইল না ? বিদূর শূদ্র হলেন কেন ? পিতা ত সকলেরই ব্যাসদেব বা বিচিত্রবীৰ্য্যই ।

শ্রীমদ্ভাগবতই সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বসম্প্রদায়ের প্রমাণগ্রন্থ এবিষয়ে আশাকরি কাহারও দ্বিধা নাই । আর শ্রীধরস্বামীই যে সর্বমান্ত্র এবিষয়েও কাহারও আপত্তি নাই;—অন্তঃ যাহারা আন্তিকতার দাবী করেন । তাহারই প্রদর্শিত টীকানুসারে এবং মূল গ্রন্থানুসারেও দেখা যায়, প্রথমে জন্মগত জাতি ছিল না—গুণ-কর্ম্মানুসারেই পরে ত্রেতাযুগেই ত্রয়ী ও বর্ণের সৃষ্টি হয় । যথা—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ ।

কৃত কৃত্য্যঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥

টীকা—তত্রাদৌ মনুপাসনালক্ষণ এব মুখ্যো ধর্ম্মআসীৎ আচারলক্ষণস্ত
পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ । কল্পাদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্ । জাত্যা জন্মনৈব । কৃতার্থা
ইত্যর্থঃ মূলং—ত্রেতাযুগে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াজ্রয়ী । বিদ্যা প্রাচুরভূৎ
তস্মা অহমাসং ত্রিব্রহ্মণঃ । টীকা—পশ্চাৎ ত্রেতাযুগপ্রবেশে মে বৈরাগ্যরূপস্ত
হৃদয়াৎ । ত্রয়ী জাতা ইত্যর্থঃ মূলং—বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্মভূম্যানুসারিণী ।
আসন্ প্রকৃতযোনুং নৃণাং নীচৈর্নীচোস্তমোস্তমাঃ । টীকা—মন্দাভির্জন্মভূমিভির্মন্দাঃ
উত্তমাভিরুত্তমাশ্চেতি । ইহা স্বভাবভেদ দেখানোর জন্তুই দৃষ্টান্ত । মূলং—
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রা মুখবাহুরূপাদজাঃ—বৈরাগ্যাং পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-
লক্ষণাঃ । টীকা—আত্মাচারঃ স্বধর্ম্ম এব লক্ষণোজ্ঞাপকো যেষাং তে । নতু
জন্মজ্ঞাপকং ইত্যর্থঃ ।

এই কয়টি শ্লোক ও টীকা বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম সত্যযুগে
বর্ণ একমাত্র হংসই ছিল, উপাসনাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল । পরে ত্রেতাযুগেই
ত্রয়ীবিদ্যা এবং বর্ণভেদ সৃষ্টি হয় । তাহার হেতুও একমাত্র উল্লিখিত স্বধর্ম্মই
তাহাদের লক্ষণ বলিলেন । জন্মভূম্যানুসারে স্বভাবের উত্তমত্বাদিমাত্র
দেখাইলেন । ইহার ব্যতিক্রমও নাই একরূপ বলা যায় না । (একাদশ স্কন্ধ)
চতুর্ধর্ষণ ছাড়াও অনেক বর্ণের কথা ভারত ভিন্নবর্ষেও জম্বু প্লক্ষাদি দ্বীপে
আছে একথাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা কোথা হইতে জন্মালেন ?
শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে দেখা যায়, মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভদেব
জন্মালেন, তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই রাজা হন । ২জন নবদ্বীপের
বা বর্ষের অধিপতি হন, আর ৮১ জন কর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হন ।
আর ৯জন যোগীন্দ্র হন । তাহা হইলে দেখা যায়, একই জন্মাধিকারে
জন্মিয়াও স্ব স্ব গুণ-কর্ম্মানুসারেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন—
তাঁহাদেরও জন্মের কোন অলৌকিকত্বও শাস্ত্রে দেখান নাই । ঋষভদেব
ক্ষত্রিয়জাত হইয়াও ব্রাহ্মণই, যেহেতু পরমহংস হন । পুত্রদের সম্বন্ধে
৫ম স্কন্ধেও উল্লেখ আছে । ১১শেও মূলং—

তেষাং নব নবদ্বীপ পত্যোইন্দ্ৰসমন্ততঃ ;

কর্ম্মতত্ত্বপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥

টীকা—কৰ্মমার্গপ্রবর্তক ব্রাহ্মণা অভুবন্। স্ববীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তে যা পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাপ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কৰ্ম বিগুহ্বা ব্রাহ্মণা বহুবুঃ।

এখানেও মহাপ্রোত্রিয় শব্দ এবং কৰ্মের দ্বারা ই বিগুহ্ব হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। প্রিয়ত্রতেরও তিন পুত্র পরমহংস হন, নিশ্চয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ৭ম স্কন্ধে স্পষ্টই বর্ণাশ্রমধর্মের সমস্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের লক্ষণও বলিলেন। তারপর বলিলেন, “যন্ত যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-
ব্যঞ্জকং। যদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ” ॥ টীকাতেও বলিলেন—
“শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যশ্চেতি”।
এখানে স্পষ্টই মূলে ও টীকায় গুণগত ব্রাহ্মণত্বেরই বিধি দিলেন, জাতিমাত্রেরই, নয় বলিলেন, “অন্তত্রাপি দৃশ্যেত” এই কথাই প্রমাণ দেয় কল্পিত ব্যাখ্যাগুলি গ্রাহ্য নয়। অত্র বর্ণেও ব্রাহ্মোচিত গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণই বলিতে হইবে।

উগ্রশ্রবাস্বতকে বধ করায় বলরাম ব্রাহ্মণবধেরই প্রায়শ্চিত্তরূপে ১২শ বৎসর তীর্থস্থান করেন। অত্র বর্ণ ও কৰ্মের দ্বারা অত্র বর্ণে পরিণত হওয়ার প্রমাণও ৯ম স্কন্ধে দেখা যায়। মনুর পুত্র পৃষৎ গুরুর শাপে ব্যাঘ্রক্রমে গোহত্যা করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। যথা—“ন ক্ষত্রবন্ধু শূদ্রত্বং কৰ্ম্মণা ভবিতাহমুনা।” “ধৃষ্টার্কীষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ” ॥ টীকাচ—“ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং” “উগ্রশ্রবাঃ সূতস্তম্ভদেবদত্তস্ততোহভবৎ, ততোহগ্নিবেশোভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ-
সূতঃ কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণোমহানৃষিঃ। ততো ব্রহ্মকুলং জাত-
মাগ্নিবেশায়নং নৃপঃ। নাভাগো দিষ্ট পুত্রোহতঃ কৰ্ম্মণা বৈশ্বতাং গতঃ।”
এখানে কৰ্মের দ্বারা ক্ষত্র বৈশ্ব হইল দেখা যায়, আবার তারই বংশে ভলন্দনাদি মরুভাত্ত অনেকই ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। রথীতর রাজা অপুত্রক ছিলেন, তৎকর্তৃক প্রার্থিত হ’য়ে অঙ্গিরাস অনেক পুত্র জন্মান। তাঁহার তৎক্ষেত্রজ হইয়াও ব্রাহ্মণ হন। “এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্তাঙ্গিরসাঃ সূতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ” ॥ টীকা চ—যতো ক্ষেত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ ॥ আবার “তন্ত্ৰসত্যত্রতঃ পুত্রাঙ্গিশক্ষুরিতিবিশ্রুতঃ প্রাপ্ত-
শাণ্ডালতাং শাপাদ্গুরোঃ কৌশিকতেজসা” ॥ টীকা—পরিণীয়মানবিপ্রকন্ত-
হরণাৎক্লৃদ্ধস্ত গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ ॥ তারপর হোত্রক ক্ষত্রিয়, তাঁর পুত্র জরুমুনিই গজাকে গণ্ডুষে পান করিয়া ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ আর তাঁরই পুত্র পুরুর বংশে গাধি ক্ষত্রিয় রাজা হন এবং তাঁরই পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হন।
শুনঃশেফকে জেষ্ঠ পুত্র করিলে তাঁহার যে পুত্রগণ মানিল না তাহাদিগকে

শ্লেচ্ছ হইতে শাপ দিলেন—“অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো শ্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ” ।
আবার ক্ষত্র বৃদ্ধের পুত্র গুৎসমদ তাঁর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র শৌনক, তিনি
বহুচপ্রবরও নিশ্চয় ব্রাহ্মণই ছিলেন । অক্রিয়ের পুত্রগণ ব্রহ্মবিদ ছিলেন ।
“চক্রিয়ন্ততঃ—তদগোত্রং ব্রহ্মবিদজ্ঞে শূন্যবংশমনেনসঃ” ।

“সুমতির্ধ্ববেহ প্রতিরথঃ কবোহ প্রতিরথাজ্জঃ । তস্মমেধাতিথিস্তস্মাৎ-প্রস্মনাগ্না
দ্বিজাতয়ঃ” ॥ এখানেও ক্ষত্রিয় পুত্র কধমুনি তাঁর পুত্র মেধাতিথির বংশও ব্রাহ্মণ
হন । আরও গর্গাচ্ছিনিস্ততোগার্য্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মবর্ত্তহত । দুরিতক্ষয়ো মহা-
বীৰ্য্যাৎ তস্মদ্রব্যাকুণিঃ কবিঃ । পুষ্করাকুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাতঃ ॥
টীকা চ—যে অত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতান্তে । তাদের
বংশেই হস্তী রাজা হন ও হস্তিনাপুর করেন । নীপের পুত্র ব্রহ্মদত্ত যোগী
হন, তাঁর পুত্র বিশ্বক্সেন যে গভস্ত রচনা করেন । “নলিগ্রামজমীঢ়স্ত নীলঃ
শান্তিস্ত তৎসুতঃ” ॥ টীকা চ—“জমীঢ়স্তবংশ্যা প্রিয়মেধানয়ঃ কেচিং ব্রাহ্মণা-
বভুবুঃ বৃহদিষু প্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চেতি বংশদ্বয়মুক্তং তন্মৈববংশান্তরমাহ
নলিগ্রাম ইতি” “ভর্মাশ্বস্তনয়স্তস্ত পঞ্চাসন্মুদগলাদয়ঃ” মুদগলাব্রহ্মনিবৃত্তং
গোত্রং মোদগল্য সংজ্ঞিতং” । শরদ্বানের পুত্র রূপ ব্রাহ্মণই ছিলেন । এই
কয়টী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে গুণ-কর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্বও
প্রচলিত ছিল । অবশ্য জাতিগত ছিল না একথা বলা শক্ত । তবে সর্বপ্রথম
কল্লারস্তের সভ্যযুগে একই বর্ণ ছিল, তাঁহারা জন্মগত সকলই সমান
ছিলেন । পরবর্ত্তীকালে গুণকর্ম্মানুসারেই তাঁহারা বিভক্ত হন । তারপর
হইতে যদিও জন্মগতই প্রবল হয়, তথাপি অন্তরূপ ছিল না বলা যায় না ।
বিশেষতঃ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণই প্রধান এবং জন্মগতটী প্রচুর হয় এইমাত্রই
বলা যায় । জাতি, গুণ, কর্ম্ম, তিনের সংযোগ যাহাতে আছে, তিনিই ত
শ্রেষ্ঠ । জন্মগত গুণই উত্তরাধিকারীস্বত্রে স্বভাবতঃ আসে বলিয়াই তাঁহার
প্রাচুর্য্য কিন্তু দৈবক্রমে অন্তর জন্মালেও সাধকদের কেহ কেহ কর্ম্ম বা শাপে
উচ্চনীচ বর্ণ প্রাপ্ত হন এরূপ ইতিহাসও আছে ।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, (বি.এ অনাস)

অধ্যাপক, গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ;

নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

[২]

৩নং মূর এভিনু,

বেতার অফিস, টালিগঞ্জ

কলিকাতা—৪০

তাং ৯/১২/১৯৭০

শ্রী শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবনতিপূর্ব্বিকেষম্—

* আপনার কৃপা লিপিখানা যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত বিষয় অবগত হইলাম। আপনি পুনরায় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কারণ মাদৃশ অধমের নিকট হইতে আপনি শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে উত্তরের আশা করিয়া আমার পরমমঙ্গলের কাজই করিয়াছেন। আমি নিদ্রিত অবস্থায় যৎসামান্য শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলাম। আপনি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। “সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা ॥” আপনি আমার যাহাতে সুদৃঢ় কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কারণ, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আমাকে শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাঁহাদের কৃপাভার দ্বারা আপনার সমস্তাপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ আপনার প্রশ্নগুলি আমাকে, একই সঙ্গে ‘শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গ, অমূল্য দু’টিকাজের সুবর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে।’ অতএব ইহা আপনার অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক্ষণে, আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে উত্তর দিতে যত্নশীল হইলাম। কতদূর সফলকাম হইব, তাহা একমাত্র অগতির গতি শ্রীগুরুদেবই জানেন। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল—
(১) “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহারই বিলাসমুষ্টি। সৰ্ব্বাধিষ্ঠাতালক্ষ্মীপতি নারায়ণে নিবেদিত প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন কিনা? নিলেই বা কি দোষ? প্রমাণ সাপেক্ষ।

বিষ্ণুতত্ত্বের প্রসাদ পাইতে কোথাও দোষ দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-ভক্ত। অতএব সেই বিষ্ণুতত্ত্বের মালিক বাঁহারা, তাঁহাদের প্রসাদ বৈষ্ণবদের

একান্ত কাম্য। দোষের কথা শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই, বরং না নিলেই দোষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সহায়কারী গুরুনিত্যানন্দ এবং মহাবিশ্বুর অবতার ও গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅবৈতপ্রভুর প্রসাদ কি বৈষ্ণবগণ পান না? নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা উভয়েই বিশ্বতত্ত্বের অধিকর্তা। বিচার এই যে, ‘কৃষ্ণ’ ও ‘নারায়ণ’ তত্ত্বতঃ ‘এক’। মাত্র রসগত বিচারে কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিद्यমান। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥

(ভ, র, সি ২।৩২ পূর্ব বিভাগ)

অর্থাৎ নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ত কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই রূপেই রস-তত্ত্বের সংস্থান হয়। একই কৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ—“স্বয়ংরূপ, তদেকান্তরূপ, আবেশ নাম। প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান।” অর্থাৎ একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা) বিংশ-পরিচ্ছেদে “কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার” ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, কৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মধ্যে কোন্ অবতারের প্রসাদ কৃষ্ণভক্তগণ পাইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বেশের যে লীলা, তাহাই নারায়ণের ঐশ্বর্য্য লীলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—“স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, ‘আমি’ ‘ক্ষত্রিয়’ জ্ঞান ॥ ‘সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥” (মধ্য ২০।১৭৭-১৭৮) বর্তমান জগতে কৃষ্ণ বা নারায়ণের যে পূজার বিধান প্রচলন আছে, তাহা মূলতঃ ঐশ্বর্য্য মার্গেরই পূজা। স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা সাধারণ জীব করিতে সক্ষম নহেন। কারণ, তাহা বেদবিধির উর্দ্ধে এবং রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুররসের সন্তোষ প্রকাশ। কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাস-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণের সেবা জগতে প্রকটিত আছেন এবং বিভিন্ন মঠমন্দিরাদিতেও সেই সেবা প্রকটিত। অতএব, নারায়ণের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু কৃষ্ণের অবতারের মধ্যে ‘দশবিধ’ অবতারের প্রসাদ পাইলেও কোন দোষ আসে না।

চতুর্বেদ শিখা নামক গ্রন্থ বলেন—“বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্লাদোহং মৎস্যঃ কুর্মাঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কঙ্কিরহমিতি।” অবতারী ভগবান্ বলিলেন—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম; আমিই কঙ্কি ও আমিই বুদ্ধ।”

তবে যাহাদের গোপীভাব, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের ভজন-নিষ্ঠাই তাঁহাদিগকে ভজনীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি শুদ্ধ করিবে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা হইতে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ করিতেছি থা—

“ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু।

শচীশ্বরং নন্দীশ্বর-পতিশ্চ তত্ত্ব গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বৈশ্বর পরমজগৎ নমু মনঃ।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন—“দেবদেবী সকলেই ভগবানের অংশাবতার এবং ভগবদ্ভক্ত। বৈষ্ণবগণ ভক্তের প্রসাদের আকাজ্ঞা করেন। তবে বৈষ্ণবগণ কেন কালকূট বিষ খাইয়া জীবন বিসর্জন দিবেন, তথাপি দেবতার উচ্ছিষ্ট নিবেন না ?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—আমি আমার পূর্বপত্রে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম “যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা” ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নে। যাহা হউক, এক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

দেবদেবীগণ ভগবানের অংশাবতার হইলেও জীবকোটর অন্তর্গত এবং গুণাবতার। শাস্ত্রবিধিযুক্ত পূজা হইলে, তাঁহাদের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ হয় না। তবে দেবগণের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন বলিয়া, তাহাতে পূজায় যথাযথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না; সেই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া নশ্বর দেবোপাসনার অনিত্য ফল প্রাপ্ত হন। যদিও দেবগণের প্রতি ঐ প্রকার শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার ফল ভগবানই বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি দেবভক্তগণ তাহা জানিতে পারেন না। “যেহ্যত্মদেবতা ভক্তা” (গীতা ৯।২৩) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ঐক্লপ দেবপূজার দ্বারা তাঁহার পূজা গোপভাবে হইলেও ইহা অবিধিপূর্বক যজন, অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা পূজা করিলে গতাগতি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয়, তাহা ইহাতে নাই এজন্যই দেবভক্তের

দ্বারা নিবেদিত দেবতার প্রসাদ লাভে অনিত্য ফলই লাভ হয়। ইহার প্রাপ্তিতে সংসারমোচন না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হয়।

অথচ, পুরীধামে বিমলাদেবীর প্রসাদ বিষ্ণুভক্তগণ শ্রদ্ধাসহকারেই গ্রহণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীক্ষেত্রে পূজার বিধান শাস্ত্রসম্মতভাবেই হইয়া থাকে। বিমলাদেবীর ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের প্রসাদের দ্বারাই বিমলাদেবীর ভোগ দিয়া থাকেন। তথায় স্বতন্ত্ররূপে বিমলাদেবীর পূজা হয় না।

ভগবন্তের প্রসাদ পাইতে বৈষ্ণবগণের বাসনা থাকে; কারণ তাহা মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান—তবে ভক্তের ভক্ত যিনি, তিনি যদি অবিধিপূর্ব্বক ভগবন্তের পূজা করেন, তবে সেক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তের কর্তব্য কি, তাহা আপনিই বিচার করুন।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন—প্রত্যেকের ঘরেই ঠাকুর সেবা আছে। কেহ বা পটে (আলেখ্য) কেহ বা ঘটে, কেহ বা ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহে। যদি জাত বা মৃত শৌচাদি থাকে, অথচ সেই ঘরে সপ্তাহ অন্তর পাঠকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ বৈষ্ণব ভক্তগণের লওয়া কর্তব্যাকর্তব্য বিস্তারিত জানিতে চাই।

আপনি প্রত্যেকের ঘর বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছেন? সংসারীজীবের ঘরে বিধি বা অবিধিপূর্ব্বক পূজা, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাসহকারে পূজা দুই-ই হইয়া থাকে। অদীক্ষিতও গৃহে পূজা করেন এবং দীক্ষিত যিনি, তিনিও গৃহে পূজা করেন। বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণও গৃহে পটে বা ধাতুনির্ম্মিত “বিগ্রহে” পূজা করেন। তবে পূজার প্রকার ভেদ বিद्यমান।

(ক) সাধারণের গৃহে ঠাকুরসেবার যে বিধান আছে, সেখানে বৈষ্ণব-গৃহস্থের সেবিত ঠাকুরের প্রতি যথাযোগ্য সন্মান দিয়া শ্রীভগবৎ নামকীর্ত্তনান্তে শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে গৃহস্থের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদি থাকিলেও পাঠকীর্ত্তনের পর ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। তবে শুচিতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে।

(খ) যদি বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে এই বিচার করেন, তবে সেইস্থলে শাস্ত্র যে বিচার দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত। তাঁহাদের জন্ম-কল্ম-বন্ধন নাই। ‘ন কল্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবাক্ষ বিদ্যতে। বিষ্ণুরমুচরতত্ত্বং

হি যোক্ষমাহর্মণীষিণঃ । (হরিভক্তিবিলাস) ॥ এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—“অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই । সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যাবেন তথাই ॥ ধর্ম, কর্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কড়ু নহে । পদ্মপুরাণে ইহা ব্যক্ত করি কহে ॥” এই বিচারে, বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদিক্রিয়া স্পর্শ করে না । বৈষ্ণবের গৃহে নিত্য ভগবৎ সেবা হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে ভক্তপ্রবর শ্রীধাম পণ্ডিতের মৃতপুত্রের কথা এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনলীলার কথা স্মরণযোগ্য । আমাদের সদা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে যাহারা বৈষ্ণব, তাহাদের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । অল্প বৈষ্ণবব্রতগণের বিষয় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নহে । “লোক দেখান গোরাভজা; তিলকমাত্র ধরি । গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরেন চুরি ॥” এহেন বিষয়ভোগী জীবদের বাদ দিয়াই আমাদের শুদ্ধপথে অগ্রসর হইতে হইবে । বৈষ্ণবের সংজ্ঞা পদ্মপুরাণে যাহা বলিয়াছেন—

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহম্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্তৃক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া কথিত হন । তদ্ব্যতীত অপরে ‘অবৈষ্ণব’ ।

এহেন বৈষ্ণবের গৃহে শ্রীবিগ্রহের পূজা নিত্য হইয়া থাকে । তথায় যে কোন অবস্থাতেই শ্রীহরিনাম কীর্তন বা শ্রীভাগবত পাঠাদি যাহাই হউক না কেন উক্তগৃহে ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন সংশয় আসিলে অপরাধী হইতে হইবে ।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগৃহে নিত্যপাঠ কীর্তনের অমুষ্ঠান হইয়া থাকে । অথবা বিশেষ বিশেষ অমুষ্ঠানে যে হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আগন্তুক বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে অবহেলা করেন না । যেখানেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করেন, সেই ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের নিত্যবসতি । মহাজনগণ বলেন—“যেখানে বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন ॥”

‘বিগ্রহ’ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার । শ্রীবিগ্রহ কাহাকে বলা হয় ? “শ্রীবিগ্রহ” সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ । তবে এই প্রপঞ্চে অর্চ্যবিগ্রহকে লক্ষ্য করা হয় । ভগবান মায়াবদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য “অর্চ্যবিগ্রহরূপে” তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন । তিনি সচ্চিদানন্দময়রূপেই নিত্য বিরাজমান । পূজাবর্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং

স্মার্ত দেবলব্ধাঙ্গণ-মায়াবাদিগণের দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞানভাবে পুজিত প্রতিমূর্তিতে ভগবৎ উপলব্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক অচিদাধিষ্ঠান পুতুলিকামাত্র—ভগবদ্ভক্তের উপাস্ত শ্রীবিগ্রহ নহে। অতএব যত্রতত্র ঠাকুর সেবারনামে যে পূজার ব্যবস্থা আছে, সেদিকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রথর দৃষ্টি দিয়া থাকেন। নতুবা মায়াবাদীর সঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বেশী। প্রভু কহে “মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী”।

শ্রীঅর্চাবতার অষ্টবিধরূপভেদে প্রপঞ্চে প্রকটিত—

“শৈলী দাক্ষময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥” (ভাঃ ১২।১৭।১২)

(৪) চতুর্থপ্রশ্ন—শ্রাদ্ধের বাড়ীতে বৈষ্ণবগণ সেবা করেন না কেন? শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রাদ্ধপাত্র কি করিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহা কি দোষদুষ্ট নহে?

যে স্থলে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদদ্বৈত প্রভু দাতা এবং নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গ্রহীতা, সেস্থলে “দোষদুষ্ট” শব্দপ্রয়োগই শাস্ত্রবহিভূত—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবের নিকট। যাহা হউক, এসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা আলোচনা করা যাক। শ্রাদ্ধ দুই প্রকার—শুদ্ধ শ্রাদ্ধ এবং বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণের যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই শুদ্ধ শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত। বৈষ্ণবগণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর “সংক্রিয়াসার-দীপিকা” মতেই সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কর্মমার্গে যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণও শ্রাদ্ধের প্রসাদ পান, যেস্থলে বৈষ্ণবমতে বা শুদ্ধ সাত্বতঃ মতে শ্রাদ্ধের বিধান থাকে। সেই হেতু, সচরাচর দেখা যায় যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যত্রতত্র শ্রাদ্ধের বাড়ীতে প্রসাদ পান না। বৈষ্ণবগণ সদাসর্বদা শ্রীভগবৎ প্রসাদই গ্রহণ করেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সেই মহাপ্রসাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যিকতা

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদদ্বারা পরিভ্রমণকে পরিক্রমা বলে। জগতে দেখা যায়, নবগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রী একত্র হইয়া আঁচলে-আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে ‘পরিক্রমা’ করে। গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন উহারা ‘পরিক্রমা’ করিতেছে,—আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী-যে গৃহের চতুর্দিকে পরিক্রমা করে, সে-গৃহ নিত্য নয়; অধিক কি, তাহাতে থাকিয়া সর্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করিলে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ গৃহকে ‘গৃহাকুপ’, শ্রীমদ্ভাগবত ‘ব্যালাবয়ক্রমা’ অর্থাৎ সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ আর শ্রীমদ্ভাগবত ‘বিষয়বিষ্ঠাগর্ত’-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্ত শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসী-মঞ্চ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য, হেয় গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্যবস্তুর প্রতি আসক্তি হয়, আবার নিত্য চিন্ময় বস্তু ভগবদ্ধাম, ভগবান্মন্দির, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসীমঞ্চ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি স্থানের চতুর্দিকে ঘুরিলে তাহাতে আমাদের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্ত সাধন-ভক্তির চৌষটিপ্রকার অঙ্গের মধ্যে ‘পরিক্রমা’ একটি শুভ্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিস্বধোদয়ে লিখিত আছে,—

“বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ষ্বন্ যন্তুত্ৰাবর্ততে পুনঃ।

তদেবাবর্তনং তন্তু পুনর্ন বর্ততে ভবে॥”

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পুনঃ আবর্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্তনের জন্ত কৃষ্ণভক্তিবিশেষ হইয়া তাহাকে সংসারে পুনর বর্তন করিতে হয় না। স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্দ্বারং ভ্রমন্তিস্ত জগৎ সর্বং চরাচরম্।

ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাণ্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর জগৎপরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থরাজি-গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেন না, তাহার দ্বারা অতি সত্ত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

“সংসার-মরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।

প্লাঘ্যো তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল, তাহাই অতিশয় শ্লাঘ্য ; যেহেতু তদ্বারা সংসাররূপ মরুভূমির দুর্গমপথ উত্তীর্ণ হওয়া যায় ।

“পাদৌ নৃণাং তো দ্রুমজন্ম-ভাভৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরৈর্যৌ ।”

যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোকের বিকচিত-চেতনযুক্ত মনুষ্যজন্ম পাওয়া বৃথা, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ‘আচ্ছাদিত-চেতন’ বৃক্ষের স্থায় । সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থান-সমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি, তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা ; নতুবা আমাদের মধ্যে আর পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিতে কোনই তেদ থাকে না ।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব । অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্ঞন । অনর্থ থাকাকালে ‘অনর্থমুক্ত হইয়াছি’—এই ভ্রান্ত বিচারাবলম্বনে নির্জ্ঞন-ভঞ্নে প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে । আমাদের যখন অত্যাশ্রিত বহির্গত-ব্যাপারে চেষ্টা ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল-কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই । মহাভাগবত শ্রীঅশ্বরীষ মহারাজ স্বসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির সেবা-কার্য্য করিতেন । তিনি তাঁহার পদযুগলকে শ্রীধাম-পরিষ্কমা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—

“পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে ।”

শ্রীমধুসূদন বিভূতিনিধি, বি-এ.

গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ত্রয়োবিংশ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন । শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের মর্ত্যজগৎ হইতে অন্তর্ধানের পর দুইটি বর্ষ অতিবাহিত হইল । বর্ষদ্বয় স্বল্পকাল বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহে আবর্তিত । জাগতিক ও পারমাণ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অভাব ও অবদান অতুলনীয় । দেশের চতুর্দিকেই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-বিপ্লবে মানুষ আজ বিভ্রান্ত ; প্রতিনিয়ত হিংসা লুণ্ঠন, ঠাণ্ডামস্তিকে মরহত্যা

আজ মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়াছে। দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষিগণ তজ্জন্তু নানারূপ প্রতিকারের সন্ধান করিয়াও বিফলমনোরথ হইতেছেন। এই অশান্ত পরিবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই যেন তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। কিন্তু হায়! “ঔষধের ঔষধ কোথা পাই?”

দেশের এই অশান্ত পরিবেশে পারমাণ্বিকগণ ব্যতিরেকভাবে ধর্ম, নীতি, ও আদর্শের অধিক উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা জড়বাদের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাস্তব-সত্যের প্রতিষ্ট বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। “সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি”, “পুষ্পেভ্য ইব ঘটপদাঃ”—বাক্যানুসারে সজ্জনগণ বিবিধ জাগতিক অমঙ্গলের মধ্যে থাকিয়াও পরম-মঙ্গলের সন্ধান লাভ করেন; ইহাই তাঁহাদের সাধু-বৃত্তি। তত্ত্বদর্শী মহাভাগবতগণের ইহাই সমদর্শন বা সূ-দর্শন। জড়দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি ত্রিতাপকে তাঁহারা ভগবদ্-ভজনানুকূল বলিয়াই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। জড়ীয় ভাল-মন্দের অতীত হওয়ায় তাঁহারা নিগুণ—প্রকৃতির পরপারে তুরীয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

“অনাবৃতিঃ শকাৎ”—বেদান্তবাক্য শ্রীনামব্রহ্মের যে উপাদনা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ আকুলতা-ব্যাকুলতা আবশ্যক, তাহা আচার-প্রচারমুখে প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারা শ্রীগৌরসুন্দর এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শুভাবির্ভাব-কাল-বর্ণনায় দেখা যায়—“পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগতরি হরিশ্বনি হয়”। আজ সেই প্রেমের ঠাকুর পরমব্রহ্ম শ্রীগৌরহরির দেশে হরিশ্বনি-বিবর্জিত অবস্থায় তুচ্ছ “খাওয়া-পরা থাকার” চিন্তায় বিভ্রত হইয়া শত শত জগাই-মাধাই-এর পাপ-তমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীশচীনন্দনের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিবরা ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীপত্রিকা জীব-কল্যাণের নিমিত্ত ২২শ বর্ষ পূর্বে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীগুরু-গোরাঙ্গের শ্রীনাম-মহিমা প্রচারই শ্রীপত্রিকার একমাত্র আদর্শ ও জীবাত্ম। শ্রীকৃপানুগ গোড়ীয়-গুরুবর্গের মনোভীষ্ট পূরণেই জীবের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। ভবরোগগ্রস্ত জীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনপিপাসু সাধকগণকে হরিসেবায় উদ্বুদ্ধ করাই শ্রীপত্রিকার নিয়ম-সেবা। “মহামায়ার কারাগার হইতে একটী জীবকে বাঁচাইতে পারাও” তাঁহার সফলতা। এক্ষেত্রে “মহুষ্ঠানাং সহশ্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে”, “স্বদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে” বাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শব্দস্রোতের জয়-গানকারী শ্রীপত্রিকা বৈকুণ্ঠবার্ত্তাই জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবসত্যের নির্ভীক প্রচারক হওয়ায় ইহাতে দেহ-মনোধর্ম্মের কথা না পাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ইহার প্রতি হয়ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু “বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র, যেই নিম্নে হিংসা করি। ভক্তিবিমোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মোন ধরি।”—মহাজনগণের বিচারাবলম্বনে শ্রীপত্রিকার সেক্ষেত্রে উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন ছাড়া গতান্তর নাই। “অসংসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।” গুরু-বৈষ্ণব-বিদেষিগণের সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা পরিত্যাগ করাই গুরুসেবৈকনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ। “দুঃসঙ্গবর্জন ও ভক্তিবিমোদ-ধারা” প্রবন্ধ হইতে আমরা ঐরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকি। দুঃসঙ্গ-বর্জন-নীতিতেই অমন্দোদয়দয়া অমুখ্যত এবং তাহাই মহাবদান্ততার ধারক ও বাহক। শুদ্ধ-সরস্বতী ও আশ্রয়-শ্রীকেশবাদি গৌড়ীয়-গুরুবর্গ ইহাকেই রূপানুগ-চিন্তা বা ভক্তিবিমোদ-ধারা বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আমাদের মাসিক দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও সর্বদা আমাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নিরপেক্ষ-বিচারে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী-নির্দিষ্ট আউল-বাউল-প্রাকৃতসহজিয়া, কস্মজড়স্মার্ত্ত, অতিবাড়ী প্রভৃতি ১৩ অপসম্প্রদায় ব্যতীত আজ ভজনখাজা, ঘরপাগলা প্রভৃতি অসংখ্য সংসম্প্রদায়-বিরোধী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। শ্রীগুরুবর্গের নিকট হইতে তাহার একটি তালিকাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অন্তিম মন্তব্যে লিখিত আছে,—

“স্বরগপন্থী (৩৮), মধববিরোধী (৩৯)—যত অপসম্প্রদায়।

দেশ-বিদেশে, সাধুর বেশে, ঘুরছে ফিরছে হায় !!

পূর্ব্বকালে তের ছিল অপসম্প্রদায়।

তিন-তের বাড়ল এবে ধর্ম্ম রাখা দায় !!”

সুতরাং জড়বাদী নাস্তিকতার যুগেও বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে মায়াবাদি-কুতর্কিকের কঠোর সমালোচনা ও বিশুদ্ধ-বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপন দ্বারা সাধু-মহাপুরুষগণ জগতের নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তজ্জন্ত সর্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের “ততো দুঃসঙ্গমুৎসংস্রজ্য সংস্রজ্জাত বুদ্ধিমান্” বাক্যই আমাদের জীবনের আদর্শ হউক। “মগ্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরুঃ শ্রীজগদ্-

গুরু”—বিশ্ৰুত সেবকেৰ বিচাৰ। জগদগুরু ভ্ৰমাদি দোষচতুষ্টয়-বিনিৰ্মূলক। তিনি বৈষ্ণবগণকে দাৰোয়ান বা প্ৰহৰী নিযুক্ত কৰিয়া “শালগ্ৰামদ্বাৰা বাদাম ভাঙ্গিতে” চাহেন নাই বা কৰ্মজড়-স্মাৰ্ত্তবাদ ও শৌক্ৰ-ব্ৰাহ্মণতাৰ প্ৰাধাত্ত ও স্বীকাৰ কৰেন নাই। “অপৰাধ-ভঞ্নেৰ পাট—কুলিয়া”কেই তিনি প্ৰকাশ বা প্ৰচাৰ কৰিতে বন্ধপৰিকৰ ছিলেন। গুৰু সৱস্তীৰ সেবা-সৌৰভ বিস্তাৰ কৰাই তাঁহাৰ আদৰ্শ ছিল। তাঁহাৰ প্ৰকটাবস্থায় সেই আদৰ্শই কায়-মন-বাক্যে প্ৰতিফলিত হইয়াছিল। মৎসৱগণ সেই সেবামোদ লক্ষ্য না কৰিয়া “মণিময়-মন্দিৰমধ্যে পিপীলিকা পশুতি ছিদ্ৰম্” নীতি অবলম্বনপূৰ্বক অমানী-মানদ-ধৰ্ম্মেৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিতেছেন মাত্ৰ।

যে-কালে জগতে হৰিকথাৰ ছুৰ্ভিক্ষ, ধৰ্ম্মীয় পৰিবেশেৰ অভাব, বহুমুখী নাস্তিকতাৰ প্ৰাবল্য, শ্ৰোত-আয়াসধাৰা বা সংসম্প্ৰদায় ৰক্ষা কৰা দুৰূহ ব্যাপাৰ, সেই সময়ে অন্তৰ্দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত আত্মকলহ বড়ই পৰিতাপেৰ বিষয়। ইহাতে সাময়িকভাবে ‘মগজধোলাই’ বা intellectualismএৰ কিছুটা কসৱ হইতে পাৰে, কিন্তু সম্প্ৰদায়-সংৰক্ষণে আচাৰ্য্যোচিত মনো-ভাৱেৰ পৰিচয় কোথায়? “বিশুদ্ধ সাম্প্ৰদায়িকতাই আৰ্য্যধৰ্ম্মেৰ গৌৰৱ”—এই মহাজনবাণী এফেত্ৰে কতটুকু প্ৰতিপালিত হইল? ৰূপানুগ সৱস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজেৰ সৰ্বপ্ৰথম ও সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰ্ত্তব্য,—যে-কোনৰূপ ভক্তিবৈৰোধী মতবাদ খণ্ডন, ভক্তিসদাচাৰ প্ৰবৰ্ত্তন, শ্ৰীবিগ্ৰহসেবা প্ৰকাশ, ভক্তিগ্ৰন্থ প্ৰচাৰ, লুপ্ততীৰ্থ উদ্ধাৰ ও শ্ৰীনামহট্টেৰ প্ৰচাৰ। ইহাই বিনোদ-বাণীৰ মনোভীষ্ট স্বৰূপ-ৰূপানুগ সেবা বলিয়াই নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহুৰা-সমাজ আজ নিৰ্বিশেষ বিচাৰ লইয়াই কাল কাটাইতেছেন। দৈনন্দিন জীৱন-যাত্ৰাপথে তাঁহাদেৰ আচাৰ-বিচাৰ বেশভূষা-শিক্ষাপদ্ধতিতে নাস্তিকা ভাবধাৰাই পৰিলক্ষিত হইতেছে। যাঁহাৰা এই গডডলিকা-প্ৰবাহে গা ভাসাইয়াছেন, তাঁহাৰা নিজদিগকে অধিকতৰ বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে কৰেন। তাঁহাদেৰ নিকট দাৰ্শনিক ধৰ্ম্মীয় পৰিবেশ অলীক-কাল্পনিক ভাব-প্ৰবণতা-বিশেষ ও অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আন্তিকগণ স্তম্ভমস্তিকে ইহা কিৰূপে অস্বীকাৰ কৰিতে পাৰেন? “Science ends in philosophy and philosophy ends in religion”—এ বাক্য নাস্তিকগণ কি স্বীকাৰ কৰিয়া লইতে দ্বিধা কৰিবেন? তাঁহাৰা জড় ও চেতনকে কি একই অবস্থা বলিয়া মানিবেন? বৰ্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় এইৰূপ

সন্দেহবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নিরীশ্বর শিক্ষাই এতদ্ব্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। মানুষ আজ অহিংস-নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়া হিংসাশ্রয়ী হইয়া অধিক লাভবান হইবে বলিয়া ভাবিতেছে। হিংসারনীতিতে পার্শ্বিক-বলের প্রাধান্ত স্বীকৃত, কিন্তু অহিংসা মানবকে আল্পবলে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মভিত্তিক সমাজবাদই জগতের কল্যাণ আনয়নে সমর্থ, তাহাতেই বিগুপ্ত সাম্যবাদ বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। উচ্ছৃঙ্খল সমাজে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শ্রেষ্ঠ ও গুরুজনদিগের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সুবিচার ও সুশিক্ষা সুদূরপরাহত।

দেহ-মনোধর্মের চিন্তা লইয়া এতদ্ব্য কুক্ষ্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ সনাতন-ধর্মের আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সকলেই পরিশেষে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিয়া যে-কোনরূপ কর্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস নিরর্থক, ইহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। সেব্য-সেবক, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা একই পর্য্যায়ভুক্ত হইলে কাহার প্রতি কে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা আরোপ করিবেন? তখন যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাই সেইস্থান অধিকার করিয়া বসে। উহাকেই অনেকে উদারতা ও বিশ্বপ্রেম বলিয়া ভ্রম করেন। ভোগবাদী জগৎ বিশ্বস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কেবল স্বার্থপরতার আশ্রয়পূর্বক স্তূর্ষু সমাজ-জীবনের উপর আঘাত হানিতেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বিবেকহীন মায়াবিমুগ্ধ জীবগণ এইরূপে নিজেরা বঞ্চিত হইতেছে ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছে। গ্রাম্যবার্ত্তা লইয়া কালাতি-পাত শিষ্টজনের প্রতি দ্রোহাচরণ ও আত্মেজ্জিয়-তর্পণে রত থাকিয়া অশান্ত ব্যক্তিগণ কখনই শান্তিলাভে সক্ষম হয় না। অপরের অকল্যাণ ও অনিষ্ট চিন্তাকারীর মঙ্গল কোথায়?

অখিল লোকশিক্ষক জগদগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাত্তাস-দোষ ও মর্যাদালঙ্ঘন কখনও সহ করেন নাই। সুবিধাবাদী গুরুভোগী ও গুরু-ত্যাগিগণ জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় অনর্থগ্রস্ত হইয়া কুটীনাটী ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দিতেছেন। কেহ কেহ শিষ্যভিমানী হইয়াও নিজের অসৎচিন্তা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া নির্দোষ সাজিতে চাহিতেছেন। আবার কেহবা আচার্য্যের প্রাধান্ত স্বীকারে পরাজুখ হইয়া সহজিয়া-গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্বক “মূল-আশ্রয় বিগ্রহের আত্মগত্য” পরিত্যাগ করিতেছেন। আবার

কেহ আখেরের বন্দোবস্তের জন্ত দেহারামী হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদেষিগণের পদাবলোহনে বাস্ত হইয়াছেন। এইরূপ জড়ীয় প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বদ্ধজীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তথাপি যাহারা মোহান্ন হইয়া লজ্জা-ঘৃণা-ভয় বিসজ্জনপূর্বক চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও গুরুবৈষ্ণবগণের মর্যাদা-চ্যুতন করিয়া চলিয়াছেন, “তার শস্তা জন্মে জন্মে আছে প্রভু যম”। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ইহাদের ক্ষমতি প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থন।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি সাংস্কৃত শাস্ত্র শ্রোতপন্থায় শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তব শিক্ষার উহাই উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমই চৈতন্য জীবের ধর্ম বা স্বরূপ। সৎগুরুর পদাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ জীব শব্দব্রহ্মের উপাসনাধারা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। মহাবদান্তাবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই শ্রীনামের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নিমিত্তই জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত মূল-শব্দপ্রমাণ ও শ্রীতিই পরম-পুরুষাৰ্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কলিকালে শ্রীনামসংকীর্তন-যজ্ঞেই শ্রীভগবান্ আরাধিত হন। তজ্জন্ত শ্রীপত্রিকা শ্রীভগবানের শ্রীনামাদি-মহিমা বর্ণনদ্বারা তাঁহার স্তূপসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রোতবাণী প্রচারই তাঁহার একমাত্র কর্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সংসমালোচনায় অগ্রসর হইলেও শ্রীপত্রিকার কাহারও মনে আঘাত প্রদানের ইচ্ছা নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি-বিচ্যুতির জন্ত আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গ ও শ্রীপত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রী শ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর জয়গানদ্বারা শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভযাত্রা সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ও কৃপাশীষে সাধন-ভজন-বিষয়ে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হউক ও উৎসাহের সহিত রূপানুগ গুরুবর্গের আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি—ইহাই একমাত্র সকাঙ্ক্ষ প্রার্থনা। নির্ভীককণ্ঠে ও নিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণ-রঘুনাথের কথা প্রচার ও রূপানুগ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি—ইহাই আজিকার দিনে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় —

“যদি গমনমধস্তাৎ কর্মপাশানুবদ্ধো,

যদি চ কুলমিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে ।

ক্রিমিশতমপি গতা জায়তে চান্তরাশ্না,

ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥”

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER “SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari.
Bhakti-Bandhab.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math.

Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math

Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Names and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital. Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari
Signature of Publisher

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

* ধর্মঃ সমুৎপত্তিঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাস্থ যঃ *	<p>ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরখোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥</p>	* নোংপামরেদযদি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ *
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত্র ধর্ম সুহরূপে পালে যেই জন । অধোকমে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথায় হৃতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>		

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ মধুসূদন, ৪৮৫ গৌরাক্ষ
 বুধবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৪৮৪/১২৭১ } ২য় সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ

শ্রীল-রঘুনাত-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

অমৃতাক্ষি রসপ্রায়ৈ স্তব নূপুরসিজিতৈঃ ।

হা কদা নম কল্যাণি বাধির্ধ্যামপনেষ্যতে ॥ ১১ ॥

হা কল্যাণি ! রাধিকে ! অমৃতসাগরের রসস্বরূপ তোমার নূপুরধ্বনি-
 সকল কবে আমার বাধির্ধ্যা অর্থাৎ বধিরতা দূরীভূত করিবে ? ॥ ১২ ॥

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং

দিশি বিদিশি ভয়েনোদ্বৃণিতাভ্যাং বনানি ।

কুবলয়দল কোষাণ্যেব কলপ্তানি যাভ্যাং

কিমু কিল কলনীয়ো দেবি তাভ্যাং জনোহয়ং ॥ ১৩ ॥

হে দেবি ! জ্যোৎস্নাভিসারে ভীত বশতঃ দিক্ বিদিকে উদযুগিত যে-
নেত্র ভৃঙ্গদ্বয়ের অঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা কাননসমূহকে কুবলয়
দল কোষ অর্থাৎ নীলপদ্ম সদৃশ করিতেছ, সেই নেত্রভৃঙ্গদ্বয় দ্বারা এই অধম
জনকে কি একবার নিরীক্ষণ করিবে না অর্থাৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতেও কি দেখিবে
না ? ॥ ১৩ ॥

যদবধি মম কাচিমঞ্জরী রূপপূর্ব্বা

ব্রজভূবি বত নেত্র দ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার ।

তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজি প্রকামং

চরণকমল লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূং ॥ ১৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরী ! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্কচনীয় রূপমঞ্জরী
তোমার পরিচর্যাাদি প্রকার শিফার জন্ত আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ
করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলঙ্কর দর্শনে আমার অভিলাস
হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যদা তব সরোবরং সরস ভৃঙ্গসংঘোল্লসং

সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি সম্পূরিতং ।

স্মৃটং সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্ভৌ ।

তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্ত্যে রসে ॥ ১৫ ॥

হে বিকসিতপদ্মাক্ষি ! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) শকারমান
ভ্রমরসমূহ কর্তৃক উল্লসিত পদ্মনিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং সুমধুর
জলে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে বিকাশমান হইতেছেন,
সেই অবধি তোমারই দাস্ত্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে ॥ ১৫ ॥

পাদাক্ষয়োস্তব বিনা বর দাস্ত্যমেব

নান্যং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ।

সখায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যং

দাস্ত্যায় তে মম রসোহস্ত রসোহস্ত সত্যং ॥ ১৬ ॥

হে দেবি ! তোমার পাদপদ্মের দাস্ত্য ব্যতিরেকে আমি কোন কালে
অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার
নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি শপথ করিয়া বলিতেছি
তোমার দাস্ত্যের প্রতি আমার অহুরাগ হউক, অহুরাগ হউক ॥ ১৬ ॥

অতি সুললিত লাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা
ততিভি রধিকতুষ্ঠ্যা চিহ্নতী কৃত্য বাহু ।
নখদলিত হরিদ্রাগবর্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্তসি ত্বং ॥ ১৭ ॥

হে রাধে ! তুমি নখ দলিত গঙ্ধিত হরিদ্রার ত্রায় গৌরাদী, আমি অতিশয় সন্তোষের সহিত তোমার চরণস্থ অতি সুললিত অলঙ্কক পঙ্ক্তিতে সংযুক্ত সৌভাগ্যচক্ৰ স্বাদি চিহ্নসমূহ দ্বারা বাহুদ্বয়কে চিহ্নিত করিয়া অবস্থিত থাকিলে আমার অভিলাষিত অতি প্রিয় ত্বদীয় চরণকমলের সেবা কবে আমাকে দান করিবে ? আমি সবিষাদে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৭ ॥

প্রণালীং কীলালৈর্বহুভিরসংক্ষাল্য মধুরৈ-
মূদা সংমার্জ্য শ্বেবিবৃত কচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া ।
কদা বাহাগারং বরপরিমলৈধুপনিবহৈ-
বিধাস্তে তে দেবি প্রতিদিন মহোবাসিতমহং ॥ ১৮ ॥

হে দেবি ! আমি অনেক স্নমধুর জল দ্বারা প্রণালী (মুরী) প্রক্ষালন করিয়া এবং ঐ প্রণালীকে আমার বিস্তৃত কেশ কপাল দ্বারা প্রিয়জ্ঞানে সম্মার্জিত করিয়া কবে প্রতিদিন তোমার উৎকৃষ্ট বাহু ভবন ধুপনিবহের দ্বারা ছবাসিত করিবে ? ॥ ১৮ ॥

প্রাতঃ সুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না
দাহৃত্য বাসিত পয়শ্চ গৃহান্তরেচ ।
পাদাযুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জ্যামি ॥ ১৯ ॥

হে স্নন্দরি ! গৃহমধ্যে প্রাতঃকালে কপূর্ববাসিত মৃস্তিকা ও স্নবাসিত জল তোমার চরণদ্বয়ে প্রদান করিয়া জলধারার পুনঃ প্রক্ষালনপূর্বক পরিচরণ যোগ্যস্থান কবে কেশ দ্বারা মার্জিত করিবে ॥ ১৯ ॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্ত সদনে ভবতীং নিবিষ্টাং ।
অভ্যজ্য গঙ্ধিততরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিস্করীয়ং ॥ ২০ ॥

হে রাধিকে ! তুমি পদপ্রক্ষালন ও দন্ত সন্মার্জন করিয়া স্নানার্থ অন্ত ভবনে উপবেশন করিয়া থাকিলে এই দাসী কবে তোমার গাত্র, স্নগন্ধি তৈল সকলের দ্বারা মার্জিত করিবে ? ২০ ॥ (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয়মঠ

প্রক্টর রোড, বোম্বে ৭

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২

২২শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ১৮ই তারিখের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। ঐ তারিখে * * * এর কার্ড পাইয়াছি। আপাততঃ * * * কে আবশ্যক হইতেছে না। সে পার্টনায় যেরূপ কার্য্য করিতেছে, সেরূপ করিতে থাকুক। মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া সে তোমাদের সাহায্য করুক।

তোমার লিখিত বিবরণ পড়িলাম। রু—বাবু অ—র অমুগত ব্যক্তি। অ—বাবু আ—দাসের ভাগিনেয়ের জ্যেষ্ঠত ভাই। বা—দলের মতানুবর্তী অর্থাৎ কর্ম্মী ও ভোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। স—ভোগী ও মায়াবাদী এবং প্রকৃত-বিচারবিশিষ্ট। স—শ্রীহট্টের হবীগঞ্জ নিবাসী ও শৌক্যজাতাভিमानে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের প্রিয়; বিশেষতঃ হেনোথিষ্ট বা পাঁচমিশালিদলের সহিত স—এর সম্বন্ধ। মায়াবাদী বলিয়া সে বহু বিমুখদল সংগ্রহে পটু। মহাপ্রভুর বিদেষী বলিয়া গোড়ীয়গণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। যাহারা নির্বুদ্ধিতাক্রমে মহাপ্রভুর বিরোধীর শিষ্য হয়, তাহারা রাধাগোবিন্দের ভজনে বা গৌর-সেবায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয় না। কপট ব্যক্তিগণ রাধা-গোবিন্দের ভজন মুখে যে স্বীকার করে, তাহা লোকপ্রতারণা মাত্র। ঐ সকলকে সুপথে আনাহিতে না পারিলে তাহারা সত্যের আদর করিবে না। রা—এর দল জড়-সম্বন্ধবাদী এবং লৌকিক পরার্থিতার আবরণে আবৃত বলিয়া আমরা উহাদের সঙ্গ করি না। উহারাও গৌর-বিরোধী। এই সকল লোকের অমুগ্রহের উপর কিছু গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তিগণের ভজনোন্নতির জন্তই গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে স—, রা—প্রভৃতি লৌকিক তাৎকালিক নায়কগণের পূজা সংসারে বিলুপ্ত হইবে, তৎকালেও অখিলরসামৃতমুক্তি কৃষ্ণের সেবা নিত্যকাল প্রকটিত থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ উভয় দলই প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট বলিয়া চরমে

হলাহল মায়াবাদে নিমগ্ন। প্রপঞ্চে উহাদের তামসিক প্রবৃত্তি প্রবলা। সুতরাং * * * ও * * * প্রভুর অপ্রাকৃত বাণী জড়বিচারপর রু—বাবুর ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারে নাই। রু—বাবুর আত্মীয়ের মনিব মহাশয় অর্থাৎ গয়ার রায ষ্টেটের—বাবু স—দাসীয়া হওয়ায় মহাপ্রভুর বিদ্বেশী এবং গোড়ীয় বা বাঙ্গালীর বিদ্বেশী হইয়া পড়িয়াছেন। রু—এর সরলতার সুবিধা লইয়া স—দাসীয়া দল তাহাকেও বিপথগামী করিয়াছে।

রায়বাহাদুর কা—পরলোকগত ম—মহারাজের দ্বিতীয় মূর্তি, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এজন্য তাঁহার সরলতার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি জনমত-প্রিয়; শুদ্ধভক্তির কথা তাঁহার রোচমানা প্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটু ভক্তি থাকিলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত—পদ্ধতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন।—পত্রিকার সংবাদ-দাতা উকিলটিও শুদ্ধভক্তির অনুরাগী নহেন। কিন্তু আমরা গয়ামঠ কিজন্য স্থাপন করিয়াছি তাহা লোকে ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে। রু—এর অনুগ্রহ বা তা—এর বিচার বা—এর দলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের ঝরণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।

কর্মীর কর্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অন্ধকপর্দক-মাত্র। মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগা দেওয়া কথার যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে, নতুবা—

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

রায়বাহাদুর কা—শঙ্করমতাবলম্বী পাঁচমিশালিদলের চিন্তাগ্রস্ত হইয়া
আছেন। তবে লোকটা সদস্য বিচারহীন সরল বলিয়া ভবিষ্যতে
বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। * * * ভোগিদল চিরদিনই আমাদের
বিরুদ্ধ। গয়ায় সেই দল প্রবল হইতেছে। অসার মু—ও ইন্দ্রিয়তাড়নায়
গয়ায় মঠ করিতে গিয়াছিল, উহার দল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা
খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না
থাকিলে দুস্পারা মাঝাকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়ই
মায়াবদ্ধজীব। হরিপ্রসন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট,
নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকেই ভোগ-প্রাধান্তে চালিত হইয়া
সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।

যদি সন্যোগ করিয়া পাটনা ও গয়ামঠে আগমন করেন এবং ভূমি প্রস্তুত
করেন, তাহা হইলে সি—ও অ—প্রভুর কথা বুঝিয়া ঐকল ব্যক্তি মঙ্গল-
পথে আসিতেও পারে, অথবা জাহন্নমেও যাইতে পারে। গয়ায় কার্য্য
করিবার জন্ত ভা—কে লিখিতেছি। আমিও শীঘ্র ঐ প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা
করি। গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গয়ায় প্রবল-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা
আছে; কৃষ্ণোচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

নিত্যাশীর্ষাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মনোধর্ম্ম)

১। বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম্ম কেন?

“ধ্যান—মনের ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান
কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।”

—ভৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্ম্মীর ধারণা কিরূপ?

“কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে
সৃষ্ট হইয়াছে; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম্ম-আচরণ করতঃ ক্রমশঃ আত্মার

উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ত্রায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।”

—‘উপক্রমণিকা’, কৃঃ সং

৩। জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে?

“নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবৌর (Mirabeau) নামে ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbace) ‘সিস্টেম অব্ নেচার্ (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ত্রায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। ‘নিঃস্বার্থ’ শব্দ শুনিলে অন্তঃস্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করেন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৪। সম্বতানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি?

“‘সম্বতান’ বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিচ্ছিন্নতাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক।”

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

—জগদগুরু শ্রীম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্-গুরু ওঁ নিম্বুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসত্ত্বতীতম আনির্ভাব-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

“সাক্ষাদ্ধরিষেন সমস্তশাস্ত্রে-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্ম
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবুদম্ ॥”

শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে ।
বিশুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপিণে ॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিনে ।
মায়াবাদ-তমোদ্রায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

ভক্তি-ধর্ম-চরিত-পাতে

পেল যাঁরা অমরতা,

ক্ষুদ্র জীবন হয় যে ধন্য

স্মরিয়া যাঁদের কথা—

তন্মধ্যে তুমি হে অন্যতম,

ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,

তোমায় স্মরি' লভে স্নকৃতি

এ মরতের মানব ।

হে মুক্ত-শুদ্ধ আরাধ্যতম,

ক'রেছিলে আগমন ।

মহান্তাচার্য্য-বেশে এলে এ'

তিথি করি আলম্বন ॥

হে ধর্মক্ষেত্র-বীরকেশরি,

বেদ-বেদান্তভূষণ !

দেশ-বিদেশে (তব) বিজয়গাথা,

বিঘোষিত সর্বক্ষণ ॥

কুলিশ চেয়ে কঠোর ছিলে,

পুষ্প হ'তে সুকোমল ।

চিত্ত-দর্পণ অনর্থ শূণ্য

দীপ্ত স্বচ্ছ নিরমল ॥

শিশুর নগ্ন পরাণসম

তোমারই ব্যবহার ।

শিষ্যমহলে নয়কো শুধু

মুগ্ধ কৈল সবাকার ॥

হে নটরাজ ! নাটমন্দির

সংকীর্ণন-বাত্তরোলে—

গভীর মন্ড্রে হ'ত ঝঙ্কত

তব চারুপদতালে ॥

(আজি) তোমার স্মৃতি জাগুক হৃদি-

পূত-আবির্ভাব-দিনে ।

(যেন) কৃপার বলে আন্তে পারি

বৈকুণ্ঠ-জগদ জিনে ॥

তপ্ত পরাণ-প্রীতি-সুপুষ্পে

মাখি' শ্রদ্ধা-সচন্দনে ।

শ্রীপাদপদ্মে দিলাম ডালি

লহ হাসি-খুসী মনে ॥

শ্রীপাদ-পঙ্কজরেণুপ্রার্থী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উদ্ধমন্তী

[illegible]

অল্পভব করিয়াছে বলিয়া শব্দাদি বিষয়েও আকৃষ্ট হইতে পারে না ; সুতরাং তৈলবস্তিকার অভাবে দীপশিখার নির্বাণ প্রাপ্তির জ্বায় চিত্তও সহসা লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থায় জীব দেহাদি-উপাধিবিরহিত হইয়া ধ্যাভূষণবিভাগ-শূন্য আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করে। ঐদৃশ যোগী সুপ্তোখিত ব্যক্তির জ্বায় আর সংসার প্রাপ্ত হয় না। সুপ্ত ব্যক্তির অবিজ্ঞা নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়া জাগ্রদশায় সংসার প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যোগীর চিত্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি চরমাবস্থা লাভ করে অর্থাৎ অবিজ্ঞা দূর হয়। তদ্বারা স্ব-স্বরূপ ভূত মহিমায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। পূর্বে আত্মাতে যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব ছিল, অবিজ্ঞাসমুত্ত অহঙ্কার না থাকায় সুখদুঃখের কর্তৃত্বাদি থাকে না। এই প্রকার যোগী নিজ দেহও দেখিতে পান না। দেহ আসন হইতে উখিত হউক বা আসনে থাকুক, কিম্বা তথা হইতে অস্ত্রাঘাতক অথবা দৈববশতঃ পুনরায় সেস্থান প্রাপ্ত হউক মদিরামদাক্ষ ব্যক্তির যেরূপ পরিচিত বস্ত্রের অনুসন্ধান থাকে না, তাহারও সেইরূপ দেহানুসন্ধান থাকে না। যে পর্য্যন্ত নিজ কর্মফলভোগ জ্ঞান প্রাপ্ত দেহ সমাপ্ত হয় না, ততকাল পূর্বসংস্কারবশে দৈহিক ব্যাপার সকল নির্বাহ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্তমান থাকে। সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ার স্বপ্নবৎ প্রতীত দেহ-পরিজ্ঞানাদিতে অমুরক্ত হন না। জীবমুক্ত ব্যক্তি অবিজ্ঞাকল্পিত মায়াকার্য্যসম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হন বলিয়া অতিনিবেশই প্রারম্ভ কর্মভোগ হয়।

জীবের সংসার ভোগের হেতু প্রারম্ভ-অপ্রারম্ভ কর্ম, বাসনা ও অবিজ্ঞা। যাহার ভোগ পাঞ্চভৌতিক দেহপ্রাপ্তি হইতে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রারম্ভ কর্ম। যাহার ভোগ এখনও আসে নাই, তাহা অপ্রারম্ভ। বাসনা হইলেই বিবিধ কর্ম উপস্থিত হয়। আর অবিজ্ঞা—অজ্ঞানবাসনার হেতুভূতা।

দেহস্থিতি পর্য্যন্ত প্রারম্ভ কর্মভোগ বর্তমান থাকে। তৎপ্রভাবে উচ্চ-নীচকূলে জন্ম দুঃখদারিদ্র্য বা ধনবানতা প্রভৃতি ঘটে। যতদিন দেহানুসন্ধান থাকে ততদিন ঐসকল ভোগ অমুভূত হয়। আত্মদৃষ্টি প্রভাবে দেহানুসন্ধান রহিত হইলে অনভিনিবেশ দৈহিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। কুন্তকারের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নিজেই ঘুরিতে থাকে দেহাভিনিবেশ রহিত জীবমুক্ত-ব্যক্তির তদ্রূপ পৃষ্ঠাভ্যাসে দৈহিক ব্যাপার নিষ্পাদিত হয়।

[illegible]

গোবিন্দনাথস্বামীজী—প্রজ্ঞাবিজ্ঞানং বেদমিত্তিকৰ্ণমাং তদাৱিকৃতং
কৰ্ণ উপদেশাৰ্থি প্রচাৰিণাং তদিস্কৰ্ণেব তিষ্ঠতীতি বীৰ্য্যমাণ।
এবং সতি অগ্ৰাৰি জতিভুৱাকৈ—বহিৰ্বিধ বিদ্যায়াঃ তিক্ৰিৎ কৰ্ণবাদকৈকেণি
ন কালি কতিঃ। (১৫মঃ বাণীঃ) গুহাকালবন্তস্য বৰ্ণশ্চ শ্ৰবণমুত্তম
তবেব। এতত শব্দতস্য বৈমুখ্যনিহিত অবিজাতবৃত্ত শব্দাঃশব্দ বা তজ্জনিত
শোক কোঃ প্রকৃতি সংলাপ-রূপে কীৰ্ত্তন্যং তিক্ৰী উপকৃত বটেতে বাণ্য
বা। তত্ত্বিযোগে জীৱন্ত বাক্যিষ ঐতদবাবেব বহিত সোৱাবেবক সৰ্ব
বৰ্ণবাৰ থাকে। উঃচাৰ্য্য বৰ্ণজুস্তে তিক্ৰী বৰ্ণব ত সৰ্গীশ্ৰীকে অগবদাশ্ৰিত
বলিবা বা অজুতৰ কাৰ্য্য অগবদপ্ৰাণ সত্যত তিক্ৰী আকাৰেবু ইদং দ্বিত্তি
সত্যক বৈদিক ব্যাখ্যায় ব্ৰহ্মতঃবাৰিষ্টে লিপ্ত ইব বা।

ଅଗ୍ରାଣୀୟ କାହିଁକି ବୁଝିବ କହା ଯାଏ। କହିଦେବେ—

बालकल्याणस्य द्वितीयं वार्षिकं टेस्ट-पत्रम् ।

সংস্কৃত শব্দটির বিপরীতটি যে হলোকে । (অঃ ১৭১০০)

যদি এই বৈশাখবর্ষে অতি কাষাদেবী টোলবজা হয়, তবে বিম্ভবর্ষে সম্পদ
হইবারজন—সুনিগম এটকণ হয়ে যাবে। কাষ্য বর্ষেই সম্পদ ক্রীত প্রমদিত
লভিত হয়।

‘বড়’ শব্দ দ্বারা কীভাবে কীভাবে এবং কীভাবে সত্যের মাঝে মাঝে
 মিশ্রিত হইয়াছে। হুঁত হইল। কীভাবে কীভাবে মাঝে মাঝে
 হুঁত মাঝে মাঝে মাঝে হুঁত হইল। কীভাবে কীভাবে
 মাঝে মাঝে — মাঝে মাঝে হুঁত হইল। কীভাবে কীভাবে
 মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে
 মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে
 মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে

[illegible]

—जिह्वाभ्यो निमग्नैर्हृत्पद्मैः प्रोक्ष्यमाणैः

ଉତ୍ତରୀୟ କେ ୨

(गुप्तशिव लिखित २००० वर्ष, देव चरित्रा, देव गुप्ताव २०००)

[illegible]

কাতিশ্ৰেয়ৰ শপ, পাণ্ডা উল্লিখিত আৰু পাত্ৰভেদে ৪থাও পাতে
 আৰু, কাতেই জন ও বাৰ্হৰ বাৰা বাতি পঠিবৰ্ত্তন হয় বা, যথোক্ত
 বালক, কীৰ্ত্তাৰা পাতেৰ বৰা বালক,—তাৰা বৰ। নিবেৰ অৰ্থ যোগ
 কৰিবা বাপৰ। তাৰ ইহা মিথ্যাই বৰা চাপ বা, কালখিখাৰ বইয়া-
 ছিল, বাৰিবিবাবও হুটাক পাৰ। শিখামিত্ৰেয় বৰমিৰ কালুৰ জন-কৰ্ম
 বাৰা বাই, কৰমিৰই কামতি ছিল। লাব বলিষ্টেৰ কৰে হুতু কইয়াই সেই
 জন অৰ্থেৰ কৰে, কৰমৰ কামনাৰ হীকৃতি পাৰ। আৰম্ভ শৰেও তাৰাৰ
 হানি কামত—

विष्णुसहस्रनामं विष्णुसहस्रनामं विष्णुसहस्रनामं ।

पञ्चांगी विज्ञान विधेयः या वाचस्पतिः

कल्याण विद्यापीठ शिक्षण संस्था

प्रज्ञावाक्यको विशद विवरणम्। कृष्णसूत्रम्।

ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ :।

वि.सं. शुद्धा विषयि का । वयसोदय । गदसि वयः ५ (अथ ५ वयसः)

यसि पत्नीः साकृदि। यस्यैवसिपुत्रस्य सः।

पञ्चः प्रोक्तः कथा यजुर्वेदोक्तः स यजुर्वेदः ।

सत्यमेव जयते ।

এই বব হাৰে এমানেই অধঃস্থিত জলকণিকৰ বাৰা জোখণ বহীত পালেব।
অধঃস্থিত জলকণিক বহীত বায়বৰ বৰেফা দেখা যাব। অ'ল্ফেৰ ব'লকণিক

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଢ଼ି ଅକାଶୀ କାନ୍ଦନ୍, ଧ୍ୟାନ ସେଇ ଜିମି ମଢ଼ିକ୍ତ ହୁଏଁସେ ନା, ଜାହାର କି
 କୋର ସାବଣୀ ନାହିଁ ଆସେ । ହୁଣ୍ଡାକ୍ତେ ସେବାହିବାସି ସେ, ମାମୁଁ ଆମକ ଡାକଣି
 ଅତ୍ରାୟଣ ମୁଣିବାଟେର ଏବଂ ଅତ୍ରାୟଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଣିବାଟେରା ଲାଲେଟି ଶିମାମ
 ଅକ୍ରପା କରା ସୁଧାମେର ଭଲେ ପର ନା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଗେ ହୁଣ୍ଡା ଲେ କାହିଁ ।
 ଏକାକୀ ସେବା ସାଧ, ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟମେର ସେବାରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧ, ଶୈଳୀ (ସନ୍ତୋଷ),
 ମାୟାମୀ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ, ଜାହାବାଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଣିହୁଣ୍ଡା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଲକ୍ଷଣୀ ହୁଏନ ।
 ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମେର ଲକ୍ଷଣ ଜାହାକେ କେବା ମାହିଁସେ ? ଅତ୍ରାୟଣେ ଲକ୍ଷଣ ମେଲେ
 କେବା ଜା ହୁଣ୍ଡା ହାହିଁସେ ନା । କଳ୍ପ-କମ-କର୍ମ ଜିବେର ବିଶେଷ ଅତି କେତେ ଜାହା କେ
 ଅଧିକାର ଏସିବେର । କହୁଁ ଅଲେକ୍ଷାତ କମ-କର୍ମେକ୍ତେ ବୈଷିଣ୍ଣ । ସବୁ ମାତ୍ର ସୁଧାର
 କେବେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟନମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ସେବା ହୁଏବାସ ।

এমন ইহা শ্রুতীই বলা যায়, অতি কণ্ঠস্বৰত । একবারে কণ্ঠস্বৰ বহিলে
 কুল বলা কইবে । তবে উভয়ের মিলেই উত্তম হইবে একথা কে কই বলিবে ?
 অথবা কণ্ঠের কমেই যবে, আত্মপ ক্রান্তি বিহীনটী । বহু, আশাও আশংকের
 জাগকাওক নিমেষভংগ অক্ষুণ্ণবশ হানি কামক । আশাঘন বাস্তবের যে-কণাও
 লাগে লাগে, স্বাক্ষরিক স্বাক্ষরও আশাও হানি হয়, আত্মপদের কথা কি ?
 তবে এই সব অশালাগনা বাড়িয়ে কথা ।

এখন বীজ। লইলেই প্রাকব বস বা। এপ্রকবে বৎকোলে কিছু বলিৎকবি।
 কীকানকক অর্থই বইল "বীজক" জাতিগতাক কীকক শাণৎ লক্ষ্যঃ। ইত্যাদি
 লক্ষ্যঃ বৈকনী বীজাণ জাতিগ অর্থঃ খালক কক বস, ইত্যাদি বৈকণ শাণৎ
 বসক। ইত্যাদি বসক ইত্যাদিক্রিয়াবসক প্রাণ্য বসঃ—

*७६९) सामरक मावर्धुमा देवमकाट्ट ।

सबकुछमें वास्तुमें सफाईकिये, घर ।

४७८वाह्नि यशोनाम शिक्षार्थऋषिर्ब्रह्मादिनः ।

विदुः कश्चिन्नो वा नृतिर्यथाविदुः ॥”

॥ वाक—विद्यामलाधिकः वैकुण्ठः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

चक्र-होता व द्वा. मर्दिः ।

ਸ਼. ਐਚ. ਕਾਮਰਾਜੇ' ਦਿਨ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਅਧਿਆ ਵਿ ਮ: ।

इति कुरुवावा दर्शः । अथि कुरुवावा दि यः ।

[illegible]

— १०० —

[illegible]

Figure 1

[illegible]

ইত্যাদি প্রমাণগুলিতে দেখা যায় বৈষ্ণবগণ জন্মগত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবৎ প্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। দুর্দ্বাষা অঘরীষ-প্রসঙ্গে তিনি যখন ক্রুদ্ধ হয়ে কৃত্যানল দ্বারা অঘরীষকে দগ্ধ করিতে প্রেরণ করেন, অঘরীষ একটুও ভীত হন নাই পিছুও হঠেন নাই, কিন্তু যখন স্তূদর্শন অগ্রসর হইয়া তাহা দগ্ধ করে তখনই ভয়ে দুর্দ্বাষা ত্রিভুবন ঘুরিয়া এমনকি বৈকুণ্ঠেও আশ্রয় পান নাই। শেষ পর্য্যন্ত অঘরীষের কৃপা ভিক্ষাই করিয়া জীবন বাঁচাইতে হইল। তিনি নিজেকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ আর অঘরীষ পৃথিবী শুদ্ধ রক্ষা করিতে সমর্থ। তথাপি দন্ত অহঙ্কার শূন্য ইহাট বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণ অভিমান করেন নাই বরং তাহারই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে অনেক আছে। ব্রাহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করায়ই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার সংস্রবহীন ব্রাহ্মণও অধম। আর বৈষ্ণবও তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন ও তিনি তাহার অপেক্ষাও প্রাণপ্রিয় স্বয়ংই তিনি বলিয়াছেন কাজেই এই নিয়ম বিবাদ করা বৃথা। তন্ত্রির তারতম্যেই তারতম্য ব্রাহ্মণকে ভগবান ইহা সম্মান করেন বৈষ্ণবও করেন তাই বলে শুধু জাত্যাভিমান করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজস্বয় যজ্ঞের পুষ্টিও দ্বিতীয় বাল্মীকি-মুচির ভোজনেই হইয়াছিল—অন্য শত শত ব্রাহ্মণাদি খাইলেও হয় নাই এখন উহা স্মরণই বিচার করুন।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতর্ক, বি.এ. (অনাস)

অধ্যাপক, গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ ;

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগৌরাদের

বিশুদ্ধ সান্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবদির ষাটতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

আনুকূল্য—১.৫০ পয়সা, ডাক-মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

“ভক্তির মহিমা”

(একাক্ষ নাটিকা)

—ভারত—

মহাপ্রভু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

গোবিন্দ—ঐ ভক্ত

সনাতন—ঐ ভক্ত

হরিদাস—ঐ ভক্ত

জগদানন্দ—ঐ ভক্ত

প্রমথ দৃশ্য

স্থান—যমেশ্বর টোটা

[বিশ্রাম কক্ষ]

(মহাপ্রভু ও গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ—প্রভু, এইবার আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করুন !

মহাপ্রভু—আমার আবার বিশ্রাম ! (ইষৎ হাসিয়া) তবু তোমার স্বখন
ইচ্ছা হয়েছে তখন একটু বিশ্রামই করি ।

(মহাপ্রভু পালকে শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দ প্রভু
পদসেবা করিতে লাগিলেন)

[ইত্যবসরে দ্বারদেশে শ্রীমদমহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্বক

সনাতন গোস্বামীর প্রবেশ]

গোবিন্দ—প্রভু, সনাতন গোসাঞি এসেছেন ।

মহাপ্রভু—(সনাতনের দিকে লক্ষ্য করিয়া গাত্রোথানপূর্বক) এসো
সনাতন ! এই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথর রৌদ্রে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তুমি
কেমন করে কোন পথে এলে ? প্রসাদ পেয়েছো তো ?

গোবিন্দ—প্রভু, গোসাঞিকে আমি নিজের আপনার প্রসাদ পরিবেশন
করে এসেছি ।

মহাপ্রভু—ধন্য তুমি গোবিন্দ ! জগৎ-পাবন সনাতনকে প্রসাদ পরিবেশন
করে তোমার স্মৃতি অজিত হয়েছে ।

সনাতন—(করজোড়ে) প্রভো ! আমি প্রসাদ পেয়েই এসেছি । এখানে
এসেই প্রথমে কীর্তনমণ্ডপে বহু দর্শনার্থীদের ভীড়ের মধ্যেই আপনার
শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছি । তখন অত্যাধিক ভীড় থাকায়
এবং মধ্যাহ্নে আপনার বিশ্রামের সময় জেনে গোবিন্দ প্রভু আমাকে

এই সময় আস্তে বলেছিলেন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থে সমুদ্রপথ দিয়েই এখানে এসেছি।

মহাপ্রভু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সে কি! সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে তুমি কেমন করে এলে? তোমার পায়ে ফোঁস্কা বা ব্রণ হয়নি তো?

(গোবিন্দের প্রতি) দেখতো গোবিন্দ, সনাতনের পায়ে ব্রণ হয়েছে কি না! ওর প্রাণ কত কঠিন দেখ,....এই জ্যৈষ্ঠের প্রখর দাবদাহে উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে ও' কেমন করে হেঁটে এলো?

গোবিন্দ—(সনাতনের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) হায়, হায় গোসাঞি! আপনার পা' দুটি গরম বালুর উপর পুড়ে ঝলসে গিয়ে কত ব্রণ হয়েছে।

সনাতন—(নিজে পায়ের দিকে তাকাইয়া) তাইতো, কিছু ব্রণ হয়েছে দেখছি। এতে কিন্তু আমার কোনও কষ্ট হয় নি প্রভু!

মহাপ্রভু—(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তুমি সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে না এসে সিংহদ্বারের পথ বেয়ে আসতে পারতে। সিংহদ্বারের পথ অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে শীতল ছিল এবং তা'তে পায়ে কোনরূপ ফোঁস্কা বা ব্রণ হইত না।

সনাতন—প্রভু, আমি মনে করি সিংহদ্বারের পথে আমার চলার কোন অধিকার নেই। ঐ সিংহদ্বার-পথে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ কার্য্যানুরোধে কেবলই যাতায়াত করেন। অপ্ৰাকৃত তনু ভগবদ্ভক্তগণের ঐ যাতায়াত-পথে আমার উপস্থিতিতে কোন বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আমার আশঙ্কা জাগে। অথবা যদি বা কোনক্রমে এই দেহ তাঁদের স্পর্শ ক'রে ফেলে তা'হলে তো আমার সর্বনাশ! এই নীচ জাতি অধম দেহ অত্যন্ত অসার; জীবনে কত যে অধর্ম ও অশ্রদ্ধা কর্তব্য করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এমতাবস্থায় আপনার স্পর্শ হ'লে আমার অপরাধ হবে। তাই সমুদ্রপথেই এসেছি। প্রভু! আপনার অনুগ্রহে আমি কোন কষ্ট বা দুঃখ পাই নি।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি পরম পবিত্র নিষ্পাপ ভক্তশ্রেষ্ঠ। দেব-মুনিবৃন্দও তোমার স্পর্শে পবিত্র হয়। তুমি শুদ্ধভক্তগণের ভূষণ-স্বরূপ। মর্যাদা-রক্ষণ করাই ভক্তের স্বভাব। তোমার এই মর্যাদা পালনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

[হরিদাসের প্রবেশ]

(হরিদাস মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন)

হরিদাস—প্রভো! সূদূর বাংলাদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ এসেছেন।

মহাপ্রভু—(গোবিন্দের প্রতি) গোবিন্দ, তুমি তাদের বসবার ব্যবস্থা করে দাও গে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

গোবিন্দ—যথাদেশ ...! (দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, তোমাদের সনাতন এসে গিয়েছে। দেখ সে কিরূপ তাপদণ্ড হ'য়ে কত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে! ও' কেন এসেছে জান?

হরিদাস—ও' তো রথযাত্রা-উৎসবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থেই এসেছে প্রভু!

মহাপ্রভু—শুধু কি তাই! ওর মনোবাসনা কি ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও' তো সর্বদাই প্রেমাজনচ্ছুরিতলোচনে আমাকে দর্শন করে থাকে। তবু এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এতদূর এসেছে কেন?

হরিদাস—(সনাতনের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করতঃ) প্রভু কি জানতে চাইছেন বল?

সনাতন—(মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভক্তিবরে গদ-গদ কণ্ঠে) প্রভো, আপনার রূপায় ও অপার মহিমায় আমি হ্রস্বমুখে আপনার সাক্ষাৎ পাই সত্য, তবু এসেছি সাক্ষাৎ দর্শন করতে! আপনি অন্তর্যামী, লীলাময়, সর্বজ্ঞ। আমার মনোভিলাষ তো আপনার অজানা নাই। আর কি বলব নাথ!

হরিদাস—(হরিদাস বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিকে তাকাইয়া রহিল)।

মহাপ্রভু—হরিদাস, সনাতনের কথাবার্তা শুন্লে তো! ও' বলতে চায় আমি ওর মনের খবর রাখি। বেশ, তা'হলে বলি শোন;—সনাতন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে না পেয়ে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে সূদূর বাংলা থেকে এখানে এসেছে। সে ভেবেছে এ জন্মে আমাকে শেষবারের মত একবার চোখের দেখা দেখে নিয়ে আমার ছেড়ে চলে যাবে!

(কিছুক্ষণ ভাব গভীর হয়ে নীরবে থাকিয়া সনাতনের প্রতি) কিন্তু তা' হয় কি সনাতন ? তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী । এই কি তোমার বিচার, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম—পাতক কারণ । তমোরজ ধর্ম কখনই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হয় না । ভক্তি ব্যতীত কি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ? শাস্ত্র বলেছেন,—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরণঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥” অতএব কুবুদ্ধি ছেড়ে শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি নবধা-ভক্তির অনুষ্ঠান কর, তা'তে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইবে ।

সনাতন—(প্রভুর পদতলে পড়িয়া কঁাদিতে কঁাদিতে) প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ কৃপালু স্বতন্ত্র দৈশ্বর । আমার মত নীচ পামরকে বাঁচিয়ে আপনার কি লাভ হবে জানি না । যা' ইচ্ছা হয় আদেশ করুন !

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি স্তম্ভমস্তিকে চিন্তা করে দেখ,—যে কালে তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ করেছো তখনই তোমার দেহ আর তোমার নাই,...উহা আমার নিজ ধন । কোন ব্যক্তি তার গাভীকে বাজারে বিক্রী করে দিলে সে-গাভী কি আর তখন তার থাকে ? যিনি গাভীটী কিনে নেয়, তখন সে-ই ঐ গাভীর মালিক হয় । এই সাধারণ বিবেচনাটুকুও কি তোমার নেই ! পরের দ্রব্য তুমি কেমন করে বিনাশ করতে চাইছো ? তোমার ঐ দেহ দিয়ে আমার বহু লীলার প্রকাশ পাবে । কৃষ্ণপ্রেমভক্তিতত্ত্ব, বৈষ্ণবোচ্চার তথা বৈষ্ণবের কৃত্যাদি নির্ধারণ, কৃষ্ণভক্তিপ্রেম-সেবাদি প্রবর্তন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং বৈরাগ্য শিক্ষণ প্রভৃতি বহু কর্ম তোমার ঐ দেহের মাধ্যমেই আমি জগতে আচরণ করতে ও ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করতে চাই । আমার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নশ্রাৎ করে দিয়ে তুমি দেহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা কর ? (হরিদাসের প্রতি) দেখ তো হরিদাস, সনাতনের এ কেমন রীতি ? পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ কি খায়, না বিলায় ? পরের দ্রব্য সে কেমন করে বিনাশ করতে চায় ?

হরিদাস—প্রভো ! আপনার গভীর হৃদয় উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ! আপনি কার দ্বারা কি কার্য সাধন করবেন আপনি না জানালে কে-ই বা জানবে ? (দণ্ডবৎ করিলেন)

(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তোমার খুবই সৌভাগ্য ! প্রভু স্বয়ং তোমার দ্বারা তাঁর নিজকার্য সমাধা করতে চান !

সনাতন—(মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু, আপনি অমুগ্রহ ক'রে আমার সর্ববিধ মার্জনা করুন! আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে শপথ করছি আমি আর কখনও আপনার অমতে এ দেহ নষ্ট করব না।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি আমার বড় আপনার ধন। তোমার বিত্তক ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ওঠো সনাতন, কাছে এসো—!
(সনাতনকে তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।)

সনাতন—প্রভু! আপনি দয়া করে আমার এই নীচ দেহ স্পর্শ করবেন না। আমার গায়ে কণ্ডুরসা, আমার সর্বাঙ্গ ক্ষত পরিব্যাপ্ত; এ অবস্থায় আপনি আমার স্পর্শ করলে আপনার যে অপরাধ হবে।

মহাপ্রভু—(সনাতনকে জোড়ে আলিঙ্গনপূর্বক) না—না সনাতন! তোমার এতে অপরাধ হবে না। তোমার স্থান যে আমার হৃদয়ে!...

‘সাধবো হৃদয় মহং সাধুনাং হৃদয়স্থহম্।

মদন্তস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥’

হরিদাস—জয়তু প্রভুজি! ধন্য—ধন্য ভক্তপ্রবর সনাতন! (দণ্ডবৎ করিলেন) (সনাতনের প্রতি) সনাতন, আজ তোমার দেহ ধন্য! আর আমি অস্পৃশ্য-অধম কান্দাল দীন হীন—নীচ বংশোদ্ভব মহাপাপীষ্ট! তোমার দেহ দ্বারা প্রভু তাঁর নিজ কার্য্য তথা ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করবেন ও ভক্তিদ্বন্দ্ব প্রচার করবেন। আর এই মহাপাপী নীচ পানর দেহটা প্রভুর কোন কার্য্যে লাগল না। ভারতভূমিতে জন্মে এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন পেয়েও এই দুষ্কৃতকারী দেহটা পাপমুক্ত হ'ল না। আমার এ জন্ম ব্যর্থ হ'ল!

মহাপ্রভু—হরিদাস, তুমি আক্ষেপ ক'রো না। তুমি নাম প্রেমী ঠাকুর, তোমার দ্বারাই হরিনামের মহিমা জগতে প্রচারিত হবে। তুমি সর্বগুরু জগতের আচার্য্য। (হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন)

চল, বাহিরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের দেখে আসি।

হরিদাস ও সনাতন—(মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সকলের প্রস্থান)। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পাত্রেভরে নীকুধের শ্রেষ্ঠত্ব

4. गुरुदेव (विष्णु देव, ७व मंथान, कव गुरुदेव भव)

विशेषाचार्य कृतम् ।

का.प्रा.पि. क.सम. पु.वि. व. क.वि. ल.व. वि.

१। चहें आठदिन देरी जाऊथक नइ ।

कुल चारों तरफ ही कोटि-छाया फैलावत ।

এক মিলি গ্রামিনীও সবারই কোজন ।* (অঃ ৩২১৩-১৪)

অতএব, শ্রীযୋଗেশ্বরୀ। স্বাস্থ্য-ସମ୍ପଦ ଯାକ କବିତାହି ବିଭୁତ ସାମ୍ରାଜିତ
ଅବସାର। ନିତ୍ୟେଣେ ପୂଜା କରନ୍ତା ଶୁଣ ହରିହରେ ଡାକୁବାକେ ତିଳା କରାଇଥା-
ଲେନ । ଯାହା-ସମୟେ ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ପ ଗଲନ—

ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

संस्कृत-शोध-संस्थान, दिल्ली-११०००७

অন্যদিকে স্নানকালে প্রাণবন্ত: ভগবানকে অপ্রশ্রয়ানুসীল হয়ে
নিরবদিত অঙ্গের শয্যেতে বসিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখিব।

पुस्तकालय संख्या

[illegible]

निडुडुफानि उवाहः उवावहोव कल्लक ॥ (इः आः विः ३५५)

অର୍থাৎ বিষ্ণু বিবর্তিত অବতারা অতীত দেবতাবর্গের শূভা কলা কর্তব্য ।
 শিবপুরুষবিদ্যাকর । এই ব্রহ্মসংসার অর্পণ করিয়া । জীবা শিব বা দেবতা-
 সনাক অর্পিত হইল আনন্দ । অর্থাৎ জীবাশ্রমের অনবদ্য সেবা-প্রাপ্তির
 । ব্রহ্মোক্তা প্রদান করিয়া থাকে ।

(৬) **সকল গ্রন্থ**—মাদনবীথবী বুদ্ধাভ্যাসবিত্তী, ত্রিগ্রন্থিকাবলম্বক। ছোট
বহির্ভাগে কখনো মাণিকা অথবা বীথবী বীথবী। ত্রিগ্রন্থিকাবলম্বক সন্যাসবিত্ত-
কালে কখনো কখনো ত্রিগ্রন্থিকাবলম্বক অথবা বীথবী বীথবী।

[illegible]

କାନ୍ତି । ତୁମି ମଣିକଟ, ତୁମି ଜଗତର ଆର୍ତ୍ତ ।’ ‘ଆମିନି କରିବୁ କଳହାର
 ଅଶୀକାର । ଆମିନି ଆଡ଼ରି ଲଜ୍ଜି-ନିରାଶୁ ମବାରେ ।’ ଆମାର ସା ଦେଲେ
 ମର୍ଦ୍ଦ ନିରାସ ବା ସାଥୀ । ଏହି ଡ଼ା’ ମିଳି-ଅ ଶୈଳ-ଅଧିରାଜ ଗାଥା । କିରାର
 ‘ଅମୟକହାଗ,’ ଏହି ଦେବଦର ଆଡ଼ାର । ଶ୍ରୀମତୀ ଏକ ଅବାସୁ ବ୍ୟାଞ୍ଜନ
 ଆର ।’

কৌশলকারী ব্যাক্তদের তরিক কিত্তন শুধু। কেউক, তারা অংশীদার
শিকা রিবার কতই কীভবীয়া ছোট হরিদাশকে রক্ষি-বীল'র তারা ছিগৌহ-
পুখর এক হোণ, আরও ভগতে প্রচার করিলের। ছোট হরিদাশর
অপরাধ যে সারাক রিন, তারাক ঈশ্বরপ্রাক্তর ভক্তগণের আবেদনে কারা
রাক। 'অর অপর্যব, প্রকৃ করহ প্রমাদ। এরে শিক' হটল না করিলে
অপরাধ।'

কগনগতক বে'কলিকত প্রকৃতি বিবলেকত। ও বজ্রারপি কটোয়ত। বিজা
বিজাকমান। সেই। হুতু কিত্তি'র সাবধান কামী উজ্জারণ কটিবা বলিলেন,—
'প্রকৃ কহে যোত্র বশ কাম মোর হয়। প্রকৃতি লক্ষ্যকা বৈরাগী বা করে
স্পর্শ। দুর্বার ইঞ্জি'র কাম বিবল প্রকৃতি। সাক্ষরপ্রতি করে মুক্ত
কণিগত।'

সাহিত্যের দীপ্তি—” কৃষ্ণা বর্ণকিনী আত্ম লবনা রৈকসী ।” ‘প্রভু লেখা করে
বাঁরে সাধিকাচরণ ।’ এদের উচ্চাধিকারিনী অস্বাভাবিকতের নিকট তপ্পল
তিকাগ্রহণ করিয়া [বিশ্বকোষের স্থান প্রত্যাখ্যানের অধীনকারী না হইলেও
কবিত্বের বীজকর উদাহরণ বা আদর্শে কবিত্বের চেষ্টা করণের ভিত্তি
অনেকে পাঠ্য ও কাগজের বিশ্বাসপূর্বক কলিকারচিত্ত অধীনকরণের প্রচার কার্যে
পারেন, তাহাও নিসৃত্য-এই কলিকারিত্ত লোকসমাজে কবিত্বের এই প্রতিপাল
লবদ্বীপে বহুলোনা । প্রাণীকৃত্য অস্বাভাবিকতার সাক্ষ্য হইলো কলিকারিত্তের
জগৎ, সুবাসি এমন রক্তভাগরণ প্রকৃতির দণ্ডবিধান করিয়া অস্বাভাবিক
কায় লবাকারী প্রদর্শন করিলেন ।

* 'বিশ্বী'র ৩৯ ত্রিমাষক-প্রচুর সাম্প্রতিক কালের চক্রবর্ত্তের জী-বাহ্যসের
কলং, ক্রিয়বাহ্যক। 'বিশ্বী'র ৩৯ ত্রিমাষক-প্রচুর সাম্প্রতিক কালের চক্রবর্ত্তের জী-বাহ্যসের
কলং, ক্রিয়বাহ্যক। 'বিশ্বী'র ৩৯ ত্রিমাষক-প্রচুর সাম্প্রতিক কালের চক্রবর্ত্তের জী-বাহ্যসের

ਦੇਸ਼ਕਾਮ-ਸੁਖਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿਸ਼ਿਕਾ ੨੫ ।

ହୃଦୟ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

কি। লম্বার প্রথম রেডের অবস্থা নাই।
সুবেই টেকনিকী শক্তি তেজ কিছু নাই।
আর-অফিস-বাগে পড়ির লম্বার
করিয়া আত্মের সীটের উপস্থান।

ଜୀବନୀ ନକଲରେ ମଞ୍ଜୁରୀ । ଜୀବନୀ କବଳକ ବର୍ଷପ୍ରକା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
 ବାରେ । ବିଜ୍ଞାନ-କର୍ମୀ ସାବଧାନତାରେ ଧ୍ୟାନ ନେବାକୁ ।

ବାସିତ୍ତାମୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଳ୍ପ, ଆତ୍ମାବିକାଶ-ନିର୍ମାଣ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ—“କବି ଶ୍ରୀ. ସାହିବୀ ଦେବୀ
ନିର୍ମାଣେ ।” (ପୃଷ୍ଠା ୫; କପ୍ପ ୨୫/୨୬)

অতঃপରେ বহুশ্ৰেষ্ঠৰ পাৰ্শ্বৰক্ষকগণেও জীৱনহাসকৰিত অলপোপেই কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মহা অশব্দে। "জীৱনী এক অশব্দ" এই প্ৰশংসা প্ৰৱৰ্ত্তীকাল বিৰূপ আলোচনাৰ প্ৰতিফলন ৰখিবলৈ।

(৬) বই প্রেরণ—কাস্তিক লোক পত্রপত্রাহুলালে কোন ব্যক্তি যেকোন নিকট বৌদ্ধিক হইবারন হে জ্ঞানার পুত্রে হইলে, তাঁহার কি বরা বিধি ? আশীচ পাশব করিলে, অথবা কতকঅবসার থাকিলে ? (বা পূর্ণাঙ্গা বেরণ পূর্ণাঙ্গি হইলবার) ।

আত্মাহুতী ভাব-বস্তুই বিবিধ। লোক-প্ৰাণেশ্বরের দৈৱ-অনুকল্পের বিবিধ
মতে এ অকল্যাণশক্তি বা আত্মার প্ৰকাশস্থিতিয়ে ভাব-বস্তুে প্রকাশ হইতে
হইবে।

*ସ୍ୱଚ୍ଛାନ୍ଦନାମାବିଶିଷ୍ଟାଃ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ରଃ ନିନ୍ଦନା ଯତ୍ନାଃ ।

अथः कश्चिद्दिव्यः कश्चिद्दिव्यः कश्चिद्दिव्यः ।

ଶିକ୍ଷା-କ୍ରମ-ନାମକାଂ: କିଛି ନାମକାଂ: ଟି

“देवदत्तवर्द्धे नृदीन विद्वद्भिराजतः ।”

କୌଣସିକବିତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ—“ସେହି ଶବ୍ଦ ଅବଶେଷ, ସେହି ଶବ୍ଦ ହେ” । ଶବ୍ଦପୁରାଣେ
 ଟିକ୍ କହିବାରେ— ଆଗିରୋଗି ଯ: ମହୋର୍ଦ୍ଧବାକ୍ଷରେ ଆଦିକଟାପି ।

ସମସ୍ତ ଉପାଦେୟ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିକା :

পাত্তাৰ্হ অৰ্থাৎ পাত্তাশিক্ষাৰ লক্ষ্যসমূহে ত্ৰেণ বৰিষা অগৰকে আচাৰে
লক্ষ্যেৰে এবাৰ তথা পাত্তাৰ্হেৰেৰ আচৰেৰ কৰেৰ বৰিষা আচাৰেৰান্ তত্ৰুৰিণ প্ৰেৰ
'আচাৰ্হ' নামেৰে কীৰ্ত্তিত হইবা ব্যেকৰ ।

ଅମଳ ଶ୍ରୀ ବିଜୟାଳୟ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতক

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদোদ কেশব গোস্বামী মহারাজের

ক্রিস্টিয়ানিটিজম আদির্ভাষ-মাস্তে

ଅଗତି ଅନୁମାଞ୍ଜନ



যে শ্রমদানাত্মক জীবন গমন করতেন। আপন আপনার তত্ত্বাবধান, তত্ত্বাবধি
 প্রদানাদি পনিয়া নাদী কলা জুটোয়া তিথিত মকনা করি। আদিকান
 এই তত্ত্বাবধিতে আপনান প্রিত লেবকগন লবিয়া স্ববন্দ্যতাপিত নানাএকার
 লেব-তাবনকগন কোমল লুপা দালাইরা আপন-দ্বা ঐতগনে লুপাগুলি
 অর্পণ করিতেছেন। ইহা অর্পণ করিকা আপনর লুপ এক অধিকারনীয়
 প্রেরণান উল্লুহ ইহা আপনান ঐপারলগ্রে লুপাগুলি প্রদান করিতে
 অকিলাই জাহত নহঁতেছে। কিন্তু আমি এমনই জ্বালাই এতে আমনি এমন
 তেমন নবানথানাত্মক যাই যাকার হাত আপনাত ঐতগনকগনে লুপাগুলি
 অর্পণ করিব। তই অ বি লম্বিতগনে যদে মসৌ টি উল্লুহাদগল ও বিলুপার
 লবিয়াতকাদাদাদী ১৯৯২ সিন্ধু-জীবদাতা বাইল লোথানী প্রদুয়মে
 ঐপারলগ্রে মকতম প্রেরণ। কংগ্রেসকি যে, প্রিতি আমর অট্টেজুকী কলা
 প্রদান লাম করল নানাএক লামন এই জুহু জরততাপিতে প্রদ-কলী অর্পণ
 দানাইয়া আপনান ঐপারলগ্রে অর্পণ কানকে মর্পণ করি।

[illegible]

ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉପକ୍ରମ-ଶ୍ରମାଘୋଷୀ

कन।अद्वि।विभक्तिः कृत्वा॥लि ।

হে বুদ্ধশ্রোতা । যে শতবরাংবুদ্ধকোষাত । আশনি নিকট নারসিংকর্তার
 দ্ব্যবিত্ত ত্বকি বিকৃত সমস্ত বস্তুরাং সমুদ্র (বিশেষতঃ যাত্রাবাদ) প্রদল
 ভাবে খণ্ডন করতঃ অগ্রে সীতশরণুদে-বাণী অকুর কারিকা প্রদত্তবাণী
 ও প্রদত্তপ্রদত্তবাণী বহু বিবোধ অগ্রে প্রচার করিয়া অগ্রে চিত্রশরণীর
 বহিরাগ্রে—প্রার্থনা করি, যেন আশ্রিত আশ্রিতের অধৈর্য্য-নী কণার অগ্রে
 প্রদত্তে ও অগ্রেবাণী বসন্তপূর্ণক নিকট সিন্ধু সমস্ত অগ্রেবাণীকে বিদ্বিত
 করিয়া বিভ্রান্তকরণে তত্ত্বজ্ঞান-পথে অগ্রে বহিষ্ঠে শক্য হইবে ।

যে পরমবাক্তশিখ ঈশ পরমজ্ঞতপেবা! আসনার হৃদযার আঁখিবাহুর্থে
অতুলনীর স্বতপেবা, প্রোক্ষিত কলমিষ্টা, মণ্যচোখ, স্পষ্টবানীতা, অশ্রুর্থে
অশ্রুত পুণ্যের শক্তি আদি অসিদ্ধান্তনীর অগণ্যশি স্তব করিয়া শির বহুই
প্রকার সন্ত হইয়া পড়ে। আসরি বেকশ গাইর সের ও প্রোচ বাংলাতনে
আশ্রুত হইরা আশ্রিত জনগণকে আসর-লাসর করিছেন--আশ্রিত যেন
ডায়া হইতে বহিল পা হই।

[illegible]

શ્રીગણેશાય નમઃ

अष्टम्यनिम्न (बोडी) च परम

संस्कृत (संस्कृत) १०

www.kaplan.com

"सुखम मदीनां"

[৩]

অজ্ঞান-প্রিমিত্যন্ত জামাতক-পলাকবা ।

চন্দ্রসীলিতঃ যেষা উঠৈঈ ঈতবা বনঃ ৷

হুকা কবোতি বাচালং ললুঃ লজ্জাক্তে শিবিষ্ ।

বহুতয়া ভবৎ বন্যে ঈতকং দীপত্যবহু ।

ঐশ্বর্যীক-বৈকল্যাবাবা-ভাষ্যের ভবৎ বন্যে ও বিমুখার পদবন্ধ-আটোক্ত-অতলী ঐশ্বর্যকিপ্রজ্ঞান কেশব । লাস্যমী মহাত্ম্যের স্তম্ভাভিষ্ঠাব তিবিববা বৈবিত্তে দেখিতে পূন্যকি আশ্রিত্যে বন্যে দেখেই প্রকটিত বহীলল । হাবী কল-বৃত্তীয়া তিবিববা ক্রোড় অলঙ্কৃত করিব তিবি বিববাশীষ মল্লের ভক্ত পুষ্যভীর্ষ ভাবক সুমিত্তে আবিস্কৃত হইয়াছিলেব ।

দগর ককণামর ঐতরুণের অত্কাষ্টাক্ষর বিধে উদিত-উচ্ছল ভাষক-বহুল । এই জন লসোবত্ব লবুত্রে পুতিত কীটকুলকে উচ্ছােষ্য তিমিত্ত একহাত্ত বর্ণবাবা ঐতরুণেরই আশ্রয় আর হুগত কণববিমুখ, বিবিল জীবকুলকে ঐচ্ছার কথিতে লবৎ । যে উচ্ছােষ্য আশ্রিতো বিমুখ আশ্রিত, আশ্রয় বিমুখ বৃত্তিত বটে । আশ্রয় কলশই অটোব একহাত্ত বহুল । যে প্রকৃতিবাহ্য । অত লাসনার অধিকটিতে বহলে বাশ্রয় উপাত্ত বহলে কইবা অদীষ অজ্ঞান ঐশ্বর্যগণ্যে পূলা ও ভগ্ন-বহিবা-কীর্ষব বহিবার প্রকৃ বহলেত হইয়াছেন । তিচ্ছ হাব, অটোব বৈকোষ যোগাভা বা উপাত্ত নাই, বদাবা অপেনার অস্তর ঐশ্বর্যগণ্যে পূবা করিত্ত পাবি । যে প্রকৃতি । ঐশ্বর্য লসীপক ঐশ্বর্যলসীলর অত্পূর্ণত আশ্রয় ঐশ্বর্যলসক লৌড়ীষ হুই আর অপূর্ণ আশ্রয় বিবিল কথিতেত্রে, বহুকল ও বহুলেই হুই বিবিল লবিবিত্তে যেষ অপূর্ণ-লৌড়ীষে জাহাতিব হইয়াছেন । কুলেব লৌড়ীষে, তিচ্ছােষ্য পানে, জন্মের ভবমে ও বহুলেব বহু লবাইবে যেষ উচ্ছােষিত কথিত্তা কুলিবাবে । যে আশ্রয়বহর ! অশ্রয় ঐশ্বর্যের জন্মকট্ট-বহিবা বহিবহাযুক্ত ও লিচ্ছােষ্য বাগত ভবৎ ভক্ত পুষক হইবা । ঐশ্বর্য-বন্যত্ব হুই ভক্টে বহুল ঐশ্বর্যগণ্যের মহোত্তী পূবা করিবা-ছেন । অজ্ঞান আশ্রয়ভিক হুই জাত বহিগালে আবিস্কৃতপূর্ণক ঐশ্বর্য-বহুলে আশ্রয় ভব প্রকৃতি বহুকট্টে পূর্ণ কথিলেব । ভব সেবার লবই হইবা 'কথিত্ত' নাম প্রাপিলেব ঐল প্রকৃতি । যে অশ্রয় ঐশ্বর্যগণ্যে ।

আমি বড় অশুভাখী, তুমি বহা কবিয়া আশাব এই অশুভার-কজনেব পাঠে
 ব্রাহ্মবহা । আশবাহ অশুভক জরুগণ লগ্নক-ক-আশবাহ লগ্ন-বহিরা-কোষ্ঠান
 বড় শূন্যক । তাঁরা যেন আমার প্রতি কৃণাবুট্টে সগাখম ।

নিজ কর্তব্য-বোঝাওয়ে যে-কোন কাজে, যে-কোন কালে, যে-কোন
 জায়গাতেই থাকি না। কন জাপানি জাপানবাসী হইয়া শুধু এই কৃপা রচন
 বংশোদ্ভূত আশ্রয় আরে শুধু কৃপা অর্থাৎ প্রচলিতকালে দেয়াবিত্য লভ
 করিতে পারি।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णार्चनम्
 "श्रीकृष्णाय नमः"

आद्यां व-किं विना कस्य कदाचिद्भव-मद-करी ।

लक्ष्मणस्यैव योऽयं कथितः श्रुत्वा तत्र नरः ।

যিনি জ্ঞানব্রহ্মরূপ অলাভাৎ অজ্ঞানব্রহ্মরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মকে
 বিচারমূলক করিয়া, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভগবতঃ অষ্টম স্কন্ধে, শ্রীমদ্ভগবতঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ
শ্রীমদ্ভগবতঃ অষ্টম স্কন্ধে, শ্রীমদ্ভগবতঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ
শ্রীমদ্ভগবতঃ অষ্টম স্কন্ধে, শ্রীমদ্ভগবতঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

প্রকৃতির রাজ্যে বিচিত্র পিণ্ড ও কাণীর উদ্ভূতীয় ব্যক্তিতে সাময়িক
লৌকিক, কৌলিক ইত্যাদি বহু প্রকার এক বৃষ্টি বইয়া থাকে, তন্মধ্যে কলাত
ব'বর্তনীয় স্তম্ভব বায়ু বাবা কা অলম্ব্য হইতে উৎপাদক'রী সাধনাদিক কলমই
শ্রেষ্ঠ। স্তম্ভব-তত্ত্ববিৎ বিজ্ঞান্যব বাতা, প্রেমকন্ঠি প্রবাতা কণৎকর—
কবা প্রবাব তত্বই বদার্থ তক। কেই প্রবাতকলব প্রবাত্তব করতঃ আমেরা
তলীর দিব্যশক্তি'ব বাতা অমাবি করু'বহুবেশ হাত হই। ত বৃষ্টি লাক করিতে
শক্তি। অমাবি বর্ষকলবাব্য বৃহ কীর খীর পঞ্জিব বাতা ঠৈব বক্তিস্থল
বাবা, অবিশ্য তথা প্রকৃতির হাজা বইতে একা' জিব উদ্ভাব লাক করিতে
শারে বা—ঐকলবেশের কপা ব্যতীত। কণৎকর-তত্ত্ববিৎ প্রীতকনের লমকে
প্রীতকপেরক বাংলা—

অর্থৎ তস্যঃ প্রণয়িতঃ জিজ্ঞাসুঃ জেহ ইত্যম্ ।

পাঠক পবে চ নিকাতঃ ব্রহ্মশাপশাপ্ত্রয়ম্ । (ভাঃ ১১:৫২১)

মিহি “ব্রহ্মশাপ্ত্র” অর্থৎ ক্রীড়শাপ্ত্রবিচারে সুবিশূণ । “পদত্ৰয়” নিকাত অর্থৎ মিহি অথোক্ত-অনুভূতি লাভ করিবার্থে, এবং অসম্বন্ধ মিহি প্রাকৃত কোনও কোম্প্রে স্বীকৃত নহেব ভিহি সঙ্গতঃ । ব্রহ্মশাপ্ত্র নাজি জীবাং ব্রহ্মশাপ্ত্র করিয়া উত্তম সের বিবর অবশ্যত বুঝেব অনুশীলন করিয়েন ।

মুদ্রত্ব ও পদত্ব শুবক্ বস্ত্র বসে । প্রকৃতির বর্ণনে প্রকৃতির বাণ্য পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না । প্রকৃতির রাশো পদত্ব পদত্বের দ্বারা প্রকাশমান । মুদ্রত্ব ও তদবল্লভের কৃপার মিহি স্বীকৃত, জীবাং উচ্চারিত পদই পদত্ব বা পদত্ব । পরব্রহ্মের বৈচিত্র্য ত্রীৎ ব্যক্তপথে প্রকৃতির রাশো প্রকাশ্য করিলেও পদ ত্রয়েই সাধায়ে প্রকৃতির দ্বারা বৈচিত্র্যের জ্ঞান জাহা বুঝে হয় । অর্থৎ পরব্রহ্ম বস্ত্র প্রকৃতির প্রত্যক্ষের বিশদীভ আশ্রয় নহেব প্রত্যক্ষীকৃত বস । য’হাং অবিকারে পরব্রহ্ম মুদ্র হয় বাই জাহার উচ্চারিত পদই ‘পদ-বাস্তব’ । অর্থৎ জাহার বিকট পদত্ব ও পদত্ব শুবক্ বস্ত্র । জাহার পদ-বাস্তবে জেহ । পদত্ব ও পদত্ব দ্বারা প্রকাশ্য কৃপা করেন নাই বা অনুভূতির বিবর হয় নাই, ভিহি বস্তুত্ব বস্ত্রের বর্ষা অধিকার লাভ করেই নাই । ভিহি বস্ত্রের ও লীলামান করিয়া নিজেই যদার্থ ব্রহ্ম করিতে অবশ্য । অতএব আদিত্য অতএব বিকট বস্ত্রের দ্বারা জীবাং পরব্রহ্মের বর্ষা অনুভূতি বহুবে বীচাই করতঃ পবে বীচাক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য । কাকাল পাঠ্যমিক রাশো বৈকর-বস্তুত্ব—তস্যঃ কবিত্বত্ব—বাস্তব কবিত্ব লক্ষ্যার্থে বিশদীভ অংশলক্ষ্যার্থে অবশ্য ওক বুঝে হয় । জাহা পদত্বের রা কলবস্তুত্বে জীবাংবস্ত্রের নিজা অস্তিত্ব বীচায় করে না এবং তৎ সেরকের ও বিভা অস্তিত্ব জীবাং কবেব না । জাহা বস্তুত্ব জাহা,—জীবাংবস্ত্র বস্তুত্ব অবশ্য পদত্ব বা জাহাং বুঝেব মান । জাহাং, সেরা, সেরক, বোবা, জাহা, জেহ, জাহা, মুদ্র, ত্রীৎ, মর্শ ইত্যাদি বৈচিত্র্য বীচায় করেব না । আদিত্য অংশলক্ষ্যার্থে অংশলক্ষ্যার্থে বিশদীভ আশ্রয়পথে আশ্রয়িত্ব দ্বারা অবশ্য, অবশ্য উচ্চতি লাভ করিয়া বস্তুত্ব ভক্তি বস্ত্র অস্তিত্ব অধীকার করিয়া নিজেই বহাপ্রত্য, অংশ-মন্ত্রের ওক “সত্ত্বমি যুগে যুগে” বীচায় এই বাণী অবশ্যে অংশলক্ষ্য অবশ্য বস্ত্রা পুঙ্খিত বস্তুত্ব জাহা । জাহাং জীবাং ও জীবাং মধ্যে

ব্রহ্মের অনুশীলন করেন এবং প্রচার করেন, বৈষ্ণবীশ্ব দর্শনে যাহাকে অজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন বলা যাইবে। অর্থাৎ উহা ভ্রম বা অজ্ঞানতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের পর যাহারা শুদ্ধভক্তিবিরোধী নিক্রিয়শেষবাদী নিক্রিয় মুক্তির সাধনকারী ও প্রচারক হিসাবে মহাপুরুষ ও অবতার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,—তাহারা শাস্ত্রের যথার্থ অবতারবাদ ও মহাপুরুষের বিচারে অবরোহ দর্শনে অবতারের বিকার, আগাছা ও মহাপুরুষের বিকার-বিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ বিকৃত অবতারের ও আগাছা মহাপুরুষকে দমন করিবার জন্য অবতীরিত্ত্ব শ্রীশ্যামসুন্দর-মদনমোহনের পুনঃ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং মায়া রাজ্যে বিভিষিকাময়ী তাণ্ডব নৃত্যরূপ ভোগের কারখানার মধ্যে আমরা মায়া রাজ্যে বিকৃত ডাইনী মূর্তির বিকৃত অবতার, আগাছা অবতার এবং বিকৃত ও আগাছারূপী মহাপুরুষদের চিন্তাশ্রোতে যত মত তত পথের খাপে পতিত হইয়া ভগবৎ ভক্তির সুকোমল অক্ষুরটুকু নষ্ট করিয়া না ফেলি সে-বিষয়ে সাবধান হইয়া আধ্যাত্মিকরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমরা শুদ্ধভক্তির ধারায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের কৃপাসিদ্ধ অবরোহ দর্শনে শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। এই মায়া জগতে এবং পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্য-কালের পরম বন্ধু। শ্রীচৈতন্যের ধারায়, গুরু ব্যতীত এই জগতে প্রকৃত বন্ধু বলিবার আর কেহ নাই। যিনি সরল, উদার, নিকপটচিত্তে গুরুসেবা করেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিবিরোধী বিকৃত অবতার-মহাপুরুষ হইতে কোন ভয় নাই,—অর্থাৎ যথার্থ গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। নিত্য ভক্তিবিরোধী মায়া আকর্ষণ হইতে তাঁহার কোন ভয় নাই। সরল হৃদয় নিকপট গুরুসেবকে অন্তর্যামীমূর্ত্তি ভগবানই তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ভগবৎ কৃপায় তাহার কুদর্শন, প্রাকৃত-দর্শন বা জড়-দর্শন তিরোহিত হয়, দিব্য চক্ষুর প্রকাশ পায়। তিনিই সর্বত্র সর্ব হৃদয়ে ইষ্টদেব আছেন দেখিতে পান। এবং নিজের হৃদয়ে ইষ্টদেব কিভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহাও অনুভবের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সর্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে বালমল।

সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল।

ইহা দর্শনের বিষয় হইবে। যথার্থ গুরুসেবকের দর্শনে ইষ্টদর্শন ব্যতীত অনিষ্ট বা মায়া দর্শন নাই। তাঁহার দর্শনই ইষ্টদেবের বিলাস-দর্শন বা সুদর্শন।

তাই চক্রেপথক পথ বিচীক পরব লাগে, পরব ধীরে। শ্রীকল্যেবের
 নিবাস-চক্রেপথ বলিয়া কোর কথা নাই। তিনি পথ আবাদুক। শ্রীকল-
 য়েবের চক্রেপথক পথ-পথক নিবাসই লাগে করিব, এই পথ আ-
 দ্যেব-পথক পথক। প্রথমে পথ আলা পথ-পথ, তারপর পথ-পথ
 পথ। শ্রীকল-পথ-চক্রেপথক পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-
 পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ।
 শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-পথ-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ। শ্রীকল-
 পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ-পথ।

गोत्र / उपनाम / पितामह :-

अभिहितं विदुः किञ्चित् ननु

अधीनस्थ गेयक

9599 37 1

এক কক্ষিক কক্ষ

॥ वासपुत्र-प्रसन्न

লাভি বৎস'বই শ্রীমোহিত-বৈষ্ণব-বধকে 'শ্রীমালপুত্র'-বহোবল্য অর্পিত
 ১৮। এই বহোবল্য-সামান্যতঃ, শ্রীকৃষ্ণবল্যে আধিকার-বিষয়ে
 লক্ষ্যিত হইয়া থাকে। শ্রীমহাপ্রভুই দ্বালাপুত্রতা দিক্বে প্রকৃত প্রত্যয়-
 দায়ী। তাঁহাকেই সমস্ত শিশু-লোকেরে স্নেহভাবক প্রকুর বারা এই
 দ্বালাপুত্রের অর্পণের কর এবং ইচ্ছাই বর্জমান দ্বারায় প্রথম অভিবেদন।
 কিন্তু কালক্রমে ক্রমান্বয়ে সম্বন্ধে দ্বারায় আধিক্য প্রবেশ করার ইচ্ছা
 প্রায় শিশুটির অন্তঃকরণে নিহিত হইতে থাকে। পরবর্তিকালে অধুনিক
 বৈষ্ণব-কলঙ্কের দ্বীপবৎ আচার্য্যত্বের নিজস্বোলাপ্র'বষ্ট ও বিজ্ঞানাদ
 লভ্যকর্মকুল-চুড়ামণি শ্রীম কাকিনীদ্বারা লবনজী গোদায়ী প্রকুর
 ইহান পুত্র প্রবর্তন করতঃ 'মোহিত-পুত্র' এই নবকামরূপের অধ্যায়
 করিয়া আসেন। এই দ্বালাপুত্রই 'মোহিত-পুত্র' 'শ্রীম প্রভুপার' নামে

বিদিত। শ্রীল প্রভুপাদই পুনঃ ব্যাসপূজার তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতঃ জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শাক্ত-সম্প্রদায়েও জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান থাকিলেও উহা প্রকৃত ব্যাসানুগত্য নহে। কারণ আচার্য্য শঙ্করই তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রাতৃ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যুগাচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবকেই ‘জগদ্গুরু’ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কারণ শ্রীব্যাসদেবই সনাতন ধর্ম্মের মূলতঃ পথ-প্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপরিও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিগমকল্পতরু সদৃশ ভগবানের শাস্ত্রিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের যিনি রচয়িতা তাঁহাকে ভ্রাতৃ বলিয়া প্রতিপন্ন করা গুরুদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীব্যাসপূজাকে শ্রীগুরুপূজাও বলা হয়। আশ্রম-পথের পথিকগণ ইহাকে শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন, কারণ শ্রীকৃপানুগগণ গোড়ীয়-গুরুবর্গকে ‘গোপী’ বিচার করেন। সেই গোড়ীয়গণের সেবার নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীকৃপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ‘দুর্গমসঙ্গমনী’ নিষ্কাশন করিয়াছেন। দুর্গমসঙ্গমনী-অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্লভ-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্ববল্লভের স্বভঞ্জন দান করেন; একজ্ঞ গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্তা-ভজা, এক জগদ্বাদী ও একল-কৃষ্ণবাদিগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গোড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীব্যাসদেব—চিহ্নভক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

মাধবগণ শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

“কৃষ্ণদৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং।”

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরশুর-বাক্য)

কিন্তু গোড়ীয়গণ শ্রীব্যাসদেবকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাৎকরিষ্মেন সমস্ত শাস্ত্রৈকুন্তুতথা ভাব্যত এব সন্তিঃ ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্তু বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ ; তিনি বৈয়াসকি-সজ্জের ঈশ্বর । ‘ঋষি-কুলশ্রমণসজ্জ’ যে স্থানে অবস্থিত, তথায় সজ্জের ঈশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যস্তাবী । ‘সজ্জ’—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যুথ আছে, যুথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়াপ্রসূত । শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই ; তাহাতে আছে বিষয়াশ্রয়-সমাপ্তিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদগুরুর লীলা প্রকট করিবার জন্ত এই শ্রীব্যাস-পূজা শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুভক্তের মূল হইয়া ও জগদগুরু যে স্বয়ং সন্তোষিত নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণ বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-ভগবত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদগুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্ত শঙ্করস্বামী বা শ্রীনামপ্রভুর রামস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাসবল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন ।

সেই অনুসৃত ধারাকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যে-ভাবে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অনুরূপ রাখিয়া অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০০শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুধরও জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অগ্গাবধিও তদীয় নিজপ্রেষ্ঠ জনগণ বর্তমানের হরিকথা ছুভিকালেও ইহার অনুষ্ঠান করতঃ জগদ্বাসীসমক্ষে উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন । এতদুপলক্ষে বিগত ৩০শে মাঘ (ইং ১৩২৭) শনিবার হইতে ২রা ফাল্গুন (ইং ১৩২৭) সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠ ও অনেক ভক্তগৃহে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন । শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের আবির্ভাব-তিথি অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদিবসব্যাপী ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে । স্থানাভাবে সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও আসামস্থ শ্রীবাসদেব গোড়ীয় মঠের উৎসব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল,—

ব্যবস্থা করা হয়। নির্দিষ্ট দিবসের ব্রহ্মমূর্ত্তে যথারীতি আরতি কীৰ্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনাসূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীৰ্ত্তন হয়। তৎপর পূজানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে অঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ অভ্যাগত ও আগত জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্মসভার অয়োজন হয়। এই ধর্মসভায় পণ্ডিত শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং সিদগির ভূতপূর্ব জমিদার শ্রীযুত অজিত নারায়ণ দেব ও তদীয় সহধর্মিণী রাণী মঞ্জুলা দেবী প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত হন। শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী B.A., শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উপরিও অতিথিদ্বয়ও এই ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার তাৎপর্য্যই যে গুরুপূজা তাহা তাহারা এই প্রথম অবগত হইতে পারিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন এবং এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় তাহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে কীৰ্ত্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীৱয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের উক্তরূপ সেবা-উৎসাহ দর্শকের স্মৃতিপথে অমরীয় থাকিবেন।

—প্রকাশক

বিরহ-বার্তা

স্বধামে শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাদী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অতিশয় প্রিয়, শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনের তীর্থ-পাণ্ডাজী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাদী বিগত ২৪শে পৌষ, ৯ জ্যৈষ্ঠয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৫ টায় নিজের বৃন্দাবনস্থ কিশোরপুরার ‘শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জে’ অনায়াসে শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে ব্রজে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তিম সময়েও এই ধর্ম-প্রাণ বৃদ্ধ ব্রজবাদীজীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব শান্ত-প্রশান্ত সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

কীৰ্ত্তন ও শ্রীবিবি-পৰিক্ৰমা করতঃ ঠাকুরের বালাকেশন প্রদৰ্শন করিবার বৌদ্ধগো লাভ করিয়াছেন। দেবরজা করার ব্যবস্থা তাঁহার বহুক্ষেম প্রায় বজ্রতিষ্ঠার সময়ের পর, পূৰ্ণ কাৰ্ত্তিকের আত্মবিকল্যেরই বলাকেস্তা শুদ্ধাবিধায় শ্রীবিবিসংস্কৃত্যে ও প্রদৰ্শন করিয়া বিবাহের।

ঈশ্বৰ নরসিং পৰিক্ৰমা আরম্ভ করিয়া বালাকেশন বিবল পুৰ্ণে অবস্থে বৈষ্ণববৃন্দেৰ উপাধি তুলে তাঁহার এইতপস্বীর গুণদর্শন অত্যন্ত সৌভাগ্যেৰ পৰিচয়। তিনি দেহবস্ত্রা করার কায় অৰ্জুনটো পূৰ্ণ হইতেই বৈষ্ণবদল যুগল-করমাদি লক্ষ্যেৰে সত্যের কীৰ্ত্তন করিতেছিলেৰ। সখিত্বি ভক্তব্য তিনিদলগোষ্ঠের নিজস্ব চাক্ষুণ্য করা গাধারের বিশিষ্ট চিকিৎসকের অকুর্ভ প্রাচটোমল প্রাচকে রক্ষা করা ব্যক্তি বারি। তিনি দেহবস্ত্র করিলে পর বৈষ্ণবদল কীৰ্ত্তন ব্যবস্থাপে হুরবলী ভীবে লইয়া বাবা। শ্রীমদাত্মদেব পুজ্যবৃন্দেৰ পূৰ্ণাং শ্রীবিবায় প্রথম বৈষ্ণবদল ও বামদল এবং পরে দল। স্পৰ্শ প্রকৃত্ত বস্ত্র গোমাতা লাভ করা পূৰ্ণ করা লোভেবই কালে। বটিকা লাভঃ তাঁহার বস্ত্র লাভের পরে বিকট আনন্দে বহুতুল্যিত্তি স্পৰ্শ করিয়া বহি।

দ্বিতীয় শ্রীদলবায় ভক্তবাসী

আমরা ইহাঃ সঙ্গত হইব। হস্তান্তর করিয়া বহুবার যে, প্রসারিত গোষ্ঠীর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সান্নাধ্যম্য ভীৰ্ণ পূজা, শ্রীদলবায় ভক্তবাসী করা এমিল, সনাল ঠাকুর ভক্তগোষ্ঠের পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সনাত্তক শ্রীল ভক্তিবিশ্বক বহুতঃ "প্রভুবাচন" এবং তাঁহার শিষ্য, প্রশিক্ষণের প্রতি এই ভক্তবাসী প্রকৃত্ত মিঠা বিলা। তিনি বহুল বিবস্ত্র ও যথু ব্যবহার বাধ্য সকলক বহুতঃ বাহিঃতঃ। কোক বৈষ্ণব তাঁহার সিকটে গেলে সনাত্ত বস্ত্রের বর্জ্যপ্রকারে ইহাঃ লেখা-লেখকি ও কথোবা কারতেন। ইহাঃ পরলোকতঃবায় আনন্দ প্রদৰ্শনে একজন আদিত্ত বিশিষ্ট সহায়ক ও বাহব হইয়াছিলেন।

—বিশেষ সংবাদিন্দা

সংক্ষিপ্ত

মহৎ ব্যক্তিকেই মহাজন বলে। পারমাখিক ও জাগতিক বিচারে মহৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। বদ্ধ-জীবের মনোধর্ম বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ধারণায় যাহারা তাহার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারী তাহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ভগবদ্ভক্তি হীনের নিকট অজ্ঞাভিলাষী, কন্মী, জ্ঞানী, অভক্ত যোগী, বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লুক্ক ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য; কিন্তু নিরন্তর-কুহক পরম সত্য বা বাস্তববস্তু-প্রতিপাদনকারী নিশ্চয়সর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যে-সকল কন্মী জগতে মহাজন বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম বক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা বিমোহিত, তাই তাহারা ভগবদ্-ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাদান-মূলক বিস্তারশীল কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়া-জালে আবদ্ধ। বেদাদি শাস্ত্র পড়িতে গিয়া আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদে তাহাদের মতি জড়ীকৃত। সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় মহাজন বলিয়া কল্পিত হইলেও ইহারা পুরুষসত্তম শ্রীভগবানের নিত্য সেবায় বুদ্ধি বিশিষ্ট নহেন।

জগতের লোক কর্মবীর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, ধর্মবীর বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে যে কর্মবীর ধর্মের জন্ত কর্ম না করেন, যে ত্যাগবীর শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ভোগত্যাগ না করেন, সে ব্যক্তি জীবনমৃত। আর বস্তুতঃ হরি তোষণের নামই সেবা। আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা জগতে প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য নামে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজেন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বা সেবা নহে! ভগবদিন্দ্রিয়তোষণই সেবা আর সেই সেবা-শিক্ষা যাহাদের নিকট লাভ করা যায়, তাহারাই মহাজন।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ যত্নভিত্তঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথায় যঃ



০ গোদীয়-পট্টিকা

নোংপাদিয়েযেদি প্রতিঃ এতৎ হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধরাস্থা অপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ভ ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুজ্জ ।

অজ্ঞ ধর্ম মুঠরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বস্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২০ বর্ষ { ক্ষীরোদশারী, ৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮৫ গৌরান্দ
শনিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৫।১৯৭১ } ৩য় সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীবিলাপকুমুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

অয়ি বিমলজ্বলানাং গন্ধকপূরপুষ্পৈ-

জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌষৈঃ ।

প্রণয়-ললিত-সখ্যা দায়মানৈঃ পুরস্তা-

তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ॥২১॥

হে রাধিকে ! তুমি আপনার মুখপদ্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার প্রতি যে প্রীতি তাহাই ললিত অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ বিশেষ তদ্বারা যিনি প্রথমতঃ গন্ধ, কপূর ও পুষ্প দ্বারা বাসিতজ্বলের কলসসমূহ আমাকে অর্পণ করিবেন, তৎপরে আমি ঐ সকল কলসের দ্বারা দ্বারা কবে তোমার উত্তম অভিষেক বিধান করিব ? ॥২১॥

পানীয়ং চীনবস্ত্রেঃ শশিমুখি শনকৈ রম্যমৃদ্ধমৃষ্টৈর্ঘৃতা-

তুংসার্য্য মোদাদ্দিশি দিশি বিচলনৈত্রমীনাঞ্চলায়াঃ ।

শ্রোগৌ রক্তং দুকুলং তদপরমতুলং চারুনীলং শিরোহগ্রাং

সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমোদাং পুলকিতবপুষা কিং ময়া তে প্রযোজ্যম্ ॥

হে শশিমুখি ! আমি অতিহর্ষে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তোমার স্নানান্তে
রমনীয় মৃদু অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বসন দ্বারা জল অপসারণ করিব, তাহাতে
তুমি আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্ররূপ মীনকে বিচালিত করিবা, তদনন্তর
তোমার নিতম্বদেশে রক্তবস্ত্র ও তৎপরে নিরুপম মনোহর লীলাঘর মস্তকাগ্র
হইতে সর্ব্বাঙ্গে যোজিত করিব ? ॥২২॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ

গোষ্ঠেন্দ্রসুহৃদয়িতে তব কেশপাশং ।

হা নন্দদাগ্রথিত-সুন্দর-সূক্ষ্মমাল্যৈ-

বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্জনোহয়ং ॥২৩॥

হে নন্দনন্দনপ্রেয়সি ! এই জন (আমি) যথাক্রমে পাদপদ্ম প্রক্ষালন
করিয়া নন্দদা নাম্নী কোন মালাকার কণ্ঠ্য কর্তৃক গ্রথিত সূক্ষ্ম মাল্যের দ্বারা
তোমার কেশকলাপে কবে সাতিশয় প্রণয় পুরঃসর বৈবীধ্যান করিবে ?
ইহাই সবিষাদে প্রার্থনা করিতেছি ॥২৩॥

সুভগমুগমদেনাথগুণ্ডভ্রাংগুবত্তে

তিলকমিহ ললাটে দেবি মোদাদ্বিধায় ।

মসৃণ-ঘুমৃণ-চর্চ্চামর্পয়িত্বা চ গাত্রে

স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিং কিং করিষ্যে ॥২৪॥

হে দেবি ! আমি কি তোমার ললাটে সুন্দর মুগমদের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের
ন্যায় সানন্দে তিলক রচনাপূর্ব্বক অতি চিকণ কুঙ্কুমাভরণ গাত্রে অর্পণ
করিয়া স্তনযুগলকে গন্ধ দ্রব্য দ্বারা চিহ্নিত করিব ? ॥২৪॥

সিন্দূররেখা সীমন্তে দেবি রত্নশলাকয়া ।

ময়া যা কল্লিতা কিস্তে সালকাঙ্কোভয়িষ্যতি ॥২৫॥

হে দেবি ! তোমার সীমান্তে রত্নশলাকা দ্বারা আমি যে সিন্দূররেখা
লিখিব ঐ রেখা কি হৃদীয় অলক পঙ্ক্তিকে (কপালের ক্ষুদ্র কেশ সমূহকে
শোভিত করিবে ? ॥২৫॥

ହସ୍ତ ଦେବି ତିଳକନ୍ତା ମୟା-
 ଦିବ୍ୟବୋହୁକମଳମୁଦିରମେନ ।
 କୁଞ୍ଜନାମନୟନୋଦୟବିଭୁଷା
 ବୀଣହସ୍ତମିହ କି। ପରିକଳ୍ପାଃ ॥୨୭॥

ହେ ଦେବୀ ! ଆମି ଅତିକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ତିଳକଦେବୀ ଚତୁର୍ଦିକେ
 ଅକ୍ଷରବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବା ଯାହା ଯୀତ ହେବେ କି ଦେଖି ଯକାର ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦ୍ୟା
 କବିବଦ୍ ଯେ-ଲକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ ଶିଳ୍ପକେବେ ସଦ୍‌ଭାବାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦ୍ୟୋ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣନା
 ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷରବିନ୍ଦୁବଳ ଶ୍ରୀରାମକେତୁ ଉଦ୍ଧର କରିବେ ॥୨୭॥

ମୋକ୍ଷେଷୁମୁକ୍ତମନଃସ୍ତକରୀମୋହଜ-
 ବନ୍ଧ୍ୟାଃ ପୁଷ୍ପବତ୍ସୟାଃ କିଳ ବନ୍ଧରଞ୍ଜୟାଃ ।
 କିଃ କର୍ମଞ୍ଜୋନ୍ତର ବରୋକ୍ତ ସମାଧିବଂଶ-
 ମୁକ୍ତେଷୁ ଭୃଗୁବଂଶା ବୁଧିତା କଠିବୋ ॥୨୮॥

ହେ ବରୋକ୍ତ ! ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣ ଉତ୍ତମାମିତ୍ରୀ । ବାସିକେ ! ଶ୍ରେଷ୍ଠଜନମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକଳ
 ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଶରଣାଗତର ଏକତ୍ର ବିସିଦ୍ଧ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମବଦ୍ ଯେ କର୍ମବର୍ଣ୍ଣନାକାର
 ଶ୍ରେଷ୍ଠାରେ ଦେଖି କର୍ମବଂଶ କି ଆମି ଅତିକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀରାମବଦ୍‌ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ୍ (କର୍ମ-
 ଭୂଷଣ) ଯାହା ବୁଦ୍ଧିତ କବିବ ॥୨୮॥

ଯା ଶ୍ରେ କଞ୍ଜୁଳିତରା ବୃନ୍ଦାବି ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍‌କୋକ୍ତୋଽର୍ପିତା
 କ୍ରୀଷ୍ଣାଞ୍ଜନକାୟାଃ କିଳ ନ ମାହୁଲ୍ୟେଽତି ବିଶ୍ରାୟତାଃ ।
 ବିଷ୍ଣୁ ଆଗମି କୁଞ୍ଜ ଏବଂ ମହା ଉଦ୍ଧାମବାମ୍ନୀ ଅତୀ ।
 ଶ୍ରୀମୋହନାଞ୍ଜନାଦିକଂ ଅକଂ ବିବିଧୁଷା ମହୋପଦକୋବ ହି ॥୨୯॥

ହେ ଶ୍ରୀକଳ ! ଶ୍ରୀକଳ ଅବଲୋକନ ନା କଳମ୍ ଏହି ଆଦିପ୍ରାୟେ ଶ୍ରୀରା ରଞ୍ଜିତେ
 ଆବରଣ କାହିଁକି ବିସିଦ୍ଧ ଆମି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମବି କଞ୍ଜୁଳି (କାହ୍ନୁ)
 ଅର୍ପଣ କରିବାହିଲାଏ ଯାହା ଦେ ଦେଶର ଯିବା ଶ୍ରୀରା ଶ୍ରୀରାମା କଞ୍ଜିତ ବା ବିଷ୍ଣୁ
 ହେ ଆଗମି । ବାସିକେ ! ଶ୍ରୀକଳ ହେ ରହମ୍, ଏବଂ କଞ୍ଜୁଳିତା ଶ୍ରୀରା ରହିବା ସେବେ
 ବିଷ୍ଣୁର ମହାବଳ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀରାମେକା ଅବିଷ୍ଟ ଅବେଶମାକେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠାବଦ୍
 କରିହେବେ ॥୨୯॥

ନାନାବସି-ପଦମଂଗୁଳିତକାଳ-ମୁଖା
 ମୁକ୍ତାଞ୍ଜନସ୍ତବ ସୁବକ୍ଷସି ସେଷୋଽତି ।
 ଆ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ-ମୁକ୍ତ-ମୁକ୍ତଲିକାୟା ।
 କି। କଳାବିଦ୍‌ଭିତ୍ତରଂ ଯଦ୍‌ବାସିକେବମ୍ ॥୩୦॥

হে হেমগৌরি ! শ্রান্তিহেতু অলসাহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শয্যাতে অবস্থিতি
যে তোমার বক্ষঃস্থল তাহাতে এই তোমার দাসী কি নানাবিধ মণি সমূহের
গ্রন্থন জন্ত অশোভিতা মুক্তমালা পরিকল্পিত করিবে ? অর্থাৎ আমি কি
তোমাকে হার পরিধান করাইব ? ॥২৯॥

মণিচয়-খচিতাভিনীলচূড়াবলীভি-
ইরিদয়িত-কলাবিদ্বন্দ্বমিন্দীবরাঙ্কি ।

অপি বত তব দীবৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়েঃ
কচিদপি কিল কালে ভূষায়িষ্যমি কিং নু ॥৩০॥

হে ইন্দীবরাঙ্কি ! অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ভূঙ্গাকর্ষক নীলোৎপল নয়নে। মণিযুক্ত
নীলচূড়াবলী অর্থাৎ ভূজের আভরণ চূড়িকা। বিশেষ দ্বারা তোমার হরিদয়িত
কলাবিদ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভূঙ্গযুগলকে এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তোমার অঙ্গুলী-
চয়কে কি ভূষিত করিব ? ইহাই আমি সখেদে প্রার্থনা করিতেছি ॥৩০॥

আচার্য্যের কপোপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১

৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

পরমহংস * * *

তোমার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানা স্ব' লাল
কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অদ্য redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়-
বাহাদুর ই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা
হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে
হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছে।
পুত্রবৎসলা এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের
মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়ায় সংসারে প্রবেশ করিলে ! ইহাতে আমাদের
বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্ শ—সংসার-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইবার পর
আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে
রক্ষা করেন নাই ?—আপনি কেন রঘুনাথ ভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান
নাই ? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা
মনে পড়িল—

“সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।

সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥

হৃদৈবে সেবক যদি যায় অশ্রু স্থানে।

সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি’ আনে ॥

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল চলবাক্য তুমি নিজে নিজে আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পার। প্রবল উদ্যম ইঞ্জিরের চালনায় হরিসেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ শ্রীমন্তুক্তিবিদ্যোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মংকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্বকর্ম্মসু।

বেদদুঃখাস্থকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ।

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষমাংশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার জ্ঞান সরল বুদ্ধিমান (বর্ত্তমানে অবুঝ) লোকের কর্ত্তব্য হয় নাই। তোমার সতীর্থগণ একাল পর্য্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং দুর্ব্বলতার ঔষধ বিচারে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার জ্ঞান তোমার বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘুতাহতিদানবৎ বর্দ্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না বাইতেও পারে। তোমার জন্ম যাহারা তোমার বর্ত্তমান কথা শুনিতেছেন, তাহারাই শোক করিতেছেন। নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল হইত।

তুমি যে-সকল অহুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না। তুমি মুরুষি সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি। ইতি—

তোমার প্রতিপাল্য

গুরুক্ৰব

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। স্বাধীনতা সেই মুহূর্তের ভাষা
কল্পনামূলক, অকাঙ্ক্ষিত সম্ভবের চিহ্ন-বিহীন অসীমত এবং নৈবেদ্য

হইতে পুনরুৎপত্তিঃ অসীমতঃ বস্তুবান্ ভবন্তী চৈব তদ্ব্যক্তি-তদ্ব্যবহা-
বিকল্পঃ ।”

—অঃ প্রঃ পঃ বঃ ১৩৭৩

৫। জীমবতা কি প্রত্ন-নিবর্তক হইতে পারে ?

“জীম মিঃসিনিঃ তিসম্ভঃ জীমবঃ প্রকৃত্ত মন্বন বা ত্রৈশ বাইঃ কেবল
মেবাম্মাভিসংসরণ শিবরূপেই এক বস্তু হইতেছে। যজুস্তে মর্পজনি এবা
স্বক্কেঃ তলক-কনি—এই দুইটী দিন-রোহৈ ঐহিক উদাসমন্। এই উদাসমরণকে
জালরণে বুদ্ধিতে বা পারিয়া হামঃগমৌ জীমবঃ মজাঃই প্রত্ন-নিবর্তক মিয়া
জব করিয়া থাকেন। যজুস্তে ইলাস মন্বন জীম জাযিক মন্বন বে, এই
দুইটী উদাসমন্ জীমবঃ মজাঃ মন্বন ইমিত মন্বন মাই, কেবল জীমঃ মূল ভ
লিক মোস ১৮ আত্মবুদ্ধি, তৎসবঃই প্রথিত চট্রাক্তে, তৎসব ইমি মন্বন
মোমিতে পারি।”

—ইঃ মিঃ ৫৩

৬। বাবাবাদী কিরূপে কুলাপমারী ?

“মিহি বাবাবাদী, তিহি মন্বনতঃ কক-মন্বনবাদী। তিনি বলেন যে,
ককমূর্ষি, ককমব ও মকলীলঃ—আদিত। “মামিক” বাস্য অর্থ বাহ্যবিশ্রিত
অর্থঃ ককমব। বাবাবাদীস মতে, ককমব—মিহাকব ও মিহিামব, বাবা-
কপাবাদঃ যেই ককমব্ মন্বনকে আত্মস পরিসা মাম-ককানি অর্থাৎ মন্বন
পীকার করেন; ককমব্ মাম—কক, মন্বনঃ বা চৈতন্য ও মাম-ককানি
মুখি—অকোমিত, মাম-ককানি মামক কক-মন্বনবাদীস এবং মাম-ককানিস
মিলানক অকোমিত। তবে জীমবঃ মাম-ককানিতে ১৮৮ এই যে, জীম কর্তৃ-
মোম সা মাম কক মন্বন পাঠ্য বাবা মন্বন। কিন্তু মৈত্রেয় মিত ইচ্ছাতে অর্থাৎ
মন্বন প্রবাস কর্তৃক মন্বনকে কাষী ওমেন এবং নিম্ন ইচ্ছাতে পুনরায় অর্থাৎ
মন্বন তা-ককমেন। মন্বনঃ মাম-ককানিত বাব, মন্বন ও জীম বাবাব
অত্মস মাইতেই মন্বন। কে-মবঃ মামক জাম লাভ বা অর্থে, সে-মবঃ
মামককানিস উপাসনা কবিয়ে। জাম-জাম হইল কক মন্বনঃ চৈতন্য
—এইমাত্র জাম কামাম। তবে জাম মাম-ককানি মন্বন মাম ও মামে
প্রবোধিত হব বা। মাম-বাদী মন্বনঃ মামক-ককানি প্রকৃত্ত মন্বন
মেন জাম মেনেন। এই ককম্বই বাবাবাদী—কক মন্বনবাদী।”

—বাবাবাদী কামাক কক ১ মঃ ৩৩ ১৩২২

১১। থিয়সফিষ্ট্-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে ?

“আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট্-মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্বদেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাধক্ৰ ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অত্র সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।” —চৈঃ শিঃ ৫।৩

১২। নাস্তিকতা ও নির্বাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে ?

“সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিচার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐসকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।” —চৈঃ শিঃ ১।১

১৩। অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদযুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে ?

“সদযুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটি বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্মনির্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দীপ্তিরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয় ; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দোষ করিবার জন্ত মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মের স্বাধীনতায় স্বীকার করিতে হয় !

২। আত্মার ব্রহ্মনির্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অস্তাব হয় এবং ব্রহ্মে অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ ‘নিত্য’ হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে না।”

—‘উপসংহার’, বৃঃ সং

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৬)

তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবাত্ম সমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট যে পরমতত্ত্ব ব্যষ্টি (প্রত্যেক) জীব তাহারই অংশ; সেই জীব তেজোমণ্ডল সূর্য্যের বহিঃস্থ রশ্মি পরমাণুর মত চিৎসূর্য্য শ্রীভগবানের বহিঃস্থ চিৎপরমাণু। পরম তত্ত্বের ব্যাপকত্ব-হেতু জীবে তাঁহার একদেশত্ব আছে। একদেশে অবস্থান করিলেও জীব অন্তঃস্থ নহে। পরমতত্ত্বের আশ্রিত বলিয়া বহিঃস্থ। পরমতত্ত্ব জ্ঞানাভাব-হেতু, ছায়া দ্বারা সূর্য্যরশ্মির অভিশববৎ মায়া কর্তৃক জীবের পরাভব হইয়াছে।

জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। জল বলিতে যেমন জলকণাসকলের সমষ্টি বুঝায়, তদ্রূপ জীবশক্তি অনন্ত জীবের সমষ্টি। প্রত্যেক জীব এই সমষ্টি শক্তির অংশ। জীবাত্ম শক্তি অনন্ত হইলেও ঈশ্বর নিয়ামক।

ঈশ্বর চিৎকরণ অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ। চিৎ—জ্ঞান, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানময়। তাঁহার কোন অংশে অজ্ঞান বা জড় মায়া সম্পর্কের লেশও নাই। সূর্য্যের রশ্মি যেমন তাহার অণু-অংশ, জীবও তদ্রূপ চিৎসূর্য্য ভগবানের অণুচিৎ অংশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের বাহিরে প্রকাশ পায়, জীবও তদ্রূপ ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার অভিব্যক্তির বাহিরে প্রকাশ পায়। জীব নিজ শক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির কার্য্যের অনভিব্যক্তি, কর্ম্মপরবশ জীব তথায় ভ্রমণ করে। এই জন্ত তাহাকে বহিঃস্থ চিৎপরমাণু বলা হয়। তবে ঈশ্বরের অমুগ্ৰহে তাঁহার লীলাভূমি বৈকুণ্ঠাদিতে প্রবেশ করিতে পারে। পরমতত্ত্ববিভূ, জীব অণু। তিনি অনন্ত, আর জীব ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ। ঈশ্বর জীবের আশ্রয় হইলেও ঈশ্বরের সত্তা যতদূর, জীব ততদূর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। পরমতত্ত্ব সর্বব্যাপক বলিয়া জীব তাঁহার বহিঃস্থ বলিলে কোন দোষ হয় না।

জীবকে পরমতত্ত্বের রশ্মি-স্থানীয় বলা হইবার কারণ—সূর্য্য প্রকাশিত থাকিলে রশ্মিও প্রকাশ পায়। আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে রশ্মিও অস্তগত হয়। সূর্য্যের সত্তায় রশ্মির সত্তা, সূর্য্যের অভাবে রশ্মির অভাব। এইরূপ ঈশ্বর

মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টাদিলীলা প্রকাশ করেন বলিয়া জীবের প্রকাশ। তিনি এই লীলাসংগোপন করিলে জীবের প্রকাশ থাকে না।

জীবের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে চিহ্নিত্তি বৈকুণ্ঠাদিধামগত লীলাবিস্তার করেন আর জীব ও মায়াশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টাদি লীলা নিষ্পন্ন করেন।

জীব অণুচেতন হইলেও একদেশস্থিত অগ্নি বা আলোকের দ্বারা সমস্ত দেহে চেতনের ব্যাপ্তি হয়। গৃহের একস্থানে অগ্নি বা আলোক প্রজ্জ্বলিত থাকিলে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়, এইপ্রকার জীব অণুপরিমিত হইলেও সমস্ত শরীরে চেতনতা সঞ্চার হয়। তজ্জন্তু বেদান্তে উক্তি “গুণীদ্যালোকবৎ”।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১২২।৫৪) উক্ত হইয়াছে—

একদেশস্থিতস্থানেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরম ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ ॥

একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, পরম ব্রহ্মের শক্তি এই জগৎও তদ্রূপ।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—একমেব তৎ পরম-তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্বাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যামণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মি তৎপরমাণু-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। অর্থাৎ একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সর্বদাই স্বরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান), তদ্রূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা,) জীব ও প্রধান—এই চারিরূপে অবস্থান করেন। সূর্য্যামণ্ডলস্থ তেজ যেরূপ মণ্ডল, মণ্ডলবহির্গতরশ্মি, রশ্মি, পরমাণু ও প্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ।

জীবেশ্বরের স্বরূপ বিচারে তদুভয়ের অত্যন্তাভেদ স্বীকার করিলে একই সময়ে অবিद्या ও বিद्याর আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় না। জীব অবিद्या-পরবশ, ঈশ্বর জ্ঞানময়, উভয়ের মধ্যে ভেদ না থাকিলে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়কে অবলম্বন করিতে পারে না। ঈশ্বর বিद्या পরিসেবিত আর জীব অবিद्याগ্রস্ত। জীব পরমতত্ত্বের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া তাহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম্য সকল আছে। পরমেশ্বরের শক্ত্যানুগ্রহেই তাহা কার্যক্ষম হয়। জীবের প্রকৃতিবিকারময় কর্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের মায়াশক্তির অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়। মায়াসম্বন্ধ হেতুই জীবের সংসারবন্ধন।

কিন্তু তাহার স্বরূপানুভব এবং ভগবদনুভব শক্তিপ্রভাবেই সম্ভব হয়। স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে মায়াসম্বন্ধ দূর হইলেই জীবের সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া আনন্দময়-স্বরূপ অনুভূত হয়।

সমস্ত জীবই আনন্দাভিলাষী। আনন্দ বর্তমান থাকিলেও যাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে না, তাহার। পুরুষার্থলাভ করিতে পারে না। যাহা আছে, তাহার অনুভব না হইলে থাকা না থাকা দুই-ই সমান। স্মরণ-ভাবে বস্তুর বিদ্যমানতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। পরমাত্মরূপায় জীবের স্বরূপের স্মরণ হইলেই তাহার আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হয়। জীব কেবল আনন্দ-স্বরূপ নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞান ও দুঃখ থাকিত না। কর্মদ্বারা সেই অজ্ঞান বা দুঃখের নাশ হয় না; এজন্য শ্রীনারদ (প্রাচীনবহির নিকট) বলিয়াছেন—

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কৰ্ম্মণাত্মন দীহসে ।

দুঃখহানিঃ সুখাপ্রাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্মহ চেষ্টতে ॥ (ভাঃ ৪।২৫।৪)

হে রাজন্, তুমি কর্ম্মদ্বারা কি শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করিতেছ? দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিই কর্ম্মদ্বারা সম্ভব হয় না। কর্ম্মদ্বারা যে-স্বর্গাদিসুখ পাওয়া যায়, তাহাও অনিত্য দুঃখমিশ্র। মুক্তিতে আনন্দ আছে, শ্রুতি বলেন—‘রসো বৈ সঃ। রসং হেবায় লক্কানন্দী ভবতি’। পরমতত্ত্বই রস বস্তু। তাহাকে লাভ করিতে পারিলে জীব আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে—

ভিন্নে দৃতো যথা বায়ু নৈবাত্তঃ সহ বায়ুনা ।

ক্ষীণপুণ্যাত্তবন্ধস্ত তথা ত্বা ব্রহ্মণী সহ ॥

ততঃ সমস্ত কল্যাণ সমস্ত সুখসম্পদাম্ ।

আহ্লাদমগ্নমকলঙ্ক মবাপ্নোতি শাস্ততম্ ॥

ব্রহ্মস্বরূপস্ত তথা হ্যাত্মনো নিত্যদৈব সঃ ।

ব্যুত্থানকালে রাজেন্দ্র আস্তে হি অতিরোহিতঃ ॥

আদর্শস্ত মালাভাবাদ্ বৈমল্যং কীশতে যথা ।

জ্ঞানাদিদন্ধহেয়স্ত স হলাদোহ্যাত্মনস্তথা ॥

তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণীঃ ।

প্রকাশন্তে ন জন্তুন্তে নিত্যা এবাত্মনোহি তে ॥

ভজ্ঞা ছিন্ন হইলে যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ যে আত্মার পাপপুণ্যবন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। তৎপরে সমস্ত কল্যাণ ও সমস্ত সুখসম্পদের অন্ততম অকলঙ্ক, নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপের ও জীবের সেই আনন্দ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস প্রাগভাবরহিত। হে রাজেশ্বর ব্যাখ্যানকালে (মুক্তিতে) অতিরোহিত সুখ আছে। যেমন মলাভাব হইলে দর্পণের বিমলতা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মার অবিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হইলে আত্ম-সুখ প্রকাশিত হয়। আর মায়িক গুণসকল ধ্বংস হইলে অববোধ (জ্ঞান) প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণসকল প্রকাশ পায়। এসকলের উৎপত্তি হয় না। আত্মাতে নিত্য বিদ্যমান।

এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব সম্বন্ধে বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জীব অংশস্বরূপ হইলেও মায়া আবৃত স্বরূপ বলিয়া বহিরঙ্গত্ব। অতএব অনাদি ঈশ্বর বৈমুখ্যাহেতু মায়া কর্তৃক ঈশ্বরানুভব ও জীবস্বরূপানুভব লোপ হইয়াছে। তত্ত্ব স্বরূপ অনুভূত হইলেই ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া নিবৃত্তি হয়। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন (তৈত্তিরীয় ২।৪) ; যিনি ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না।

ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। (বৃহদারণ্যক ৪।২।৬)
কর্মবদ্ধ জীবগণ কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে, আবার ভোগান্তে ইহলোক আগমন করে। প্রাণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরসহ জীবের গমনাগমন হয়। কিন্তু যাহার কর্মক্ষয় হইয়াছে তিনি আত্মকাম তাহার প্রাণাদি দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ উর্দ্ধে গমন করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম হওয়া অর্থে অপহতপম্পা বিজরো বিমৃত্যু-বিশোকো বিজিঘিৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি অর্থাৎ পাপ-রাহিত্য, জ্বররাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, পিপাসা-রাহিত্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—এই আটটি গুণের আবির্ভাবকে ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। মুক্ত জীব এই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাদাত্ম্য প্রাপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয় একত্ব নহে।

মুক্তিতে জীবব্রহ্মের অভেদত্ব বা সাম্যত্ব নির্দেশ দেখা যায়। মুণ্ডক (৩।১।৩) বলিতেছেন—

যদা পশুঃ পশুতে রুক্ষবর্ণং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

যখন বিদ্বান সাধক স্বপ্রকাশ, অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্তা, পরমপুরুষ ব্রহ্মযোনি পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন তিনি সংসার বন্ধনের হেতুভূত পুণ্যপাপ সমূলে দক্ষ করিয়া নিলিপ্ত ও সর্ববিধ ক্লেশ মুক্ত হন এবং পরম সাম্য লাভ করেন।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্যামগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথাস্তি চ ॥ (১৪।২)

যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলে আমার সাধর্য লাভ করে এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মলাভ বা প্রলয়কালীন দুঃখানুভবও করিতে হয় না।

ধর্মরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।

এবং মূনেবিজানত আত্মা ভবতি গোতম ॥ (কঠ ২।১।১৫)

নির্মূল জল নির্মূল জলে মিশ্রিত তাহা তাদৃশ নির্মূলই হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্বানুভব সম্পন্ন মুনির আত্মাও পরতত্ত্বসদৃশ হয়। তাদৃগেব অর্থে তৎ সাদৃশ্য বুঝায় একত্ব প্রাপ্তি বুঝায় না। যদি মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব সম্ভাবনা থাকিত, তবে শ্রুতি তাদৃগেব ভবতি না বলিয়া তদেব ভবতি বলিতেন (তাদৃশ না হইয়া তাহাই হয় এই অর্থ) এই দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝায় যে, ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, জীবও তদ্রূপ চিৎস্বরূপ। ব্রহ্মবিদের আত্মা ব্রহ্মসদৃশ হয় ইহার অর্থ উভয়ের সাম্য বুঝায়।

একগে একত্ব বা অভেদ নিরাশ করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্থাপনের জন্ত বলিতেছেন—

বহুবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্ত সদৃশা জলে ।

এবমেণাত্মকালোকে পরাত্মসদৃশা মতাঃ ॥

যে প্রকার জলে সূর্য্যতুল্য বহু সূর্য্য প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার এই জগতে পরমাত্মসদৃশ বহু আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৯ ও ২০ সূত্রে—

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্মম্ ॥

বুদ্ধিহাসভাজ্জমন্তুর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

দূরবর্তী সূর্য্য ও তৎ প্রতিবিম্বের আশ্রয় ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে পরমাত্মা প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের আচরণ অবিচ্ছিন্ন। জল যেরূপ সূর্য্য হইতে দূরবর্তী, অবিচ্ছিন্ন তদ্রূপ নহে। পরমাত্মা বিভূ বলিয়া তাঁহার দূরবর্তী কোন বস্তু থাকা অসম্ভব। আর পরিচ্ছন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব হয় অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার তাহা হইতে পারে না। এজন্য প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত মুখ্যাবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই, গুণ বৃত্তিধারা বুদ্ধিহাস-ভাগিত্ব বলা হইয়াছে। সাধৰ্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান।

এবম্বেব সংপ্রসাদোহথাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপং সংপন্নং স্নেহরূপেনীভিনিষ্পত্ততে (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩) ক্রুতিতে বলিতেছেন—এইরূপে মুক্তজীব এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া অভিব্যক্তি লাভ করত নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ নিজ (যুক্তরূপে) রূপে মুক্ত্যানন্দ লাভ করেন। ভগবানের অমুগ্ধহপাত্ত বলিয়া সম্প্রসাদ শব্দের উল্লেখ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্তন

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্ বশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যে সকল ব্যক্তির ভক্তি নাই, “ধিক্ তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, “ধিক্ তান্”—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে অহরুক্ত নহে, “ধিক্ এতান্”—ইহাদিগকে ধিক্। কীর্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিয়া থাকেন।”

করতাল বাদ্যচ্ছলে বলিয়া থাকেন,—

মৃত্যুং লয়েযং শমনং লয়েযং তৎ কিস্করাশ্চাপি স্মৃৎ জয়েযন্ম।

শ্রদ্ধেতি দূরাং করতালশব্দং সংকীর্তনং তে খলু নোপযুক্তি ॥

“মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব এবং তাঁহার কিস্করগণকে জয় করিব”—করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া মৃত্যু, শমন ও তাহাদের কিস্করগণ সংকীর্তনকারীর নিকট আসিতে পারে না।

জগদগুরু শ্রীল ভীষ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবিভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব পূর্ব যুগোচিত মহা মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন ; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্তন-দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত ; যেহেতু কেবল-মাত্র এই কীর্তনাখ্যা ভক্তিবিশয়েই কাল-দেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন ; এই নিমিত্তই কীর্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অস্তান্ত (নয় প্রকার বা চতুষ্টয় প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। স্মৃতি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিকালে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে (অনধিকারীর গুণ-রূপ-পরিকর-লীলা-কীর্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অঙ্কুরাদি সংযোগ-পূর্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম কীর্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, এবং হরিনামই কর্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অস্ত কোন গতি নাই, নাই, নাই ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

(১) হে ভরতবংশাবতাংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(২) শ্রবণকীর্তনকারী ভক্তের স্মরণ প্রযত্নের আবশ্যক নাই। শ্রবণ-কীর্তনের অধীনই স্মরণ।

(৩) অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা-শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্মৃতি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীরূপের স্মৃতি হইলে পরিকর-

যেহেতু নিজ ইষ্টের নামসংকীৰ্ত্তন হৃদয়ে আন্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফুৰ্ত্তিপ্ৰাপ্ত হয়। অতএব নামসংকীৰ্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১০) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক্কুলের আর্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়' এইরূপ আহ্বানের শ্রায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুবরী ও চক্রবাকীবর্গের শ্রায় শুক্ল সকল বিরহকাতর প্রেমের সহিতই নামসংকীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম আন্তিসহকারে বিচিত্র-মধুরপাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নামসংকীৰ্ত্তনই কর্তব্য।

(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীৰ্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১২) শ্রীভগবানের সর্বশোভা-সম্পাদিতশয়-যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজবিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেননা, শ্রীনাম সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বশাস্ত্রে নিজমহিমা প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম, অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে অভিহিত হন। হেহেতু উহা সুখোপাস্ত অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবান্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দরসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফুৰ্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস; কারণ, শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা রস অর্থাৎ বীৰ্য্য-বিশেষ বা পরম শক্তিমন্তায় সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিম্বা অখিল দীনজন-নিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অণু কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

হে প্রভো !

তোমারে জানাই শতকোটি প্রণিপাত ।
জানিয়াছি তুমি মোদের হৃদয়নাথ ॥
শুনিয়াছি তুমি পরম করুণাসিন্ধু ।
তবে কেন উপেক্ষিছ, ওগো দীনবন্ধু ॥
শিষ্যের মঙ্গলচিন্তায় ছিলে তুমি রত ।
সকল সেবক তাই তোমার অনুগত ॥
পতিত অধমা আমি, তুমি তো মহান ।
শ্রীচরণে সেবা দিয়া কর পরিত্রাণ ॥
বহু ভাগ্যে (তব) পদাশ্রয় করিয়াছি নাথ ।
তাই তব বিরহে আজ সতত বিষাদ ॥
অতিব বিচিত্রময় এ' ভব-সংসার ।
তোমার চরণ বিনা গতি নাই আর ॥
তব চরণে জানাই এ' শুধু মিনতি ।
তব পদে চিরদিন থাকে যেন মতি ॥
তব কৃপা থাকিলে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ।
তব কৃপা না হইলে কৃষ্ণ রুষ্ট হয় ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে তুমি পার রক্ষিবারে ।
তুমি রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ॥
সর্বদা আশা জাগে পূজিতে শ্রীচরণ ।
কিন্তু, নিঃস্ব আমি নাহি পূজোপকরণ ॥
হৃদয়ে নাহি ভাষা, গাহিতে তব গুণ ।
তপ্তাশ্র দিয়ে ভিজাইব কি শ্রীচরণ ?
না বুঝিয়া যদি করিয়াছি অপরাধ ।
অনর্থ ঘুচায়ে মোরে কর আত্মসাথ ॥

—কুমারী মাধবীলতা (মীনা)

কাশিনগর (২৪ পরগণা) ।

ভক্তির মহিমা

(একাক্ষ নাটিকা)

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. ৬২ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কীর্তনমণ্ডপ-প্রাঙ্গন]

(জগদানন্দ ও সনাতনের প্রবেশ)

জগদানন্দ—সনাতন প্রভু, আপনাকে বড় বিষয় বলে মনে হচ্ছে। কারও সঙ্গে ভালবেসে কথা কইছেন না; কেমন যেন আনমনা ভাবে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের পর থেকেই আপনাকে আর আগের মত হাসি-খুশীভাবে বেড়াতে দেখছি না! অথচ আপনি প্রভুর একান্ত অমুগত, মহাপ্রভু আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। উনি দিনান্তে আমাদের সমক্ষে আপনার গুণকীর্তন বহবার করে থাকেন। কিন্তু আপনি এখানে আনন্দ-ময়ের কাছে এসে নিরানন্দে আছেন কেন?...আমি এ'র হৃদিশ খুঁজে পাচ্ছি না।

সনাতন—পণ্ডিত, তোমায় আর কি বলব!...আমার মন সত্যি বড় দুঃখভারাক্রান্ত। আমি এখানে স্বয়ং ভগবান্ ক্রমশঃ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে নিজ দুঃখ বিমোচন করবার জন্য এলাম; কিন্তু আমার দুর্দৈব, প্রভুর করুণায় আমার দুঃখ দূর হওয়া তো দূরের কথা, দুঃখ উপর্যুপরি বেড়ে গেল। আমার এই নীচ জাতি পাপীষ্ঠ কণ্ডুরসামুজ্জ দেহটাকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আমি সানুনয়ে কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করে বললাম—প্রভু এতে আমার অপরাধ হবে। কিন্তু দীন-বৎসল প্রভু তা' গুলেন না। আমার আলিঙ্গন করায় প্রভুর অপ্রাকৃত নয়নমনোমুগ্ধকর অপরিসীম সুন্দর কলেবরে আমার দেহের কণ্ডুরস লেগে গেল। আমার এই অপরাধের আর নিস্তার নেই পণ্ডিত! আমি হিত উদ্দেশ্যে এসে বিপরীত হয়ে গেল! এখন কি ভাবে হিত হ'তে পারে একটু উপদেশ দাও দেখি!

জগদানন্দ—আপনাকে আর কি উপদেশ দেবো প্রভু! আপনি এখানে থাকলে হয়তঃ আবার প্রভু আপনাকে স্নেহডোরে আলিঙ্গন করবেন। তা'তে আবার প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আপনার দেহের কণ্ডুরসা লাগবে। কিন্তু প্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগুক-এটা কোন ভক্তশিষ্যেরই কাম্য নয় বা তা'তে আপনার অপরাধই হবে। আমার মনে হয় আপনি এই রথযাত্রা-উৎসব শেষ হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলে আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনি যখন সর্ব্বশ্চ ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তখন শ্রীবৃন্দাবনধামই আপনার বাসযোগ্য-স্থান। “ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধত্তা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।” পৃথিবীর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধামই শ্রেষ্ঠ। প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'রে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়ে স্তম্ভভাবে ভজন করুন গে। আপনারা দুই ভাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন গিয়ে সাধন-ভজন করলে সন্তুষ্ট হবেন।

সনাতন—ভাল উপদেশ দিয়েছো ভাই! তাই যাব;—প্রভুর কার্য্য লাগি' শ্রীবৃন্দাবনে যা'ব। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউর শ্রীচরণ সেবা কর'ব। কিন্তু সেখানে কি আমার প্রভুকে পা'ব? ভাই জগদানন্দ, আমি আমার প্রভুকে ফেলে সেখানে কেমন করে থাকবো ভাই! আবার এখানে থাকলেও তো প্রভু প্রত্যহ স্পর্শ দিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন।

জগদানন্দ—আমি আপনাকে ভাল যুক্তিই দিয়েছি প্রভু! বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করাই আপনার আশু কর্তব্য। আমি এখন যাই,...শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এসেছে। আপনি এখানে একান্তে আপনার কর্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন।

(জগদানন্দের প্রস্থান)

সনাতন—(ভাবাবেশে) প্রভো, শেষে এট কি আপনার ইচ্ছা হ'ল? পণ্ডিত জগদানন্দকে দিয়ে আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাবার আদেশ করলেন? আমি সুদূর বাংলা থেকে এলাম আপনাকে দেখতে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করতে; ...আর আপনি আমাকে তাড়া-তাড়ি আপনার সান্নিধ্য থেকে সরাবার ব্যবস্থা করছেন?

[ইত্যবসরে মহাপ্রভুর প্রবেশ]

মহাপ্রভু—কে তোমায় আমার কাছ থেকে সরাবেন সনাতন? আমি তো সেদিনই বলেছি তোমার স্থান আমার হয়ে!

সনাতন—(ভাবাবেশে মগ্ন থাকায় মহাপ্রভুর কথা শুনিতে না পাইয়া করষোড়ে প্রার্থনারত অবস্থায় মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে) কৈ আর আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিলেন? আমি আপনার পাদপদ্মে একটু স্থান বা আশ্রয় চেয়েছিলাম, তাও দিলেন না! আপনি আবার আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দেবেন? তাই কিনা বৃন্দাবন যা'বার জন্তে জগদানন্দ-মাধামে আমাকে আদেশ করেছেন পাছে আমি আপনার পাদপদ্মে একটু ঠাঁই পা'বার জন্ত পীড়াপীড়ি করি! কিন্তু আপনার আশা আমি অপূর্ণ রাখি না প্রভু! আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লেও তা'তে হুঃখ নেই, কিন্তু আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা বা আপনাকে সন্তুষ্ট রাখাই আমার একমাত্র পন! আপনি আমায় দূরে ঠেলে দিলেও আমি কি আপনাকে ভুলতে পারি! ওগো নাথ, আপনি যে আমার হৃদয়ের ধন—নয়নের মণি! আপনি আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবছেন এখানে সানন্দে লীলা করবেন! আর আমি সেখানে হা প্রভু...হা গৌর বলে পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবো? তা' আমি হ'তে দেবো না। আপনার আদেশ পেলে তা' শিরোধার্য্য করে আমি শ্রীবৃন্দাবনে অবশুই যা'ব। কিন্তু সেই গোলোকাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য গৌরধাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেখানে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হৃদয়নিধি আপনি স্বয়ংক্রমে স্বপ্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তো আপনার অপ্ৰাকৃত নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারব না প্রভু! আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে বলুন! ওগো, আপনি আমার উপর রাগ করে থাকলে আমি আর কি স্থখে বেঁচে থাকব! আপনার জন্তই তো আমার বেঁচে থাকা! (দিব্যচক্ষে যেন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া) কথা কন'...! একটিবার ঐ মিষ্টিমুখে কথা ক'ন প্রভু।

মহাপ্রভু—(সনাতনের হস্তধারণপূর্বক) সনাতন, তুমি আমারই। আমি তোমায় কোনদিন ভুলি নাই,—ভুলবোও না। তুমি বৃন্দাবনে যাকে কেন সনাতন?

সনাতন—(চক্ষু মেলিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে)
প্রভো, আপনি এসেছেন !... আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন ! আমি
এতক্ষণ কি বলেছি তজ্জন্তু আমায় ক্ষমা করুন ।

(মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)

প্রভো, আমি অস্পৃশ্য অধম, দুঃষ্ট পামর, আপনি আমাকে ছুঁলে
আমার মহা অপরাধ হয় । আমার সঙ্গে কণ্ঠস্বা থাকায় তা'র
রক্ত রস আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমি পণ্ডিত-জগদানন্দের
কাছে যুক্তি চেয়েছিলাম । সে আমাকে বৃন্দাবন যাবার বিধান
দিয়েছে । এখন আপনার আদেশ পেলে রথযাত্রা দেখে শ্রীবৃন্দাবনে
যাইব ।

মহাপ্রভু—কি বললে ? কালকের পড়ুয়া জগার কিনা এত অহঙ্কার যে
তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে ? তুমি ব্যবহারে পরমার্থে তার গুরুত্বল্য
সে বেটা তার নিজের মূল্য জানে না, আর তোমার স্তায় শাস্ত্রজ্ঞ
কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে যুক্তি দিয়েছে ? ওঠো সনাতন, তুমি আমার
প্রাণাধিক,—তুমি জগদগুরু !

(সনাতনের হস্তধারণপূর্বক উত্তলন করিলেন)

[হরিদাসের প্রবেশ]

হরিদাস—(দ্বারদেশে মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করতঃ নীরবে
দণ্ডায়মান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, দেখ—দেখ জগার কাণ্ডখানা ! কালকের জগা কিনা
সনাতনকে যুক্তি দেয় ! তার কত বড় স্পর্দ্ধা !... সে সনাতনকে
বৃন্দাবন যাবার পরামর্শ দিয়েছে ।

হরিদাস—প্রভু, জগদানন্দের প্রতি রাগ করবেন না । ও একটু অণু
ধরণের, যেখানে সেখানে যুক্তি দিয়ে বসে । ও ভাবের খেয়ালে
সদাই মসৃণল । জগদানন্দের যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক
ভক্তি আছে, তদ্রূপ সনাতনকেও সে গুহ্মতত্ত্বরূপে অত্যধিক প্রীতি
ও সম্মান করে । এখানে সনাতন থাকলে সে আপনার কোনদিন
আলিঙ্গনচ্যুত না হওয়ার ফলে তা'র কণ্ঠস্বা আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে
যাওয়ার সে মনে মনে মহা দুঃখ পায় তাই তা'কে দুঃখ ও অপরাধের

হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্তই জগদানন্দ ঐরূপ বলেছে। (সনাতনের প্রতি) কি গো সনাতন, তাই না?

সনাতন—(মুখ নীচু করিয়া নীরবে রহিলেন)।

মহাপ্রভু—জগদানন্দের এ কাজটা মোটেই ভাল হয় নি। আমি কি তাকে উপদেশ দেবার ভার অর্পণ করেছি! তোমাদের স্নেহেই জগদানন্দ সনাতনকে ঐরূপ বলতে সাহস পেয়েছে।

হরিদাস—(নিরুত্তর)

সনাতন—(ভাবাবেশে সানন্দে) অহো পণ্ডিত জগদানন্দের কি সৌভাগ্য!

জগদানন্দ, তোমায় প্রণাম করি।

(হস্ত উত্তোলনপূর্বক জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন)

(পুনশ্চ প্রভুর পদতলে নমস্কারপূর্বক) প্রভো! জগদানন্দ অশেষ সৌভাগ্যবান্। আপনি আমায় যে গৌরব স্তুতি করছেন—এ তো নিম্নসম্মতিত; আর জগদানন্দকে যে বকছেন,....ওই তো আপনার বাৎসল্য স্নেহস্বধারস। কই, এ অভাগাকে তো ভৎসনা করছেন না? কেহ নিজ আত্মীয় ও সর্বাধিক প্রিয় না হ'লে তা'কে কি ভৎসনা করা যায়?

আজ জান্লাম জগদানন্দ আপনার কত প্রিয়! আর আমি অভাগা আপনার করুণা বঞ্চিত দুর্ভাগ্যাপীড়িত। তাই তা'বি, আমি আপনার পাদপদ্ম থেকে কত দূরে!

হা ভাগ্য! এ জীবন ব্যর্থ;....এ জীবনে প্রভুর কিছুই সেবা করতে পার্লাম না; প্রভুর দ্বারা তো কখনও শাসিত হ'লাম না! (মস্তকে করাঘাত করিলেন) হায় প্রভু, তবে কি আমায় ত্যাগ করলেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੀ

আমরা সাধারণতঃ যে সকল গুণ দেখি তা থেকে সেগুলি আমরা
আমাদের চলচ্চিত্র রাই, তাহা পদ রত্ন, রণ, রামা, হস্তদ্বাদি ইত্যাদি নাই।
কিন্তু আমরা আমরা যে গুণের কথা আলোচনা করিতে গিয়াছি তাহা
কিন্তু আমরা আমরা আমরা এই সকল গুণের কথা বিচারিত হইলেও তা কেবল
হস্তের চেতনের জ্ঞান ক্রিয়াদ্বারা, — মনোভুক্তির হস্তদ্বাদি ইত্যাদি নাই।
আমরা গুণী একজন মনোভুক্তির বিচারিত হইলেও, যেই বালিক বা গৃহস্থ
যে কিনা আমরা আমরা গুণী মনোভুক্তির বিচার করিতে নাই কি? এখন
গুণী ও গৃহস্থ উভয়কেই দেখা হইলে কি আমরা যে গুণের কথা বলিতেছি
সেই গুণী দেখা গোলমাল এই গুণের বিচারকে কেই বলিতে পারেন
হাস্তা : তবে আমরা বিচারিত দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া—কার্য
নেতিবাচ্যের অর্থাৎ গুণীর বিচার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি হস্ত ১ আই
বলিতেছিলাম, এই অতীত গুণের প্রকাশ এই গুণের মন, ইতি ইত্যাদি,
কোন কারণবশতঃ এখানে আমরা পরিচয় করিতে পারি এই অতীত গুণের
হস্তের মন হস্তের বিচার গুণী হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন
ইত্যাদি মন—ইহা নিশ্চয়ই হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন
হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন
অতীত গুণী : কথা মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন
হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন
হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন হস্তের মন

[illegible]

এই ঘরের ওয়ারিশও কেউ থাকে না ; এমন কি অতি যত্নে লালিতপালিত এই ক্রমবর্দ্ধমান গৃহটিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভাঙ্গ্যে পরিণত করিতে পারিলেই যেন লোকের একটা দায় ঘুচিয়া যায় ! এখানকার ঘরগুলি কাহারও ভোজ্যবস্তু নয়—খাবার জিনিষ নয় কিন্তু এই গৃহটী পরিত্যক্ত হইলে ইহাকে উন্নয়ন করিবার অংশীদার অনেক জোটে। তাই বলি, এই গৃহটী যেমন অদ্ভুত, এই গৃহের বাসিন্দা বা প্রজাও সেইরূপই এক আশ্চর্য্য ধরণের। এই গৃহটি এত সাধের যে এই গৃহটিকে রাখিতে হইলে আবার আর একটি মাটির ঘর দরকার হয় এবং এই ঘরটি এমনভাবে তৈয়ারী যে ইহাতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক জগতে খুব কমই আছে এবং এই ঘরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা এই গৃহকেই গৃহস্থ বা গৃহী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসি ; তাই আমরা এই অদ্ভুত গৃহের অদ্ভুত প্রজাকে চিনিতে পারি না। এই গৃহটী মালিকের এত অনুগত যে মালিক যখন বা বলে সে তখন মালিকের হইয়া সেই সেই কার্য্য করে, এমনই ইহার বৈশিষ্ট্য ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

রজকবধ ও তার তাৎপর্য্য

কংস-সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব ও বয়স্তুগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজপথে কংসের এক বস্ত্ররঞ্জক অশুচরের সহিত তাহাদের দেখা হয়। সেই রজক কংসের জন্তু বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ পরিস্কৃত ও রঞ্জিত করিয়া রাজবাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রজকের নিকট হইতে কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। ইহাতে ঐ রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকে বলিল—“তোরা গ্রাম্যালোক, পাহাড়ে ও বনে বিচরণ করিয়া থাকিস্, রাজার গায় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তোদের উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই সকল রাজবস্ত্র প্রার্থনা করহিস্ কেন? হে মুর্থগণ, তোদের একরূপ আত্মপক্ষা ও নির্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তা’ হ’লে সাবধান, পুনরায় ঐ কথা মুখে আনিস্ না ; শীঘ্র পলায়ন কর। জানিস্, রাজপুরুগণ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে বন্ধন, প্রহার ও তাহাদের সকল সম্পত্তি হরণ করেন।” কংসের ভৃত্য জানিত না যে, সে সরাট

পুত্রাশ্রয় লেলে কণ্ঠ স্বলিতভাবঃ করাসং স্কৃতা জীব কথিতছিল, কানদি
হালিঃ—কন্য, রক্তকলিন মালিক--কংস, হৃদয়াঙ্গবীর হালিক অংশ-
প্রতি প্রাণ ত্য নবল হালিকর নামিঃ—কংসের নামিক—কংসের কাননের
কানন—ইন্দ্রপুত্রের আ'গম্যাহত, বেকরা বিক্রোষ কৃতবজাধী, ঐতিহ্যবী
ও কার্যকরভাবেই প্রাণীক কামার একক সুবিজে পারে থাকে। কাঁঠে কগনান্ন
ঐক্য হৃদয়ে অংঘাত বজ্রকেব হেঃ হরিতে মত্তত নিষ্টিত করিয়া নিালন—
বজ্রকাষ এবং কানিলেব। আর্জিত অনুরোধে এই বাণিজ্যবর্ণনে নষ্ট-পেষ্টিসমূহ
অখিলায়-পূর্বক চতুর্দিকে গলাচল করিলে ঐক্য জে উচিত হয় মঞ্চল গ্রন্থ
কনিালন। অম্বত ঐক্য ও শ্রীবলবেব অনুবর্তন বস্ত্র ও উজ্জীয পরিগ্রহ
বহুতঃ প্রতিপন্ন বস্ত্র ভুক্তলে ক্ষিপ্ত করিলেন এবং অগ্রাণ্ডে তাগাপ্রদেব কক
প্রকাশ করিলেন।

[illegible]

ହେତୁକେ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ଦେ, ତତ୍ତ୍ୱିବାଚୀତ୍ୱ ବେଳେ ଚ୍ୟାପାନ୍ୟାସ
ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ତତ୍ତ୍ୱିବାଚୀତ୍ୱ ନା ଧ୍ୟାୟ, ତତ୍ତ୍ୱିବାଚୀତ୍ୱ

হইলে আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার পাইয়াও তদর্শন-সুখ বা তদর্শনফল পাইতে পারি না। এ কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

মুকুন্দের ভক্তির মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।

যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥

তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।

ভক্তি বিনা আমা' দেখিলে কিছু নয় ॥

ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।

মোর দুঃখ ঘুচে তা'র দরশন সুখ ॥

রজককেও দেখিল,—মাগিল তা'র ঠাঞি।

তথাপি বঞ্চিত হইল,—যা'তে প্রেম নাঞি ॥

আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।

কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥

পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।

না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥

ভক্তিশূন্য জনে মুই না করি প্রসাদ।

মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাধ ॥

ভক্তিগানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।

ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি ॥

ভগবদর্শন অল্প ভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকেরও তপস্যা করিয়া কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল, কিন্তু ভগবদর্শন করিয়াও সে সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। সে সেবাবুদ্ধি-বঞ্চিত, তাহার ভগবদর্শন বুঝা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহারা ভগবান্কে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনশক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

আমরা অনেক সময় ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধীকারমুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটি স্মরণে পাঠ,—“আমার কর্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে? অর্থাৎ ধর্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্মজীবন-যাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটি তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সক্ষম করেন। একরূপ সক্ষম উত্তম; কিন্তু এতৎপূর্বে কয়েকটি জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জ্ঞাতব্য হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্বাগ্রে বালিকা ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, পতি গৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জ্ঞাতব্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার দ্বারা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহ-কার্য্যগুলি সম্বন্ধেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলি মুখ শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠান-কারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ ও তজ্জন্ম নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যিক।

ভগবান্‌ই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব সেই পতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে “সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা” বলে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই ‘দীক্ষা’ বা দিব্যজ্ঞান।’

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ-মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটিই পতির সুখাবেশ উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহপরিবারের শান্তিবিষয়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (স্তা: ১১।২।৩৪) ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ-

পাতাল-প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন : যেক্রপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্ত-পুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়-সুখ-ভোগের জন্তই করিয়া থাকেন এবং কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেব-পিত্তাদি পূজার জন্তই তত্তৎ কার্য করেন, ভগবন্তুক্তগণ তদ্রূপ সেই সেই কার্য সেইভাবে ভগবৎসেবার জন্তই করেন। তাহাতে তাঁহাদের মৃত্ত-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবন্তুক্ত বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তির জ্ঞান যাবতীয় কার্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই ; কেবলমাত্র অন্তনিষ্ঠার ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই করেন ; আর বিষয়ী ও কর্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব-স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্ত তৎ-তৎ কার্য করেন,—যেমন সাধবী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহ সংস্কার ও রন্ধন কার্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্তই করেন ; আর সর্বদা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ-তৎ কার্যগুলিই অর্ধাদি সংগ্রহ ও নিজসুখেচ্ছামূলেই করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্বাঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে ‘অভিধেয়’ অর্থাৎ আমাদের বাহ্য কর্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। ‘সম্বন্ধ’ ও ‘অভিধেয়’ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। ‘সম্বন্ধ’ ব্যতীত ‘অভিধেয়’ নির্ণয় হয় না ; আবার ‘অভিধেয়’-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না,—যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য-গুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানাপ্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগশোক অগ্রাহ করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; তখনই বালিকার অভি-ভাবকগণ অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই ‘প্রয়োজন’ সিদ্ধ হয়।

সাধবী পত্নী কি চান ? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্ত পতি-সেবা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্তই পতি সেবা ;

পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ; নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় সুখ নহে। এইরূপ সৰ্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জন করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—‘সদগুরুপদাশ্রয়।’ আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“মাদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ।” শ্রুতি বলেন,—“ভগবৎস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ‘সমিৎপাণি হইয়া বেদভাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবৎতত্ত্ববিৎ সদগুরু সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে’ (মুক্তকোপনিষৎ ১।২।১২)। আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষা ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন” (ছান্দোগ্যোপনিষদে) ৬।১৪।২)। “যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি বর্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও ঐ দাস্তিকী ভক্তি বর্তমান, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মঙ্গার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন” (শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে,—“কর্তব্য অকর্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্ত সদগুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কুশ্লেক্ষণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদগুরু।”

ভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তিমাঝেই পারমাথিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমাথিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—“ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমাথিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। (ভক্তি-সন্দর্ভ—২১০ অনুচ্ছেদ)। বিষ্ণু স্মৃতি বলেন, “শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন। “স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের বশবর্তী হইয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন” (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। “কেহ যদি এইসকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন ‘অগুরু’কেই ‘গুরু’ বলিয়া ঠিক করেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদটি মন্ত্রদ্বারা নরক লাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন” (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন,—অসদগুরু ত্যাগ করিয়া সদগুরু গ্রহণ করিলে, গুরুত্যাগরূপ অপরাধে

পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাহিত্য স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন,—“এইরূপ অসদৃশ-পরিত্যাগই বিধি” (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ অমুচ্ছেদ) “যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে তাহা অত্যাঘভাবে শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন” (হরিভক্তিবিলাস ১৬২) । পূর্বাচার্য্যগণের আচরণও এইসকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—“দুঃখ যেকোনই হউক না গুরু যাহাই থাকুক না কেন, বিষমুদ্র বিক্রেতা হইতে বা গুরুত্ব হইতে দুঃখ বা লক্ষ্যমাত্র (?) ত’ আর কিছু খারাপ হয় নাই ! আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্লনার বলে অসদৃশও শিষ্যের নিকট ‘সৎ’ বলিয়া প্রতিভাত হইবেন”—এইসকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এইসকল মনোমথোৎপন্ন কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। ‘গুরু যাহাই থাকুক না কেন’—এইরূপ দুঃসঙ্গ-বিচার সংরক্ষণ করা কল্যাণেচ্ছু পারমাথিকের বিচার নহে।

পরমার্থানুসন্ধিস্থ ব্যক্তি তাহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—“যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই ‘আচার্য্য’। উৎপথগামী কখনও ‘আচার্য্য’ মহেন। অর্থলোভী, অত্যাঘাত শোককারী, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই ‘গুরু’-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে-গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর-অভ্যন্তরে পাষাণের ত্রায় দৃঢ় জ্ঞান-নৌকায় আরোহণপূর্বক ধৈর্য লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

અશિષ્ટે ઓ શિષ્ટોહાર

[illegible][illegible]

কি ? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে নগরের জীবিকা বিবিস্তার করে ।
শহরতলিতে ট্রেনিঙ্গা শিক্ষা শহীবা থাকে । তাহার ফল সাধারণতঃ চৈতন্যবোধ না
হয় সে ক্ষমতাবৃত্ত জীবন ।

[illegible]

ଶିକ୍ଷିତାଓ ଆଦର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଗାଧେର ନକ୍ସା ଉପରେ
 କଳ୍ପନା କରୁ ଓପେନବାସୀ ସାଧୁ ଓ ନାଥ ମେ ସଂସ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତତ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ
 ଓପେନବାସୀ ଶ୍ରମିକ କବି—ପ୍ରଭାତ 'ସଂସ୍କରଣ କବି' ଅବଲୋକ କବି—ସାହା ଆଗାଧେର
 ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା, ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କବି କାହା ସଂସ୍କରଣ
 ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କବି କାହା ସଂସ୍କରଣ ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ
 ସେବା ଶ୍ରମିକ କବି କି। ତାହା ଆଗାଧେର ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା ସଂସ୍କରଣ
 ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା ସଂସ୍କରଣ ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ
 ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା ସଂସ୍କରଣ ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ
 ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା ସଂସ୍କରଣ ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ
 ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା କି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜା ସାହା ସଂସ୍କରଣ ଆଗାଧେର ଓପେନବାସୀ

বইখন আ ? তাঁহারা কি শুদ্ধ শিষ্টাচার—অন্যমনসে আত্মবিশেষণপূৰ্ণক
“আপনি আত্মি” বস্তু জীহোর পিৰাৰ” এই শিক্ষানাম বস্তু ন বিনিময় বা ?
জানো হইল তাঁহাৰেব শিক্ষান যুল্য বি ? পাৰ্শ্বাতা কৃষ্ণ বইৰে আত্মবাদী
একটি শিষ্টাচার ভান্ডেৰ নম্পত্তি নাব ? নবজ্ঞানে বস্তু হইবা তৎপৰত্বজন—
কৌম্যজ্বেৰই বস্তুপত্তি জনবদান তা’নিবা স্কলবেই শ্রীজিন বস্তু অকলোব
—সকলবেই অকলোবান যাদুৰা আত্মবস্তুই কান্তেৰ স্কলবেই শিষ্টাচার ।
নে-আত্মক আচাৰ বাবদাৰ বা আত্মবস্তুই অকল বাকুন এই শিষ্টাচারে
অকল বে-নাথ, কান্ত—অন্যৰ্ণ কান্তেৰ স্কলবেই আত্ম আত্মবস্তু বাত্মক
আত্ম কিহুই নাক । অন্তৰ্ণ-অন্তৰ্ণ নকলবাই বাত্মক কান্ত, অন্তৰ্ণবেই বাত্মক
নাথিবা । অন্তৰ্ণ কান্ত কান্তেৰ অত্ম, তিনি আত্ম শিষ্টাচারেব আত্মবে
অকল কান্তেৰ আত্মক শিষ্টাচার স্কলবেই কান্তেব । তাঁহাৰ আত্মকতা নাকল
একত-কান্ত ।

— विमलानिबन्धानि लख्खन्ती

અહ્યાચિન-ઉશાચાન

কাজকূলে ঐশ্বর্যমিল নাহে এম প্রাপন দান বহিঃতম । তিনি
বেশনিষ্ট, সদাচার-বন্দিত, সত্যব্রতী, ক্রিতে-স্নিহ, পনিত, নামসচিব
নিবন্ধান, সাধু ও বিত্তপ্রাপী ছিলেন । একদিন তিনি পিতার আদেশে
কন ও পুত্ৰাদি বস্ত্রোহের ক্ষত বনে গমন করেন । ফলাহি স্ত্রোহে বহিঃত
কন বটাক পুহে প্রত্যাপন-কনকে পশিবনো এক কামুন পুত্ৰাক নিদা-
কনে সাবানন স্তোপা এক পুত্ৰবীর পনিত, নাত, পান ও কিনা কনিত
নোন । ইহাতে ঐ প্রাপন বটাক বিনাশিত ও মনবেন কীকৃত হইয়া
পড়েন । সাত্তথানেক বাবনো ও নিবন্ধস্থান তিনি বিদ্যাক নালাস্তা
নোন কনিত ১৫ট বকিনাক সার্থমানন হবা তিনি সেই পুত্ৰবীকে
অন্তশন সিদ্ধা কনি ও কনিত স্ব কনিত কনিত কনিত কনিত কনিত
সার্থক নানা পুত্ৰবীর বস্ত্রোহ বিদ্যাক কনিত হায়েন । সেই সানানন
প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি লগ্যোনন, লগ্যোনন, বিনাশিত প্রাপনক
অবিলম্বে কনিতার কনন । কনন তিনি পানে প্রাপন বইয়া বীর্ণকাল
কননকনে কননকন । ঐ পুত্ৰবীর বস্ত্রে বইয়া পুত্ৰ অপ্রাপিলেন
লগী পুত্ৰ কননকন করে । তিনি বনিত পুত্ৰের নাম "নারায়ণ" রাখেন ।

[illegible]

ସବୁଦିନେ ଅକାଳିକାଳେ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ କାକର୍ଦ୍ଦବ କବିତାହୀନ
 ଦେଖିବା ଦିହୁଦୁତପନ ସମୁଦ୍ଧିକ କାହା ବିବାହ କଲେନା । ଏହି ଦିହୁଦୁତପନ
 ବଜେଇ ଦିହୁଦୁତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ଶଙ୍କର-ନାମ-ସାଗୀ ହେଲେନା । ସମ୍ପାଦକ ସାୟବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ
 ନାହାଣିରୁ ବସନ୍ତ କାହା କାହା କିନ୍ତୁ ନାହାଣି କିନ୍ତୁ ନାହାଣି ନାହାଣି ନାହାଣି ନାହାଣି
 ବାହାରେନା,—“ସବୁ ଦିହୁଦୁତ ସମ୍ପାଦକ ଆକାଶସୁଧା ବସନ୍ତ ନାହିଁ, କାହା ହୋଇ
 କାହାବିବାହ ବାହାରେ ବଜେନା, ଧନ୍ୟାତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶଙ୍କର ନାହାଣି ନାହିଁ, ଆଜି
 ବଜେନା ଦିହୁଦୁତପନ ବଜେନା,—“ହେଉ ଦିହୁଦୁତ, ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା, କାହାହିଁ
 ବଜେନା, କାହାବିବାହ ବଜେନା । ଆସନ୍ତା ପ୍ରାଣିନାହିଁ, ଦେବ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଏବଂ
 ବାହାରେ ବଜେନା, ଧନ୍ୟାତମ । ଦିହୁଦୁତ, ଆଜି, ଆକାଶ, କାହା, ବେନା, ଧନ୍ୟ,
 ବଜେନା, ଦିହା, ବାହା, ଦିହୁଦୁତ, ଧନ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଦେବ ବଜେ—ଏହି ସକଳ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଓ ସବୁଦିନେ ବଜେନା । ଏହି ସମସ୍ତ ନାହିଁ ବାହା ବେନା ଓ ବାହାରେ ବାହାରେ
 ବାହାରେ ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା ବଜେନା

—উভয়েই লজ্জক। তেমনানী ব্যক্তি কখনও তর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইয়াকারক যিনি যেতুপ কর্তৃক জানন, জনকোকে তিনি নেইকপ কর্তৃক
জ্ঞান করিয়া থাকেন। কর্তৃক যন্যক বীর পুণীতে অগ্রস্থিত হইয়া
কীনের পুণীকৃত যন্যক পাঠন। ইতিহাসে পান এবং অমহুসারে বিধান করিয়া
হংকর। এই অকাঙ্ক্ষিত আত্মীন কেবল পাশাচরণ করিনাছেন। তিনি
পাশেপন কোর প্রানশিষ্ট করেন হাই। অতএব আনন্দা কীহোকে দৃষ্টশদি
যাহন সিংহ কইনা হাইর। তেমনানে তিনি কাক্যগুণক বক্ত নাইক। শুধি
লক করিনের।

[illegible]

(2547)

—**अनुमिरुक्षणम् अजातशत्रौ**

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

বিগত কয়েকদশকের অহুস্তধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ এই বৎসরও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন।

দেশের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও সমিতির সেবকগণ অশেষ কষ্টস্বীকার করতঃ সমিতির সভাপাত-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীধাম পরিক্রমা যথারীতি উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে আত্মান জানাইবার উদ্দেশ্যে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্তিত ধারাকে অহুসরণ করিয়া সপ্তাহব্যাপী নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অপের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে শ্রীহারকথার মুখরিত করাটবার প্রয়াসই এই বৃহৎ মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে।

উক্ত মহা-মহোৎসব বিগত ২৪শে গোবিন্দ, ২১শে ফাল্গুন (ইং ৬/৩/৭১) শনিবার হইতে ৩০শে গোবিন্দ, ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২/৩/৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মহোৎসবের পূর্বদিন হইতে অর্থাৎ ২০শে ফাল্গুন হইতেই এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সেবা-সূচী আরম্ভ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতৎ উপলক্ষ্যে সপ্তাহদিবসব্যাপী শ্রীধামের বিভিন্নস্থান পরিক্রমাস্তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সहरস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দির-সদনে ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ২১শে ফাল্গুন হইতে দ্বীপমণ্ডলী পরিক্রমা আরম্ভ হইলে সমিতির বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ পরিক্রমণ-সজ্জকে পরিচালনা করিতেন এবং প্রত্যেকটি স্থানে পৌরাণিক যুগ হইতে অতীবধি ভগবান্ ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী তথা তত্ত্বস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বর্ণনা করিয়া ষাট্রি-রন্দের নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করতঃ মায়াগন্ধ-রহিত চিন্ময়রাজ্যের সন্ধান দিতেন।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ - ଅମେରିକା

[illegible]

উল্লেখ্য বিষয়ে সন্ধ্যা ৬-৪টিমিনিটের ব্যবধানে আনুমানিক ১০-১২টি সন্তান জন্ম হয়। এম. মহামারীর লাভানুর আটটি (৪০০০০০০০) এবং ১০টি সন্তান জন্ম হয়।


উক্ত জরুরীকায় শির আচাৰ্যদেৱৰ বৰ্জমান ৰাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পৰ্যবেক্ষণ আৰু অধীক্ষণ লগতে এক অসীম বাৰ্ণিকৰ বাক্য-এ অসামান্য জ্ঞান-উপৰিত শ্ৰোতৃপ্ৰণীৰ দ্বাৰা সজ্জিত পটীয়া-বহন-পত্ৰ কায়ম। ঐশ-অসামান্যদেৱৰ বক্তৃতা-মূৰে বিভিন্ন বিভাগ-আবেগচৰা-কণিকা যেনে উক্ত বাৰ্ণিকৰ হৃদয়-পায়িত কহিয়াহে। শ্ৰোতৃপ্ৰণীৰ জীৱিত-চলিত-কাল-সাহায্যেৰে জীৱিত-প্ৰণয়ন-কৰে। কাৰণেই বক্তৃতা-ৰে বহুদূৰৈ-চিহ্নাংকিত-হওে-অজ্ঞান-বৰ্ণন-একল-জ্ঞান-বিভাগ-আৰম্ভ-কৈ-নিম্নে-প্ৰাণ-বহিৰ্গত-নৌকাত-অৰ্জিত-কায়ম-হাই।

শ্রমবর্জী শিখারও নিজ অস্বাভাবিক প্রেক্ষাপটের একান্ত অঙ্গবশেষে
 অস্বাভাবিক রকম বসন্ত রোগের উপাধার অলୋচনা জ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে
 সুইভাপূর্ণ প্রদর্শিত লম্বালোকিত। তবেই। শ্রমবর্জীরা উদ্ভাসের সাক্ষী
 ভগ্নাতর লক্ষ্যপ্রকার আশঙ্কি প্রকৃতিতে বসন্ত - প্রাচীর আলোকিত
 প্রদর্শিত লম্ব কার।

উক্ত দুই দিগন্ত অধিদেপ্তার (সভাপতি) সাক্ষাৎকার Shri S. C. Senkar
1. P. S., Wireless Advisor Shri S. P. Ghosh, DY. S. P (A)
Shri P. K. Misra, Director এবং অন্যান্য সহকারীরা প্রোগ্রাম উপস্থিত
ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ এই প্রকল্পের একটি প্রস্তাব দেওয়া হল।

রেস্তার অধিকারক অফিসার বরিতক অনুযায়ী ১৯৫১-৫২ সালের ১৯ই অক্টোবরী কলকাতার রিভন পুলীচে এডার দ্বিতীয় বর্ষাবাল আনুসঙ্গিক রহস্যময় আগুনে বরিতক পরিচালন করত।

উক্ত দিনের বৈকাল বেলা সিল আকাউন্টের খরচ সম্বন্ধে লুকা-
কিয়া করেন।

ধর্ম: বহুভিত্তি: পুংসাং বিধিক্রম-কথাম্ য: ॥	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরমোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্ক! সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদরেবেদি রতিং প্রমত্তং হি কেবলম্ ॥
<p>সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অন্ত ধর্ম লুপ্তরূপে পালে যেই জন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই প্রশ্ন ॥</p>		

২৩ বর্ষ { প্রহ্মায়, ৬ বামন, ৪৮৫ গৌরাক্ষ
 মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৬.১৯ } ৪র্থ সংখ্যা

সামুদ্রাভ্যাস

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

পাদান্তোজে মণিময়তুলাকোটয়ুগ্মেন যত্না-
 দভার্চে তদল কুলমপি প্রেষ্ঠপাদাঙ্গুলীয়েঃ ।
 কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং স্নেহে
 কংসারাতেরতুল মচিরাদর্শয়িষ্যামি কিং তে ॥ ৩১ ॥

হে স্নেহোচনে! আমি তোমার চরণপদ্মদ্বয়কে মণিময় নূপুর দ্বারা কি
 অর্চনা করিব? এবং ঐ চরণরূপ পদ্মপুষ্পের পত্রস্বরূপ অঙ্গুলীসমূহকে
 অত্যুৎকৃষ্ট পাদাঙ্গুল ভূষণ (আঙ্গুল চটকা) দ্বারা অর্চনা করিব। তথা
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপীঠস্বরূপ তোমার কটিদেশকে কাঞ্চীদাম অর্থাৎ চন্দ্রহার
 দ্বারা অর্চিত করিব? ॥ ৩১ ॥

ললিততর-মৃণালী-কল্পবাহুদ্বয়ং তে
 মুরঞ্জয়ি-মতি-হংসী-ধৈর্য্যবিধ্বংসদক্ষম্ ।
 মণিকুল-রচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাং
 প্রমদভর-বিনম্রা কল্পয়িষ্যাম কিম্বা ॥ ৩২ ॥

হে রাধিকে ! যাহা মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মতিক্রপা হংসীর অধৈর্য্যকারী ও
 অতিশয় মনোহর মৃণাল সদৃশ এতাদৃশ তোমার বাহুদ্বয়কে কি আমি অগ্রে
 হর্ষাতিশয় বশতঃ বিনম্রা হইয়া মণিসমূহ রচিত অঙ্গদ (কঙ্কনদ্বয়) দ্বারা
 কল্পিত করিব ? অর্থাৎ ভুজদ্বয়ে কি কঙ্কনদ্বয় সংবৃক্ত করিব ? ॥ ৩২ ॥

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্রবাহু-
 স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ ।
 গ্রৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং
 সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোহয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনি রাধিকে ! তোমার যে কণ্ঠদেশে এই বৃন্দাবনে
 রাসোৎসবকালে গোকুলচন্দ্রের হস্তস্পর্শ জন্ম নিরতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত
 হইয়াছিল এই পরিচর্য্যাকাজ্জী জন (আমি) কি তাদৃশ কণ্ঠদেশকে কণ্ঠান্তরণ
 দ্বারা পূজা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

দত্তঃ প্রলম্বরিপুণোদুট-শঙ্খচূড়-
 নাশাং প্রতোষি হৃদয়ং মধুমঙ্গলস্ত্র ।
 হস্তেন যঃ স্মৃখি কৌস্তম্বমিত্রমেতং
 কিং তে স্তমস্তকমণিং তরলং করিষ্যে ॥ ৩৪ ॥

হে স্মৃখি ! যে স্যামস্তককে বলরাম উদ্ধৃত শঙ্খচূড়ের বিনাশ বশতঃ
 সঙ্কটমনা হইয়া মধুমঙ্গলের হস্ত দ্বারা তোমাকে যে স্যামস্তকমণি অর্পণ
 করিয়াছিলেন যাহা কৃষ্ণালিঙ্গনে কৌস্তম্বমণির মিত্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই
 স্যামস্তককে কি তোমার হার (মুক্তামালার) মধ্যস্থ করিব ? ॥ ৩৪ ॥

প্রান্তদ্বয়ে পরিবিরাজিত-গুচ্ছযুগ্ম-
 বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন-ডোরকেণ ।
 ক্ষীণং ত্রুটত্যাথ কৃশোদরি চেদিতিব
 বধ্যামি ভো স্তব কদাতিভয়েন মধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥

হে কুশোদরি! তোমার মধ্যদেশ অতিক্রীণ যদি ক্রুটিত (ভগ্ন) হয়
এই আশঙ্কায় যাহার উভয়াগ্রভাগ সুশোভিত গুচ্ছ (খোপনা) দ্বারা
দীপ্তিমান হইয়াছে, তাদৃশ নূতন স্বর্ণ ডোর দ্বারা ঐ মধ্যদেশ কবে বন্ধন
করিব? ॥ ৩৫ ॥

কনকগুণিতমুচ্ছের্মৌক্তিকং মংকরাশ্চে
তিলকুসুমবিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তম্।
মধুমথন-মহালিক্ষোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দ-প্রায়মাদাস্ততে কিম্ ॥ ৩৬ ॥

হে হেমগৌরাসি রাধিকে! তোমার তিলপুষ্প জয়কারিণী নাসিকা
আমার হস্ত হইতে কনক গুণযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের ক্ষোভজনক
সুন্দর গোলাকার উৎকৃষ্ট মুক্তা পুষ্পরসের জ্বায় কি গ্রহণ করিবে? অর্থাৎ
নাসিকা যেমন পুষ্পরস গ্রহণ করে তাদৃশ আমি কি তোমার নাসাতে
মুক্তা পরিধান করাইব? ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গদেন তব বামদোঃ স্থলে
স্বর্ণগৌরি নবরত্ন-মালিকাম্।
পট্টগুচ্ছপরিশোভিতামিমা-
মাজ্জয়া পরিণয়ামি তে কদা ॥ ৩৭ ॥

হে স্বর্ণগৌরি! অঙ্গদের সহিত তোমার বামবাহতে পট্টবস্ত্রের গুচ্ছ
দ্বারা পরিশোভিত নূতন রত্নমালা, আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবে পরিধান
করাইব? ॥ ৩৭ ॥

কর্ণয়োরুপরি-চক্রশলাকে
চঞ্চলাঙ্গি নিহিতে ময়কা তে।
ক্ষোভকং নিখিল-গোপবধুনাং
চক্রবদ্ভুময়তাং মুরশক্রম্ ॥ ৩৮ ॥

হে চঞ্চলনেত্রে? আমি যে তোমার কর্ণদ্বয়ের উপরি ভাগে চক্র বৃত্ত
শলাকারূপ কর্ণভরণ অর্পণ করিয়াছি উহা সম্প্রতি চক্রের জ্বায় গোপবধু-
সকলের ক্ষোভকারক মুরারিকে ভ্রমণ করাইবে অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তদর্শনে
উন্মত্ত হইবেন ॥ ৩৮ ॥

কদা তে মুগশাবাক্ষি চিবুকে মুগনাভিনা ।

বিন্দু মূল্লাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে ॥ ৩৯ ॥

হে মুগলোচনে ! শ্রীকৃষ্ণের অমোদের ভবনস্বরূপ তোমার যে চিবুক-প্রদেশ অর্থাৎ অধরের নিম্নদেশ, তাহাতে কবে কস্তুরী দ্বারা বিন্দু রচনা করিব ? ॥ ৩৯ ॥

দর্শনাংস্তে কদা রক্তরেখাভিভূষায়মাহং ।

দেবী মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগশৃংগৈরিব ॥ ৪০ ॥

হে দেবি ! যেমন পদ্মরাগমণি নির্মিত সূত্রদ্বারা মুক্তাফল অর্থাৎ গজমুক্তা সূশোভিত হয়, তেমন তোমার দশন পঙ্ক্তিকে রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আমি কবে ভূষিত করিব ? ॥ ৪০ ॥

(ক্রমশঃ)

হরিকীর্্তন-বাধক নির্জন-ভজন ও যুগ্তবৈরাগ্যের চলনা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ

৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম

৩রা কার্তিক, ১৩৭৮ ; ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩১

২৪ পদ্মনাভ, ৪৪৫ গৌরাঙ্গ

স্নেহবিগ্রহেশু—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * *র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্মাণ-পূর্ব্বক মাদ্রাজের হরিকীর্্তনকার্য্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, আগামী বহু-জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। কিন্তু ব্রতু্যর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি ত্রাস করা উচিত নহে। সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতি আমি নহি ; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরো ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলাজ্জ্বনের ত্রায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্্তন করাই অর্ধদ মানবজন্মের

একমাত্র প্রয়োজন। নিৰ্জ্জনভজনের ছলনায় সৰ্বদা অলস জীবন
 যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা
 ও হরিকীর্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যিক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের
 অভিসন্ধিতে কুটীরবাস ওন্ম-জন্মান্তরের জঘ্ন স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্তেই
 কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্তব্য। ‘প্রার্থনা’ ও ‘প্রেমভক্তি-
 চন্দ্রিকা’-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-
 পূর্বক “ষড়্‌ঙ্গ ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী”
 ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগোরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও
 প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপালাভ হইতে পারে।
 বাহিরে North Gopalpuram এর মাদ্রাজ গোড়ীঘাটের মোটরে চড়িয়াও
 অকপট ভিক্ষুর বেণ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * *
 ভেদধারী * * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য
 প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা
 বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা
 ও রায়রামানন্দের অমুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। জনকরাজা বা
 রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া
 রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরিক বৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে।
 কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপটা প্রবেশ
 করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি শ্রয়ং পাঠ করিবেন এবং * * ও * *
 মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অমুষ্ঠানকে খর্ব করিতে হইবে না। অনেকে
 এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অশ্রুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে।
 * * * ও প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্বাদক—
 শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(পৌত্তলিকতা)

১। উপাসনাকাণ্ডে মূর্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি ?

“ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্তি নাই, সত্য; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাধিভাব বদ্ধজীবের সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব না।”

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

২। মোক্ষের শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়রূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে ?

“শ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজরুদি মূর্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্তি পদ্মগম্বীর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন; অন্ত্যাত্ম রসের ভাব-সকল অবগুপ্তিত ছিল।

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৩। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহার ?

“অসত্য বহুজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্ (Jove) স্যাটার্ন (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ ?

“জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তি দ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্বিশেষ-ভাবে যখন ‘ঈশ্বর’ বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৫। কাহার তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক ?

“চরমে নির্মাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর

লিক-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে ‘পঞ্চোপাসনা’ বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি ?

“যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৭। পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহার ?

“যাঁহারা জীবকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। শ্রীমূর্তিসেবা ও পৌত্তলিকতার ভেদ কি ?

“শ্রীমূর্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দেশক শ্রীমূর্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মাস্থিক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই ‘পৌত্তলিকতা’ অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবান্নির্দেশ।”

—কৃ: সং ৬।১২

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অমোঘ বিপ্র উদ্ধার

ভট্ট নিমন্ত্রণ	করিতে গ্রহণ	প্রভুর হ'ল বড় সাধ,
তাই ভট্ট-গৃহে	মহা সমারোহে	অন্ন ব্যঞ্জন হয় পাক।
ভট্টের গৃহিণী	ষাটীর জননী	পাক কর্মে সুনিপুণা,
প্রভুরে সেবিতে	অন্ন ভোগ দিতে	রান্ধে ভক্ষ্য দ্রব্য নানা।
প্রভু আগমনে	ভট্ট পূত মনে	কৈল পাদ প্রক্ষালন,
রক্ষন নিরখি'	বিস্ময়ে প্রভুজী	ভঙ্গী করি' ভট্টে ক'ন;—
শত চুলা জ্বলে	শত জন মিলে	রাধিতে না পারে এত,
দু'প্রহর খাটি'	কৃষ্ণ-ভোগ লাগি'	রে'খেছো অন্নাদি কত।
অন্ন'পরে হেরি	তুলসী মঞ্জরী,	বুঝি এ কৃষ্ণের ভোগ,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন	করেহে ভোজন	শ্রীরাধা সনে এ ভোগ।
কৃষ্ণাসন পীঠে	রাখ তুলি এবে,	ভিন্ন পাত্রে প্রসাদ দেহ,
পূজ্য করি' মানি	এ আসন খানি	কৃষ্ণের আসন ইহো।
ভট্ট কহে তবে,	'অন্ন আর পীঠে	সমান প্রসাদ জানি,
অন্ন খাইবারে	বসিতে পীঠ 'পরে	কাঁহা অপরাধ স্বামী!'
প্রভু তবে কয়,—	'শাস্ত্র আজ্ঞা হয়	কহিলে যা' মোর পাশে,
কৃষ্ণের প্রসাদ	তথা সকল শেষ	ভক্তজনে আশ্বাদে।
এত অন্ন তবু	থেতে নারি কভু,	অল্পতেই হব খুণী;
ভট্ট হাসি' কয়	এ অন্ন না হয়	কভু তব এক গ্রাসী।

কুপায় ভোজন কর ভগবন্ আমি তো সামান্য ছার,
 পালিছে যে জন অসংখ্য ভুবন তারে কে খাওয়াবে আর !
 ধারকা নগরে মহিষী-মন্দিরে যাদবের ঘরে ঘরে,
 ব্রজবাসী সঙ্গে গোবর্দ্ধন যজ্ঞে খেতে অন্ত থরে থরে ।
 নীলাচলে তুমি ত্রিভুবন-স্বামী খেতেছো বায়ান্ন বার,
 মোর কাছে তবু কিঞ্চিৎ অন্ত কভু খাইতে না পার আর !
 শুনি' এ ভাষণে হাসি খুলী মনে বসেন প্রভু ভোজনে,
 ভট্ট নিজ হাতে জগন্নাথ প্রসাদ পরিবেশে পুত মনে ।
 ভট্টের জামাতা ষাটী কন্যা-ভর্তা অমোঘ তাহার নাম,
 বড়ই নিন্দুক পাষণ্ড দুর্ন্যূথ কলুষিত তার প্রাণ ।
 ভোজন নেহারিতে সাধ জাগে চিতে তবু সে আসিতে নারে,
 নিন্দা ভয়ে ভীত লাঠি হাতে ভট্ট ছুয়ারে অপেক্ষা করে ।
 ভট্টাচার্য্য যবে গেলা প্রসাদ দিতে, অমোঘ আসি' নিন্দি 'কয়,
 দশ বার জন করে যা' ভোজন একা ন্যাসী তাহা খায় ।
 জামাতার কার্য্য নেহারি' ভট্ট চাহে অতি ক্রোধ ভরে,
 অমোঘে মারিতে ধায় লাঠি হাতে, ভয়ে সে পালা'ল দূরে ।
 ভট্ট উদ্গ্রীব দিতে অভিশাপ ষাটী-মাতা হাহাকারে,
 জামাই মরুক ষাটী রাঁড়ি হোক, কহে দুঃখে বারে বারে ।
 প্রভুজী এক্ষণে স্বনিন্দা শ্রবণে হাসিলা আপন মনে,
 প্রবোধি' জাদেরে সেবি' অতঃপরে ফিরি গেলা স্বভবনে ।
 লুটি' প্রভু পায় ভট্ট ক্ষমা চায় আত্মনিন্দা করে কত,
 প্রভু দয়াময় হইয়া সদয় কহে, 'দোষ নাহি তব ।'
 ষাটীর মাতারে কহে ভট্ট ধীরে, 'প্রভু-নিন্দা যবে স্মরি,
 অমোঘে বধিব কি নিজে মরিব ভাবি মনে কিবা করি !
 দৌহার বিপ্র-গাত্র নহে বধযোগ্য অমোঘে ত্যজি তাই আজি,
 দেখিব না আর মুখখানি তার যতদিন রব বাঁচি ।
 ষাটীরে কহগে ত্যজিতে অমোঘে পতিত ভর্তা তার,
 পতিত পতিরে ত্যাগ করিবারে কহিছে শাস্ত্রকার !'

সে-রাতে হঠাৎ
 নিশা অবসানে
 এ খবর শুনে
 ঈশ্বরে নিন্দিল
 প্রভু-পদ পাশে
 কহিলা প্রভুরে,
 অমোঘ যে ভোগে
 ভট্ট দৌছে এবে
 শুনি' হেন বাণী
 কহেন, ...এ ব্রাহ্মণে
 এ বিপ্র-হৃদয়
 কল্মষ ঘুচিলে
 অমোঘে পরশি'
 প্রভুর নির্দেশে
 ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে
 কহে 'গো প্রভুজী
 হেরি' তার আর্তি
 হেন বর পেয়ে
 ভট্ট কহে, 'ধাতা
 কহিলা প্রভুজী,
 এবে সে বৈষ্ণব
 ত্যজ উপবাস
 অদোষ-দরশী
 হরি-গুরুদেখী
 ভট্ট-প্রীতি-বন্ধে
 মাখিলা স্ব-অঙ্গে

পালায় অমোঘ রটিল তার অখ্যাতি,
 অমোঘের অঙ্গে হ'ল বিস্মৃতিকা ব্যাধি ।
 ভট্ট ভাবে মনে অমোঘ বড় অপরাধী,
 মহাপাপ কৈল হৈল তাই হেন ব্যাধি ।
 এ কথা জ্ঞানাতে গেলা গোপীনাথার্চ্যা,
 'বাঁচাও অমোঘেরে ভট্ট যে বিপদগ্রস্থ ।
 বিস্মৃতিকা রোগে আর বাঁচিবে না বুদ্ধি,
 রহে উপবাসে বিনিদ্র রজনী যাপি' ।
 প্রভুজী তখনি ত্বরাত তার পাশে গিয়া,
 নির্মল পরাণ কে বলে অশুদ্ধ ইহা ?
 কৃষ্ণের স্থান হয়, পাপ-মুক্ত হ'ল আজি,
 কৃষ্ণ নাম নিলে পায় জীবে পরাগতি ।
 কহিলা প্রভুজী, উঠ, লহ 'কৃষ্ণনাম',
 উঠি' সে আবেশে কহে কৃষ্ণ অবিরাম !
 প্রেমে নাচে গাহে লুটি পড়ে প্রভু-পায়,
 আমি মহাপাপী ক্ষমা কর করুণায় ।'
 ক্ষমিলা প্রভুজী দিলা তারে নিজ দাস্ত্র,
 পাপমুক্ত হয়ে হ'ল সে শুদ্ধ ভক্ত ।
 মরিত জামাতা বাঁচাইলে কেন প্রাণে ?'
 'নহে সে তো দোষী সরল শিশু কিবা জানে ।
 নাহি তার পাপ করহ করুণা তারে,
 না করিও রোষ সে যে মোরে ভক্তি করে !'
 গৌরঙ্গ প্রভুজী আসি' সার্বভৌম-ঘরে,
 মহাপাপীসী অমোঘেরে উদ্ধারে ।
 ভট্টেরই সম্বন্ধে নিন্দুকেরে কুপা কৈলা,
 নিন্দা কলঙ্কে বিচিত্র এ প্রেমছলা !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৭)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মুক্তিতে জীবেশ্বরের ভেদ কথিত হইয়াছে—

বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ (৬।৭।৯৪)

অর্থাৎ বিভেদজনক অজ্ঞান—দেবমনুষ্যাদিজ্ঞান—আমি দেবতা, আমি মনুষ্য—এই প্রকার জ্ঞান, ইহা স্বরূপতঃ অজ্ঞান । ঠহার নাশ হইলে—স্বরূপ-জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ কেহই মিথ্যা করিতে পারে না । তখনও যথার্থতঃ ভেদ বর্ত্তমান থাকে ।

মুক্তিতে যে আনন্দানুভব আছে, তাহা ব্রহ্মানন্দ । কিন্তু যজ্ঞাদিকর্মের নিত্যতা নাই বা তাহা পরমার্থও নহে । কুশ, সমিধ, স্নাত প্রভৃতি বিনাশী দ্রব্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহাও বিনাশী । তাই বলিয়া পূজার অঙ্গসকল জড়ীয় দ্রব্য দ্বারা অমুষ্ঠিত হইলেও উক্ত ক্রিয়ার ফল অনিত্য নহে । কারণ যজ্ঞাদি গুণময় আর অর্চনাদি ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গুণাতীত । শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রাজো বৈকল্লিকঞ্চ যৎ ।

প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নিগুণং স্মৃতম্ ॥

বনস্ত সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।

তামসং দ্যুতসদনং মন্নিকেতস্ত নিগুণম্ ॥

সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগাক্রোধো রাজসঃ স্মৃতঃ ।

তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কণ্ঠশ্রদ্ধা তু রাজসী ।

তামসশূন্যে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্ত নিগুণা ॥

পথাং পুত্ৰমনাস্তমাহার্যাং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ।

রাজসক্ষেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চাতিদাশুচিঃ ॥

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোখং বিষয়োখস্ত রাজসং ।

তামসং মোহদৈন্তোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১।১।২৫।২৪-২৯)

কৈবল্য সাত্ত্বিকজ্ঞান, দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান রাজস । আর প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মুক প্রভৃতির জ্ঞান তামস । পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নিগুণত্বং-পদার্থ

অর্থাৎ জীবাত্মজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য সম্ভব হয় না। কারণ উহা তৎপদার্থের সাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবাত্মজ্ঞান সম্ভব হয় না। সমুদয়কৃষ্ণে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়। তৎপরে শ্রদ্ধাজীবও ব্রহ্মবিষয়ের চিং-স্বরূপতাক্রূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি প্রথমে নিজ সান্নিধ্যে আলোক অনুভব করিয়া পরে সূর্য্যোদয় অনুভব করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানাবির্ভাবের প্রথমে জীব স্বরূপজ্ঞান, পরে ব্রহ্মজ্ঞানানুভব হয়। এই জ্ঞানাবির্ভাবে সমুদয়গুণই প্রধান কারণ। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গই ভগবদ্বিজ্ঞান লাভের হেতু। তাদৃশ জ্ঞান নিগুণ। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, পাশাখেলাদি তামাসিক এবং ভগবদগৃহে বাস নিগুণ। বনবাস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ। আসক্তিরহিত কর্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়ে আবিষ্ট কর্তা রাজসিক, স্মৃতিবিশ্রষ্ট কর্তা তামসিক এবং একমাত্র ভগবানে শরণাগত কর্তা নিগুণ।

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধ্যর্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং ভগবৎ সেবায় শ্রদ্ধা নিগুণী।

হিতকর পবিত্র অনায়াসলভ্য খাণ্ড সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ খাণ্ড রাজস, হুঃখপ্রদ অপবিত্র খাণ্ড তামস, আর ভগবৎ প্রসাদ নিগুণ।

আশ্রোথ সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ে ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্ত হইতে উৎপন্ন সুখ তামস এবং ভগবানে শরণাগতিজনিত সুখ নিগুণ।

ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃদ্ধিবিশেষ। ভগবৎকৃপা হইলে ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হন। যজ্ঞাদির অপরমার্থত্বের হেতু—ভগবদনাশ্রয়।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিকাম। ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—সকাম, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম নিকাম। যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর এক “অপূর্ব্ব” উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ কথায় ‘অদৃষ্ট’ বলে। অপূর্ব্ব দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ হয়। অপূর্ব্ব অনন্ত নহে, তাহা কর্ম্মের অনুরূপ। কোন কর্ম্মই অনন্ত ফল দিতে পারে না, তাহা বিনাশী। নিকাম কর্ম্মও পুরুষার্থ নহে। নখর মানব অবিনশ্বর বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। প্রয়োজন বিশেষেই সাধনপ্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কেহ প্রয়োজন ব্যতীত কোন চেষ্টা করে না। যে প্রয়োজনে যাহা করা যায় তাহা সিদ্ধ হইলে চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। নিকাম কর্ম্মে স্বর্গাদি ফলভোগ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহাতে চিন্তাশুদ্ধি হয়। চিন্তাশুদ্ধির ফল জ্ঞানলাভ। উক্ত কর্ম্মও বিনশ্বর। নিকাম কর্ম্ম মানুষের ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার, আর ভক্তি ভগবানের

স্বরূপশক্তির কার্যরূপা । স্বরূপশক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়কে তাদাত্ম্যাপন্ন করিয়া সাধনভক্তি নির্বাহ করে । লোহে অগ্নিসংযোগ হইলে লোহের তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয় । ভক্তির কার্য্যও তদ্রূপ ।

পরতত্ত্বের ধ্যান—পরমার্থ, কিন্তু আত্মার ধ্যানকে অপরমার্থ বলা হইয়াছে ।

“ধ্যানৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিকম্ ।

ভেদকারিপরেভ্যস্তং পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥” (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।১৬)

অর্থাৎ হে রাজন্, যদি মনে কর আত্মার ধ্যান পরমার্থ, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ উহা পরমেশ্বরের ধ্যানভেদকারী । পরমার্থ ভেদবান নহে ।

ষদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং ভবতি তদেব ব্রহ্ম । যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অসতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি । (ছান্দোগ্য ৬।১।৩)

যে জ্ঞান দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অনালোচিত বিষয় আলোচিত হয়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হয় অর্থাৎ যাহা জানিলে সকলই জানা যায় তাহাই ব্রহ্ম । শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পরমার্থরূপে উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্ম সর্বাত্মা । এজন্য তাহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানময়ত্ব সম্ভব । অগ্নির জ্ঞান যেরূপ অগ্নিস্থলিঙ্গাদিকেও জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমার্থবিজ্ঞান হইতে তদীয় চিচ্ছক্তি ও মায়াক্রান্তির বিচিত্র কার্য্য অবগত হওয়া যায় এবং জীবস্বরূপেরও জ্ঞানোদয় হয় । জীব অণুস্বরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞানও পরমার্থ নহে ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকেও পরমার্থ বলা যায় না । কারণ জীবলক্ষণ অস্ত্র দ্রব্য, তাহা পরমার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারে না । সুতরাং মহাতেজে প্রবিষ্ট অণুতেজের মত পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট জীবাত্মার অত্যন্ত সংযোগেও অভেদ প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া উভয়ের যোগকে পরমার্থ বলা যায় না । যোগ-শব্দের অর্থ একত্ব বলাইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অসম্ভব । এক্ষণে পরমার্থ কি তাহা নির্দেশ করিতেছেন—

একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

জন্মবৃদ্ধ্যাঙ্গিরহিত আত্মা সর্বগতোইবায়ঃ ॥

পরজ্ঞানময়োহসত্ত্বিনামজাত্যাতিভিবিভূঃ ।

ন যোগবান্ ন যুক্তোইভূন্নৈব পার্থিব যোজ্যতি ॥

তত্ত্বাত্মপরদেহেষু সতোইভূন্নৈব যোজ্যতে ।

বিজ্ঞানং পরমার্থহসৌ দ্বৈতিনোহতত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।২৯-৩১)

এক, ব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নিগুণ, প্রকৃতির অতীত, জন্মবৃদ্ধাদিরহিত, আত্মা সর্বগত, অব্যয়, পরজ্ঞানময়, বিভূ, অসংনামজাত্যাতি দ্বারা যোগবাস নহেন, যুক্ত ছিলেন না, পাথির বস্ত্র যুক্ত হইবেন না ; সুতরাং আত্মদেহ ও পরদেহে বিদ্যমান হইলেও একময় যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ । দ্বৈতিগণ যথার্থ দর্শন করেন না । পরমাত্মা এক—জীবের মত অনেক নহেন । স্মৃতিজ যেমন অগ্নিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ নিজশক্তিসকল ও কার্যাসকল ব্যাপিয়া অবস্থান হেতু তিনি ব্যাপী । সর্বগত-পদে প্রভাব দ্বারা সমুদয় দেহব্যাপী জীবের মত নহেন । জীবজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান তিনি সেই জ্ঞানময়, অসংনাম জাত্যাতি দ্বারা যুক্ত নহেন । কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ নামাদি দ্বারাই যোগবান্ । এই লক্ষণবিশিষ্ট পরতত্ত্বের নিঃসদেহ ও অন্ত সকলের দেহে পরমাত্মরূপে অবস্থিতি বিভিন্নবৎ মনে হইলেও তদীয় নিজস্বরূপ 'এক' । সেই স্বরূপাত্মক যে বিজ্ঞান—অনুভব তাহাই পরমার্থ । এই বিজ্ঞান অদ্বৈত, সধি এবং সর্ববিজ্ঞান ইহার অন্তর্ভূত । দ্বৈতিগণ সেই উপাধি দৃষ্টিতে পরমাত্মারও ভেদ মনে করে । পরমার্থে ভেদদর্শকে দ্বৈতী বলা হইয়াছে । তাহাদের মতে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অন্তর্যামী ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবস্বরূপের পরমার্থতা নিষেধ করিয়া পরমতত্ত্বজ্ঞানের-পরমার্থতা নিশ্চয় করিয়াছেন । জীব অণুচৈতন্য, এজ্ঞ অনসংখ্য । জীব প্রভাবলক্ষণ গুণ দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপিয়া থাকে, স্বরূপে 'অণু' বলিয়া স্বরূপ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না । পরতত্ত্ব 'বিভূ' বলিয়া স্বরূপতঃই তিনি সর্বব্যাপী, এজ্ঞাই তাহাকে সর্বগত বলা হইয়াছে ।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—পরতত্ত্বের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি । ব্রহ্মের কোন লীলা নাই । লীলা হইতে নাম-জাতীয় প্রকাশ ; এজ্ঞ ব্রহ্মের কোন নাম ও জাতিও নাই । পরমাত্মা অন্তর্যামী, সৃষ্টাদিলীলানির্বাহক হইলেও ভক্ত-বিনোদনার্থ তাঁহার বিচিত্র লীলা নাই । তিনি কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকে পুরুষোত্তররূপে বিরাজ করেন, ঐরূপ জন্মাদিলীলাহেতুক অভিব্যক্ত নহে । তিনি প্রপঞ্চে কখনও আবিভূত হন না । সুতরাং প্রাপঞ্চিক লীলা আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার কোন নাম প্রকাশিত হয় না । প্রাপঞ্চিক কোন রূপের সাদৃশ্য তাঁহাতে নাই বলিয়া জাত্যাতি সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকিতে পারে না । ভগবৎ স্বরূপ ভক্তবিনোদনের জ্ঞান প্রপঞ্চে লীলা প্রকাশ করেন । সেই সঙ্গে নাম ও প্রাপঞ্চিক মৎস্তাদিরূপের সাদৃশ্যহেতু

জাতি প্রভৃতি তাঁহাতে সংযোজিত হয় ; এজন্ত নাম জাতি প্রভৃতিকে ভগবদ্রূপে প্রকাশ্য বলা হইয়াছে । এই নাম-জাত্যাদি প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইলেও তাহা অসং (অনিত্য) নহে । এই নামজাত্যাদি স্বরূপসিদ্ধ—স্বরূপে সতত বর্ত্তমান । জীবের নামজাত্যাদির মত জন্মহেতু সঞ্জাত নহে, নিত্য ।

সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের দেহে অবস্থান করেন । এটী আমার দেহ, ওটী অপরের দেহ—এইরূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও তিনি বিভিন্ন নহেন, সকল দেহেই একমাত্র তিনি বিরাজ করেন । সর্বদেহে একমাত্র তাঁহার বিদ্যমানতা অমুভবই পরমার্থ । এই অমুভব মায়াবিস্তৃতির পরে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা নিত্য । এই অমুভব লাভই সাধনের উদ্দেশ্য । এই অমুভবে সমস্ত জানা যায় বলিয়া ইহাই পরমার্থ ।

পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলেও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না । তাঁহার দেহসম্বন্ধ না থাকায় তিনি কখনও দেহ দ্বারা আবৃত হন না । এজন্ত তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের ব্যতিচার ঘটে না । জীব কণ্ঠবশে দেহে আবদ্ধ হয় । পরমাত্মা সৃষ্টাদিলীলানির্বাহের জন্ত অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত । এই অবস্থিতি কোন পারতন্ত্র্য নিবন্ধন নহে ।

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

জগদ্গুরু ঐ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসপ্ততিতম আনির্ভাব-বাসরে
প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

[৮]

নম ঐ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রতি বৎসরের মত আজও শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব তিথি-বাসরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যচরিতকথা শ্রবণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি। সারা বৎসর শুধু আপন সুখাবলাসে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের জায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রেরিত শ্রীব্যাসপূজার আমন্ত্রণ লিপি হস্তগত হইল।

ব্যাসপূজার পত্র! অতএব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব, ব্যাসতত্ত্ব ইত্যাদি কিছু লিখিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার যে কপট ভক্তি আছে, তাহা সকল সজ্জনমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। দিনের পর দিন আমি যে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া কালশ্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম তাহা গোপন করিবার অপূর্ব সুযোগ আসিয়াছে এই শুভ ব্যাসপূজা-বাসরে। মাদৃশ অধমের এই হীন চিন্তাশ্রোতের দ্বারা কি কোন আত্মমঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছি। উপবীত সংস্কারের দ্বারা শূদ্রত্ব ঘূচিয়া গিয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগও প্রচুর হইয়াছিল ও হইতেছে। সুতরাং অভিষেক প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার না করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের যে আভাস লাভ হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট—বন্ধুবান্ধবের নিকট তথা সভ্যসমাজের নিকট নিজেকে বৈষ্ণব নামে পরিচয় দান করিবার আর কোন অসুবিধা হইবে না।

আজকাল, সর্বক্ষেত্রে এই চিন্তাশ্রোতের বিষময় ফলকে উপেক্ষা করিয়া জীব আপনমনে বিচরণ করিতেছে। মঠত্যাগী বহু শিষ্য আশ্রয়চ্যুত হইয়া আপন মহিমা প্রচারে ব্যস্ত এ দৃশ্য দর্শনেরও অভাব হয় না। আমি ভোগী গৃহস্থ হইয়া ভোগীসমাজ লইয়া বসবাস করি। সুতরাং এহেন মঠত্যাগীজনের আচরণের কোন দোষ আমার দৃষ্টগোচর হয় না। এই ভাবে বজায় রাখিয়া শুদ্ধ ভক্তিকেন্দ্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কে অত্নের আত্মগত্যা স্বীকার করিবে?

হে গুরুদেব! আপনি অধম পতিতজনের গতিদায়ক কাণ্ডারী। আপনি কৃপাপূর্বক মাদৃশ অধমের এবস্থি চিন্তাশ্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার এবং আপনার অনুগত সেবকবৃন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন; যাহাতে আপনার এবং আপনার অনুগত ভক্তগণের গুণগান কীর্তন করিয়া এই ভবলীলা সাজ করিতে পারি।

বৈষ্ণব-ধর্মই আনুগত্য বা শরণাগতির ধর্ম। সেই ধর্মের আশ্রয় করিয়া পুনরায় আনুগত্য ভুলিয়া আপন সেবাস্থে “কৃষ্ণসেবানন্দে”র বিরোধী হইব, ইহা ভাবিতেও যেন গা শিহরিয়া উঠে! হে গুরুদেব, আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় যেন আমি ভক্তিবিরোধী চিন্তাকে জয় করিয়া আপনার এবং সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারি এই প্রার্থনাই আমার জীবাত্ম হউক।

শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ শরণাগতির উল্লেখ আছে। সেই ষড়্‌ঙ্গ শরণাগতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না। সম্পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে শরণাগতির পূর্ণতা বিকাশও সম্ভব নয়। সুতরাং সেই সম্পূর্ণ শরণাগতির জগৎ বহু জন্মের প্রতীক্ষা করিতে হয়। তবে সুকৃতিশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইলেও মায়াবদ্ধজীব, কৃষ্ণাপরাধীজনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুকৃতিশালী ব্যক্তিরই ভগবৎভক্তি লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন—

“ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংসি স্কৃতৈঃ পূর্বসঙ্কিতৈঃ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবেই ভক্তিবৃত্তি উদয় হয়। পুরুষসকল পূর্ব পূর্ব জন্মের সঙ্কিত স্কৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। এদিকে, শরণাগতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবতন্ত্র বলেন—

আনুকূল্যাস্ত সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূলাবিবর্জিতম্।

রক্ষিণ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বৈ বরণং তথা।

আত্মনিষ্কোপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

ষড়্‌ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।

তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।

হে গুরুদেব! আপনার কৃপায় এক্ষণে অনুভব হইল যে, শরণাগতি বা আনুগত্য ছাড়া ভজনপথে অগ্রসর হইবার অণু কোন পথ নাই।

বর্তমানে আশ্রিতজনের শরণাগতির যা নমুনা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মত কোমলশ্রদ্ধা-ব্যক্তির পক্ষে ভজনপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে বলি ‘শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ।’ ‘যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার।’ কিন্তু যখনই “বৈষ্ণববুদ্ধি” দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তখনই একে অণুকে সহ্য করিতে পারি না। সংসরতাকে আশ্রয় করিয়া আমার স্বক্লম্ব ভুলিয়া যাই।

অন্তঃ নিজে দৈন্ত্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করি—‘তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম ধনে । কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে ।’

হে গুরুদেব ! মুখে এক বলি, কাজে অন্ত করি এই কপটতা দ্বারা আমার কি করিয়া হরিভজন হইবে ? আপনি ‘কৃপা করিয়া আমার কপটতাকে তীব্র বাক্যবাণের দ্বারা কষাঘাত করিয়া সরলতার উদয় করুন, যাহাতে আমার আত্মস্বল্প হইয় । ব্যবহারিক জীবনে উন্নীত ভাবধারা দর্শন করিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি । হে গুরুদেব, আমাকে এই ছুর্দশাগ্রস্ত ভাব হইতে আপনি বিনা কে আমার উদ্ধারকর্তা আছেন ?

অন্তবাদ শতান্তে বা মৃত্যু বৈ প্রাণীনাং ধ্রুবঃ । আজি বা শতক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিত না থাক ভাই, যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ, জীবনের ঠিক নাই ।

হে গুরুদেব ! মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করিতেছে, মহাজনের কীর্তন গাহিয়া বা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তবৃত্তির কোন উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছি না । আপনার কৃপাই সর্ব ভবরোগের মহৌষধ । একথা সাধুমুখে শুনিয়াছি । এক্ষণে আমাকে এই সমুখ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনের নাম সার্থক করুন । কারণ,—

* * * *

নিজ বর্ষ-দোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে,
পড়িয়াছি স্থূলিল ॥

ইতি—

তাং ১৩ই ফেব্রুয়ারী,

শ্রীগুরুদাসানুদাস—

১৯৭১

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

শ্রীকৃষ্ণদাস

মুসলমানবিজয়ের প্রাক্কালে রাজপুতজাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রভাবে, প্রতিভায়, দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আমাদের আলোচ্য “কৃষ্ণদাস”—ইনি রাজপুতজাতির মধ্যে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহর শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভাব, প্রতিভা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জাগতিক লাতালাভ—হিংসাদেবাদিবহুল নশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া যথার্থ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ-সেবায় প্রযুক্ত হইবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস দেশত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তত্ত্বংশদগুলির বিঘ্নদূষ্টি ও সার্থকতা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রাদর্শনলীলা প্রকট করিয়া ঝারিখণ্ডপথে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী প্রভৃতি বস্ত্র হিংস্র জন্তুসমূহকে কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়া বারাগনীতে নিজভক্ত চন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়াগপথে মথুরায় ও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অকুরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করেন এবং “তৈতুলতলার” এক প্রান্তে বসিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যানাম কীর্ত্তন করেন।

একদিন মহাপ্রভু “ইমলিতলায়” উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় যমুনার পরপারস্থ গ্রামের অধিবাসী “কৃষ্ণদাস” নামক একজন রাজপুত গৃহস্থ কেশীষাটে স্নান করিয়া কালীষদহে যাইবার সময় “ইমলিতলায়” অকস্মাৎ মহাপ্রভুর হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরশ্রীমূর্ত্তি ও প্রভূত অত্যদ্বুত প্রেমোন্মাদ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে তুমি? কাহাঁ তোমার ঘর?” কৃষ্ণদাস বলিতে লাগিলেন—“আমি গৃহস্থ পামর, জাতিতে রাজপুত, ওপারে আমার ঘর, আমার ইচ্ছা—বৈষ্ণবের কিঙ্কর হই। আমি আজ একস্থপ দেখিয়াছিলাম, সেই স্থপ্নের সাফল্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ আপনার দর্শন লাভ করিলাম।”

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস

মহাপ্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্নে অকুরতীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তদবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর কমণ্ডলুবাহক, নিত্যকিষ্কর ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন,—

প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।

প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন। রাস্তায়, ঘাটে, লোকে ইহা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন মহাপ্রভু অকুর-তীর্থের ঘাটে বসিয়া বিচার কারতে লাগিলেন—এই ঘাটেই ঐশ্বর্য্যোপসাক অকুর স্বীয় অধিকারে বৈকুণ্ঠদর্শন আর মাধুর্য্যসেবক ব্রজবাসিবৃন্দ স্ব-স্ব অধিকারে গোলোকদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বিচার করিতে করিতেই মহাপ্রভু ব্রজবাসীর ভাবে জলে ঝাম্পপ্রদানপূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ইহা দেখিয়া ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া জল হইতে শ্রীমন্নমহাপ্রভুকে উত্তোলন করিলেন।

একদিকে অসম্ভব জনসম্মেলন, তদুপরি লোকের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেগদর্শনে ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় মাঘস্নানোপলক্ষের ছলে গঙ্গাতটপথে মহাপ্রভুকে লইয়া প্রয়াগে আসিবার যুক্তি করিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত পথজ্ঞ রাজপুত কৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন। তাঁহারা নৌকা পার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন। বাইতে যাইতে মহাপ্রভু পথশ্রান্ত হইয়া সকলকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষের নিকটেই অনেকগুলি গাভী চরিতেছিল। তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ জনৈক গোপ বংশীধ্বনি করায় মহাপ্রভুর ঐ ধ্বনি শ্রবণমাত্রই প্রেম-মূচ্ছা উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। মুখে ফেনোদগার ও শ্বাসরুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভু স্বপ্ন পথিমধ্যে সেই বৃক্ষতলে তাঁহার চারিজন-সঙ্গি-বেষ্টিত হইয়া অন্তর্দর্শন নিমগ্ন আছেন; তখন সেই পথ দিয়া দশজন অস্বারোহী পাঠান যাইতেছিল। পাঠানগণ একজন সন্ন্যাসীকে মুচ্ছিত ও তাঁহার সঙ্গিকটে

চারিজন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিচার করিল—নিশ্চয়ই এই চারিজন দস্যু এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে সকল স্ত্রবর্ণাদি মূল্যবান বস্তু ছিল, তাহা হরণ করিয়াছে। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পাঠানগণ মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্র সহজেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত পাঠানগণকে আত্মপরিচয়াদি প্রদান করিতে লাগিলেন। তথাপি পাঠানগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গৌড়ীয়াগণকে ‘দস্যু’ ও ‘ঠক্’ বলিতে লাগিল। রাজপুত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-গণের প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশপূর্বক বলিলেন—“পাঠানগণ, সাবধান! তোমরা গৌড়ীয়াস্বয়ং এইরূপ অস্ত্রায় ভাবে আক্রমণ করিতে পার না। এই গ্রামেই আমার গৃহ। আমার হাতে দুইশত তুর্কসৈন্য ও একশত কামান আছে; এখনই হুকম করিলে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে হত্যা করিয়া তোমাদের ‘ঘোড়া-পিড়া’ সমস্তই লুটিয়া লইবে। “গৌড়ীয়া”—“বাটপাড়” নহে: তোমরাই বাটপাড়। তোমরাই তীর্থবাসীদিগের ধন লুণ্ঠন কর, আর তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাও।”

কৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ ভীষ বাক্য শুনিয়া পাঠানগণের মনে সঙ্কোচ হইল। এমন সময় মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহুদশা লাভ করিলেন; হুকার করিয়া উঠিয়া ‘হরি’, ‘হরি’ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে উর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্ভগু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া পাঠানগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রভুর তত্ত্ব চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু নিজগণের বন্ধন দেখিতে পাইলেন না।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বাহুদশা লাভ করিলে পাঠানগণ মহাপ্রভুর প্রত্যয়ে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণত হইল এবং ঐ চারিজন প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধনরত্নাদি হরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন—ইহা মহাপ্রভুকে জানাইল। মহাপ্রভু পাঠানদিগকে বলিলেন—ঐ চারিজন ‘দস্যু’ নহেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গী। তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন ধনরত্নই নাই।

তিনি সময় সময় এইরূপভাবে রাস্তায়-ঘাটে অচেতন হইয়া পড়েন বলিয়া এই চারিজন সর্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মরূপায় ঐ সকল পাঠানগণের দলপতি ‘বিজলি খাঁ’ মহাভাগবত বৈষ্ণব হইলেন এবং প্রভুর আদেশে সকল পাঠানই কৃষ্ণনাম-দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গজাস্ত্রান করিলেন এবং গজাতীরপথে প্রয়াগ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন: কিন্তু তাঁহারা করযোড়ে প্রয়াগ পর্যন্ত প্রভুর অনুগমনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভভট্টের ভিক্ষা-গ্রহণার্থ যে-কালে প্রয়াগের পরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভু ও রাজপুত কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রূপ প্রভু এবং রাজপুত কৃষ্ণদাস উভয়েই তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিহৃত-পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গিতও মহাপ্রভুর যে-সকল রসতত্ত্ব-প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাঠক! রাজপুতের চরিত্র আলোচনায় আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? মহাপ্রভু তাঁহার এক একজন ভক্তের দ্বারা জগতে কি প্রকার অভূতপূর্ব শিক্ষা-সহস্র-ধারা প্রবাহিত করেন, তাহা বিচার করুন—বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন—চমৎকৃত হইতে সপার্বদ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস রাজপুতের শৌর্যাবীর্যের অবশি ছিল না—দুইশত তুর্কসৈন্য, একশত কামানের অধিকারী যিনি, তাঁহার ধন, সম্মান, বৈভব কম নহে; কৃষ্ণদাসের স্ত্রীপুত্র ছিল। তিনি—আঢ়া ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কমণ্ডলুবাহক ভূতা হইবার জন্ত—

“প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।”

ইহাই কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণদাস রাজপুত আরও সুন্দরতর ভাষায় “বৈষ্ণবকিঙ্কর।” কৃষ্ণদাস—গৃহের দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস নহেন, কিংবা দুইশত সৈন্য বা একশত কামান অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জাতি-কুল-ধন-রত্নের বা অধনের দাস নহেন। তাঁহার নিজেকে দুইশত সৈন্য ও একশত কামানের মালিক বলিয়া পরিচয় প্রদান জাগতিক সৈন্তবল ও অস্ত্রবলদ্বারা কণ্ঠবীরের আশ্ফালন নহে। তিনি

শ্রীমদ্রূপসেবার জন্তই নিজেকে জাগতিক সৈন্তবল ও অস্ত্রবলশালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল বস্তুর প্রভু হইবারও আকাঙ্ক্ষা-লেষ ছিল না। ঐ সকল বস্তুর প্রভুর অভিনয় বা দাসেব অভিনয় অসুরগণও করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের পরিচয় অদ্বিতীয়—অসমোদ্ধ—অপ্রাকৃত—অহৈতুক—অপ্রতিহত—অনাবিল।

কৃষ্ণদাস—‘যুক্তবৈরাগী’ নহেন, তিনি মর্কটের জায় আশ্রয়ভোগ-পিপাসায় গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বনগমন করেন নাই। তিনি প্রভুর সঙ্গের জন্ত—প্রভুর সেবার জন্ত গৃহস্থ হইয়াও গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্ৰীতি অতুলনীয়। তিনিই প্রকৃত তৃণাদপি শূন্য। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল।

ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন—তিনি যুক্তবৈরাগী। ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্ত স্থায়ী ভোগস্বপ্নও ত্যাগ করেন আবার কৃষ্ণসেবার জন্ত বিষয়ও গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির মহিমা

(একাঙ্ক নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু--সনাতন, ওঠো ফুঁক হ'য়ে না।

(সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

তোমার থেকে জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে। তুমি প্রবীন শাস্ত্রজ্ঞ, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ, আমার পরমাপ্রিয় প্রাণাধিক ; আর জগা নবীন কিশোর, কালকের পড়ুয়া। তোমার কাছে আমি কৃষ্ণ-কথা শুন্তে ভালবাসি। তোমার ব্যবহার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্ৰীত। তাই আমি তোমার প্রশংসা না করলে যে মর্যাদা লঙ্ঘন হয়। অর ঐ

কালকার বটুক নবীন জগা শাস্ত্রের কি জানে যে তোমাকে উপদেশ দিতে আসে? যা'র মুখে আমি শাস্ত্র শুনি, যে আমাকে বুঝাইতে শক্তি ধরে তা'কে কিনা ঐ জগা বেটা শিক্ষা দেয়? জগার এই অন্ত্রায় কার্য্য আমি সহ্য করতে না পেরে তা'কে ভৎসনা করেছিলাম আমি বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমার স্তুতি করি নি; তোমার গুণই তোমাকে স্তুতি করিয়েছে। গুণবান্ তাঁর গুণসমূহের দ্বারাই জগতে পূজনীয় হ'ন। তোমার ঐ দেহকে তুমি হেয় অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করে থাকো, কিন্তু আমি তোমার দেহটীকে অমৃত সমান বলে মনে করি। তোমার ঐ দেহ অপ্রাকৃত বস্তু। চিনির পুতুলের যেমন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সবটাই চিনি দিয়ে তৈরী ও সমস্ত পুতুলটাই চিনির পুতুল; তেমনি তোমার সম্পূর্ণ দেহটাই অপ্রাকৃত, কখনও প্রাকৃত নহে। তোমার তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি হলেও এবং তোমার বপু প্রাকৃত হলেও আমি তা' উপেক্ষা করতে পারি না। প্রাকৃতে ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান না থাকায় তা' মনোধর্ম্মের বিষয়ীভূত হওয়ায় দ্বৈতবস্তু মাত্রেই অবস্তু। আমি সন্ন্যাসী, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ঘৃণা বুদ্ধি বশে তোমাকে ত্যাগ করুলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে। কাজেই তোমাকে কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি আমার শরণ গ্রহণ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করায় তোমার দেহ চিদানন্দময় অপ্রাকৃত ও আমার আত্মসম।

হরিদাস—প্রভো! আপনি দীন-দয়াল, আপনি আমার ক্রায় নীচ অধম পাপীঠকেও অঙ্গীকার করেছেন।

সন্নাতন—প্রভো! আপনার আলিঙ্গনকালে আমার কণ্ঠুরসা যে আপনার সুন্দর স্তূঠাম শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমার মহাত্ম্য।

মহাপ্রভু—পুত্রের অমেধা-বিষ্ঠা গর্ভধারিণী মায়ের অঙ্গে লেগে যায়, তা'তে কি মা তার পুত্রের উপর রুষ্ট হয়, না কি মহা-সুখ পায়? তোমার দেহের ঐ ক্রুদ্ধরাশিকে আমি কি ঘৃণা করতে পারি? ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ঠ রোগ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করতে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি ঘৃণাভরে তোমাকে আলিঙ্গন না করুলে যে ভগবান্ কৃষ্ণ সমীপে অপরাধী হ'তাম।

হরিদাস—প্রভু ! আপনার লীলা বোঝা ভার ! বিপ্র বসুদেবের গলংকুণ্ডী দেহে আপনি আলিঙ্গন করায় তাঁর দেহ তখনই আপনার প্রভাবে ও আপনার ইচ্ছায় কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয়ে সে সুন্দর কন্দর্পসম দেহ প্রাপ্ত হ'ল । আর এই সনাতনের প্রতি এত বিমুখ কেন ? যদি সনাতন আপনার প্রাণাধিক প্রিয় হয় আপনার সঙ্গলাভে সে কুণ্ডী-দেহী হওয়ায় যখন দুঃখিত হচ্ছে, তখন তা'কে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত তা'র দেহটিকে কন্দর্পসম কান্তিযুক্ত করাই তো বিধেয় বলে মনে করি । আপনিই ছাপরে আপনার ভক্ত মহাবীর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্ত নিজ প্রতিজ্ঞা তুচ্ছীকৃত করেছিলেন, ...নিজে অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করলেও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্তই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন । আপনি নিজেই বলেছেন,—অহং ভক্ত পরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ ।' আপনি ভক্ত পরতন্ত্র হয়ে ও ভক্ত মাহাত্ম্য-প্রচারে ব্রতী হ'য়ে সনাতনের মত ভক্তকে দুঃখ দিচ্ছেন কেন তা' বুঝতে পারছি না ।

মহাপ্রভু—সনাতন আমাকে তা'র নিজ দেহটা সমর্পণ করে দিয়েও ঐ দেহটাতে আমাকে আলিঙ্গন দিতে তা'র বাধা কেন ?

সনাতন—(স্বজল চক্ষে) প্রভু, আপনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন ! আমার এ দেহ আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি সত্য, এবং এক্ষণে এ দেহ আপনার ধন ও আপনার ভোগ্য হওয়ায় আপনি স্পর্শ করলে এই দেহের কণ্ডুরস রক্ত আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যাওয়ায় আপনার শ্রীঅঙ্গ অপরিচ্ছন্ন হয় ও সৌষ্টব বিনষ্ট হয় এবং তা'তে আপনার ক্লোভ উপস্থিত হ'তে পারে—আশঙ্কায় মনে মনে অশেষ দুঃখ পাই ।

মহাপ্রভু—তাই বুঝি গায়ে যা'তে কণ্ডুরস না লাগে সেজন্ত এক খণ্ড ওড়না গায়ে দিয়ে আছো ! তোমার তায় ভক্তি আর কা'র আছে ! তোমার আলিঙ্গনে আমি অত্যন্ত সুখ পাই । তুমি এ বৎসর আমার কাছে থেকে আগামী বৎসর বৃন্দাবনে যেও ! দুঃখ ক'রো না সনাতন ! তোমার স্থান আমার হৃদয়ে ।

[মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মহাপ্রভুর গাত্রস্পর্শমাত্রেই সনাতনের কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হইল ও সনাতন সুন্দর স্ত্রীদেহ লাভ করিলেন ।]

হরিদাস—ধনু সনাতন ! ধনু তোমার ভগবদভক্তি পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনার পরিণত হয়, তদ্রূপ তুমিও প্রভু স্পর্শে আজ ভিতর-বাহিরে খাঁটি হ'লে। এদিকে বাহিরে যেমন সুন্দর রূপশ্রী লাভ করলে, তেমনি হৃদয়মধ্যে সমস্ত ভগবদগুণের অধিকারী হ'লে। হা প্রভু, ধনু আপনার মহিমা ! আপনি সনাতনকে ঝারিখণ্ডের জল খাইয়ে তার গায়ে গলিৎকুষ্ঠ সৃষ্টি করলেন, আবার তাকেই আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আলিঙ্গন দিয়ে সুন্দর দেহ করে দিলেন। লীলাময়, আপনার লীলাভঙ্গী বড় বিচিত্র !

গীত

এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে ।
 আর কত নিদ্রা যা'বে মায়া-পিশাচীর কোলে ॥
 এই কলিযুগে শ্রীহরি স্বয়ং গৌর-অবতার ।
 জড়, অন্ধ, আতুরেও আজ কৈল রে উদ্ধার ॥
 ভক্ত-বৎসল রহেন সদাই শুদ্ধ ভক্তি-বশে ।
 সনাতনেরে কৈলা কৃপা তা'রি সুখ-আশে ॥
 লুটিয়ে পড় সবে রে ভাই, গৌর-পদ-তলে ।
 হেন দয়াল পাবে না আর কভু স্তোন কালে ॥
 ভব-সাগর-পারে যেতে গৌর-কৃপা চাই ।
 গৌর-পদ ভঞ্জে আর দেবী কেন ভাই ??
 এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে ।
 সকল আশা মিটবে রে ভাই, গৌর নামের বলে ॥

(নেচে নেচে গাহিতে লাগিলেন)

জয় গৌর হরিবোল ! জয় গৌর হরিবোল !!

[সকলের প্রস্থান]

—যশনিকা—

বাণীই গোড়ীয় মঠের প্রচার্য

আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ সফল বা চক্ষুরাদ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। বহির্মুখ জগতের শতকরা শতজন লোকেরই এই প্রবৃত্তি আছে। কৃষ্ণবিমুখ জগদ্বাসী সকলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষে ছুঁষ্ট। জগতের খণ্ড ধারণা লইয়া তাহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে মাপিতে যায়। তাঁহাদিগকে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—দেশ-কাল-পাত্র বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আসামী মনে করে। নিজেরা শত-সহস্র দোষে দোষী বলিয়া সেই দোষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, নিভুল কোন বস্তু আছে—ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা এই গোঁড়ামি প্রাপান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। ইহাই বহির্মুখ বন্ধিতের বৃত্তি। শ্রীগোড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিকতার এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। তাঁহারা গোঁজামিল দেওয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহারা নির্ভীকভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। জগতের সমস্ত লোক যদি এই কার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তথাপি তাঁহারা অচল-অটলভাবে বজ্রপতীরস্বরে, সিংহনাদে এই কথা প্রচার করেন, করিতেছেন ও নিয়তই করিবেন।

‘গুরুরও ভ্রম হইতে পারে তাঁহার কোন কোন কার্যে ত্রুটি থাকিতে পারে—সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাও থাকিতে পারে’—যেখানে গুরুর পতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে লব্ধদর্শন—পরিপূর্ণ-বস্তুতে অসম্পূর্ণতা-দর্শন, খণ্ডদর্শন, সেখানে ভ্রান্তদর্শন বা বিবর্তদর্শন। এই বিচার লইয়া গেলে শ্রীগোড়ীয়, শ্রীগোড়ীয়মঠ ও শ্রীগোড়ীয়মঠাচার্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবরণের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অশুচি গুরুই হৃদয়াসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরুত্বে ও শিষ্যত্বে সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুত্বে বা সাধুত্বে নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাতাবে সহায়তা করিবেন, ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন—হৃষীকেশের দ্বারে হৃষীকেশের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে। তখন হইতেই মতভেদ হয়।

শ্রীগোড়ীয় মঠ বাণীর উপাসক। বাণী ব্যতীত তাঁহার কাম্য নাই। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বশ্ব। বাণীদ্বারাই শ্রীবিগ্রহের অর্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন। বাণী বা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, বিমুখকে উন্মুখ করে, বন্ধকে মুক্ত করে। অতএব গোড়ীয়মঠাশ্রিতগণ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া—এই বাণীকীর্তনকারী আচার্য্য বা গুরুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আল্লসমর্পণ করিয়াছেন, তাই ছাড়িতে পারেন না। গোড়ীয়-মঠবাসিগণের সহিত গুরুর বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন—“ভগবানের কায়বুহ সকল বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত হন।” গোড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীআচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাতে অস্বা বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্ত তাঁহারা ‘তুম্ভি চূপ্, হাম্ভি চূপ্’-নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহাদের কীর্তনে কেহই বাধা দিতে পারেন না, মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তি সত্যকথা-কীর্তনে বাধা দেয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, দৈবশাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে— পাষণ্ডদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্তন-বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্তই গোড়ীয়মঠবাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন ‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্’ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত বিষয় সত্য—তাঁহার বাণী অভ্রান্ত। যাহার কথা ক্ষণস্থায়ী—প্রতিবাদযোগ্য, যাহার বাণী অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, সেই

বাণীকীৰ্ত্তনকারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কেশব-পাদাশ্রিত নহেন, আর সেই বাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী নহে। বাস্তব শ্রোতসিদ্ধান্তে কোনও গৌজামিল নাই। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যুত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্ত অর্থ বা কনকের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলিসহচর। ইহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, তাহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহারা ভোগ-বুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যোষিৎসঙ্গী। যাহারা ঐরূপে যোষিৎসঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা অসৎ। অন্যভিলাষীর ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুড়ি-মিশ্রি, সাধু-অসাধু, সেবা ও কৰ্ম্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। অসৎ-সঙ্গ হইতে কৌশলে তফাৎ থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্ত সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধমানের কার্য্য।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

কালের চলন্তিকা

বায়ু-যে প্রকার আমাদের দৃষ্টির গোচর না হইয়াও স্বীয় প্রভাব অনুভব করায়, কালচক্রও তদ্রূপ দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকিয়াও স্বীয় প্রবল-পরাক্রম জীববৃন্দের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করাইয়া থাকে। কালচক্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রাণিগণকে নিপীড়িত করিয়াও স্বীয় অধীনতায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। অন্য প্রাণীর কথা কি, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত তাহার অহঙ্কার-প্রণোদিত যাবতীয় বিজ্ঞাবুদ্ধির বলেও কালচক্রের পীড়ন ও তাহার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সেদিন যাহাকে রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছি আজ যে তাহাকে ভিক্ষুকের বেবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, তাহা কি কালচক্রের পীড়ন

নহে? কল্যা যাহাকে তর্কজালে অপর ব্যক্তিগণকে অস্থির করিতে দেখিয়াছি আজ যে সে পক্ষাঘাতবশে নিশ্চল ও নির্ঝাঁক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি কালপীড়ন নহে? কল্যা যাহাকে সূত্র-গর্বে গর্বিত দেখিয়াছি, আজ যে সে উদরের সংস্থানের জন্ত শূদ্র-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছে ইহা কি কালচক্রে ভীষণ আক্রমণ নহে? সেদিন স্বীয় রূপমতে প্রমত্ত যাহাকে ‘ভূমিতে না পড়ে পদ’ অবস্থায় দেখিয়াছি আজ যে সে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বিরূপগ্রস্ত তাহা কি কালের নিষ্ঠুর আচরণ নহে? কল্যা যাহাকে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-পরি-বেষ্টিত-অবস্থায় আনন্দ-সাগরে ভাসিতে দেখিয়াছি আজ যে সে শোকাবুল তাহা কি কাল-বিড়ম্বনা নহে? কালের এই নিষ্ঠুর আচরণ ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য করিয়াও কয়জন কালের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত যত্নপর, কয়জনই বা কালের ঐ প্রভাব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্ত কালনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণে অভিলাষী? ধন্য কাল! ধন্য তোমার অমিত প্রভাব!! ধন্য—অনন্ত ধন্য তোমার মোহন-চাতুর্য্য, যে চাতুর্য্য নির্মম-কষাঘাতেও চন্দন-স্নিগ্ধতার ধারণা জীব-হৃদয়ে জন্মাইয়া থাকে!!! তোমার প্রভাবে জীববৃন্দ নাসাবদ্ধ বলদের স্থায় মায়া-দেবীর কারাগৃহে চতুর্দশ-জুবন-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরিয়া কস্ম-ক্লেশ-তৈল প্রস্তুত করে। বলদের দ্বারা ঘানিতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা অপরে ব্যবহার করে, কিন্তু জীব কস্মবিপাকে ঘুরিয়া যে ক্লেশ তৈল প্রস্তুত করে তাহা তাহারই ভোগ্য। এই স্থানেই তাহার বাহাদুরী। নিজে শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজের হস্তপদাদি আবদ্ধ করা অপেক্ষা আর অধিক বাহাদুরির কথা কি হইতে পারে? কাল! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কার্য্য-কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় কি?

হে কাল! প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব নিজ সুখের জন্ত বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, তুমি হয় ত’ এক অল্পপলের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট করিয়া কোতুক দেখ। প্রাণিশ্রেষ্ঠ কিন্তু তথাপি তোমার ঐ সর্বনাশকর কোতুকের কথা একবারও চিন্তা করে না; হয় ত’ অনেক সময় শোকে অন্ধ হয়, তথাপি তোমার প্রভাব তাহার গিরোধার্য্য। তোমার প্রভাবের বলেই সে নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহাৰাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারক-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার প্রভাবেই মানব ধন, জন, দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিতে

নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। তোমার প্রভাব-বলেই কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্ত পাপকার্য্যাদির আবাহন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তোমার প্রভাবে কলভাষি-শিশুর আধ-আধ আলাপ কেমন মধুর বলে মনে হয়! অসতীগণের নির্জ্ঞান-বিরচিত সন্তোগকামনা কেমন প্রলোভনের বিপণি বিস্তার করে! এই সকল প্রলোভন-সামগ্রী যে আসক্তি জালে আবৃত তাহা তোমার প্রভাবে একবারও চিন্তার বিষয় হয় না। কেহ অঙ্গুলী নির্দেশপূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলেও তোমার প্রভাব মস্ত্রণা দেয়—“পরকাল আছে কিনা জানা নাই, অনাসক্তিতেই বা লাভ কি? এখন বুঝিয়া পড়া যাউক, ভোগটা পূর্ণমাত্রায় হউক, পরে দেখা যাইবে।” জড়শক্তি যে ইহ-কালের ভোগেও কত বিড়ম্বনা উপস্থিত করে তাহা তোমার প্রভাবে মোটেই বোধগম্য হয় না।

তোমার প্রভাবের কথা আর কত বলিব? ইহা যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনও বৈরাগ্যাশ্রয়ের ভাণ করিয়া বলি—‘যদি আমার জ্ঞী বিয়োগ হইত, তাহা হইলে বাঁচিতাম, সংসারাসক্তি ছিন্ন হইত।’ কিন্তু ভগবান রূপা করিয়া আমার সেই ভোগের সামগ্রী যখন সরান তখন বলি—‘ভগবান্ তুমি কি ঠাট্টাও বুঝ না? একবার একটু মাত্র বলিলাম তাহাতে তোমার এমন ক্রোধ হইল যে, ঐপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিলে! আচ্ছা তুমি একটী লইয়া গেলে, দেখ আমি আর একটী লইতে পারি কিনা?’ যেমনই কথা, তেমনই কাণ্ড! শ্রাদ্ধ-বাসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই নূতন গৃহলক্ষ্মীর আলোকে গৃহ আলোকিত হইল। শোকাকুল শূণ্ড হৃদয়-মরু আসক্তি-জলে মরুত্বানে পরিণত হইল। তাই বলি, ধন্য কালের প্রভাব! কাল! তুমিই ধন্য!!

অভাবের তাড়নায়, রোগ-শয্যায় বার্কিক্যাবস্থায় যখন যমযন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকি তখন আমার আসক্তির পরম আত্মীয়গণ স্নহহৃৎ রক্তলোচনে স্নমধুর ব্যঙ্গোক্তিতে কি চমৎকার মধু বর্ষণ করে! তথাপি তোমার প্রভাবেই আমি তাহাদিগকে না আকড়াইয়া থাকিতে পারি না।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত। যোরাঙ্কতি যমদূতগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তখনও যাবতীয় বিষয়ের সন্ধান দ্বারা আমি আমার স্নেহপুত্তলিগুলিকে অভিষিক্ত করিতে ব্যস্ত হই। তখন যদি আমার পরম বান্ধব আসিয়া বলে—“শেষ নিঃশ্বাস যে অতি নিকটে, ভগবানের নাম কর—অন্ততঃ

“হরে কৃষ্ণ” বল, তাহা হইলে তাহাকে বিরক্তির সহিত বলি—“অত কথা বলিবার সময় কোথায়?” সংসারের যাবতীয় বস্তুর সন্ধান দিতে সময়ের অভাব বা কষ্ট হয় না, যত কষ্ট ও সময়ের অভাব “হরে কৃষ্ণ” উচ্চারণে! এই কষ্টই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমি কি-প্রকারে কালের প্রভাবের অধীন থাকিব? এমন মনিবটী কোথায় পাইব? কালচক্র, তোমার নিকট মানব-মনীষা সর্বদাই পরাজিত।

—শ্রীযতুবরদাস ব্রহ্মচারী

আত্মার অবস্থা

জড়াসক্ত ব্যক্তির জড়ের প্রতি আস্থা বেশী। তাহাদের প্রবৃত্তি জড়গত। তাহাদের আশা-ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সবই জড়াশ্রিত। তাহারা যে যুক্তি অবলম্বন করে, তাহাও জড় বা প্রাকৃত। তাহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনও আত্মার সন্ধান দিতে পারে না। প্রাকৃত যুক্তি কি অপ্রাকৃতকে স্পর্শ করিতে পারে? অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? অতএব জড়বুদ্ধিধারা কি করিয়া বৈকুণ্ঠদর্শন করিবে? জাগতিক ব্যাপার যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বুদ্ধিধারা লক্ষিত হন না। আত্মা স্বপ্রকাশ। জড়জাত যুক্তিবৃত্তি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যুক্তি ভক্তির অনুগত হইলে তাহার কিছু মূল্য দেওয়া যাইতে পারে; নতুবা যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

আত্মা শুদ্ধচেতনতত্ত্ব। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ ভগবদিচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সংস্পর্ক সংঘটিত হইয়াছে। আনন্দই চেতন-সত্ত্বার পরিচয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের আনন্দাভাব, তাহা তাহার দণ্ডাবস্থা। শুদ্ধ আত্মার জড়সংস্পর্শে অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপা একটি চিদাভাসের উদয় হয়। আত্মার মুক্তি হইলে ঐ চিদাভাস আর থাকে না। আত্মাই জীব, চিদাভাস লিঙ্গশরীর এবং ভৌতিক দেহকে সুলশরীর বলা হয়। মরণান্তে সুলশরীর নষ্ট হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত লিঙ্গশরীর কৰ্ম ও কৰ্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস মন বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী, কিন্তু তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দ-স্বরূপ, শুদ্ধজীবের সত্তা সুল ও লিঙ্গদেহের সত্তা হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত চিন্তা দূর

না হইলে শুদ্ধ জীবসত্তার অনুভূতি হয় না। অহঙ্কার বা প্রাকৃত অভিমান থাকিলে মায়াতীত বস্তুর চিন্তা করা যায় না। মানুষ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। অসৎ বা অনিত্যবস্তুর চিন্তাই মনের ধর্ম। সাধুসঙ্গে মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্ব-দর্শনবৃত্তি দ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ-আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহার জড়াহঙ্কারের নিকট নিজ স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি দেন, তাহার যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তাও কিছুমাত্র অসুভব করিবার সামর্থ্য তাহাদের হয় না। শুদ্ধ আত্মার দ্বাদশটি লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্-হেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যানাবৃতঃ ।

এতৈর্দ্বাদশভিবিদ্যানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।

অহং মমেত্যসম্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ (ভাঃ ৭।৭।১২-২০)

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ত্রায় ক্ষণভঙ্গুর নহে, অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাবরহিত; এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম-ধর্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাবরহিত; ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা; আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে, কিন্তু উহার আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে; অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। সদৃক অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে; হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলত নহে; ব্যাপক অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্তা নাই, অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে; অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবৃত হয় না—এই দ্বাদশটি অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত ‘অহংমম’ ইত্যাদি অসম্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধাবস্থায়ই কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের ত্রিবিধ অস্তিত্ব দেখা যায়, যথা—শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলবস্তু সূক্ষ্মবস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু স্থূল

হওয়ায় শুদ্ধাঙ্গি অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আবার ভৌতিক অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাঙ্গিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কে আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেন না, আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ পায় না।

আত্মস্বরূপটী প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব! যেমন স্থূলদেহে করণসমূহ নিজ নিজ স্থানে মুক্ত থাকিয়া কার্য্যসম্পাদন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শস্বরূপ আত্মদেহেও প্রয়োজনীয় করণসমূহ জড় আছে। জড়দেহ ও চেতন দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী—চেতন জীব এবং দেহটী—স্থূলদেহ। অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু আত্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, কোন পার্থক্য নাই।

জীব ভগবদ্ধাস, ইহাই তাহার স্বরূপ-পরিচয়। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধ অহঙ্কার, শুদ্ধ চিত্ত এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল দেহী হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হয়।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই ভগবান্। জীব ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ, ভগবান্ অসামান্য চিৎ-স্বরূপ। ভগবৎ-স্বরূপটী শুদ্ধ আত্মার পরিদৃশ্য, পরম সুন্দর ও সর্বচিন্তাকর্ষক। ভক্তগণ তাহার সেই অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে নিত্য আকৃষ্ট।

ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ত্ব আর কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতঃপ্রোতভাবে আছে; যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ। মূলবস্তু এক অর্থাৎ ভগবান্। সমস্ত জগৎ ভগবানের শক্তিপরিণতি। জীব ও জড় ভগবচ্ছক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্নতত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদল্পগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিত্য আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণভাবে সর্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।

জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয় ॥

জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে ।
 আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ।
 তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ ।
 সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখসংঘটন ॥
 মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে ।
 তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥
 তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
 তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥
 তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে ।
 আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥
 নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।
 তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥
 আমি তব নিত্যদাস জানি নু এবার ।
 আমার পালনভার এখন তোমার ॥
 বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে ।
 সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে ।

জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ । অতএব পরমচৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় । জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়মুক্ত বস্তু নহে । পরমেশ্বর-কুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম । তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন বিষয়রোগে পর্য্যবসিত হইয়াছে । সংসঙ্গক্রমে পুনরায় ভগবদমুরাগী হওয়াই তাহার পক্ষে একমাত্র মঙ্গল । কারণ জড়ের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই । যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অপগতি মাত্র । ভগবৎকৃপায় মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই জড়-সম্বন্ধ যায় না । মুক্তির অন্বেষণ করিলে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসেই লাভ হয় । অতএব ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারহিত হইয়া ভগবৎকৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র কর্তব্য । নিজ চেষ্টায় পারমেশ্বরী শক্তি মায়ায় হাত হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন । যে সকল লোক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ায় হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন ।

ভগবানের পরা শক্তির ভাব তিন প্রকার—সন্ধিনি-ভাব, সছিদ-ভাব ও হ্লাদিনী-ভাব । এই শক্তির প্রভাবও তিন প্রকার—চিৎপ্রভাব, জীব-প্রভাব

ও মায়া-প্রভাব। শক্তির ভাব-প্রভাব-সংযোগক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ—এই বিচার হইলে পর বিশ্ব বন্ধনের কারণ হয় না। ভোক্তাভিमानে বিশ্বের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়াই জীবের সংসারদশা। ভগবৎ-পরিচর্যা বা ভগবানের অনুশীলন দ্বারা এই সংসার হইতে মুক্তি সম্ভব। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, তাহাই কৰ্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের প্রাপ্য কৰ্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের— তাহাই ভক্তাঙ্গানুষ্ঠান।

জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিং ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত যে নিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধ, তাহারই নাম প্রীতি। ভগবানের সেবানুষ্ঠান হইতে পরাজুখ হইলে জীব ভোগের অন্বেষণ করে। ভগবদাসী মায়া তাহাকে অপরাধী জানিয়া সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করেন। স্বধর্ম্মালোচনা করিতে করিতেই ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় স্বধর্ম্মালোচনা বিস্তৃত হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, সুস্থ ভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহা জাগিবে।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

গৃহ ও গৃহী

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

রাস্তার ধারে, হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয় বা যতক্ষণ না পিপাসা দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকে; তারপর আর কেহ সেখানে অবস্থান করে না, সকলেই চলিয়া যায়, তজ্জন্ত কেহ শোক করে কি? পথিকের মত সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন ব্যথা বা আপত্তি করে কি? কিম্বা অপরে তজ্জন্ত শোকপ্রকাশ করে কি? কিন্তু আমরা যে ঘরের কথা আলোচনা করিতেছি সেই ঘরে কিছু ভোগের জন্ত বা বিষয়তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত আসিয়া সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন আমরা চলিয়া যাই অর্থাৎ জীবাত্মা যখন ওই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন অপরে শোক করে কেন? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার জন্ত এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? এতদ্বিষয়ে আমরা কোনওদিন চিন্তা করিয়াছি কি?

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের কোন সঙ্গী, খেলার সাথী বা বন্ধু যখন বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী এই দেহটী পরিত্যাগ

করিয়া কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন তখন আমরা কাঁদি, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার সহিত এতদিন বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না বা তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি না ; পরন্তু গৃহকে গৃহী মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। তাই অবশেষে ক্রন্দনই আমাদের সম্বল হয় ! এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা কেন কাঁদি—আচ্ছা দেহটী মৃত্যুকালে যে-ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা ত প্রত্যহই ঐভাবে নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকিত। তখন আমরা কাঁদিতাম না কেন বা শোকে অধীর হইতাম না কেন ? কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে সে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা কহিবে আবার আমাদের চিন্তাবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের বিধান করিবে ; কিন্তু মরা দেহটী ত' আর উঠিবে না—আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আর করিবে না। সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগ হইবে না বলিয়াই আমরা কাঁদি ! গৃহী যতদিন থাকে ততদিন এই গৃহটী সচল থাকে, কষ্ট থাকে এবং চেতনের জ্বাষ প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই দেহ গৃহবাসী গৃহী জীব এই ঘরটী ত্যাগ করিবামাত্র এই ঘরের কোন মূল্য থাকে না, পরন্তু অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যবস্তু বলিয়া মনে হয় ; এমনি গৃহের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। তাই বলিতেছিলাম, ছায়ার জ্বাষ অনুগামী এমন অদ্ভুত গৃহ কি আর আছে ?

এই দেহ-গৃহের মধ্যে কে আছেন, যিনি থাকার দরুণ এই অচেতন দেহটী সচলতা প্রাপ্ত হইয়া এমনভাবে চলাফেরা করে—আমাদের সঙ্গে কথা কয়—আমাদের ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে ? আমরা তাঁহাকে কোনদিন দেখিয়াছি কি ? আমরা কি জানি, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান ? কে ? আমরা ত' তাঁহাকে দেখি না। কেবল ঘরটাই দেখিয়াছি বা দেখি। আচ্ছা তাঁহাকে দেখা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিবার জন্ত আমরা চেষ্টাও করিয়াছি কি ? তাঁহাকে জানিবার জন্ত কখন ইচ্ছা হইয়াছে কি ? এই দেহগৃহটী যে আমার ভালবাসার পাত্র নয়—গৃহী নয়, এ কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছি কি ? হায় দুর্দৈব ! কৃষ্ণবিশ্বতীর ইহাই পরিণাম ! দেহান্নবুদ্ধির ইহাই ফল ! মায়ার এমনি খেলা ! এসকল কথা শুনিয়া হয় ত' অনেকেই হতভম্ব হইয়া পড়িব ; এমনি আমাদের অবস্থা ! তাই বলি, আমরা কি চিরকাল স্বপ্নই দেখিব ? ঘুম কি আমাদের এই জন্মে ভাঙ্গিবে না ? এই মনুষ্য-দেহ-গৃহের মধ্যে থাকিয়া কি আমরা নিজেকে একজন মনুষ্যই মনে

করিব? গৃহীর সন্ধান না করিয়া—নিজের সন্ধান না করিয়া আমরা কি নির্দোষ বালকের মত পুতুল-খেলার জায় এই সংসার লইয়াই মাতিয়া থাকিব—নিজেকে জানিবার জন্ত কি একদিনও উৎসুক হইব না? আমরা অনেকে হয় ত' আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফল, এক টাকায় কত পরস, অমুক মন্ত্রী কয় কথা ইত্যাদি কতই না জানিবার জন্ত ব্যস্ত হই বা এই মানবজন্ম ব্যয়িত করি; কিন্তু উপরি উক্ত আসল কথা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হই কয়জন?

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটি ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত। আচ্ছা, এই চারিটি সুখ কি আমাদেরকেই ব্যস্ত করে? না, পশু-পক্ষীদিগকেও করে? আমরা সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করি; কিন্তু যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটি কার্য্য সমানভাবে থাকে তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের জোরে জয় করিতে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা শ্রেষ্ঠ? মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। কিম্বা বিজ্ঞাবুদ্ধি-বিবেকের জন্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যদি তাহাই হয় তবে বিজ্ঞাবুদ্ধি-বিবেকের বাহ্যচরীটা কোথায়, একের উপর অন্তের আধিপত্য বিস্তার—একজনকে ভোগের জন্ত অপরের আকাজক্ষা—একের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করাই কি এই বিবেকবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব? মানুষ কি এইজন্তই শ্রেষ্ঠ? না তা নয়; মনুষ্যজন্ম—নিজেকে নিজে জানিবার জন্ত—ভগবানের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্ত। সেইজন্তই বলি এই গৃহটি এক অদ্ভুত গৃহ! মজার গৃহ! নূতন ধরণের কথা-দেহ গৃহ! তাই বলিতেছিলাম এক মনুষ্য-দেহ অপর দেহ হইতে এমনি ভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিভাবে সন্নিবেশিত যে, জীবাত্মা এই দেহগৃহে প্রবেশ করিয়া বা বাসের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার আত্মপরিচয়লাভে সমর্থ হন—তাঁহার সহিত এই দেহের কি সম্বন্ধ, এই দেহের সহিত অপর দেহের কি পার্থক্য, তাঁহার নিত্য নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্য বান্ধব, কে তাঁহার নিত্য পিতা, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, তাঁহার নিত্য স্বভাব, নিত্য-ধর্ম, নিত্য কর্তব্য কি, তিনি কে, এই দেহ প্রাপ্তিতে অবগত হইয়া পরমার্থ বা পরমধন ভগবানকে লাভ করিবার সৌভাগ্য পান। তাই বলি, ভগবানকে পাইবার বা আত্ম-উপলব্ধি করিবার প্রধান আশ্রয় বা উপায় বলিয়া এই মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্য-

দেহরূপ এই অদ্ভুত গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা লক্ষ্য করি। আচ্ছা বলুন দেখি, ভগবানকে জানা ত দূরের কথা, এ সব কথা কি আমরা কোনদিন স্বপ্নেও শুনিয়াছি ?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা ত বেশ রঙ্গরঙ্গে মাতিয়াই রহিলাম। স্ত্রী পুত্র লাভের জন্ত বা তাহাদের ভরণ পোষণে বা তোষণের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি এবং ইহা করিয়া লোকের কাছে বাহাত্তরি লইতেছি। কিন্তু এমন একটি অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও তৎপ্রতি বা নিজের প্রতি আক্ৰেপণও করিতেছি না। হায়রে ছুর্দৈব! হায়রে আমার পোড়া-কপাল! মৃত্যু যে সন্নিহিতে! তাই বলি, আর কতদিন এমন করিয়া থাকিব? আচার্য্যের চীৎকার ও বিলাপ আমার কাণে কি পৌঁছিতে না? সেই আচার্য্যদাসাভিমানিগণের গগনভেদী আর্তনাদ,—‘জীব জাগ, জীব জাগ রব’—‘উঠ, উঠ আর ঘুমাইও না’ রব বা কাতরোক্তি আমাদের কর্ণ-কুহরে আসিয়াও কি সঞ্চলিত না হইয়া বাথিতান্ত্রিকরণে হতশ্রাণে ফিরিয়াই যাইবে? একদিন ত হঠাৎ এই ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে, একদিন ত এই সাধের জিনিষ সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে! তবে এখনও অলসভাবে বসিয়া কেন? হায়! হায়! আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না? হায়! হায়! এমন করিয়া কি পশুপক্ষিগণের মত জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব? ভবপারের নৌকাযুদ্ধে এমন একটি সুপটু দেহতরী এবং গোলোকাগত কক্ষপ্রেরিত গুরুরূপী নাবিকের সঙ্গ-লাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও আমরা নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকিব? এমন একটী সুহৃৎ ও পরমার্থদ অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও কি আমরা আমাদের নত্যা গৃহ বা নিত্য পিতার সঙ্কানে ইচ্ছুক হইব না, স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্ত, ভগবানের নিকটে ফিরিয়া গিয়া সানন্দে তাঁহার সেবা করিবার জন্ত কি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানাইব না? তাই বলি আত্মন, আমরা আজ সকলে মিলিয়া এই অদ্ভুত গৃহ ও এই অদ্ভুত গৃহীর অর্থাৎ আমরা নিজে নিজের সঙ্কানে বাস্তু হই এবং সদগুরু চরণাশ্রয়পূরক গুরুবাণী শ্রবণ করি ও কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি—

“কৃষ্ণনাম ভজজীব আর সব মিছে ; পলাইতে পথ নাই বম আছে পিছে।”

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্ত কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্ত

দুর্কাসনা নিগড়িতস্ত নিরাশ্রয়স্ত চৈতন্যচন্দ্র দেহি মে পদাবলম্বনম্ ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভ: রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

তেঘরিগাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া),

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮; ইং ৩৬৭১

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের
রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২২শে জুন, ১৯৭১)
মঙ্গলবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২রা জুলাই, ১৯৭১) সোমবার
পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন,
ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি
বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান
হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন।
এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও
বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-
সেবোন্মুখী স্মৃতি অঙ্কিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ
উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি


জ্ঞেয়্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিবাদান্ত বামন মহারাজের
নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ৭ই আষাঢ়, ২২শে জুন, মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীস মচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন, বুধবার—পূর্ক্সাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্তন-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। পূর্ক্সাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথাক্রম্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীষ মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত সংকীর্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন, শুক্রবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, সোমবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ক্সাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর সংকীর্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সংকীর্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, মঙ্গলবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যাহুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

স বৈ পুংলাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরমোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্যস্মা স্প্রসাদতি ॥

সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর । অত ধর্ম সুহৃৎপে পালে বেই ভদ্র ।
 অধোকমে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥ ইন্দি-কথায় বক্তি নৈলে গও সেই প্রম ॥

২৩শ বর্ষ { ক্রীবোদশায়ী, ৯ শ্রীধর, ৪৮৫ গৌরাক
 শনিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৭।১৯৭১ } মে সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোআমি-বিরচিতঃ

উৎখাদিরেণ নব-চন্দ্রবিরাজিতেন

রাগেণ তে বর-সুধাধরবিশ্বযুগে ।

গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেহস্মিন্

দংশং বিধাস্ততি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ ॥ ৪১ ॥

হে সুবর্ণাদি ! অভিনব কর্পূর সংযুক্ত উৎকৃষ্ট খদির রাগ দ্বারা আমি
 যাহাকে সুরঞ্জিত করিয়াছি এবং যাহা উৎকৃষ্ট অমৃতের ত্রায় উন্মাদক ও
 যাহাতে বিশ্বফলের সদৃশ শোভা বিস্তার হইতেছে, তাদৃশ তোমার গুণরূপ
 বিশ্বফলে কি শ্রীকৃষ্ণরূপ গুণপক্ষী দংশন করিবে ? ॥ ৪১ ॥

যৎ প্রান্তদেশ-লবলেশ-বিঘূর্ণিতেন

বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ ।

তৎ খঞ্জরীট-জয়িনেত্র-যুগং-কদায়াং

সংপূজয়িষ্যতি জনস্তব কঙ্কলেন ॥ ৪২ ॥

হে স্ববর্ণাগ্র ! যে নেত্রের কটাক্ষবিলাসের ঘূর্ণন বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে অত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণরূপ গজরাজ বদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে স্বীয় চঞ্চলতা গুণে খঞ্জন পক্ষীকেও পরাজিত করিয়াছে, এতাদৃশ তোমার নেত্রযুগলকে এই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি কবে কঙ্কল দ্বারা ভূষিত করিব ? ॥ ৪২ ॥

যস্ত্রাক্ষরঞ্জিত-শিরাস্তব মানভঙ্গে

গোষ্ঠেন্দ্রসূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি ।

লাক্ষারসঃ স চ কদা পদরোরধস্তে

ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্যতীহ ॥ ৪৩ ॥

হে রাধিকে ! তোমার মানভঞ্জন সময়ে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার চিহ্ন দ্বারা মস্তক রঞ্জিত করিয়াছিলেন তাদৃশ লাক্ষারস (আলতা) আমাকর্তৃক তোমার পাদদ্বয়ের নিম্নে অপিত হইয়া কবে সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিবে ? ॥ ৪৩ ॥

কলাবতি নতাংসয়োঃ প্রচুর-কামপুঞ্জোজ্জ্বলং-

কলানিধি-মুরদ্বিষঃ প্রকটরাস-সন্তাবয়োঃ ।

ভ্রমদ্ভুমরবাক্কতৈর্মধুরমল্লিমালাং মুদা

কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দোবি দাসীজনঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কলাবতি দেবি রাধিকে ! যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ রাসলীলা-রস সম্মেলন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কন্দর্প ক্রীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণও উজ্জ্বল কলানিধিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমার নতকঙ্কদেশে আমি কবে ভ্রমদ্ভুমর বাক্কতিবিশিষ্ট সেই মধুর মল্লিমালা দাসীর হস্তে অর্পণ করিব ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্যায় সূর্য্যমণিনির্মিতবেদি-মধ্যে

মুগ্ধাঙ্গি ভাবত ইহালিকুলৈবৃত্তায়াঃ ।

অর্ঘং সমর্পয়িতুমুৎকথিয়স্তবারাং

সজ্জানি কিং সুমুখি দাস্ত্যতি দাসিকেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

হে স্মৃতি! হে মুক্তাঙ্গি রাধিকে! সূর্য্যকান্তমণি খচিত বেদি মধ্যে
ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদানের নিমিত্ত তুমি যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা
হইয়া থাকিবে এবং সখীসকল যখন তোমার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া
থাকিবে, তাদৃশকালে এই দাসী কি পূজোপহার দ্রব্যসকল তোমার নিকটে
অর্পণ করিবে? ॥ ৪৫ ॥

ব্রজপুরপতিরাজ্ঞা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্ম
বহুবিধমতিযত্নাং স্নেহ পঙ্কং বরোরু ।
সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তৈ-

র্মধুমথন-নিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে! নন্দরাজমহিষী যশোদা দেবীর অমুমতিবশতঃ তুমি
নিজে বহুবিধ স্মৃতিষ্টে অন্ন অর্থাৎ লড্ডুক পিষ্টক পায়সাদি অতি যত্নসহকারে
পাক করিয়া নিজ সখীবৃন্দ ললিতাদির অথবা মাদৃশ রতিমঞ্জরী প্রভৃতির হস্ত
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কি যশোদার নিকট অর্পণ করিবে ॥ ৪৬ ॥

নীতান্ন-মদ্বিধললাটতটে ললাটং

প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী ।

প্রেম্না প্রসূরিব ভবংকুশলশ্চ পৃচ্ছাং

ভব্যে বিধাশ্রুতি কদা ময়ি তাবকত্বাং ॥ ৪৭ ॥

হে মঞ্জলশালিনি রাধিকে! আমি অনাদি ভোজ্য বস্তুসহ ব্রজরাজরাজ্ঞী
যশোদার নিকট উপস্থিত হইলে, ঐ যশোদা দেবী “এ রাধার সখী” এই জ্ঞানে
নিজ জননীর আশ্রয়ে প্রকাশপূর্ব্বক ললাটে ললাট দিয়া হুঁটা হওত আমাকে
কবে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন? ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণবস্ত্রান্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাং ।

দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেহগ্রতঃ ৪৮ ॥

হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ অর্দ্ধভুক্তবস্ত্র, ধনিষ্ঠা সখী
পরমাদরপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিলে ঐ অপিত বস্ত্র আমি কি তোমার অগ্র
লইয়া আসিব? ॥ ৪৮ ॥

নানাধৈরমৃতসার-রসায়নৈস্তৈঃ

কৃষ্ণপ্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ ।

হা কুঙ্কমাঙ্গি ললিতাদি-সখীবৃতা ত্বং

যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া ৪৯ ॥

হে কুঙ্কম লিপ্তাঙ্গি! ললিতাদি সখীগণকর্তৃক তুমি যৎকালীন পরিবেষ্টিতা হইয়া থাকিবা, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সংযুক্ত ও অমৃততুল্য সুস্বাদু এবং নানাবিধ ভোজ্য ও পানযোগ্য বস্তু সকল এই বন্দাবনে অত্যন্ত যত্নসহকারে আমি কি তোমাকে ভোজন করাইব? ॥ ৪৯ ॥

পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি-

কপূর-বাসিততরং তরলাক্ষি দত্তা ।

কালে কদা তব ময়াহ্চমনীয়হৃদন্ত-

কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ং ॥ ৫০ ॥

হে চঞ্চললোচনে! পানার্থ নবপাটলাদিসমুত্ত কপূর দ্বারা মধুর জল অর্পণ করিয়া প্রণয়বশতঃ কবে আচমনীয় দন্তকাষ্ঠাদি তোমাকে প্রদান করিব? ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

জীবের বিমুখতায় দুঃখ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১

৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্ৰহেষু.

* * * * *

শ্রীমান্ * * অতি সুবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পাবেন : কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

“দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোবে,

ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।”

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * *—যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি কতই

না ‘কল্যাণকল্পতরু’ গান করিয়াছেন ; কিন্তু সকলই ভ্রমে ঘূতাহতি হইল ! আমি মুঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গলে তাঁহার এই অধঃপতন । তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না ! তিনি পুনরায় সংকল্পের আবাহন করিলেন ! “গোপীনাথ, ঘুচাও সংসারজালা । অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরম-মালা ॥”—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পূর্ব হইতেই pre-arranged করিয়া ডুবিলেন । আলালনাথের সেবার পরিবর্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে ।

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করতে গিয়া আমরা এখন কি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্যের কারক অন্তত নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল ভাবে না পারিলেও মন্দ ভাবে কার্যটি সমাধা করিতে পারিবে,—যেমন শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে ।

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল ! তিনি ‘নদীয়াপ্রকাশ’, ‘হারমনিষ্ট্’ প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না । তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন । কাগজখানি যখন আমাদের কক্ষের হইবে, তখন গোড়ীয়সজ্জ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে । পক্ষান্তরে গোড়ীয়সজ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বহির্নুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে । তজ্জন্ত “The Message” নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি । কু— বলেন, “Gaudiya Messenger” নাম দেওয়া যাক্ । কিন্তু আমার মতে, হয় “The Gaudiya”, কিম্বা “The Messenger” নাম alternative suggestion. তিনি এখনই ক দিতে চান । আমি সেই প্রকার ব্লক দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নহি । তবে নামের ব্লক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে । “The Gaudiya” অক্ষরাত্মক ব্লক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় ‘গোড়ীয়’, ইংরাজী ভাষায় “The Gaudiya” হইতে পারে ।

* * * * *

গতকাল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল । * * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্তব্য কার্য্য করিলাম । এখন কক্ষের ইচ্ছা, তিনি যাহাকে যখন ষ্ঠরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই

স্বীকার্য। লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্হভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমত্য়র অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডতীরে রাস, কুণ্ডতীরে বাস প্রভৃতি ভাল না লাগায় অরিষ্ট-ভীতি-প্রভাবে আরিট্ গ্রামে যাইবার পূর্বেই সে গৃহব্রত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল! * * *

নিত্যাশীষাদক--

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনশ্চ—শ্রীযোগপীঠের নূতন শ্রীমন্দিরের plinth গাঁথা আজ হইলৈই শেষ হইবে। সূতরাং ইঞ্জিনিয়ার বাবুর ও অশ্রাজ্জ দ্রব্যের আগমন এখনই প্রয়োজন, এ কথা সখীবাবুকে জানাইতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

(সমন্বয়বাদ)

১। পূর্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে?

“সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি জানি তুমি আত্মগুঢ়ি,
করিবারে হৈল সাবধান।

না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥”

—‘উপদেশ’,—১৭ কঃ কঃ

২। সমন্বয়বাদিগণের জল্পনা কল্পনা কিরূপ? নবগৌরাস্বাদীরা কিরূপে দীক্ষিত হইল?

“যিনি চারিশত বর্ষপূর্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্তে সন্ন্যাস-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম জ্ঞান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদ্ভিত হয়। * * বিগত বৎসরে শ্রীমন্নহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন।

কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন ; বাকি যাহারা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাজপ্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা ! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদার আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।”

—‘নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা’, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।২

৩। প্রকৃত পরমহংস কাঁহারো এবং তাঁহাদের আচরণ কিরূপ ?

“অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্বাহপূর্বক সমুদ্র অস্তঃকরণে কৃত্তিকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল লোকের দিবাচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে ‘সমন্বয়যোগী’ বলিয়া জানেন, যাহারা অনাজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন : কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশী বিদেশীয় সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পারচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পরমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।”

—‘উপক্রমণিকা’, কৃঃ সং

৪। ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনার দৃষ্ট হয় কেন ?

“যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। ‘সমশীলা ভজন্তি বৈ’—এই ত্রায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্তবস্তু এক বৈ দুই নহে।”

—‘শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১১।৩

৫। নিরপেক্ষতা কি ভক্তিবিশেষ ? তদ্বারা কি সৎস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায় ?

“নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে ? যে যাহাতে

নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভাল মনের বিচার কি? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভক্তনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিম্পৃহ পরমহংস—এ দুয়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুই এক! অতএব সদস্তু-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অনিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না; বরং সংসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য।”

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ২।৬

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদগুরু ওঁ বিশ্বূপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
ত্রিসত্ত্বতীতম আনির্ভাব-বাসরে
প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
যে নাম প্রবনে হয় পাপ বিমোচন ॥
জয় জয় শ্রীআচার্য্য পতিতপাবন ।
যে নাম শ্রবণে ঘুচে সংসার-বন্ধন ॥
শ্রীগুরুপূজায় (সেই) তিথি হয় সুবিস্তার ।
কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি নাম হইল যাঁহার ॥
হেন শুভদিন কভু না হ'বে আমার ।
ভক্ত সঙ্গে গুরুপূজা গুরুসেবা আর ॥
গুরুপূজা, ব্যাসপূজা নহে ত' অভিন্ন ।
গুরুপূজায় ব্যাসদেব হ'ন প্রসন্ন ॥
ব্যাস-গুরু যেই জন ভিন্ন করি মানি ।
ব্যাসপূজা গুরুপূজা সব তার হানি ॥

গুরুপূজা ত্যাজি করে কৃষ্ণের পূজন ।
 তাতে কৃষ্ণপূজা সেবা না হয় কখন ॥
 কৃষ্ণকৃপা লাভিবারে আশা যদি হয় ।
 শ্রীগুরুকৃপা অগ্রে লাভ করিতে হয় ॥
 গুরু-কৃষ্ণ এক হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
 গুরুরূপে কৃষ্ণ সदा বিরাজ ভুবনে ॥
 গুরুসেবা বিনা কিছু নাহি ভাবি আর ।
 গুরুপূজি চিন্তি যেন সততঃ প্রকার ॥
 জন্মে জন্মে এই আশা করি নিরন্তর ।
 গুরুর আদেশ যেন পালি অনিবার ॥
 মায়ার সংসারে মুঞি লভিয়া জনম ।
 মায়া-সেবা ত্রিন্ন না রহিল ধরম ॥
 স্বরূপে কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেলাম ।
 মায়ার মোহেতে সदा মগ্ন রহিলাম ॥
 সংসার-সমুদ্র বড় অকুল পাথার ।
 কর্ণধার গুরু তুমি মোরে কর পার ॥
 সংসার জিনিতে মোর অন্য গতি নাই ।
 গুরু তুমি একমাত্র অগতির ঠাই ॥
 অন্ধ জনের কি শক্তি, পথ চলিবারে ।
 যষ্টি যদি সহায়তা না করে তাহারে ॥
 সেই মত মায়াবদ্ধ মোর গতি হয় ।
 গুরুকৃপা বিনা মায়া নাশ নাহি হয় ॥
 ত্যাজিয়া কৃষ্ণসেবা মায়ারে করি আশ ।
 মায়াপাশে গড়ে জীব কন্ম বন্ধ ফাঁশ ॥

ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় কৃষ্ণের সেবনে ।
 কৃষ্ণসেবা নাহি হয় গুরুসেবা বিনে ॥
 সূর্যালোকে বিশ্ব যেন তমসা হারায় ।
 (সেইমত) গুরুকৃপায় জীবের পাপ দূরে যায় ॥
 গুরুর অশেষ শক্তি কে বুঝে তায় ।
 যে-শক্তির বলে পঙ্গু গিরিও লজ্জায় ॥
 অসীম শক্তি গুরুর অপার মহিমা ।
 পুরাণাদি বেদে যার দিতে নারে সীমা ॥
 মুণ্ডী অতি মন্দমতি ভক্তিহীন ছার ।
 গুরু-চরণ পূজিতে কি শক্তি আমার ॥
 সূর্য্যরশ্মিতে যেমন সূর্য্য দৃষ্ট হয় ।
 গুরুকৃপাতে তেমন গুরুপূজা হয় ॥
 হে প্রভো ! তব পূজায় কি সাধ্য আমার ।
 তুয়া কৃপা বলে তোমা নমি বারবার ॥
 অধম বলে ঘৃণা না করহ আমায় ।
 বৈষ্ণবসনে তুয়া সেবা (যেন) করিবারে পায় ॥
 কীট জন্ম হ'উ যথা তুয়া পদ আশ ।
 একমাত্র আশা মোর হৃদে কর বাস ॥
 সর্ব্বশেষে বন্দি আমি বৈষ্ণব-চরণে ।
 এ' অধমে দয়া কর শ্রীগুরুসেবনে ॥

গুরুকৃপালেশপ্রার্থী—

দীনহীন

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৮)

শ্রী প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

ততো দিদুরাং পরিত্যক্ত্য দৈত্যা

দৈতেষু সঙ্গং বিষয়ান্নকেষু ।

উপেত নারায়ণমাদিদেবং

স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোহপবর্গঃ ॥ (ভাঃ ৭।৬।১৮)

হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়ান্নক দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। তিনি নিঃসঙ্গ মুনিগণের অভিষ্ট মোক্ষ। এতলে নারায়ণকে যে মোক্ষরূপে নির্দেশ, তাহা তদীয় সাক্ষাৎ-কারেই পর্য্যবসিত। সেই সাক্ষাৎকার সংসার ধ্বংসপূরক পরমানন্দ প্রাপ্তি করায়। তাঁহার সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল নারায়ণের অস্তিত্ব মাত্র মোক্ষ সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ভজন করা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতেও পাওয়া যায়,—

সত্যাশিষো হি ভগবন্তুব পাদপদ্ম-

মানীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ ।

অপ্যেবমর্ঘ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্

বাস্ত্রেব বৎসকমশূগ্রহকাতরোহস্মান্ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১৭)

হে ভগবন্, পুরুষার্থ পরমানন্দই যাহার মূর্তি, সেই আপনার পাদপদ্মের আশিস্ রাজ্যাদি হইতে অধিক পরমার্থ ফল। তাহা কাহার? আপনিই পুরুষার্থ, ইহা জানিয়া যাহারা নিকামভাবে নিরন্তর ভজন করেন, তাহাদের। আপনি যদিও এইরূপ, তথাপি হে স্বামিন্, দীন সকাম আপনি আমাদিগকে পরিপালন করেন। হিতসাধন করিবার জন্ত ব্যাকুল গান্ধী যেরূপ নিজ বৎসকে দুগ্ধ পান করায়, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, আপনি তদ্রূপ কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। এতলে ভক্তিমাধুর্য্যাস্বাদন দুগ্ধপান সদৃশ, আর ভক্তিবিল্ল হইতে রক্ষা—ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষার তুল্য।

যে সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার—অন্তরাবির্ভাব-লক্ষণ ও বহিঃসাক্ষাৎকার।

শ্রীনারদ বেদব্যাসের নিকট বলিয়াছিলেন,—

প্রগায়তঃ স্ববীৰ্য্যানি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ ।

আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৪)

যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থস্বরূপ এবং যিনি নিজ যশঃ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন সময়ে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হন। ইহা অন্তঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত।

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—

ন যস্তা চিন্তাং বহিরর্থবিভ্রমং

তমোগুহায়াঞ্চ বিত্তুদ্ধমাবিশং ।

যত্ত্বক্তিয়োগাৎ গৃহীতমঞ্জুসা

মুনিবিচাষ্টে নহু তত্র তে গতিম্ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৯)

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে কুদ্ভগীতে উক্তি—যাঁহার বিত্তুদ্ধ চিন্তা বাহ্যবিষয়ে ভ্রান্ত না হয়, তমোগুহায় প্রবেশ না করে, সেই মননশীল ব্যক্তি তাদৃশ চিন্তে আপনার গতি দর্শন করেন। প্রথমতঃ এই বিত্তুদ্ধি কিরূপে ঘটে, তাহা বলিতেছেন,—

অথানথাণ্ডেহ স্তব কীৰ্ত্তিতীর্থয়ো-

রন্তর্কহিঃস্মানবিধূতপাপানাম্ ।

ভূতেষু ক্রোশস্তু সত্বশীলিনাং

শ্রাৎ সঙ্গমোহুগ্রহ এব নস্তব ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৬৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের ব্যাখ্যা—শ্রীভগবানের সাধুগণের (ভগবদুভক্ত সঙ্গ হইতেই চিন্তা বিশেষরূপে শুদ্ধ হয়। প্রচুর সাধনানুষ্ঠান করিলেও যতদিন সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, ততদিন চিন্তা সর্বভোক্তাবে নিম্নল—বাসনাশেষরহিত হয় না। যাঁহারা অতি তুচ্ছ বোধে মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিলে চিন্তা বিত্তুদ্ধ হয়। তাহাতে শ্রীভগবানের লীলালাবণ্য অন্বেষিত হয়। একান্ত বিত্তুদ্ধ চিন্তা কিরূপ, তাহা জানাইতেছেন—যাঁহার চিন্তা বহিরঙ্গে বিভ্রম অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্মরণকালে বিষয় ভাবনায় চঞ্চল করেন, যাঁহার চিন্তা তমোগুহা-নিদ্রারূপ স্বপ্নের প্রবেশ করে না অর্থাৎ শ্রবণস্মরণাদিকালে তন্দ্রাবৃত্ত হয় না, তাহাই বিত্তুদ্ধচিন্তা। ইহার হেতু ভক্তিযোগ। সেই বিত্তুদ্ধচিন্তা ব্যক্তি মননশীল হইয়া শ্রীভগবানের গতি-চেষ্টা-লীলালাবণ্যাদি দর্শন করেন।

দশনামাপরাধ ভক্তি-অপরাধ। যতদিন অপরাধ থাকে, ততদিন ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন না। অপরাধসকলই লয়বিক্ষেপের হেতু। প্রগাঢ় সাধনা ভনিবেশ বা মহৎকৃপায় অপরাধ দূর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্ন হইয়া

কৃপা প্রকাশ করেন। ভক্ত্যভ্যুৎসাহিত্যে যেমন অন্তঃসাক্ষাৎকার সম্ভব, তাদৃশ চিত্তে বহিঃসাক্ষাৎকারও সম্ভব। শ্রীভগবানের উক্তি—

হস্তাশ্মিন্ ভূম্নানি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহাৰ্হতি ।

অধিপককষায়াণাং হৃদিশোহহং কুযোগিণাম্ ॥ (ভাঃ ১৬।২২)

(দাসীপুত্ররূপী) দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ ! এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের কষায় দগ্ধ হয় নাই, এমন কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পার না।

কেবল শুদ্ধচিত্ততাই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নহে ; ভগবত্তত্ত্ব-বিশেষ দ্বারা আবিষ্কৃত শ্রীভগবানের ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাপ্তি প্রকাশই কৃপাযোগ্যতা। সেই শক্তি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহস্থিচ্ছিত্তে সৰ্বসংশয়ঃ ।

ক্ষীয়েন্তে চাস্মা কৰ্ম্মাণি দৃষ্টে এবাত্মনীশ্বরে ॥ (ভাঃ ১৬।২১)

ভগবত্তত্ত্ব মুক্তমঙ্গলবাক্তির আত্মায় দীপ্য দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপে হৃদয়-গ্রহি ভাঙ্গিয়া যায়। সৰ্বসংশয় হিন্ন হয় ত্রয় নিখিল কৰ্ম্ম ক্ষয় হয়। বহিঃ-সাক্ষাৎকারেও চিত্তকেতুর উক্তি,—

নহি ভগবত্ত্বটিতমিদং ত্বদর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।

যন্মামসকুৎ শ্রবণাৎ পুঙ্কশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

হে ভগবন্, আপনার দর্শনে মানবগণের অখিল পাপক্ষয় হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। আপনার নাম একবার শ্রবণ করিলে পুঙ্কশও (১৬।৪৪) সংসারবন্ধন হইতে পরিজ্ঞান পায়।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রহ্লাদের প্রতি উক্তি,—

মামপ্রণীত আয়ুশ্চান্ দর্শনং তুল্লভং হি মে ।

দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জঙ্ঘরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥ (ভাঃ ৭।৯।৩)

হে আয়ুশ্চান্, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি সম্পাদন না করে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন তুল্লভ। আমাকে দর্শন করিলে কেবল মনোরথ অপূর্ণ থাকিল বলিয়া শোক করিতে হয় না।

শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতদেব-বাক্যও তদ্রূপ,—

স ত্বং শাধি ষড়্ভূত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম হে ।

এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ব্যনক্ষগোচরঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৬।৪৯)

হে দেব, আমরা আপনার ভূতা, আমরাদিগকে শিক্ষাদান করুন—আপনার কি কার্য্য করিব। আপনি নয়নগোচর হইলে মনুষ্যাগণের ক্লেশের অবসান ঘটে। অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ জীব ভোগ করে। এইসকল ক্লেশে চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকে, ভগবৎসাক্ষাৎকারে চিত্ত সম্যক্ বিত্ত্ব হইয়। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশে সম্যক্ চিত্তবৃত্তি হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য জীবের ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান করে অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় মনে হয় প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি ; বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি নিজের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ দ্বারা ই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয়সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া এইরূপ মনে হয়। লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে, অগ্নির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ দগ্ধ করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশের তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তত্ত্বজ্ঞিবিশেষ-আবিষ্কৃত তদীয় ইচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের মুখ্য যোগ্যতা বলিয়া নির্দিষ্ট।

এম্বলে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশের দুইটি হেতু—ভক্তিবিশেষ ও ভগবদ্ভিচ্ছা। ভগবদ্ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশ পায় বলিয়া ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে ; আর যখন শ্রীভগবান্ যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাপ্রকাশ প্রকাশের ইচ্ছা করেন, তখন ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। স্বপ্রকাশতাপ্রকাশবিষয়ে ভক্তির অপেক্ষার কথা,—

তচ্ছুদ্ধবান্ মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তযা।

পশুন্ত্যাত্মনি চাত্মনং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধালু মনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীত-ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন। আর তদীয় ইচ্ছার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মৈতি শব্দিতং।

বেৎশুশ্রুতগৃহীতং মে সংপ্রপ্নৈবিরতং হৃতি ॥

(ভাঃ ৮।২৪।২৩)

আমার মহিমা পরব্রহ্মকে অভিহিত। তুমি সম্যক্ প্রশ্ন করিয়াছ এতন্ত আমার অন্তর্গত হৈ তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত তাহা অনুভব করিবে।

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবনীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

তমূতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ।

(শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে)

শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় নিজ শক্তিদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন । সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ? শ্রুতিতেও উক্তি—

“ষমেবৈষ যুগ্মতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিবুধুভে তনুং স্বাম্ ।”

বাঁহাকে তিনি নিজ দর্শনের জন্ত বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন । এই আত্মা তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন । এখানে ভগবদিচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাপ্তি প্রকাশই সাক্ষাৎকারের হেতু হইলেও দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় গুণের প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা আছে ।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবান্ কে ?

(পৌরানিক উপাখ্যান)

এক সময় খ্রীসরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ মিলিত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন । তাঁহারা অবসর সময় নানাবিধ পারমার্থিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন । বহু দেব-দেবী রহিয়াছেন । ইঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ কে ? — এই প্রসঙ্গ লইয়া মুনিগণের মধ্যে একদিন আলোচনা আরম্ভ হইল । দেব-দেবীগণের মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই তিনজন প্রধান বা শ্রেষ্ঠ,—এ বিষয়ে সকলেই একমত । কিন্তু এ তিনজনের মধ্যে পরমেশ্বর বা ভগবান্ কে ? — এই লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল । কেহ বা নানা যুক্তি বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাকেই পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন । কেহ বা শিবজীকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কেহ বা বিষ্ণুই ভগবান্—এ কথা বলিলেন । সকলেই তর্কে পটু । কেহই কাহারও কথা মানিতে নারাজ । তর্কের ত কোন প্রতিষ্ঠা নাই । বেদান্ত-সূত্র বলেন—“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” — অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু মীমাংসা হয় না । মহাভারতও বলেন,—

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্ষশ্চ মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গম্যঃ সম্ভবঃ ॥

অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু জানা যায় না, কেন্দ্রাদি শাস্ত্রও দুর্বধিগমা, নানা মুনির নানা মত এবং ধর্মের তত্ত্বও গূঢ়রূপে বিদ্যমান। তাহা চাইলে পরমার্থ নির্ণয়ের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীনারদ-বাসুদেব-প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন—বাহ্য আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন সেই পথই পথ।

তাই মুনিগণ ‘ভগবান্ কে’? —এ বিষয়ে তর্কের দ্বারা কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাজনশ্রেষ্ঠ শ্রীভৃগুকে এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্ত নিবেদন করিলেন। ভৃগু নিজের জ্ঞাত থাকিলেও তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্ত কহিলেন,—আমি এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া আসিয়া বলিব।

ভৃগু প্রথমে সতালোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরীক্ষার জন্ত প্রশ্নামাদি পুত্রোচিত বিনয় ব্যবহার না করিয়া ব্রহ্মার সমীপে দান্তিকের ভায়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপ দেখিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে ভৃগু তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভৃগু চলিয়া গেলে যতই হউক পুত্র ত,—তাই আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন—এই বলিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মার চরণ ধারণ করিয়া বুঝাইলে ব্রহ্মা পুত্রস্নেহে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

শ্রীশিবজী কৈলাসে পার্বতীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। দূর হইতে ভৃগু-মুনিকে দেখিয়া আশ্চর্যজনপূর্বক অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু শিবজীর তত্ত্ব জানিয়াও পরীক্ষার নিমিত্ত কহিলেন—

“মহেশ, পরশ নাহি কর ।

যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥

যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার ।

ভস্মাস্থিধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥

তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায় ।

দূরে থাক, দূরে থাক, ওহে ভূতরায় ॥”

—এই কথা শুনিয়া শিবজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শূল লইয়া ভৃগুকে মারিতে উদ্যত হইলেন। পার্বতীদেবী তখন শিবজীর চরণে পতিত হইয়া মধুরবাক্যে

কোনরূপভাবে শিবজীকে শাস্ত করিলেন। ভৃগু শিবজীর ব্যবহার দেখিয়া তখন বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করিলেন; ভগবান্ পুষ্পবিন্দুগীর্ণ রত্নপালঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভৃগুমুনি যাইয়া হঠাৎ শ্রীহরির বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জগদগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণি অবজ্ঞারূপং মানসমপরাধং কৃত্বা তত্র রজোগুণং দৃষ্ট্বা তং পরীক্ষয়া বস্তুতত্ত্বনুত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা ততোহপি শ্রেষ্ঠে মহেশ্বরে মানসাদধিকং বাচিকমপরাধম-
করোৎ। মহেশ্বরে তমোগুণং দৃষ্ট্বা তমপি পরীক্ষয়া বস্তুতত্ত্বনুত্তীর্ণং দৃষ্ট্বা ততোহপি অতি শ্রেষ্ঠে বিষ্ণৌ বাচিকাদাপাধিকং কাযিকমপরাধমকরোৎ।
পুষ্পপর্যাক্ষোপরিশয়ানমপি তত্রাপি শ্রিয়ঃ স্বপত্ন্যা উৎসঙ্গে, তত্রাগতা বক্ষসি,
তত্রাপি পদা ন তু হস্তাদিনেত্যপরাধাবধিঃ কৃতঃ।” (ভাঃ ১০।৮৯।৫-৮ টীকা।)

অর্থাৎ ভৃগু ব্রহ্মার নিকট অবজ্ঞারূপ মানস-অপরাধ করিয়া ব্রহ্মাতে রজোগুণ দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় অহুত্তীর্ণ জানিলেন। তৎপরে ভৃগু ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাদেবের নিকট মানস অপেক্ষা অধিক বাচ্য দ্বারা অপরাধ করিলেন। শিবজীতে তমোগুণ দেখিয়া তাঁহাকেও বস্তুতঃ অহুত্তীর্ণ জানিয়া তাহা অপেক্ষাও অতি শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট বাচিক অপেক্ষাও অধিক কাযিক (শরীর দ্বারা) অপরাধ করিলেন। তাহাতে আবার পুষ্পপর্যাক্ষোপরি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন অবস্থাতে ভৃগু গিয়া একেবারে বক্ষস্থলে (তাহাতে আবার হস্তাদি দ্বারা নহে) পদ দ্বারা আঘাত করিয়া যারপর নাই এইরূপ চরম অপরাধ করিলেন।

ইহাতেও ভগবান্ ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তিনি নিজেকে অপরাধীর জ্ঞান মনে করিয়া সসন্ত্রমে লক্ষ্মীর সহিত উত্থিত হইলেন। ভৃগুর চরণ ধৌত করতঃ উত্তম আসনে বসাইয়া ভগবান্ বিনয়ের সহিত কহিলেন,—
“হে মুনিবর, আপনার গুণাগমন জানিতে না পারিয়া অভ্যর্থনাদি করিতে পারি নাই। তাই আমার অপরাধ হইয়াছে। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পদধৌত জল তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকে। আপনার পুণ্য পাদোদক লাভ করিয়া আমি এবং আমার মধ্যে স্থিত লোক-পালগণ সহিত ব্রহ্মাওসকল পবিত্র হইল। আপনার শ্রীচরণচিহ্ন আমি সানন্দে নিত্যকালের জন্ত আমার বক্ষস্থলে রাখিলাম।”

ভৃগু প্রভুর এইরূপ বিনয় ব্যবহার এবং তাঁহাকে কাম-ক্রোধাদির লেশশূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আর মন্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল, চক্ষু হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইল। ভগবানকে স্তুবাদি করিতে ভৃগু সমর্থ হইলেন না। এইরূপ অবস্থায় ভৃগু ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে মুনিগণের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

ভৃগুকে দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দে ও উৎকর্ষার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর বলুন, আপনি পরীক্ষা করিয়া কি দেখিলেন? বলুন, ভগবান্ কে? আপনার বাক্যই আমাদের পরম গ্রহণীয়। তখন ভৃগু ব্রহ্মা, শিব এবং শ্রীহরির ব্যবহার বর্ণন করিয়া সার কথা বলিলেন—

“সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।

সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥

সবার অধ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।

ব্রহ্মা শিব করেন বাহার অধিকার ॥

কর্তা হর্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।

নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥

ধর্মজ্ঞান পুণ্যকীর্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।

আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥

সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।

অতএব গাও ভজ' কৃষ্ণের বিজয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম)

ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের সন্দেহ দূরীভূত হইল। শ্রীহরিই যে সকলের অধীশ্বর ভগবান্—ইহা জানিতে পারিয়া মুনিগণ কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত ভৃগুকে পূজা করতঃ কহিলেন,—“আপনি আজ আমাদের মহাসংশয় দূরীভূত করিলেন। আপনারই হুগ্রহে আমরা কৃতার্থ হইলাম।”

ইথাঃ সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তরে।

পুরুষস্ত পদান্তোজসেবয়া তদগতিং গতাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।৯০)

সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয় নিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বোক্তরূপ বাস্তব সিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ শ্রীহরির সেবা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন।

এই উপাখ্যানটী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে আছে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই উপাখ্যানটী শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৯ম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন—পরীক্ষা করিবার কি অন্য কিছু উপায় ছিল না যে ভৃগু ভগবানের বক্ষস্থলে চরণপ্রহার করিলেন ? তিনি কি করিয়া অন্ত বড় দুঃসাহসের কৰ্ম করিলেন ?

ইহার উত্তরে জগদগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—
“ভগবন্তীলাবিনোদসুত্রধারনস্তিতস্ত ভৃগোরেতৎ কৰ্ম্মণি নাপরাধো বাচ্যঃ ইতি
প্রাঞ্চঃ।” —(ভাঃ ১০।৮৯।১২-১৪ টীকা) অর্থাৎ ভগবানের লীলাশক্তিকর্তৃক
প্রেরিত হইয়াই ভৃগু এইরূপ করিয়াছেন। তাই তাহার কোন অপরাধ নাই
—ইহাই প্রাচীনগণের মত।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।

ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥

যাহা করিলেন সে তাহার কৰ্ম্ম নয়।

আবেশের কৰ্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।

করাইলা ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ॥

জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কৰ্ম্ম কভু নয়।

কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ)

আর একটি প্রশ্ন—সর্ব্বজ্ঞ জগদগুরু ব্রহ্মা-শিবও এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন
কেন ? ইহার উত্তরেও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

বিরিক্ত শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণ জয়।

ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥

ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণ জয়।

কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

আরও একটি প্রশ্ন—পরম ভক্ত জগদগুরু শ্রীশিবজীর ভস্ম ও অস্থি ধারণ
প্রভৃতি আচরণ কেন ?

ইহার উত্তরে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপরি-উক্ত এ ই
বাক্যই আমাদের স্মরণীয়। যথা—

“অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার ।

ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥”

ভগবৎপার্বদ জগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুভূত শ্রীবৃহত্তাগবতামৃত
গ্রন্থে দেখিতে পাই ; ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাঙ্করসেনোন্মাদিতঃ সদা ।

অবধারিতসর্কার্থপরমৈশ্বর্য্যভোগকঃ ॥

অস্মাদৃষ্টো বিষয়িনো ভোগাসক্তান্ হসন্নিব ।

ধুতুরাকাস্থিমালাধুগ্নগ্নো ভস্মাঙ্কুলেপনঃ ।

বিপ্রকীর্ণজটাম্ভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে ॥

তথা স্বপ্নোপনামক্তঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কশৌচজান্ ।

গঙ্গাং মুগ্ধি বহন্ হর্ষান্মৃত্যংশ্চ লয়তে জগৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ ১।২।৫১)

সেই মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের রম্যপানে সদা উন্মাদিত হইয়া সকল বিষয়,
পরমৈশ্বর্য্য ও ভোগ ঘূর্ণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া আমাদের স্থায় ভোগাসক্ত
বিষয়িগণকে উপহাস করিবার জন্তই যেন ধুতুরা, আকন্দ ও অস্থিমালা ধারণ
এবং ভস্মবিভূষণপূর্ব্বক অর্দ্ধউলম্ববেশে জটাম্ভার বিস্তৃত করিয়া উন্মাদের স্থায়
বিচরণ করিতেছেন । তথাপি নিজকে গোপন করিতে সমর্থ হন নাই । অর্থাৎ
নিজের অন্তরস্থিত কৃষ্ণভাজ রসিকতা গোপন রাখিবার জন্ত বাহিরে উন্মাদ-
ভাব অবলম্বন করিলেও অন্তরস্থিত ভক্তিরসকে গোপন করিতে পারিতেছেন
না । কারণ শ্রীকৃষ্ণপাদপ্রক্ষালনজলস্বরূপ গঙ্গাকে নিজ শিরে বহন ও তজ্জন্ত
হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিতেছেন ।

উক্ত গ্রন্থে শ্রীশিবজীর বর্ণন প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই,—

কপূরগৌরং ত্রিদশং দিগম্বরম্

চন্দ্রাধমৌলিং ললিতং ত্রিশূলিনম্ ।

গঙ্গাজলম্নানজটাবলীধরং

ভস্মাঙ্করাগং কুচিরাস্থিমালিনম্ ॥

শিবজী কপূরের স্থায় শ্বেতবর্ণ, ত্রিনেত্র, দিগম্বর, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত,
সুন্দর, ত্রিশূলধারী, গঙ্গাজলবিধৌত অম্লান জটাসমূহধারী, অর্থাৎ মস্তকে তাঁহার
জটা বিস্তারিত এবং তিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন । ভস্মবিভূষণ এবং
সুন্দর অস্থিমালাধারী ।

উক্ত শ্লোকের স্বকৃত টীকায় জগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“কুচিরৈর্মৃতবৈষ্ণববরাণামস্থান্ডবজ্ঞাং স্তম্ভরৈরস্থিভির্বা মালা তদ্বস্তম্।” অর্থাৎ শ্রীশিবজী বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের দেহের অস্থি দ্বারা নির্মিত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন।

তাই শাস্ত্র বলেন,—

হরিরেব সদারাধ্যা সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্মরূদ্ভা নাবজ্ঞেয় কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীহরিই সকলের নিত্য আরাধ্য এবং তিনি সকল দেবের ঈশ্বর ও ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তদীয় ভক্ত ব্রহ্মা-শিবাदि কেহই অবজ্ঞার পাত্র নহেন।

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

শিষ্যের ভক্তি-বলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এইরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। ষাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর ‘শিষ্য’ বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি ‘শিষ্য’ আর যিনি শাসন করেন, তিনি ‘গুরু’। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জ্ঞাতিকুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়ঃ উত্তমম্।

শাক্বে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিফেদ্ গুরীঅদৈবতঃ।

অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তৃষেদাঅ্যাদো হরিঃ ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে বাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অতিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ জানিবে। অততুজ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ‘শ্রীহরিভাক্তিবিলাস’ ‘অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না’,—এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু স্মরণে রাখিয়া বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কস্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই ‘উপেয়’ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তি-লাভের পূর্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যিকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে ‘ভক্তি’, ‘ভক্ত’ ও ‘ভগবানে’র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র ‘মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়’, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিব্যঞ্জন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবান্কে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্বদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্-ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব একমাত্র শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ই গুরুকে যথার্থই স্বীকার করেন। যে-গুরু আজ আছেন, কাল থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ফলপ্রদ পদার্থই লাভ হয়। অনিত্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত-বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন; শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আত্মগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্য পদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাটী কি সকলের কর্তব্য নহে? আবার ‘বৈষ্ণব’ বলিতে

কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্য বেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। অস্তিনয়কালে 'নারদ-ঋষি' সাজিলেও সে প্রকৃত 'নারদ' নহে। কিন্তু যিনি সর্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আত্মগত্যে হরিসংকীর্ণনকারী নিকপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষার সর্বপ্রথমে সৎগুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্ত ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিকপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্‌ই আমার আশ্রি ও শ্রুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্ত আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন, নতুবা আমরা নিঃশেষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিমুখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় শূরপুর থাকিয়া কখনও ভোগক্ষেপে সৎগুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে অথবা প্রচলিত জনমত বা গতাত্মগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম-কর্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইচ্ছন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সৎগুরু মনে করিয়া আমি আমার জীবন বিপথে পরিচালিত করিব। তখন 'আমার ভিতরে কোন দুঃখবুদ্ধি বা কপটতা নাই'—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হবিসেবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোক-মুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রভৃতি লোকবঞ্চনাপর বাহ্য বিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাত্মাগবত, পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিকপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্‌ তাঁহারই নিকট মহান্তগুরুরূপে আবিভূর্ত হন। কৃষ্ণক-নিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট অবৈষ্ণব-ব্যক্তিও লোক-বঞ্চনা করিবার জন্ত কৃত্রিমভাবে ঐসকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

—ঃ চরিত্র ঃ—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—এ সেবক

ক্ষেত্রাবাবু—এ ভক্ত

ভক্তিভূজ মহাশয়—এ অনুরাগী

রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ

স্বরূপদাস বাবাজী

শ্রীজগন্নাথদেব

মায়াদেবী

মন্দির-পরিচারিকা

শ্রীমন্নহাপ্রভু

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীগুরুদেব

ভজনানন্দী—এ সেবক

আগন্তুক

রক্ষী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটারের বহিঃভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—যা'কে তা'কে মহাপুরুষ বুলেই হ'ল? যত সব বেকুবের
দল! .. একজন ধর্মধ্বজী অসম্প্রদায়ী গহীন ব্যক্তি বা'র মহা-
পুরুষের কোন লক্ষণই নেই, তা'কে কিনা মহাপুরুষ খাড়া করে হৈ-
হুল্লোড় করতে লেগেছে। ওই ভুঁই-ফোর এঁচোরে পাকা অবৈষ্ণবের
অস্থ্যানে যাওয়াটাই অকল্যাণকর। না,—না, আমি এরকম সাজা
মহাপুরুষকে কখনই বরণ করে নিতে পারব না; বরং সমাজে
এর বিপক্ষে প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুলব

(সহসা স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) কি বলছেন মহারাজ! কা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ!
আপনি তো সর্বসংসার হয়ে আছেন। তলসী দাসজীব কথাই আপনার
শ্রীমুখে প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনেছি;—

‘সব্ধে বসিয়ে সব্ধে বসিয়ে সব্ধে কো লিঙ্গিয়ে নাম।

হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহিয়ে বৈষ্ণিয়ে আপনা ধাম ॥’

আজ আবার আপনার শ্রীমুখে বিরূপ মন্তব্য শুন্ছি যে মহারাজ!

রঘুনাথদাস—সত্যই বাবাজী মহারাজ! আজ আমার মন্তব্য একটু
অল্প ধরণের। মন্টা স্থির রাখতে পারছি না। আজ একটু
আগেই একজন এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছে—বলেছে
বাংলা থেকে আগত একজন মহাপুরুষের হরিকথা-আলোচনায়
আমাকে যোগ দিতে হবে। সেই মহাপুরুষটীকে তা জানেন?
আমি যতদূর তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি তাতে তাঁকে মহাপুরুষ ব'লে
স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাই ঐ আমন্ত্রণ আমি সরাসরি
প্রত্যাখ্যান করেছি। ঐ সাজা মহাপুরুষটা এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
এসে এই ধামবাসীদের অধঃপাতে দিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় উঠে
পড়ে লেগেছে।

স্বরূপদাস—ও, তাই বুঝি আপনি ঐ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে
সংকল্প করেছেন?

রঘুনাথদাস—হ্যাঁ, আমি এই শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে ঐ ভুঁইফোর মহাপুরুষটীকে
কোনমতেই সমর্থন করতে পারবো না।

স্বরূপদাস—মহারাজ! আপনি সিদ্ধপুরুষ। আপনি মন স্থির করে চিন্তা
করুন। আমার যতদূর ধারণা ঐ মহাপুরুষটী নকল ন'ন, উনি খাঁটি
অপ্রাকৃত। উনি শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবজীর ইচ্ছায় খুদূর বাংলা
থেকে এখানে এসেছেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের ভজনস্থলী শ্রীজগন্নাথ-
বল্লভ উদ্ভানে ‘ভগবৎসংসং’ প্রতিষ্ঠা করে হরিকথা আলোচনার
উদ্যোগ করেছেন। ঐ আলোচনায় অংশ নেবার জন্য শ্রীক্ষেত্রের
বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী ভাগবতগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
আপনি তো লোকমুখে উহার দম্পর্কে শুনে তাঁর প্রতি বীভৎশ
হয়েছেন। বেশ তো, একবার ঐ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সেই

মহাপুরুষটীকে সাক্ষাৎ দর্শন করে আসি চলুন। তখন তাঁকে দেখে
আশা করি আপনার ধারণা পরিবর্তন হবে।

রঘুনাথদাস—আপনি তো জানেন শাস্ত্রের নির্দেশ,—

“অসক্তিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কদাচন।

যন্মাং সর্কার্থহানিঃ স্তাদধঃপাতস্ত জায়তে।”

ঐ তথাকথিত কন্মী-জ্ঞানী মিথ্যাভক্তরূপ অসংসঙ্গ করলে শাস্ত্রাজ্ঞা
লঙ্ঘন করা হয়। কাজে ঐ স্থানে যাওয়া কি আমার বা আপনার
উচিত হবে?

স্বরূপদাস—মহারাজ! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। আপনাকে শাস্ত্র-যুক্তি দিয়ে
বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমার মনে হয় আপনি তাঁর
অপ্রাকৃত সিদ্ধ কলেবর একবার প্রত্যক্ষ করলে আপনার সকল
সংশয়ের নিরশন হবে। তাই আমি আবার আপনাকে ঐ ধর্ম্মা-
লোচনায় যোগ দেবার জ্ঞাত কৃতাজ্জলিপুটে অনুরোধ করছি।

রঘুনাথদাস—না মহারাজ। আপনি আমায় অনুরোধ করবেন না।
ঐ ব্যক্তিটীকে অবৈষ্ণব বলেই মনে করি। কাজেই তাঁর মুখে
হরিকথা শুন্তে ইচ্ছুক নই।

স্বরূপদাস—ঐ মহাপুরুষকে আপনি অবৈষ্ণব বলছেন কেন মহারাজ!

রঘুনাথদাস—ওঁর গলায় না আছে তুলসীমালা, ষাদশ অঙ্গে না আছে
উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি। তা’ ছাড়া ওঁর কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের লক্ষণ নেই।
শাস্ত্র-নির্দেশ মানতে গেলে ওঁর মুখে হরিকথা শ্রবণ দোষণীয়।

অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।”

স্বরূপদাস—আপনি যা’ বলছেন উনি এখন মালা-তিলক ধারণ করেন
না,—এটা অস্বীকার করছি না। তবে কিনা মহাপুরুষের আচার-
বিচারাদি সর্ব্বপ্রকার জনমত ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের বাহিরে।
তাঁর মালা-তিলকাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া না থাকলেও তিনি
পারমাণ্বিক বৈষ্ণবতা লাভ করেছেন এবং তিনি যে পরমভাগবত,—
এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবে চিন্তিত নাহে দেবের শক্তি।’
উনি ধর্ম্ম সম্বন্ধিগ্ন বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও এখনও করছেন।
উনি ছাপরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে এক প্রেত-যোনি

অধিষ্ঠিত বৃক্ষতলে পণ্ডিত রমাবাই-এর পিতার যত্নে উনি যখন শ্রীভাগবত পাঠ করেন, তখন সেই বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য সহ উৎপাটিত হয়। একরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর প্রতি লোকে শ্রদ্ধালু হয়েছে। আপনিও সেখানে গেলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হবেন, —একথা আমি শপথ করে বলছি।

রঘুনাথদাস—(দীর্ঘ হাসিয়া) দেখছি আপনি ঐ তথাকথিত মহাপুরুষটির বড় অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি সেখানে হরিকথা আলোচনায় যোগ দিতে যাবেন; আমি কিন্তু কখনই যাবো না।

স্বরূপদাস—(কৃতাজলিগুটে) মহারাজ, আপনি দয়া ক'রে অসম্বৃত্ত হবেন না। আপনি যদি সম্বৃত্ত চিত্তে আমাকে ঐ স্থানে যাবার অনুমতি দেন, তবেই আমি যাবো; নইলে আপনাকে ত্যাগ ক'রে আমি ওখানে যেতে পারি না।

রঘুনাথদাস—শাস্ত্র নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে আমি কি আপনাকে ওখানে যেতে বলতে পারি? তবে এটুকু বলতে পারি আপনি ওখানে গেলে আমার কোন ক্ষোভ নেই।

স্বরূপদাস—[স্বগতঃ স্বরে] তাইতো, মহারাজ পরিস্কারভাবে কিছু বলছেন না। যাই হোক উনি পরোক্ষে অনুমতি তো দিয়েছেন!

[প্রকাশ্যে] যথাদেশ মহারাজ! তা' হ'লে ঐ ধর্মসভায় যোগ দিতে যাচ্ছি। (দণ্ডবৎ করিলেন)

রঘুনাথদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) আসুন।

[স্বরূপদাস বাবাজীর প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—যাক্ এতক্ষণে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে অবসর পেলাম। কি এমন মহাপুরুষ, ...যার ডাকে সব বৈষ্ণবরাই ছুটছে। শ্রীক্ষেত্রের ভাগবতগণ কি বিচার-বিবেচনা শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন? হা জগন্নাথদেব, আপনার ধাম এই শ্রীক্ষেত্র যা'তে কোলরূপ চলধর্ম-উপধর্মের দ্বারা বা অন্ত্যায় অপকর্মের দ্বারা কলঙ্কিত না হয় তৎপ্রতি রূপাদৃষ্টি রাখুন প্রভু!

[জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতঃ মালা

জপ করিতে করিতে প্রস্থান।]

(ক্রমশঃ)

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

অজামিল-উপাখ্যান

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চস্থান হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্থলিত, সর্পাদি-দ্বারা দষ্ট জরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেষে যে ব্যক্তি 'হরি'—এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ভগবানের নাম-স্মরণমাতেই পাপিগণ সর্বপাপমুক্ত হয়। অগ্নি যেক্রপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তন করিলে, তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীৰ্য্যবান ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উহা উচ্চারিত হইলেও সর্বশক্তিমান হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজপ্রভাব দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে।”

ভগবৎ-পার্ষদগণ এইভাবে ভাগবতধর্ম কীর্তন করিয়া অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ ততশ হইয়া যমরাজ-সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। শ্রীঅজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন।

শ্রীঅজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে ভগবৎ-প্রণীত শুদ্ধ ভাগবৎধর্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিবুদ্ধ হইলেন এবং পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

“অথ্যাপি মে দুর্ভাগস্ত্য দিবুধোত্তমদর্শনে।

ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥

অক্সথা ম্রিয়মাণস্ত্য নানুচেব্বলীপতেঃ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহাইতি ॥” (ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩)

দুর্ভাগা আমি দুঃখরিত ও মহাপাপী হইলেও যাহার দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠোত্তমগণের দর্শন-বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্বমঙ্গল কারণ-

রূপে বর্তমান রহিয়াছে। যদি আমার পূর্বস্মৃতি না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেণ্ডার আসক্তিবৃত্ত এই মরণোন্মুখ ছুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম গ্রহণে সমর্থ হইত না।

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় ‘পূর্বমঙ্গল’-অর্থে পূর্বকৃত মহাপুণ্যই বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—“শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল, জানিতে হইবে। (মৃগশরীর-পরিত্যাগকালে শ্রীভরত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি ‘জড়ভরত’ নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস দেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছিল। যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিন্তে ভগবান্ সর্বদা আবিভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালে একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীঅজামিল জীবদশায় অত্র সমস্তও পুত্রোপচারে নারায়ণ-নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম-গ্রহণদ্বারাই সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি মরণকালীন তাঁহার যে নামগ্রহণ, তাহাতে কেবলমাত্র ভগবন্নামের প্রশংসাই শুনা যায়।”

পূর্বজন্মে বা এই জন্মে যিনি সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পান। যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি অভিনিবেশ হয়, তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই ভগবানের স্মরণ হইবে। সেইজন্ত প্রত্যেকেরই নির্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর হরিনাম করা উচিত। শ্রীঅজামিলের নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল। নামাভাসের পূর্বে পূর্ব-স্মৃতি থাকায় অজামিলের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল, নতুবা নামাভাস ও মহতের দর্শন সম্ভব হইত না। মহতের সেবা—প্রেমের দ্বার, আর যোষিতের সঙ্গ—নরকের দ্বারস্বরূপ। ফল দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। অস্ত্রে ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তির ফল দেখিয়া ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শ্রীঅজামিল যোষিৎসঙ্গ করেন নাই। নামাভাসের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্ত তাঁহার এই লীলা। ইহা ভগবদ্দিচ্ছাতেই হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“বাস্তবিক পক্ষে অজামিল পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আত্মানাদি-ব্যাপারে শত শত

বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আর তৎপরে অজ্ঞাত যেসব 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধনই হইয়াছিল—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি বলি—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেষ্ঠাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অস্তিম সময়ে নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ;—তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন-মুক্ত হইবেন।’—ইত্যাদি স্থলে 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ আছে ; সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সেই স্থলে সম্ব-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম গ্রহণেই সর্বপাপ ও সর্বপাপ-বাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিচারও নাশ হয়, বুদ্ধিতে হইবে। সুতরাং আর পাপাকুরোদগমের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বলি, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্ন্যুত পাপাকুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি-গণের জ্ঞায় (অর্থাৎ প্রাজ্ঞন সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কর্ম করিলেও তাঁহাদের অশুভিত কর্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও দত্ত-উৎপাটিত ভুজঙ্গের দংশনের জ্ঞায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই অথবা মতান্তরেরও একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্ত 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্তব্য ; অতীর্থা নামের স্ত্যর্থবাদ বা অতীর্থা কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়।”

পূর্বজন্মের স্মৃতিবশতঃ নামাভাস উচ্চারণে এবং সাধুর দর্শন ও সঙ্গফলে কৃতার্থ হইয়া শ্রীঅজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার-তীর্থে গমনপূর্বক তথায় একটি দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তিয়োগ-প্রভাবে তিনি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট

করিয়া শ্রীভগবানের সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হইলে একদিন শ্রীঅজামিল তাঁহার সম্মুখে পূর্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরই শ্রীঅজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার-তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ব্বর্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশযাগে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ম্রিয়মাণো হরেনাম গুণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।

অজামিলোহাধ্যগাক্ষাম কিমূত শ্রদ্ধয়া গুণন্ ॥ (ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধু যখন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সঙ্গিত কীৰ্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাশ্রুও বলিয়াছেন,—

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম ।

অহনিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥

বাঁহার চরণে ছুঁবা- জল দিলে মাত্র ।

কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥

অঘ-বক-পুতনারে যে কৈল মোচন ।

ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি’ অজামিল যে মরণে ।

চলিল বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৩৬-৩৩৯)

--শ্রীবৃসিহদাস ব্রহ্মচারী

ভোক্তা ও ভোগ্য

জীব ভোক্তা না ভোগ্য—দ্রষ্টা, না দৃশ্য?—এই বিচার করিতে গেলেই জীবের স্বরূপবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুই-প্রকার। মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত অভিমান—ভূত্যাভিমান বা ভগবদ্ভাসাভিমান প্রবল; তাই তাঁহারা ইহ জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতঃ সেগুলিকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া

তাহাতে আসক্তি পরিহারপূর্বক তত্তৎ দ্রব্যসমূহকে প্রভুসেবায় লাগাইবার জন্ত ব্যস্ত। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস। এই দাসাভিমানই তাহার স্বরূপ ও ভগদাস্তই তাহার বৃত্তি। কিন্তু এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের যেখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেখানেই অস্বাভি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত ঘটিয়াছে সেইখানেই অস্বাভি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চেতন-আত্মার বৃত্তি গুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেহমনের প্রাবল্য বশতঃ নিজেকে 'দেহোইন্মি' প্রভৃতি বলিয়া মনে হইতেছে। যেখানে শরীরকে শরীরী বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়াছে এবং সে বিক্লপগ্রস্ত হইয়া নিজেকে এ জগতেরই একজন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহারই নাম বদ্ধতা বা ভ্রম। একবার স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিলে তাহা পুনরুদ্ধার করা জাগ্রত সাধুর রূপা ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্ভর করাই দরকার। অত্থা স্বরূপোদ্ধোধনের অন্য আশা নাই; তাই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশটী নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনীপি বৈশ্ণো ন শূদ্রো।

নাহং বণী ন চ গৃহপতিন বনশ্চো যতির্বা।

কিন্তু প্রত্যেকখিলপরমানন্দপূর্ণমৃত্যু-

গোপীভর্তৃপদকমনয়োর্দাসাত্মদাসঃ ॥

(পদাবলী ৬৩ শ্লোক)

জীব যখন ভগবানের নিত্যভূত্য, তাঁবেদার বা সেবক তখন জীব যে ভগবানের সেবোপকরণ—তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য, পরন্তু ভোক্তা বা দ্রষ্টা নহে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই জগৎ বা পরজগৎ সকলেরই কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর বাদবাকী তাঁহার ভোগ্য বা সেবকশ্রেণীভূক্ত। সুতরাং জীবের আপনাকে দৃশ্য বা ভোগ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ; দ্রষ্টা বা ভোক্তা অভিমানে কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে নিজ ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তা অভিমানী ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া জগৎ ভোগের যে ধৃষ্টতা তাহাতে অমঙ্গল বা জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাদৃষ্টিতে যে অনুপাদেয়তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুপাদেয়তা বা ভোক্তৃত্ব দূরে রাখিয়া নিজেকে ভোগ্য বা দৃশ্যে স্থাপনপূর্বক যে সর্বত্র সেবাত্ব প্রকটনের চেষ্টা—নিজেকে সর্বত্র সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ঐকান্তিক যত্ন, সেখানেই

জীবের সকল মঙ্গল কিন্তু আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের ধারণা যে, আমরা দ্রষ্টা বা ভোক্তা ; তাই আমরা জগদ্ভোগের জন্ত আপ্রাণ সচেষ্টা এবং অধোক্ষজ ভগবান্কেও দেখিয়া লইবার জন্ত সর্বক্ষণ ব্যস্ত । আমরা ভগবদ্দর্শনের ছলনা করি বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্চাবতার শ্রীবিগ্রহকেও কাঠপাথর-বুদ্ধি করিয়া বসি এবং যে রূপ ভূবনকে মোহিত করে সেই ভগবদ্রূপ-দর্শনের ছলনার পরও জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্ত আমাদের চিত্ত ধাবিত হয় । এমনি আমাদের দুর্দৈব ।

ভগবান্ দৃশ্য বা ভোগ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা বা ভোক্তা । এই দ্রষ্টা বা ভোক্তার আসন যাঁর একচেটিয়া সেই ভগবান্কে দৃশ্য বস্তুর মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বা তাঁহাকে ভোগ করিবার যে ছুরভিসন্ধি, তাহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি ? জীবের এই দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার সর্বনাশের মূল ? এমতাবস্থায় সাধুগুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগান্তে দৃশ্যভিমানকে হৃদয়ে প্রকট করা বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা তাঁহার শুদ্ধস্বরূপগত দাস অভিমান হয়, তখনই জীব উন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেমনেত্রেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয় । (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীগৌর-বাণী প্রচারার্থে সদলবলে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গত ইং ২৪।৩।৭১ তারিখে যাত্রা করতঃ বিহারের সাঁওতাল পরগনাস্থ রাজবাঁধ হইয়া সারসাজোলস্থ শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ. মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছেন । তথায় তিন দিনব্যাপী বিপুলভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল । তথা হইতে তাঁহারা ২৮।৩।৭১ তারিখে আসানবনিতে পৌঁছিয়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্নস্থানে বিপুল হরিকথা প্রচার করেন । উক্তস্থান হইতে ৩।৪।৭১ তারিখে রাণীবহালে পৌঁছিয়া তথায় তিন দিন পাঠ-কীর্ত্তন করেন । তদন্তর বারমাসিয়ায় শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে ৬।৪।৭১ তারিখে শুভবিজয় করেন । এইস্থানেও তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল ।

১৬ই এপ্রিল, শুক্রবার দিন বলিহারপুরে পৌঁছেন ও স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে দুই দিন পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতার আয়োজন হয়। তথা হইতে ১৮।৪।৭১ তারিখে সিউড়ী সহরে পৌঁছিয়া শ্রীগৌরবানী প্রচার করেন। এইস্থান হইতে ২২।৪।৭১ তারিখে মালদহ টাউনে পৌঁছেন। উক্তস্থানে স্থানীয় জমিদারের মধ্যমপুত্র শ্রীযুত মনমোহন সাহা রায় (Municipal Chairman) তথা ানীয় স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুত পিনাকিরঞ্জন রায় (Eye-Specialist) মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় স্থানীয় ‘বিশ্বহিন্দু পরিষদে’ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ‘সনাতন হিন্দুধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সুদীর্ঘ বাগ্মীতাপূর্ণ গভীর তত্ত্ব সম্বিত বক্তৃতা শ্রবণ করতঃ ভক্তিবশে অনুপ্রাণিত হন।

রায়গঞ্জস্থ শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ৩০শে এপ্রিল শুক্রবার দিন তাঁহার গৃহে শ্রীল মহারাজ সদলবলে শুভবিজয় করেন। রায়গঞ্জ সহরস্থ শ্রীযুত হরিগোপাল চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য কয়েক ভক্তবৃন্দের বাটীতেও সপ্তাহাধীককাল অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসৃত বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। তৎপর ৮ই মে শনিবার শিলিগুড়ি সহরস্থ শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দের গৃহে বিভিন্ন দিবসে পাঠ-কীর্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিত্তাসাগরপল্লীস্থ G. S. Bhandari & Co.-র (Saw Mill) Manager শ্রীযুত রঘুনাথ প্রসাদ যোশী মহোদয় প্রচার পাটীর থাকিবার স্থান ও দৈনন্দিন সেবা-খরচাদির ব্যবস্থা করিয়া সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

২১শে মে শুক্রবার দিন শিলিগুড়ি হইতে আসামের বাঙ্গুগাঁওস্থ সমিতির অত্রতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ দলে দলে শ্রীমঠে পৌঁছিতে থাকেন। তথায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করতঃ বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর তাঁহারা বিলাসীপাড়া সহরস্থ শ্রীযুত হরিপদ সাহা মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ মহামায়া মন্দিরে ৫ দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরামলীলা প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়।

৪ঠা জুন শুক্রবার দিন বিলাসীপাড়া হইতে শালকোচায় পৌঁছিয়া শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বর্মন মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। এখানে স্থানীয় বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের গৃহে পাঠ-বক্তৃতা কীর্তনানুষ্ঠান ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহারা অভয়পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় মারোয়ারী-দিগের সত্যনারায়ণ মন্দিরে তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। উক্ত মন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয় প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়তা ও আদর-যত্ন করেন। এইস্থান হইতে ১১ই জুন বঙ্গাইগাঁও সহরস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধব গোড়ীয় মঠে স্তববিজয় করেন।

—বিশেষবঙ্গবাদদাতা

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীপিচলদা গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ত্যায় এই বৎসরও শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ তথা অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব, সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিচলদা গোড়ীয় মঠে বার্ষিক-মহোৎসবরূপে বিশেষভাবে উৎযাপিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত মঠের মহোৎসব সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই সমিতির প্রচারপার্টি কিছু দিন পূর্বেই তথায় উপস্থিত হন। এই বৎসর সমিতির অন্ততম প্রচারক ত্রিদণ্ডেশ্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া নির্দিষ্ট দিনের কিছুদিন আগেই উপস্থিত হইয়া পূর্ব হইতেই উৎসবের জন্ত প্রস্তুতি লইতে থাকেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী প্রভুজীর ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টায় অধিকতররূপে প্রস্তুতি হইতে থাকে; নির্দিষ্ট দিনের পূর্বদিবসেই শ্রীমঠকে বিভিন্ন পত্র-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৬৭) বুধবার দিন ব্রাহ্মমুহুর্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে পর শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডেশ্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য প্রাজ্ঞলভাষায় বর্ণনা করেন। তদন্তর শ্রীস্নান-যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন আরতির পূর্বে ইহা সমাপ্ত হইলে কীর্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তথা ফল-মূল-মিষ্টি প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদিত হয়। ভোগান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তথা সমাগত জনসাধারণকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকাল ৪ ঘটিকায এক ধর্ম্ম সভার আয়োজন। এই ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ পৌরহিত্য করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণদান করিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শোভামণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। তৎসহ শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু নিলাচল গমন-পথে উক্তস্থানকে পবিত্র করেন, ইহারও নাতিদীর্ঘ এক তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করতঃ ভক্তবৃন্দের প্রভূত আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাহারা যাহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত করেন।

—নিজস্ব-সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া মহরস্ত্রী উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ৭ই আষাঢ় (১৯২২৬।৭১) মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭ই আষাঢ় (১৯২২৭।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান উদ্ঘাপিত হইয়াছে।

উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে অত্রাত্ম বৎসরের ত্রায় শ্রীশ্রীশ্রীচা-মন্দির মার্জ্জন, পাঠ-কীর্তন, রথাকর্ষণ, বক্তৃতা ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রসিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুবাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংরক্ষিত বক্তৃতাবলী বাণী-বরক্ষণ (Tape Recorder) যন্ত্রের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পূর্ন-যাত্রা উপলক্ষ্যে আহুত ও অনাহুত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রী ইন্ডকগৌরীনাথো ভবতঃ

সেতুবন্ধ-ব্রাহ্মেশ্বর-কন্যাকুব্জী-

ভবতঃ

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তীর্থদর্শনের
সুস্বর্ণ সুসমাগ



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক-স্বামিস্বামি
এ নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভক্তিচক্রবর্তী কেশব চোপরা মহাশয়
—(১৯৩৬)—

অনুদিতমসংস্কৃতঃ —

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (কলিকতা)

শ্রীমদ্ভবানন্দ গৌড়ীয় মহাশয়

(অধ্যাপক, কলিকতা (কলিকতা))

শ্রীশ্রীগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ১৭৭৭৭১

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঞ্জে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে ॥”

আগামী ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট সোমবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন ও পরিক্রমায় যাত্রা করিবেন । হাওড়া ষ্টেশনের ১৪নং প্লাটফর্ম হইতে দিবা ১০টার সময় যাত্রা করা হইবে । হাওড়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহাদের প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগিবে । রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলীভাড়া ও দুইবেলা প্রসাদের ব্যয় বাবদ অনুল ৪০৫০০ টাকা প্রতি যাত্রিপক্ষে ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে । যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ অবিলম্বে নিজ নিজ নাম তালিকা-ভুক্ত করাইবেন এবং যাত্রাদিবসের অন্ততঃ ১২ দিন পূর্বে অগ্রিম ১০০০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিরেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় জমা দিবেন । বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে দিতে হইবে । বিশেষ কিছু জানিতে হইলে সাক্ষাতে অথবা পত্রদ্বারা উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য । ইতি— ৩২শে আষাঢ়. ১৩৭৮ সাল ।

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ :-

পুরী—সমুদ্রস্নান, ইন্দ্রহাসসরোবর, শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ, গজ্জীরা (শ্রীমন্ যোগেশ্বরের ভজনকুটীর) গঙ্গামাতা-মঠ, সিদ্ধবকুল, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, টোটাগোপীনাথ ইত্যাদি ।

ওয়ার্ণাটওয়ার—সিংহাচলম্, পঞ্চতোপরি গঙ্গাধারায় স্নান, চন্দ্রাবৃত শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ।

বেঙ্কোয়াদা—রুক্ষানদীতে স্নান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ, শ্রীপানানুসিংহদেব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

ত্রিপতি-বালাজী—স্বামী-পুষ্করিণী, বরাহদেব, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

বিষ্ণুকাঞ্চি—কোটীতীর্থ বা অনন্ত-সরোবরে স্নান, শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু, ষোগনুসিংহ, লক্ষ্মী দেবী, শতস্তুত-মণ্ডপ।

শিবকাঞ্চি—সর্বতীর্থ সরোবর, একাত্মনাথ-শিব বলিরাজ ও ত্রিবিক্রম-জীউ, কামাক্যাদেবী, আদি শঙ্করাচার্য্য।

পক্ষীতীর্থ—হরপার্বতী (ঝাঁহারা পক্ষীরূপে এই পর্বতে প্রত্যহ ভোগ গ্রহণ করেন), শঙ্কতীর্থে স্নান।

পণ্ডিচেরী—শ্রীগণেশজীউ, কালহস্তীশ্বর, শ্রীবরদ-রাজ পেরুমল।

চিদাম্বরম্—কাবেরীশাখায় স্নান, শ্রীগোবিন্দরাজ, স্বর্ণময় নটরাজশিব।

কুন্তকোণম্—মহামধ্যম সরোবর, কুন্তেশ্বর মহাদেব, শ্রীরামস্বামী, শ্রীশার্ঙ্গপানী।

শ্রীরঙ্গনাথ—কাবেরীনদীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথজীউ, সহস্রস্তুত-মণ্ডপ, রামাভুজ-গদি, বিশাল-গরুড়-মূর্তি, শ্রীদেবী, ভূদেবী, বিভীষণ, চন্দ্রপুষ্করিণী, বৈকুণ্ঠনাথ ইত্যাদি (ইহা ভারতের সর্ব বৃহত্তম মন্দির)।

রামেশ্বর—লক্ষণতীর্থ, সীতাতীর্থ, শ্রীশ্রীসীতারাম জীউ, রামঝারোখা।

সেতুবন্ধ বা ধনুস্কোটি—শাস্ত্রোক্ত মুক্তিদায়ক-তীর্থ, শ্রীরাম, লক্ষণ ও জানকী দর্শন।

মাতুরা—স্বর্ণ-পুষ্করিণী সরোবর, স্কন্দরেশ্বর-শিব, মীণাক্ষী-দেবী, নটরাজ শিব, সহস্রস্তুত-মণ্ডপ।

কন্যাকুমারীকা—কুমারীরূপিণী দেবীর অপূর্ব দর্শন, ত্রিপাদ শিলা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী-তীর্থ প্রভৃতি দর্শন।

মাদ্রাজ—পার্থসারথী, শ্রীগোড়ীয় মঠ, স্বব্রহ্মণাম্, বালাজী ইত্যাদি।

যাত্রীগণের জ্ঞাতব্য :-

১। ঝাঁহারা তীর্থযাত্রাদিতে সঙ্কল্প, পূজা, দান বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে চান তাঁহারা নিজ নিজ পৃথক্ খরচে তাহা করিবেন। তবে পরিচালক-সমিতি তীর্থপাণ্ডা দ্বারা যতদূর সম্ভব স্বল্প খরচে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

২। দর্শনীয় স্থান স্টেশন হইতে ৪ মাইলের মধ্যে হইলে পদব্রজে পরিক্রমা করিয়া আসিতে হইবে। তার অধিক হইলে স্থানোপযোগী যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া পরিক্রমা করা হইবে এবং সেই খরচ পরিচালক-সমিতি বহন

করিবেন। তবে কোন বৃদ্ধ বা অসুস্থ যাত্রী যদি এই চার মাইল পর্য্যন্তও পদব্রজে পরিক্রমা করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যয়ে পরিচালক-সমিতি যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাত্রাজ সহর যাত্রীগণ নিজ নিজ ব্যয়ে দর্শন করিবেন।

৩। পার্টির সঙ্গে যে অর্চাবিগ্রহ শুভ বিজয় করিবেন, ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার অর্চন, আরতি দর্শন ও শ্রীভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা থাকবে।

৪। দৈব দুর্বিপাক বশতঃ যাত্রীগণ কোনরূপ অসুস্থ হইলে তাঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্ত ডাক্তার, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। কোনও সংক্রামক রোগীকে এই পরিক্রমায় লওয়া হইবে না। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্বিপাকে জন্ত সমিতি বা পরিচালকমণ্ডলী দায়ী নহেন।

৫। আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ সংকীর্তনমুখে যাত্রীগণকে লইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিবেন এবং প্রতিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবেন।

৬। প্রত্যেক যাত্রী সমিতির নাম ঠিকানা এবং নিজের নাম ঠিকানা যুক্ত একটি আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখিবেন। কোন কারণে সঙ্গচু্যত হইলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া এবং রাস্তার যাকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া কোন দোকানদারকে বা পুলিশকে এই কার্ড দেখাইয়া গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধান করিবেন। পার্টি ছাড়িয়া কেহ কোথাও বাহিরে যাইতে হইলে পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইয়া যাইবেন।

৭। প্রত্যেক যাত্রী ১৫/১৬ সের পর্য্যন্ত মাল সঙ্গে আনিতে পারিবেন। সমন্বয়যোগী বিছানাপত্র মশারীসহ কাপড়চোপড়, ১খানা থালা, ১টি বাটী, ১টি ঘটি, ১টি টর্ক, তৈল, সাবান, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তিনসপ্তাহোপযোগী জিনিষপত্র সঙ্গে লইবেন। বড় বাক্স বা পেটরা সঙ্গে লইবেন না, কারণ বড় লাইন হইতে ছোট লাইনে আবার ছোট লাইন হইতে বড় লাইনে গাড়ী বদল করিতে বিশেষ বেগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। তালা চাবি দেওয়া ব্যাগ বা স্কটকেশ লইবেন।

৮। যাত্রীদের অতিরিক্ত টাকা নিরাপদে রাখিবার জন্ত পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। যাত্রীগণ আবশ্যকমত টাকা লইতে পারিবেন।


৯। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসর মধ্যে) জন্ত মোট ২২৫'০০ টাকা দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণবশতঃ প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্তনযোগ্য।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরম্বোদয়ে ।

ধর্মঃ যদুক্তিঃ পুংসাং বিদ্বৎসেন-কথাস্থ যঃ ।



শ্রী ১৭ পামসোযমি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াস্তা স্তপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।

অতঃ ধর্ম অহৈতুকে পালে সেই জন ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহুত ॥

হরি-কথার বক্তি নৈলে গও সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { প্রহ্মায়, ১১ হুধীকেশ, ৪৮৫ গৌরাক
মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৮।১৯৭১ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিলাপকুমুদাঞ্জলিঃ

শ্রীল-বদ্বনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতঃ

ভোজনস্থ সময়ে তব যত্না-

দেবি ধূপনিবহান বরগন্ধান্ ।

বীজনাচমপি তৎক্ষণযোগ্যং

হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি ॥ ৫১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! তোমার ভোজন-সময়ে অতি যত্নসহকারে সুগন্ধযুক্ত ধূপসমূহ এবং উক্ত ভোজনকালের সুযোগ্য বীজন অর্থাৎ চামরাদি, হাঃ ! কবে আমি সম্পাদন করিব ॥ ৫১ ॥

কপূরপূরপরিপূরিত-নাগবল্লী-

পর্ণাদিপূগপরিকল্পিত-বীটিকাং তে ।

বক্ত্রান্বজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং

প্রোৎফুল্ল-রোমনিকরৈঃ পরমার্পয়ামি ॥ ৫২ ॥

হে মধুরাঙ্গি ! আমি হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া কবে তোমার মুখপদ্মে অতিশ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পরিপূরিত তাষুলদল ও গুবাক খদির লবঙ্গাদি দ্বারা সজ্জিত বীটিকা অর্পণ করিব ? ॥ ৫২ ॥

আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবী দেবীং

নির্মঞ্জয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ ।

অত্যালয়শ্চ নবমঙ্গলগানপুষ্পৈঃ

প্রাণাৰ্কুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

হে দেবি ! তুমি দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী, ললিতাসখী অতিশয় হৃষ্টা হইয়া তোমাকে নির্মঞ্জুন সাধনদ্বীপ দ্বারা আরাত্রিক করিবেন ও অত্যাশ্রয় সখীগণও অৰ্কুদ প্রাণের সহিত অভিনব মঙ্গলসূচক গান ও পুষ্পাদির দ্বারা আরাত্রিক করাইবেন এবং আমিও দাসীভাবে কেশ দ্বারা তোমাকে আরাত্রিক করিব ॥ ৫৩ ॥

আলীকুলেন ললিতাপ্রমুখেন সার্ক-

মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভর-নন্মগোষ্ঠীম্ ।

মংপাণি-কল্লিত-মনোহর-কেলিতল্ল-

মাভূষয়িষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি ॥ ৫৪ ॥

হে দেবি ! আমি স্বীয় হস্তদ্বারা মনোহর বিলাস শয্যা রচনা করিব, তুমি ঐ শয্যাকে ললিতাদি সখীবৃন্দের সহিত অতিশয় কৌতুক বিস্তারপূর্বক শয়নক্রিয়া দ্বারা কবে ভূষিত করিবে ॥ ৫৪ ॥

সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং

হা রূপমঞ্জরিরসৌ চ করান্বজে হে ।

যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েহনয়োঃ কিং

শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভবাসরঃ সঃ ॥ ৫৫ ॥

হে মনোজ্ঞহৃদয়ে রাধিকে ! যে দিনে এই কিঙ্করী অর্থাৎ (আমি) পদদ্বয় এবং এই রূপমঞ্জরীও তোমার হস্ত পদদ্বয় সম্বাহন করিবে, হায় ! হে রূপা-ময়ি ! আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে সেই দিন কি শুভদিন বলিয়া কথিত হইবে ? ॥ ৫৫ ॥

তবোদগীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিলং
তথা পাদন্তোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলভয়া ।
অয়ি প্রেমা সাক্ষিঃ প্রণয়িজনবর্গৈর্বহবিধৈ-
রহো লব্ধবাং কিং প্রচুরতর-ভাগ্যদয়োবলৈঃ ॥ ৫৬ ॥

হে সুমুখি ! প্রচুরতর ভাগ্যোদয়ের বলে বন্ধুগণের সহিত তোমার
ত্যক্ত চরিত তাম্বুল এবং পাদপদ্ম প্রক্ষালনসম্বৃত অমৃতময় ধারাবাহিকজল
প্রেমসহকারে আমি কি ভক্তিসত্তার স্তায় এই ব্রহ্মমণ্ডলীতে লাভ করিব ? ॥

ভোজনাবসরে দেবি স্নেহেন সুমুখানুজাং ।
মহাং হৃদগতচিন্তায়ে কিং সুধাস্বং প্রদাস্মতি ॥ ৫৭ ॥

হে দেবি রাধিকে ! আমি তোমার সুখ সাধনে একান্তচিন্ত হইয়াছি,
অতএব ভোজন শেষ হইলে আত স্নেহবশতঃ তুমি স্বীয় মুখপদ্ম হইতে,
আমাকে কি অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিবে ? ॥ ৫৭ ॥

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধরে মাধবস্ত-
ব্রজপতিপুরমুত্তদ্রোম-রোমা ব্রজন্তি ।
স্থলিত-গতিরুদঞ্চং স্বান্ত-সৌখ্যেন কিং মে
কচিদাপ নয়নাভ্যাং লপ্যাসে স্বামিনি ত্বম্ ॥ ৫৮ ॥

হে স্বামিনি রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের রঞ্জন ব্যাপারের নিমিত্ত নন্দরাজের
গৃহ গমনকালে যে তোমার রোমরাজী অত্যন্ত প্রফুল্ল ও হয় এবং হৃদয় হইতে
উথিত সুখবশতঃ তোমার যে গমন ইতস্ততঃ স্থলন হয়, এতাদৃশ ভাবাপন্ন
হইলে পর তুমি কি আমার নেত্রদ্বয়ের গোচর হইবে ? ॥ ৫৮ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ ।
ত্বাং সর্বতঃ পরিজনৈশ্চ পঠৈঃ পরীতাম্ ।
পশ্চান্ময়া বিভূত-ভঙ্গুর-মধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেম্মতিহ ॥ ৫৯ ॥

হে স্বামিনি ! ললিতা ও বিশাখা উভয় পার্শ্বে এবং অস্ত্র সখীগণ চতুর্দিকে
এবং আমি পশ্চাৎভাগে তোমাকে বেষ্টিত করিব কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী
তোমাকে সখী বেষ্টিত করিয়া এই ব্রজপথে পথশ্রান্তিতে কটিদেশের ঈষৎ
বক্রতা বশতঃ স্বক্কাবলম্বনপূর্বক কি আনয়ন করিবে ? ॥ ৫৯ ॥

— বসুধাকটৈবরিহ ধবাবসি বসুধাবসে
কোলাহটৈবিত্তব-বলিকলাবভাং তৈঃ ।
সজ্জাক্ষেত্রে প্রিয়করা প্রজ্ঞাপ্রসূনো
গৌরবিন্দুদলি গুণব্রজবলিষ্ঠাংসু ॥ ৬০ ॥

যে নন্দীশ্বর চূড়ামণিবদন্তিঃ খোবর্ধন বর্ধিতেঃ । প্রভু, সো-সমুৎকৃত বদ্যব
এবং বিবিধ বাক্যকলারূপক । খাপদাপক কোলাহলে একতরফ ঐক্যেও
অতিশয় প্রিয় বর্ধিতা মোকা পাঠিতেঃ ॥ ৬০ ॥

প্রাপ্তঃ বিজ্ঞানমণ্ডলী-প্রকটঃ পরীত্য
নন্দীশ্বরে প্রভবঃপ্র-বহালমঃ স্মৃ ।
দূরে নীষিকা মুকিতা তরিতা বসিষ্ঠা
বাসানুশ্রুতি কলা প্রণবৈর্মমংসে ॥ ৬১ ॥

এতাদৃশ বহালম নন্দীশ্বরে হুঁই পতন প্রণবৈর্মমংসে কল্পিত পরিবেষ্টিত
হইয়া শব্দ ক'মলে বব বসিষ্ঠাবনী জোয়ারে বৃত্ত বটতে বিদীপনপূরক
কষ্ট হইয়া প্রথম বসন্তঃ কবে নীষ বামার অগ্রে আনবন কহিবে ৥ ৬১ ॥

প্রাকাল্য পাবকমলে কুললে প্রণিষ্টা
মহা প্রভেশমণ্ডলী প্রকৃতীপ্তপ্রভাঃ ।
হু কুর্শকী রমবতীং রমভাবু ধনা ধা
সম্যক্‌প্রসিঃপ্রাং প্রবলপ্রাংসে মানু ॥ ৬২ ॥

* যে বদ্যবতি বর্ধিতেঃ । প্রতি বিশেষ প্রকৃতী বিশুদ্ধ পাবকমলে প্রাকাল্য
কহিবা বদ্যবতি প্রভাঃ প্রভবর্ধকে বদ্যব প্রবলপ্রাং ঐক্যেও বিমিত্ত
বদ্যবক্রম পাবকমলে কহিবা কব কুশি আমাং প্রবলপ্রাংসে মানু কহিবে ॥ ৬২ ॥

মাংসাম নন্দবজ্রসাদৃশ্য
জোজ্যপেত্র-বসুধাক্ষেত্রে ক্রমং ।
জয়ন্তী ভূমিঃ মোহিতীকবে
যেহি কুলবদমা কপেকাসে ॥ ৬৩ ॥

যে যেহি বদ্যবতিঃ । কাম বদ্যবতনে প্রভাকর কুণ্ডি বাসোর্থ বোবিনী-
বিদীপন প্রভে কবাক্ষম জোজ্য পেত্র প্রভাঃ প্রবাল বদ্যবজ্র অর্থন কহিবে,
ঐ বদ্যবত্রে কবে আমি প্রকুলবদমা জোজ্য প্রদর্শন কহিবে ৥ ৬৩ ॥ (ক্রমঃ)

কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

“Armadales”

দার্জিলিং

১লা আষাঢ়, ১৩৪২

১৬ই জুন, ১৯৩৫

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জিলিংএ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংসক্ষেত্র বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্লিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি (ব্রজবিলাস-স্তবে) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যৎকিঞ্চিৎ গুণকৌকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ

সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলাতুলং পরম্।

শান্তিরেবং মূর্তমূর্ছঃ স্মৃতিমিদং নিষ্টক্লিতং যাক্ষরা

ব্রহ্মাদেবপি সম্পূর্ণং তদদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যস্তাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থূল আধ্যাত্মিকভাবে গোড়ীয়মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস গোড়ীয়মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। “অলঙ্কে বা বিনষ্টে বা” শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যানীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সভ্যতা)

১। ‘সভ্যতা’ শব্দের অর্থ কি ?

“সভ্যতা-শব্দের অর্থ—সভ্য বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।”

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

২। বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি ?

“ভিতরের দৃষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্তমান নাম—সভ্যতা (?)।”

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

৩। ধূর্ত লোক কিরূপে সভ্যতা রক্ষা করে ?

“ধূর্ত-লোক সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।”

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

৪। তুচ্ছ সভ্যতার দ্রুত ভঞ্জন হারান উচিত কি ?

“ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্ত করিতাম মনে,

‘বাতুলতা’ করিয়া তাহায়।

যে-সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইলু চিন্তামণি,

শেষে তাহা রহিল কোথায় ?”

—‘অনুতাপলক্ষণ উপলক্ষি’, ২, কঃ কঃ

৫। কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচারমাত্র নহে ?

“লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশাগণ-তোমাদের অপেক্ষা সভ্য ! * * * নতু মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে ‘সভ্যতা’ হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে ‘সভ্যতা’ বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা।”

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌরে নিষ্ঠা

গৌরবাণী-সেবাতরে যেই ত্যাগ নয় ।
সে-ত্যাগেতে আত্মধ্বংস জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌরবাণী-পাদপদ্মে না হ'লে মমতা ।
বাড়িবে ভোগের বহি না হবে সমতা ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা পুণ্য নাহি আর ।
অন্যত্র পুণ্য নামে ঘোর পাপাচার ॥
গৌরবাণী-ত্যজি' অন্য যেবা করে দান ।
মায়াদাস বলি' তারে জানিবে বিদ্বান্ ॥
গৌরবাণী-পদসেবা যার তপ নয় ।
অশুর বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয় ॥
গৌরবাণী বিনা যেবা করে অন্য জপ ।
কপটী দুর্জন সেই বিষয়ী মতপ ॥
গৌরবাণী-পদসেবা ত্যজে যেই স্মৃতি ।
বিস্মৃতি তাহার নাম নাহি তারে মৃতি ॥
গৌরবাণী-সবাগান যেই শ্রুতি গায় ।
শ্রুতিসার বলি তারে শিরে ধর তায় ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা গতি নাহি ভবে ।
অন্যত্র হইলে গতি দুর্গতি লভিবে ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা শান্তি কোথা আর ।
অন্যত্র শান্তির নামে মরু হাহাকার ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা কোথা স্থিতি ।
চতুর্দশে পুনঃ পুনঃ হবে গতাগতি ॥
গৌরবাণী-সেবা বিনা মুক্তি নাই কভু ।
গৌরবাণী-সেবানন্দ চতুর্দর্শ-প্রভু ॥
গৌরবাণী-সেবানন্দে নাহি যার মতি ।
সর্বগুণী হইলেও সেই খল অতি ॥
গৌরবাণী-সেবানন্দে যার প্রীতি নাই ।
তার সঙ্গে প্রীতি হ'লে ঘোর দুঃখ ভাই ॥
গৌরবাণী-সেবা ত্যজি প্রেম কোথা আছে ?
অন্যত্র দুর্গন্ধ কামে ফাঁস আছে পাছে ॥ (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৯)

অবিদ্যা, অশ্রুতি, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্রেশে জীবের চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলে এ সকল ক্রেশের নিবৃত্তি হয়। তাহাতে চিত্ত সম্যক বিক্ষুব্ধ হয়। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সময় মনে হয়, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি নিজের স্বপ্রকাশতা-শক্তি দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয় সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি, কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সমর্থ নহে। লৌহ দগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু অগ্নির তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন লৌহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সকল ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে দর্শনের সমর্থ হয়।

ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি প্রকাশের দুইটী হেতু—ভক্তিবিশেষ ও শ্রীভগবানের ইচ্ছা। ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রকাশ পায়। তাহাতে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে। আর ভগবান যখন যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তাহার নিকট ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। এজন্য তাহার ইচ্ছা ঐ শক্তি প্রকাশের এক হেতু।

স্বপ্রকাশতা শক্তিপ্রকাশে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষার প্রমাণ—

তচ্ছূধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মনং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধাবান মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

আর ভগবদিচ্ছার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।

বেৎস্বস্তানুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

(ভাঃ ৮।২৪।৩৮)

পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত আমার মহিমা আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে তোমার সম্প্রশ্নের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইলে ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন দ্বারা উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর এবং ভগবদর্শনে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে ইহা ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবদ্বক্তি হইলেও জানা যায়—

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।

তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥

(নারায়ণাধ্যায়ে)

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় (ভগবানের) নিজশক্তি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?

শ্রীভাগবতে (২।৯।২১)—‘মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনম্’ আমার লোকদর্শন আমার ইচ্ছারই প্রভাব অর্থাৎ (ব্রহ্মার প্রতি ভগবদ্বাক্য) তোমাকে আমার লোক দর্শন করাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল তজ্জন্তুই তুমি ইহা দেখিতে পাইলে।

কঠ শ্রুতিতেও—‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তৈশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্মুং স্বাম্’ অর্থাৎ যাহাকে এই ভগবান্ নিজ দর্শনের জন্ত বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা (ভগবান) তাঁহার নিকট নিজ-রূপ প্রকাশ করেন।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই—যদি ভগবদিচ্ছাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তবে দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির কি প্রয়োজন ? তদুত্তর—সেই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্ত দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন অবশ্য আছে। আচ্ছা যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ রাজাকে কেন বলিলেন যে, তোমার মৃগয়া পাপাদি বর্তমান আছে। তাহা হইলে তাঁহার ভগবদর্শন সম্ভব হইল কিরূপে ? তদুত্তর শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির প্রতিফলন নিমিত্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন হইলেও, ভক্তিবলে ভগবদর্শনকারী মুচুকুন্দে যে মৃগয়াপাপাদির অস্তিত্বের কথা বলিলেন, তাহা সত্ত্বর ভগবৎ প্রাপ্তির অযোগ্যতা দেখাইয়া তাহার প্রেমবন্ধিনী উৎকর্ষা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক^১ তাহার পাপলেশও ছিল না তাহা থাকিলে ভগবদর্শন সম্ভব হইত না। আর শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির নরকদর্শনের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহা যথার্থ নরকদর্শন নহে, ইন্দ্র-মায়াময়। ইহা স্বর্গারোহণ পর্বেই বর্ণিত আছে। ইন্দ্রমায়ার দ্বারা স্বর্গে নরক দর্শন অসম্ভব নহে। কারণ বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত আছে—

কোন ব্রাহ্মণ তৃতীয় জন্মে তিল-ধেনু দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্রে নরকসমূহেরও স্বর্গতুল্যতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরকদর্শন বর্ণিত হয় নাই, স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই ভগবৎ প্রাপ্তির কথা আছে।

শুদ্ধেজ্রিয়ে স্বপ্রকাশতাশক্তির প্রতিফলন দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতিকূলে আরও একটি সংশয় আছে—অবতার কালে অশুদ্ধচিত্ত জনগণও ভগবৎসাক্ষাৎকার করে। তাহা কিরূপ? তদুত্তর—অবতারাদিতে অশুদ্ধ-চিত্ত জনগণের যে ভগবৎসাক্ষাৎকার, তাহা আভাস ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৭।২৫) বলিয়াছেন—“নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ” যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এবং পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে—যোগিভি দৃশ্যতেভক্ত্যা নাভক্তা দৃশ্যতে কচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোবাচ্চ মৎসরাচ্চ জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ যোগিগণ ভক্তির দ্বারা জনাৰ্দ্দিনকে দর্শন করেন, কিন্তু ভক্তির অভাবে মৎসরতা বা রোষহেতু তাঁহার দর্শন হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট বিহারকালে ভক্ত-অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি, অভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন না। অবতারকাল ভিন্ন অত্র সময়ে সর্বব্যাপী ভগবানের দর্শনের অভাব হয়। আর শ্রীভগবান পরমকন্দ হইলেও অবতার সময়ে তাঁহাতে দুঃখ, ভীষণত্ব, শত্রুত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি তাঁহার বিপরীত দর্শনের ফল।

অবতার সময়ে যোগমায়াদ্বারা অপ্রকাশের মূল কারণ অপরাধাদিময় জীবচিন্তের অসচ্ছতা। তাহা শ্রীভগবানের সাক্ষাত্তিক প্রকাশেও বজ্রলেপের ন্যায় বর্তমান থাকে। অর্থাৎ বজ্র—হীরক কঠিন পদার্থ তাহা দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে সেই বস্তুকে অত্র কোন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। তদ্রূপ যাহার চিত্র বৈষ্ণবাপরাধ-মলিনতায় আবৃত, শ্রীভগবান্ তাহার চিত্তে স্পৃহা পান না। মুক্তিহিত্বাত্ম্যাক্রপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ—অত্রথাক্রপ অর্থাৎ বহির্নুখভাব নিবৃত্ত হইলে স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। তদর্থৈ ভগবৎসাক্ষাৎকার। পূর্বে যে ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। তাহাতে স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। এজন্ম অবতার সময়ে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির যে ভগবদর্শন, তাহাতে মুক্তির অভাবহেতু সাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। এজন্ম বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শিশুপাল বাল্যকাল হইতে

ভগবদ্দর্শন করিলেও অন্তকালে সুদর্শন চক্রের কিরণে উজ্জ্বল অক্ষয় তেজঃ-
স্বরূপ পরমব্রহ্মরূপ দর্শন হইয়াছিল বলিয়া মুক্তিলভ করিয়াছিল। মানব-
গণের মধ্যে যাহারা স্বচ্ছচিত্ত, যাহারা ভক্তাপরাধ ভিন্ন অন্য দোষে মলিনচিত্ত,
তাহাদের ক্লেশ নাশের তাৎকালিকত্ব, আর ভক্তাপরাধ দোষে মলিনচিত্ত,
তাহাদের ক্লেশনাশের উন্মুখতা অপেক্ষা করে। অর্থাৎ যাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ
নাই তাহারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের সঙ্গেই নিখিল ক্লেশবিমুক্ত হয়, আর
যাহাদের অপরাধ আছে, সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাহাদের ক্লেশনাশ আরম্ভ
হয়। যতদিন অপরাধ থাকে ক্লেশও ততদিন থাকে। যে পরিমাণে অপরাধ
ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে ক্লেশ নাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় গমন সময়ে নানাদেশের জনগণকে দর্শন দিয়াছিলেন,
তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.৮৭.১৫) বর্ণিত আছে—

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণাবনষ্টতামশ্রদগ্ভাঃ

ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুবর্যদৃশঞ্চ যচ্ছন্ ।

শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্ব যশোহস্তভয়ং

গীতং সুরৈর্নৃভরগাচ্ছনকৈব্বিদেহান্ ॥

ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ দর্শন দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান দৃষ্টি বিনাশপূর্বক
মঙ্গল ও অর্থ দৃষ্টি দান করিয়া দিগন্ত ধবলকারী অন্তঃপ্রকাশক নিজ যশঃ
শ্রবণ করিতে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।
এখানে অজ্ঞানময় বপু দ্বারা কিরূপে দর্শন করিল? উত্তরে বলিতেছেন—
নিজ দর্শন দ্বারা কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে
সমর্থ হইয়াছিল। তাহার কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদের অজ্ঞান নাশ হইয়াছিল।
পুনরায় সেই অজ্ঞান উপস্থিত হইবার আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন অর্থাৎ
তাহাদিগকে ভক্তিদান করিয়াছিলেন। যশকীর্তন দশদিক্ নির্মূল করে।
এজ্ঞ দিগন্তধবলকারী বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাপরাধ দোষে মলিনচিত্ত জীব দুইপ্রকার—ভগদ্বহির্মুখ ও
ভগবদ্বিদ্বেষী। বহির্মুখ আবার দুইপ্রকার—ভগবদ্দর্শন লাভেও বিষয়া-
ভিনিবিষ্ট এবং ভগবদবজ্ঞতা। অবতার সময়ে সাধারণ দেবতা বা মনুষ্যগণ
বিষয়াভিনিবিষ্ট বলিয়া বহির্মুখ আর কৃষ্ণ মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপ মে
চক্রুরপ্রিয়ং ভগবান্ কর্তৃক ইন্দ্রযাগ বন্ধ হইলে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—
মর্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে
এই উক্তিকারী ইন্দ্র ভগবদবজ্ঞতা।

একবার শ্রীকৃষ্ণকে মনোনিবেশ করিলেই যদি গৃহস্থে বিরত সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবদর্শনের পরও যাহাদের বিষয়াভিনিবেশ থাকে, তাহারা বহিষ্মুখ ।

ইহু ভগবদর্শন করিয়াও অবজ্ঞাতা বলিয়া দর্শনকালে বঞ্চিত । দর্শনের ফল কস্মিন্শ্চ । কোন জীবমুক্ত পুরুষে কদাচিৎ মনোনিবেশে প্রারব্ধকর্মে-ভোগ বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রের ভোগ তাদৃশ নহে । তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বর্গীয় বিষয়ভোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । তৎপ্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই । অন্তর্মুখ ব্যক্তি ভগবৎ সেবাভিলাষী আর বহির্মুখগণ বিষয়সুখাভিলাষী ।

যতদিন ভগবৎসাক্ষাৎকার না ঘটে, ততদিন জীবের স্বভাবদোষে বহিষ্মুখতা থাকে । সাক্ষাৎকারের পর বাহির্মুখতা ঘূচিয়া ভগবদ্বিমুখতা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞা অপরাধ থাকায় বহিষ্মুখতা ঘূচে নাই ।

যদি বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর গোপগণের বিষয় সম্বন্ধ ছিল কেন তত্বত্তর—তাহারা সুধু অন্তর্মুখ নহেন পরম অন্তরঙ্গও ছিলেন । তাহাদের বিষয় সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে ছিল না । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্তই, তাহা ব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।৩৩) উক্ত-হইয়াছে—

“যদ্যমার্থসুখংপ্রিয়াত্মপ্রাণাশাষাস্তুং কতে ।”

ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, সুখ, প্রিয়, আত্মা, তনয় প্রাণ ও আশয় সমুদয়ই আপনার জন্ত ।

ভাঃ ১০।১৬।১০ প্রক্ষেপেও উক্ত হইয়াছে—“কৃষ্ণেইপি তাত্মসুখদর্শকলত্র-কামা” ধন, স্ত্রী, ঐহিক পারত্রিক সুখ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল ।

ভক্তগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট—এই ভক্তাঙ্গযাজন করিবার জন্ত নিজ সুখসামান্য মানসে সংগৃহীত গৃহ ও অর্থাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন । ব্রজ বাসিগণের গৃহাদি এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণাৰ্পিত নহে । তাহারা নিজস্ব সাধন মানসে কখনও গৃহাদি সংগ্রহ করেন নাই, আর সাধকগণের মত কর্তব্যাবুদ্ধির প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্তই সে-সকল সংগ্রহ করিয়াছেন । এইজন্য তাহাদের আবেশ বিষয়ে নহে, শ্রীকৃষ্ণে ।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তভিষুদেব শ্রীমতী মহারাজ

আত্মনিবেদন

ভক্তির প্রথমেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের কথা। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগতের নিজের জন্ত কোন চিন্তা নাই। আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শরণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনের কথা। যেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। ভক্তির পাত্র বা ভজনার বস্তুর সুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তির ফল—ভক্তি—প্রেমভক্তি। এই তাৎপর্য্য বা মূল উদ্দেশ্য লইয়া আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে ভক্তি। অন্তর্দীপ শ্রীমায়াপুরই আত্মনিবেদনের স্থান। এই স্থানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। শরণাগত বলবান্। নিবেদিতাত্মাই বলী। অশরণাগত—দুর্বল। ভগবানেও সহিত সেবকের সম্বন্ধ বা প্রেম-লাভের উপায়—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে—সম্বন্ধকে দেয়, আর দেয় কৃষ্ণপ্রেমকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই দুইটি প্রদান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের ঠাকুর-অনুসারে এই ভক্তি নয় প্রকার ; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। বাঁহার ভোগ্য বলিতে এ জগতে কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও তাঁহার মত ধনী আর কেহ নাই, তিনি কৃষ্ণধনে ধনী। ‘হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম।’—শরণাগতের এইরূপ বিচার। এই শরণাগতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন অগ্ৰতম। আত্মনিবেদনের মধ্যে অহঙ্কার নাই। সেখানে কিস্করাভিমান প্রবল। নিবেদিতাত্মা প্রণত। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি, ‘আমি ত’ তোমার, তুমি ত’ আমার, কি কাজ অপর ধনে।’—ইচ্ছাই শরণাগতের চিত্তবৃত্তি। শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা বা কর্তৃত্বাভিমান নাই। নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদন ও শরণাগতির অন্তর্গত আত্মনিবেদন—উভয়ই সমজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগত দান্তিক নহেন, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ; তবে তাঁহার শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। ‘আমি—তোমার’ ইচ্ছাই সেই শুদ্ধ অহঙ্কার। শরণাগতই ভক্ত, অশরণাগত ভক্ত নহে। শরণাগত শ্রোতপন্থী। তাঁহার ভক্তিচক্ষু আছে। তিনি মাপিয়া লইবার ধর্ম্মে ব্যস্ত নহেন। তিনি আত্মধর্ম্মী। ‘আজ হইতে আমি আমার নহি, কৃষ্ণের’—এইরূপ বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ। এই আত্মনিবেদন শরণাগতির পঞ্চম অঙ্গ।

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন নবধা ভক্তির অন্ততম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“নিজের জ্ঞাত চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধ্যসাধনসমূহ ভগবানে সমর্পণ করা এবং তাঁহার সেবার জ্ঞানই একমাত্র চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অঙ্গুগত থাকা এবং স্বীয় চেষ্টাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেক্রপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জ্ঞানই সমর্পণ করে, নিজের ভরণ-পাষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইক্রপ নিজের জ্ঞান কোনট চেষ্টা করেন না, পরন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা ভগবানের হান্দ্রয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জ্ঞান বিক্রয়কারীর যেক্রপ চেষ্টা করিতে হয় না পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য করিয়া থাকে, বিক্রয়কারীর কোন কার্য্য করে না, তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিও নিজের জ্ঞান কোন চেষ্টা ও চিন্তা করেন না।” শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যায় রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্ত যথা পশোঃ।

তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্ত রক্ষণাৎ ॥

অর্থাৎ বিক্রয়কারী পুরুষ যেক্রপ বিক্রীত-পশু-রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, সেইক্রপ শ্রীহরির ইন্দ্রেণে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

জড়পদার্থ হওয়ার নাম আত্ম নিবেদন বা শরণাগত হওয়া নহে। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি সেবায় খুঁ পটু ও সজাগ। তিনি অভ্রান্ত। অদমা সেবাংসাহ তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমান। নিরুৎসাহেব লেশমাত্রও তাহাতে নাই। সেবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র-ব্যাকুল। শ্রদ্ধাশীল বা শরণাগতের সাধন-অধ্যবসায় নষ্ট হয় না। তিনি পূর্ণোদ্যমে অহুক্ষণ সেবারত—রূপালাভের জন্য যত্নশীল। তাঁহার সেবার আশা মিটে না। নিজের খাওয়া-পরাই চিন্তা তাঁহার নাই। তাঁহাদের নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান, প্রসাদগ্রহণাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই সহায়ক ও যোগাত্ম-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না,—ইহাই সাধুশাস্ত্র-উপদেশ।

‘আত্মনিবেদন’ বলিতে দেহ-নিবেদন ও দেহী-নিবেদন—উভয়ই বুঝায়। দেহ-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার এবং দেহীর নিবেদনে—‘আমার আত্মা

তোমার দান,’ ‘আমি তোমার জন,’ ‘আমি তোমার পদধূলি—ইহাই আমার সত্তা’—এই বিচার প্রবল। আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিতে কিস্করত্বের অন্তর্ভূতি আছে। নিবেদিতাত্মা নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া বিচার করেন। তাঁহার নিজের ভোগ্য-বুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটি অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে বে সখ্যা ত্মনিবেদনে ।

কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেভে সাধনান্নিতাম্ ।

(ভ: র: সি:, পৃ: বি: ২৯২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্বহেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এট দুইটি সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্লভ সেবোন্মুখ জনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের ‘দুর্গমসঙ্গমনী’-টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—‘এখানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবশূন্যতাহেতু মহিমাধিক্য প্রযুক্ত নহে। উত্তম-ভাবযুক্ত হইয়া মহিমাধিক্য-হেতু ও সুদুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীধামনন্দকে ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্কে স্বীয় রক্ষাকর্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আবৃত্ত বা অধীন করাই (আত্মসং করানট) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্ত্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীমদধরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এই জগুই উক্ত হইয়াছে,—‘শ্রীঅধরীষ মহারাজ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সঙ্কল্পকে শ্রীভগবানের দাস্ত্যপ্রাপ্তির জগু নিযুক্ত করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। তজ্জগু শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, ‘দাস্ত্যের সহিত আত্মনিবেদন’ ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীকৃষ্ণগীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণগীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—‘হে বিপ্রো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি

এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ।’ সখাদিভাবযুক্ত আত্ম-নিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে ।”

এই আত্মনিবেদন ভাবরহিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধভাবে দৃষ্ট হয় । ভাবশূন্য আত্মনিবেদনের (ভাঃ ১১।২৯।৩০) দৃষ্টান্ত—

মর্ত্যে যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়ান্নভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মনুষ্য সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্ত্বরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) যথা—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মাপিতষ্ঠ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি ।

মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈত্য় আরাঢ়গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥

শ্রীকৃষ্ণিণীদেবী বলিতেছেন,—হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন । শৃগালের সিংহের আহাৰ্য্য গ্রহণের তায় আপনার ভোগ্য আমাকে যেন পশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে ।

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি । তবে শরণাগতির মধ্যে একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়, সেটি আত্মসমর্পণ । অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি । অকিঞ্চনই শরণাগত হইতে পারেন, সকিঞ্চন কখনই শরণাগত হইতে পারে না । দীনই অকিঞ্চন, ভোগ্যদর্শন বা প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা হাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন । যিনি আত্মসমর্পণের জন্ত প্রস্তুত, তিনিই অকিঞ্চন । ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অহুভূতির বিষয় । ভগবদহুভূতি বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেখানে, সেখানে আত্মনিবেদন না থাকিয়া পারে না । যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ হয় না । জীবের আত্মসমর্পণের চরমাবস্থায় দেহস্বৃতি একেবারেই লোপ পায় । তখন একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যাবসান হয় । তখনই জীব মুক্ত—বৃন্দাবন-বাসী হয় । নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব

যাহাতে বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধিরূপ নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্ত বৈষ্ণবের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ও পরিচয় পর্যালোচিত হওয়া আবশ্যিক।

অসাধু কখনও বৈষ্ণব নহে; বৈষ্ণবতার অত্যাভিলাষ, অশাস্ত্যভাব বা চলচ্চিত্ততার অবকাশ নাই। শাস্ত্র বলেন—

“কৃষ্ণভক্ত নিকাম, অতত্রৈব শাস্ত।

ভুক্তিমু ক্তসিদ্ধিকামী সকলই অশাস্ত ॥”

ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি অত্যাভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ ভক্তি উদ্ভিত হয় না।

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবস্ত্যক্তি মুখশাত্রু কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥”

হিংসা-দ্বेष-শোকাদি দ্বারা অভিভূত অন্তঃকরণে বিষ্ণুভক্তির সম্ভাবনা নাই।

“শোকানর্ঘ্যাদি ভাবৈবরাক্রান্তং যশ্চ মানসম্।

কথং তত্র মুকুন্দশ্চ স্মৃতি সম্ভাবনা ভবেৎ ॥”

অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীবিষ্ণুর অর্চামূর্ত্তি পূজা হইলেও বিষ্ণুভক্ত বা অপর কেহ সমাদৃত হন না। প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ও অবৈষ্ণবের পাখ্যকা বেশী নহে। কাজেই কনিষ্ঠাধিকারী অবৈষ্ণবতুল্য।

“অর্চায়াম্ এব হররে যঃ পূজাং শ্রক্য়েহতে।

ন তদভক্তেষু চাক্তেষু স তক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত্য ॥”

বিষ্ণুর আরাধনাপেক্ষা যে বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ, অবৈষ্ণবের আচরণে সে অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

“আরাধনানাং সর্কেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়নাং সমর্চনম্ ॥”

এই বাক্যে তাহার বিশ্বাসের নিদর্শনাত্মক। শ্রীগোবিন্দের অর্চন করিয়া তদাশ্রিত ভক্তজনকে যে ব্যক্তি সমাদর করে না, সে বৈষ্ণব নহে পরন্তু দাস্তিক মাত্র, সে-জ্ঞান অবৈষ্ণবের সম্ভাবনা নাই। সে বুঝে না যে—

“অর্চায়ত্বা তু গোবিন্দং তদীমান্নার্চয়েৎ তু যঃ ।

ন স ভাগবতঃ ক্ষেত্রঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

“আমার ভক্তের পূজা আমি হ’তে বড় ।

বেদ-পুরাণেতে ইহা করিয়াছে দড় ॥”

“যে মে ভক্তাঃ জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তান্তে জনাঃ ।

মন্তুকানাং যে ভক্তান্তে যে ভক্ততমা যতাঃ ॥”

এই সমস্ত ভগবদ্বাক্যে অবৈষ্ণবের বিশ্বাসাভাব ; বিশ্বাস থাকিলে তাহার আচরণও তদ্রূপই হইত ।

বৈষ্ণবমাত্রই সাধু । সাধু কখনও অব্যবস্থিত-চিন্তা নহে ; পরস্তু স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে দিগ্‌মান । তিনি বিষয়-বাসনামূলক সর্বপ্রকারের কামদোষ বিবজ্জিত । তিনি আত্মারাম—দুঃখাগমে উদ্বিগ্ন বা সুখাগমে উৎফুল্ল হন না । ভয়, ক্রোধ বা আসক্ত তাঁহাতে থাকিতে পারে না । তিনি ইন্দ্রিয়ভরী গোস্বামী । পরব্রহ্ম বা ভগবানের সাক্ষাৎ-কারলাভে তাঁহার ক্ষেতের সমস্ত বাসনা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে ।

গীতাতে তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

“প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মত্বে বাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞ হৃদোচ্যতে ॥

দুঃখে দুঃখবিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মনিরুচ্যতে ॥

যঃ সর্বজ্ঞানভিস্নেহস্তুতং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ॥

নাভিনন্দতি ন দোষী তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥” (২।৫৫-৫৭)

বৈষ্ণব-সেবার দোহাই দিয়া কিস্বা সময়ভাব প্রদর্শন করিয়া কখনও নামগ্রহণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না । প্রতাহ তিনি লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ এক লক্ষ নাম তিনি গ্রহণ করেন । কারণ, মহাপ্রভু ‘লক্ষপতি’ অর্থাৎ যিনি অন্ততঃ এক লক্ষবার নাম না করেন একরূপ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ত কখনও গ্রহণ করেন না । তিনি মধ্যমাধিকারী ভক্তের লক্ষণ-স্বরূপে বলিয়াছেন :—

“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে ।

সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজহ তাঁহার চরণে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঈশ্বরে তদীয় ভক্তে, অতত্ত্বজ্ঞে ও দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিকে যিনি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী বা বন্ধুতা, কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব । ইহার অন্ত্যাকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে ।

“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।

প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা য করোতি স মধ্যমঃ ॥”

বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব অবশ্যই ভগবানের প্রিয় । শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় তাঁহার লক্ষণ এইরূপ । যে ভক্ত সর্বভূতে দ্বেষ বা মমতাহীন ও অহঙ্কার-শূন্য, কিন্তু জীবমাত্রের মিত্রতা ও করুণাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযমী ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং ঈশ্বরে অপিত-মনোবুদ্ধি তিনিই ভগবানের প্রিয় । ধাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না ও যিনি অপর লোক হইতে উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে যিনি মুক্ত তিনি ভগবানের প্রিয় । যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও খাফাজ্জ্বারহিত শুভাশুভফলত্যাগী ও ভক্তিমান্ তিনি ভগবানের প্রিয় । শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণে ও সুখ-দুঃখে যিনি সমবুদ্ধি, যিনি আসক্তিরহিত ও নিন্দাস্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, যেকোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও স্তব্ধমতি তিনি ভগবানের প্রিয় । আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন হৃষীকেশ ভগবান্ তাঁহার প্রতিই অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, যিনি—

“পতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যে জনম্ ।

বিশুদ্ধস্ত হৃষীকেশস্তুর্গং তস্ত প্রসীদতি ॥”

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া করুণ পিতার ত্যায় পুত্র-নির্বিশেষে অবলোকন করেন সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । এই সমস্ত বাক্য হইতে আমরা বৈষ্ণবের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হই । ইহা দ্বারা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা ও অন্তঃপরীক্ষা চলিতে পারে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব । তিনি অপরকে উপদেশাদি দ্বারা তরাইতে সমর্থ । ব্যাসাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তির উপদেশ প্রদানে তাঁহারই অধিকার, অপরের নহে । কারণ—

“ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুদ্ধ্যা ন চ চীকয়া ॥”

বাক্য-বেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগাদি ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবপদ-বাচ্য নহে । যিনি “তৃণাদপি সূনীচ” শ্লোকের মহাজন রচিত পয়ারের অর্থে আস্থাবান্ তিনিই বৈষ্ণব । সে পয়ারটি এই,—

“তুং হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।”

আপান নিরাভিমानी, অহে দিবে মান ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ।

ভৎসন তাড়নে কা’কে কিছু না বলিবে ॥

কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি সর্বজীবে সদা ।

সন্মান করিবে তবে আদরে সর্বথা ॥

দৈত, দয়া, অহে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন ।

চারিগুণে গুণী হঞা করত কীর্তন ।”

—ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

ঐকান্তিকের লক্ষণ

ভক্তগণ একায়নপন্থী । হাহাদের বাসনাসঙ্গ নাই । বাসনাসঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না । ভোগবাসনা ছিদ্ৰ । এই ছিদ্ৰ পাইয়াই মায়ী অন্তরে প্রবেশ করে । কৃষ্ণানুশীলনময়ী সেবা-বাসনা যেখানে নাই, সেখানে অহু বাসনা বা ছিদ্ৰ আছেই । অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবার ব্যস্ত থাকিলে আর বাসনাময় জনসঙ্গ ভাল লাগে না । সংসঙ্গই অসংসঙ্গ-দুরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ । যেখানে বহু দেবদেবীর সেবা, সেখানে অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি নাই । দেবপূজা ভোগেরই প্রকারভেদ । সেখানে দেবতার স্মৃতির জন্ত ব্যস্ততা নাই । নিজস্মৃতির জন্তই জীব দেবতা পূজা করে । হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি । সরলই ঐকান্তিক হইতে পারেন । কপটী - ব্যভিচারী । যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে ব্যভিচার থাকিতে পারে না । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একান্তেন সদা বিকৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ ।

তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তান্ত্যাবগতচেতসঃ ॥ (গারুড়ে)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত শু একনিষ্ঠ বলিয়াই সেই ভক্তগণ ‘ঐকান্তিক’ নামে কথিত ।

ব্রাহ্মণানাং সহশ্রেষ্ঠাঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে ।

সত্রযাজিসহশ্রেষ্ঠাঃ সর্ববেদান্তপারগাঃ ॥

সর্ববেদান্তবিংকোটা বিষ্ণুভক্তে বিশিযুতে ।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেন্দ্র একান্ত্যেকো বিশিযুতে । (গারুড়ে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ । সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্তপারগ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ । সর্ববেদান্তবিদ্ব কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ । ঐকান্তিক ভক্ত একনিষ্ঠ, তিনি একের স্বকের অন্ত ব্যস্ত । তিনি অবয়বজ্ঞানের উপাসক । শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন কিঞ্চিং সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো যম ।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপূনর্ভবম্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ঐকান্তিক ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান । তাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত বলিয়া ভগবৎ-কর্তৃক প্রদত্ত হট্টলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না । সুতরাং তাঁহাদের যে মোক্ষ-কামনাই নাহি, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রীল প্রতুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতে লিখিয়াছেন,—

যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে ভাক্ত পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই সাধু, পরমশাক্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত । ভগবৎস্ব বাতীত তাঁহাদের অস্ত কোন প্রার্থনীয় ও অনুশীলনীয় আর বস্তু নাই বা থাকে না । জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্তৃক প্রদত্ত হট্টলেও তাঁহারা সেবাবাধক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না । অনৈকান্তিক ভক্তস্রবগণ ‘সাধু’, ‘অচঞ্চল’ বা ‘ভক্ত’-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ । তাঁহাদের স্বভোগবাসনা প্রবল থাকায় চতুর্দর্শ-লাভকেই তাঁহারা ‘প্রয়োজন’ বলিয়া মনে করেন । ভগবৎ-প্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুর্দর্শকে ‘প্রয়োজন’ বলিয়া মনে করায় । তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্দর্শাভিলাষ ও অনৈকান্তিকতা ।

ভগদগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্বাদির প্রতি অশেষ-নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হট্টলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) শ্রেমৈকপরতা ।

ধর্ম্মের অনাদর বিরূপ, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় বলিয়াছেন,—

আজ্ঞাযৈবং জ্ঞানান্দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্কান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্বক সেই সকল ধর্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্ত ভাবে ভজনা করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধু ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ (গীতা)

সর্বপ্রকার নিত্যনৈতিকাদি কর্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মাশ্রয় হইতে বিরতি-জনিত কোন প্রকার প্রত্যাবায়ই তোমার হইবে না, আমি তোমাকে রক্ষা করিব ।

অত্র সর্বনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সন্তোহনপেক্ষা মাচ্ছত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।

নির্ম্মমা নিরহংকারা নিব্বন্দ্বা নিস্পারগ্রহাঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৭)

নিরপেক্ষ, মদগতমণা, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতা-বুদ্ধিরাহিত, নিরহংকার, নিব্বন্দ্ব ও নিস্পারগ্রহ সাধুগণই সৎ ।

ত এতে সাধবঃ সাধিব সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সঙ্গন্তেষথ তে প্রার্থাঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

সর্বসঙ্গবিবর্জিত মহাপুরুষগণই সাধু । সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয় । কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন ; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জনসঙ্গ বা সর্ব-সঙ্গনিরপেক্ষতা ।

বিঘ্নাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও হরি-সেবায় যে দৃঢ়মতি, তাহাই ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ । যাহারা ঐকান্তিক নহেন, তাহারা ভক্তিপথে বাধা দোখয়া হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত জানেন, একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিবাব জন্ত জগতের বিচার হইতে সম্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ বাধা দিতে আশ্রয় করেন । দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তের ভক্তিপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন ।

যাহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক হইতে পারেন । বিঘ্নসমূহ তাহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, তাহাদের আশ্রি আরও বাড়াইয়া দেয় । ভগবৎ-সেবায় যত বাধা আসে, ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্ত তত অধিক আর্ত ও চেষ্টাশ্রিত হন । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আপদগতস্ত যশ্চেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

নাথত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥

আপন হইলেও হরির প্রতি যাহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাহার চিত্ত হরি ব্যতীত অত্র কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাহাকেই 'ভাগবত' বলা যায় ।

প্রমৈকপরতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৫।৫।৩) বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশ কৃতসৌহদার্থা জনেষু দেহন্তর-ব্যক্তিকেষু ।

গৃহেষু জায়াজরাতিমৎস্ব ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাচ্চ লোকে ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

যাহারা সৰ্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অত্র বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসহ্যাত্ম্য এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাহারা ইহলোকে দেহ-নির্দাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাহারাই মহৎ ।

যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট আছে জানিতে হইবে । তাহাদের ভগবদ্‌রঞ্জন-স্পৃহা অপেক্ষা লোকরঞ্জনের প্রতি নজরই বেশী আছে । একমাত্র ভগবান্‌ই অস্ত্র যাহার, তিনিই ঐকান্তিক ভক্ত । সে-হৃদয়ে প্রভুমাত্র একজন, সে-হৃদয়ে দুইজন প্রভু নাই । ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয় । ঐকান্তিকতাই আচার, তদভাবে ব্যভিচার বা অনাচার অনিবার্য্য । ঐকান্তিকের লক্ষ্য বস্তু—এক । তিনি বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হন না । যাহারা ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ না হইয়া দুই নোকায় পা দেন, তাহাদের অমঙ্গল হয় । লক্ষ্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে জীবের এইরূপ দুর্দশা উপস্থিত হয় । সে বহুর পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কোন বস্তুই লাভ করিতে পারিবে না ; কিন্তু সরল ঐকান্তিক ব্যক্তি কৃষ্ণের কৃপা পাইবেই একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুবীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না । ঐকান্তিকতা বা একাভিনিবেশের অভাব হইতেই ভয় আসে । ঐকান্তিকের ভয় নাই, তিনি নির্ভয় । দ্বিতীয়াভিনিবেশেই জীবকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে ।

কৃষ্ণভক্তিই ঐকান্তিক ও শান্ত। আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে মায়িক কোন বস্তুতে জীবের স্বাভাবিক অহুরাগ দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক হওয়া উচিত। ঐকান্তিকতাই সত্য, ঐকান্তিকই সৎ। ব্যবসায়াল্লিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিয়াছেন.—

ব্যবসায়্যা ত্বকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ (গী: ২।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—“মম শ্রীমদগুরুপদিতং ভগবৎকর্ত্তনশ্চরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন-মেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাভূতঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োজ্যক্তমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্তং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেহ-পীত্যত্র সুখমন্ত, দুঃখং বাস্ত, সংসারো নশতু, বা ন নশতু, তত্র মম কাপি ন ক্রতিরিত্যেবং নিশ্চয়াল্লিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্ত্যরেব সম্ভবেৎ।”

ব্যবসায়াল্লিকা বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াল্লিকা বুদ্ধি। অদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই নিশ্চয়তা। নিশ্চয়তা যেখানে আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য না থাকিয়া পারে না। এই নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন দিন না কোন দিন হইবেই; কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ত’ আর গতি নাই,—এইরূপ অদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা লইয়া যিনি অকপটভাবে ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে হতাশা মনোবিক্ষেপ দ্বারা চালিত জীবকে বিব্রত করিবে। কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া যদি কেহ হতাশ হইয়া হরিতত্ত্বজন ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সর্বনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সকলেরই ঐকান্তিকতা লাভ হউক,—ইহাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন লক্ষ্মণচারী

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম

[ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষের বহির্ভাগ]

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীশ্রীঠাকুর—(চিন্তিত মনে পাষাণি কবিত্তে করিতে) ছ'ছুটো সাব-ইন্সপেক্টর পাঠালাম,—এখনও কেউ ফিরে এল না! তবে কি বিষ-কিষণকে এখনও ধরা যায় নি? শুনোছি বিষ-কিষণ অনেক যোগ-বিভূতি অর্জন করেছে। সে যা'কে যা' বলে তাই নাকি হয়!

সাব-ইন্সপেক্টর ও পুলিশগুলোকে কি কোন রকম বিভূতি দেখিয়ে বেকুব বানিয়ে রেখেছে? একবার খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

এই,—কে আছ?

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্থার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতিবাড়ী সম্প্রদায় বিষকিষণের আড্ডার অনতিদূরে সরকারের পুলিশ ক্যাম্প মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে অবস্থা কতদূর গড়িয়েছে খবর নিয়ে এসো। আরও সশস্ত্র পুলিশ পাঠাতে হবে কিনা সাব-ইন্সপেক্টরদের জেনে এসো।

রক্ষী—জি-স্থার! [অভিবাদন করতঃ প্রস্থান]

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিষকিষণ যেক্রপ বহু ব্যক্তির সহায়তায় সামাজিক ব্যভিচার ঘটচ্ছে তা'তে তা'কে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। হে ভগবান্ গৌরহরি; আপনার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঐক্রপ সাজা-অবতারের শাস্তি দেওয়া যা'বে না। আপনার আমলেও যাজপুর নিবাসী জগন্নাথ দাস নামক এক ব্যক্তি আপনার আশুগত্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অতি-বাড়ী মতবাদ প্রচার করেছিল। সেই সম্প্রদায়ের বীজ এখনও লুপ্ত হয় নি। কালক্রমে এখন ঐ অতিবাড়ী-মত ব্যভিচার ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে রত হয়েছে।

হা প্রভু, আপনি শক্তি দিন যেন আপনার প্রেমধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত অষ্টিকারী ঐ বিষকিষণকে যেকোন উপায়ে ধ্বংসে পারি !

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) কি গো ঠাকুর, এখন কি কাছারীতে যাওয়া হবে না কি ? তোমার মন বড় চঞ্চল দেখছি যে। স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েও এত চঞ্চল কেন ? তবে কি কোনও মোকদ্দমার বিষয় ভাবা হচ্ছে !

শ্রীঐঠাকুর—কতকটা সেই রকমই মহারাজ ! দস্যু রাজদ্রোহী বিষকিষণকে কি ভাবে সাজা দেবো তাই ভাবছি ?

স্বরূপদাস—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ঠাকুর ! তুমি আমাদের বাঁচালে। সেই বিষকিষণ কি ধরা পড়েছে ?

শ্রীঐঠাকুর—না, এখন তা'কে ধরার কোন সংবাদ পাই নি। তবে আপনার গায় বৈষ্ণব-প্রবরের ইচ্ছা হ'লে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হ'লে সে যতই যোগ-বিভূতি জানুক সে ধরা পড়বেই।

স্বরূপদাস—ঠাকুর, ঐ বিষকিষণকে ধরার জন্ত ইতঃপূর্বে সরকার থেকে বহুবার চেষ্টা হয়েছে ; কিন্তু কেন জানি না কেহই তা'কে ধ্বংসে পারে নি।

[ইত্যবসরে রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্মার দারোগা বাবুরা আপনাকে স্বয়ং আরও সশস্ত্র পুলিশ সহ সেখানে যেতে বলেছেন। সেই বিষকিষণকে ধরা খুবই কঠিন। নানাপ্রকার যোগ-বিভূতিবলে সে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না, বরং তার মুখামুখী হ'লে পুলিশদলের শরীর যেন অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীঐঠাকুর—বটে, সেই সাজা-অবতার বিষকিষণ এতই শক্তি ধরে !

স্বরূপদাস—ঠাকুর ওনেছি সেই বিষকিষণ বহু বিভূতি দ্বারা লোকের শারিরীক অনিষ্ট সাধন করে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তা'কে যখন কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন তুমি গেলে তোমার দেহেরও সে অনিষ্ট করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহারাজ, আপনি যাব্‌রাবেন না। সাহস ধরুন। শ্রীশ্রীগৌর-
সুন্দরের আশীর্বাদে ও প্রেরণায় তা'কে আমি ধরবই। বিচারে
ঐ অবতার সেজে সামাজিক ব্যভিচার ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর
অপরাধে অভিযুক্ত করে তা'কে কঠিন দণ্ড দেবো।

(রক্ষীর প্রতি) চল রক্ষী, আমি নিজেই যাচ্ছি। ঐ পুলিশেই
তা'কে ধরা চলবে, অতিরিক্ত পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই।

রক্ষী—শ্রার, দারোগা বাবুরা আরও কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যেতে বলে
ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে কোন পুলিশ হতাহত হয় নি তো?

রক্ষী—না শ্রার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে আর পুলিশের দরকার নেই, ঐ পুলিশেই হবে।
আমার ধারণা হয় যে, বিচক্ষণ তা'র যোগ-বিভূতি বলে পুলিশ-
দলকে অকেজো করে রেখেছে। কিন্তু আমার কাছে তা'র যোগ-
বিভূতি কিছুই খাটবে না। হাঃ হাঃ-হাঃ..., প্রতারক সাজা-অবতার
দমনের কলা-কৌশল আমার জানা আছে।

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রতি) মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যেন
জয়যুক্ত হয়ে ফিরে আসি। [বাবাজীকে শ্রীঠাকুর দণ্ডবৎ করিলেন]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) এসো ঠাকুর। তুমি কেবলমাত্র ঐ দস্যু
দমনে নয়, সর্বপ্রকার পাষণ্ড দস্যু দমনে সমর্থ হও—এই কামনা
করি। জয় হোক!

[সকলের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

অম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার বর্তমান বর্ষের ৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে “সোমুহুদ”-এর স্থলে
“সেবাসুহুদ” এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায় ১৭ লাইনে “প্রবনে” স্থলে “অবগে” এবং
ঐ পৃষ্ঠায়ই ২৪ লাইনে “অভিন্ন” স্থানে “ভিন্ন” হইবে। উহা তদ্রূপ করতঃ
পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

—প্রকাশক

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল পরমভাগবত দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদর্শনে বাধাপ্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অতিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জনে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুন্তকর্ণ-রাবণ এবং দম্ভবজ-শিশুপালরূপে আবিভূত হইয়াছিলেন। এখানে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব ও পর মহাজনগণ যেক্রপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—“যদিও আত্মারাম সনকাদি মুনিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রাতিকূল্যচরণ এবং ভগবানের স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্চার দ্বারা জন্মলীলাভিনয় ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদ্ভূত হইলে ভগবৎলীলাপুষ্টি ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য কাহার করা সম্ভব নয়। পার্ষদগণের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না কিন্তু লীলাপুষ্টির জন্য তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়-বিজয়কে প্রাতিকূল্য-ভাবাবিষ্ট করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অমুত্তম করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করাইয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্মই ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহা-দিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাটয়া আবিভূত করাইলেন।”

শ্রীরামানুজাচার্যের অধস্তন শ্রীপাদ বীররাঘব লিখিয়াছেন,—“এই দুই জন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিতাসিদ্ধ ভগবৎপরিকরণের তুল্য হইলেও বিশেষ স্বকৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপরিকরণ নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্বক্তে প্রাতিকূল্য-ভাব-বিহীনতা ও প্রবেশনিবারণ-ভাবশূন্যতা-হেতু সাক্ষাৎ ভগবৎ-পরিকরণের পূর্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্যাদি প্রমাণবলে

ভগবানের অতিপ্রায় জ্ঞানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবৎ-উদ্দেশক অনুষ্ঠানবিশেষ হইতেও ভগবানের অমুচরিত লাভ ঘটে, যেমন অনন্ত ও গরুড় বাতীত নাগ ও পক্ষী জাতীয় বহু ভক্ত বর্তমান, সেইরূপ স্মৃতিবশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎ-পরিজন-তুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও পূর্ব কথিত (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) “যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, তাহারা ফলাকাজ্জ্বারহিত নিকামধর্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন”—এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠ বাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে “সুমহতী পরিচর্য্যার ফল এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুনিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব একরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন?” এই বাক্যেও জয়-বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন কিন্তু কোনও বিশেষ স্মৃতিবলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর টীকায়ও “ইহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন”—এইরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর অষ্টম স্কন্ধে (৮।২।১।১৬) নন্দ, সুন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিশ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি পার্শ্বদবর্গের মধ্যে যে জয়-বিজয়ের উল্লেখ আছে, তাহারা বামনদেবের পার্শ্বদ এবং পূর্বোক্ত শাপাভিভূত জয়-বিজয় হইতে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্শ্বদ জয়বিজয় একই ব্যক্তি—একরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কেন না, কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের মোচন হয়। বামনাবতারে আবার তাহাদেরই পার্শ্বদত্ব লাভ সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্শ্বদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাহাদের হইতে ভিন্ন অতীত জীব।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অঙ্কে বলাইয়াছেন,—কারুণ-দেশাধিপতি শিশুপাল-দম্ভবক্র পূর্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। (ভাগবত ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের গ্রায তাহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজ উক্তি হইতে জানা যায়। ভগবান্ নিজামুগত দ্বারপালকে বলিলেন,—“তোমরা মর্ত্যালোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের

মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র যেক্রপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইক্রপ জয়-বিজয়কেও ব্রহ্মশাপক্রপ ব্রহ্মাস্ত্রখণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।” ভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পান্দ্রোত্তরখণ্ডের গন্তালুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজ ভক্তচিন্তাবিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রৌড়া-নিমিত্ত তাহার দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম-জ্যোতিষ্ময় দেহ পাখিষ গুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

“তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃ-স্বশ্রাবজৌ তব।

অধুনা শাপ নশ্বুতৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ।” (ভাঃ ৭।১।৪৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বাললেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃস্বশ্রাব (যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের শাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপনির্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। তয়ো পাপমেব হতং ন তু তাবিতর্থাঃ।” অর্থাৎ “কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাহাদের, সেই জয়-বিজয় পার্শ্বদ্বয়ের।” এই বাক্যে তাহাদের পাপই হত হইয়াছিল, তাহারা হত হন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্-ভাগবত ৩।১৩।২৬ শ্লোকের) টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,) ‘হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরমভক্তদ্বয়ের আশ্রয়ভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধমস্তাবগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকুল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মরাম-চুড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্বেগ করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করিয়াছি। এস্থলে আমার পার্শ্বদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবান্) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখপ্রদানের প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল?

(তদন্তরে ভগবান্ কহিলেন,) হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র জন্ম-বিজয়ের প্রেমবিজৃম্বিত কোন প্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। (তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,) হে প্রভুবর! আপনি দেবভাগ্যেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি নগ্ন, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধস্থ হইবে না। অতএব আমরা আপনাকে কোনপ্রকার প্রতিকূল ভাবাবিত্ত করিয়া যুদ্ধস্থ অশুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অনুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণ খরস করিয়াও অস্মদৃশ কিঙ্কর-হয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐপ্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

ভোক্তা ও ভোগ্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯০ পৃষ্ঠার পর)

সদগুরুর বিশ্রুতসেবা কারিতে করিতে যখন আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদের দেখিবেন, আমরা তাহার ভোগের উপকরণ, তাহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তাহারই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই ভগবান্ আমাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। ভগবানের ভোগের বস্তু আমাদের কৃপাপূর্বক ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তখনই আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু যদি আমরা তাহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই অর্থাৎ আমরা যদি ভগবানের সেবক হইতে না পারি তাহা হইলে এই জগতে আমাদের সাজা সেব্য বা ভগবান্ গণের গোলাম করিতে হইবেই হইবে—মাতা-পিতা-পুত্র-আদি অগ্রাগ্র জগদ্বাসী আমাদের ভোগ করিবেই করিবে, আমাদের তাহাদের তাবেদার বা গোলাম করিয়া নাসাবিক্ত বলীবর্দ্ধের দ্বারা আমাকে আমৃত্যু কষ্ট দিবে। আমরা তাহাদের কেহ নই যে তাহারা আমাদের দয়া করিবে; তাই তাহারা যবনের পক্ষী পোষার দ্বারা আমাদের পোষণের বা আমাদের প্ৰীতিপ্রদর্শনের ছল দেখাইয়া অবশেষে আমাদের সর্বনাশ করিবে। তাই বলি, দাস্ত বা চাকরী যখন

করিতেই হইবে তখন আর সাজা ভোক্তা বা সাজা দ্রষ্টা হইয়া লাভ কি ? সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া ঠেকিয়া শেখার পরও ভগবানের সেবা করিবার জন্য আমাদের উদ্যোগ হওয়া উচিত নয় কি ?

আমরা যে দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, এই বিশ্রলভুময়ী কথা ত্রিবার সোভাগ্য আমাদের হইয়াছে গুরুগৃহে আসিয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যম দ্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটীচন্দ্রশ্রীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আসিয়া। তৎপূর্বে এসকল কথা কখনও শুনি নাই এবং এসব কথা কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া ধারণা করিতেও পারি না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অমৃত ভগবান্কে আমাদের মাংস-চক্ষুদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না বলিয়া শ্রীল শ্রদ্ধাপান প্রায়ই বলিয়া ছিলেন যে, তোমরা ভগবান্কে দেখিতে যাইও না ; পরন্তু সকলের একমাত্র দ্রষ্টা ভগবান্কে দর্শন দিতে যাইও। তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হইলে মঙ্গল হইবে—দ্রষ্টা অভিমান ঘুচিয়া দৃশ্য অভিমান জাগিবে—হৃদয়ে ভগবানের দাস্তাভিমান জাগিয়া আমাদের ভগবৎসেবায় অধিকার দান করিবে।

জগতের ভোগিসম্প্রদায় নিজদিগকে দ্রষ্টা ও ভোগী মনে করে, ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগে সুখ নাই দেখিয়া উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া তৎপ্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্কিশেষে ভাবই চরম মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সাজা ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেক্রপ অমঙ্গল, ভোক্তা ও দ্রষ্টা-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। এসকল কথা হতভাগ্য ত্যাগীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বিদ্বান গুরুদাসগণ এতাদৃশ ভোগ ও ভোগের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবদ্ভক্তি যাজ্ঞন করেন। তাই তাঁহারা ভোগীও নন, ত্যাগীও নন পরন্তু ভগবানের সেবক। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী সকলেই ভোক্তা বা দ্রষ্টাভিমानी। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ। তাই বলিতে-ছিলাম, নিজেকে একমাত্র ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্যবুদ্ধি হইলেই মঙ্গল—নিজেকে দ্রষ্টা বা ভোক্তা না জানিয়া ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য বলিয়া জানাই শ্রেয়ঃ; নতুবা যোনিভ্রমণ অবশ্যস্তাবী। তাই বলি, সাধু সাবধান।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের নিকট—নিজজনগণের নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন ; আবার অমুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অমুরমোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের চিহ্নিলাস লীলাপর স্বরূপ প্রকাশিত করেন এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অমুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অমুগত নিজজনগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অমুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় (স্তোত্ররত্ন) না,—

“স্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সন্তেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।

প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ নৈবাসুপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম ॥

অর্থাৎ হে ভগবান্ ! আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত ও পরম-শক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন ; কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতিবিশিষ্ট অমুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত কৰ্ম্ম-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা কখনও এইসকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবামুখ ব্যক্তিই ভগবন্তীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা অমুর-প্রকৃতি, নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাহারা এইসকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইসকল কথাকে গোঁড়ামি বলে এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুর তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তিপ্রদানে অসমর্থতা বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্ভিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নানাপ্রকার অসৎসমালোচনা করেন এবং তচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাসম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা

ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ ; তাহারা নাস্তিক মায়াবাদি-শ্রেণীর লোক ; আর একপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানে, কিন্তু অন্তরে ও কার্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণীর মায়াবাদী নাস্তিক সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, “নিত্যানন্দ জীবশিক্ষার জন্তই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেব-অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্তা হইলেন কেন ?” এইসকল মূর্থ নাস্তিক লোককে কি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্ববুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই আর এক মূর্তিতে শ্রীবলদেব ; সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিষ্ণুভক্তের মূল। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য ; ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বা বিচারের অতীত-ব্যাপার।

কোন আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্ত মধ্যমাধিকারী আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণও দেখাইতে পারেন। যাহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলা অল্পধাবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু কখন ঈশ্বর প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটক-পর্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রান্তি (?), সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?), সর্বত্র কৃষ্ণসুপ্তি দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি হইতেছে ; আবার তিনি যখন ভগবন্তলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিজকে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, বিষ্ণুখটায় আরোহণ

ও সকলের নিকট হইতে সেবা-পূজাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব যে সকল বিমুখ-ব্যক্তির শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-বিগ্রহ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের যুগপৎ আচার্য্য-লীলা ও ঈশ্বর-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে ঐরূপ অপরাধের আবাহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাতিয়া লইব ? তিনি আচার্য্যলীলায় জীব-শিক্ষাদাতা, আবার ঈশ্বর-লীলায় সমগ্র যোষিৎকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমন্ত্ৰ—সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি শ্রীবলদেবরূপে অবস্থিত বলদেবতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন-আকৃতিতে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের বাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।

তাঁ'রাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥

*

*

*

মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।

সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১মঃ অঃ)

প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আবার অভিন্ন-শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্ত নীলাচল হইতে গোড়দেশে পাঠাইয়া ছিলেন। এইরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইসকল লোক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাহাদেরই মত একজন জন্মমরণশীল বদ্ধজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া অনন্ত নরকপথের পথিক হইতেছে। এরূপ কথা কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগোলুপ ব্যক্তি এরূপ কুমত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ড অত্যাচারে সমর্থন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গোড়দেশে

গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্ত আজ্ঞা করিয়াছিলেন।
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইচ্ছা আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

নিত্যানন্দ আজ্ঞা দিল,—‘যাহ গৌড়দেশে।

অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥’ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৪২)

সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভুর নিত্যা-
নন্দকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে হিন্দু-
মাত্রও লিপিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীষদুভয়দাস ব্রহ্মচারী

স্বধামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ

বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীল গদাধর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিকে
অবলম্বন করতঃ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীবিশাখাসখীর আবির্ভাবস্থান
কামাইতে সজ্জানে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-
দেশিক আচার্য্য মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি ভগবদ্ বিশ্বাসী ছিলেন। সদৃগুরু চরণাশ্রয়ের
জন্ত যখন তাঁহার মনে আকুল আন্তি আন্দোলিত হইতেছিল সেই সময়ই
যেন ভগবদ্দিক্ষাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদাস প্রভু তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে
জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শিচরণসরোজে
পৌছাইয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করতঃ তাঁহার নির্দেশে
তদানিন্তনকালে উর্টার্ভিসি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেবাকাজ
করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বিভিন্ন
বিভাগে শ্রীগৌড়ীয়-প্রচার-সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময় হইতে
সেবার মধ্যে থাকিয়াও বহু পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীহরিনামায়ুত ব্যাকরণ
অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে যথাক্রমে তিনি ব্যাকরণ ও কাব্য-পরীক্ষার
উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হইলে তিনিই
তার প্রথম হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনা
করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও অক্ষরী শ্রীগুরুপাদপন্ন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

১০৮ শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের সম্পর্কেও কিছু শ্লোক লিখিয়াছেন। ঐগুলি সময়মত প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। উক্ত শ্লোক-গুলি পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার আতি ও অম্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্বের প্রতি তাঁহার বৈষ্ণবীয় আদর্শের নিদর্শন পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে তিনি 'কামাই' হইতে আসিয়া স্বানন্দে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং দেবভাষায় (সংস্কৃত) শ্রীমন্নমোপ্রভুর স্বয়ং ভগবদ্ভা ও তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করতঃ ভগবৎপ্রেমিকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

তিনি 'কামাই'তে থাকাকালেও মাঝে মাঝে শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শনের জন্ত আসিলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারকেন্দ্র মথুরাস্থ শ্রীকেশবমঠ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীউজ্জ্বল-উপলক্ষ্যে অম্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ব মথুরায় অবস্থানকালে অনেকবারই তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ভজন-সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। শ্রীল গুরুমহারাজও তাহাকে প্রীতি করিতেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাঁহার নাম 'শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী' ছিল। কিন্তু তৎকালে তিনি 'গৌরদাস পণ্ডিত' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভক্তনানন্দী থাকায় কাহারও সহিত অনর্থক গল্পগুজব করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি জড়ে উদাসীন ও ভজনে ছিলেন প্রবীণ। ইনি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভাকর্তৃক ৪৪৩ গৌরান্দে শ্রীগৌরা-শ্রীকীর্তন-পত্রে 'উপদেশক' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তিনি চিন্তে কিছুমাত্র স্বস্তি না পাইয়া প্রবল ভজন-অনুরাগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন ও শ্রীবিশাখা-সখীর আবির্ভাব-স্থল 'কামাই' নামক স্থানে শ্রীরাধা-রাসবিহারী মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীনাম-ভজনে নিমগ্ন থাকেন। ভগবদনুগ্রহে একদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সেবা-পূজা তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত করিতেন। তাঁহার অকস্মাৎ নির্য্যাণে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় আজ বিরহ-কাতরে নিমজ্জিত। নির্য্যাণকালে তাহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৫।৬।৭১) মঙ্গলারতি-অন্তে শ্রীমৎ মথুরামোহন দাস বাবাজী মহাশয় ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীগোবর্দ্ধনের দানঘাটিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবর্দ্ধন গোড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হন। ইনি জগদগুরু শ্রীল ভাক্তসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকট-কালে শ্রীচৈতন্য মঠে ও উক্ত মঠের অন্তর্গত চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন কয়েকটি শাখা মঠে যথেষ্ট সেবা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অসদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বক্ষুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভাক্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের ব্যবস্থাপনায় তৎকালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলাস্থ বাগদায় বাগদাষ্টেটের ব্যবস্থাপকরূপে নিয়োজিত হইয়া-ছিলেন। উক্ত কার্যে তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লালা অবিকার করিলে পর তিনি ব্রজমণ্ডলের অন্ততম ভজনস্থান শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পাদদেশে পরিক্রমার রাস্তায়ই (দানঘাটিতে) ভজনকুটীর নির্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ-রাধা-গিরিধারী জীউর সেবাস্থলী স্থাপন করেন। তিনি ছুপ্রাণ্য বহু গ্রন্থাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবস্থান পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত যশোহর জেলায়। তাঁহার অপ্রকটকালে প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদাদাতা

নিবেদন

‘শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা’ এই সংখ্যা ২৩শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সালুনিয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবার সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

“প্রকাশক”

শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা

অগ্ৰাত্ম বৎসরের জ্যৈষ্ঠ এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা ও তৎসহ তার নিকটবর্তী তীর্থ দর্শন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্থান দর্শনেরও আয়োজন করেন।

এতৎ উপলক্ষ্যে গত ৩রা আষাঢ় (ইং ১৮।৬।৭১) শুক্রবার রাত্র হওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জারযোগে রওনা হইয়া তৎপর দিন বালেশ্বরে অবতরণ করতঃ ভক্তজন-আকাজ্জিত রেমুণার “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ” দর্শন করেন। তদন্তর পথিমধ্যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীহাট ও শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতিও দর্শনের ব্যবস্থা হয়। তৎপর দিবস ট্রেনযোগে যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে বাস-যোগে বিরজাদেবীর মন্দির, নাভিগয়া প্রভৃতি দর্শন করতঃ বৈতরণীতে স্নান সমাপ্তান্তে নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়স্তম্ভ, চারিকল্লের বরাহদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

তৎপর দিবস ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়া বিন্দুসরোবরে স্নান করতঃ শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির, শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দির, শ্রীত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থান দর্শন করা হয়। এইস্থান হইতে পরের দিন মোটরযোগে ঐতিহাসিক স্থান খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পাহার দর্শন করতঃ ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার দিন যাত্রীগণ বাসযোগে ক্রমশঃ শ্রীধামপুরীর দিকে অগ্রসর হইয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাক্ষীগোপালে উপনীত হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপালকে দর্শন করেন। তদন্তর বাসযোগে শ্রীধাম পুরীতে পৌঁছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করা হয়।

৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।৭১) বুধবার দিন শ্রীশুগুচা-মার্জ্জন উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ শ্রীহরীদ্রুম্য সরোবরে স্নান সমাপ্ত করতঃ শ্রীশুগুচা-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীশুগুচা-মন্দির মার্জ্জনাঙ্কে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করতঃ পরিক্রমা-সম্পন্ন আবাসস্থলে পৌঁছেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি প্রভৃতি স্মরণভাবে দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ সমুজ্জমান করতঃ রথাকর্ষণ করার জন্ত উদগ্রীব থাকেন। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে

অপেক্ষমান,—মধ্যাহ্নের উত্তপ্ততার দিকেও তাঁহাদের ক্ষেপ নাই। অপরাহ্ন-কালে শ্রীশ্রীবলদেব-জগন্নাথ-সুভদ্রাজীউ যথাক্রমে রথে সমাসীন হইতে থাকেন এবং রথত্রয় মন্দির গতিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু সময় সঙ্কুলনের জন্য এই দিন রথত্রয় শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন নাই। তৎপর দিবসও শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-এর মধ্যে অতিবাহিত হয়।

১১ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭১) শনিবার হইতে ১৬ই আষাঢ় (ইং ১।৭।৭১) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ষষ্ঠদিবসব্যাপী পুরী সহরস্থ তথা আলালনাথে শ্রীবিষ্ণু-মূর্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবতের সর্কাজ চিহ্ন এবং শ্রীআলালনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতিও দর্শন করা হয়। মধ্যে একদিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোনার্ক-এর বিরাট সূর্য্যমন্দির দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। শ্রীধাম পুরীস্থ টোঁটা গোপীনাথ, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, শ্রীচৈতন্য আশ্রম, শ্রীগোবর্দ্ধন মঠ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গভীরা, শ্রীসার্কভোম ভট্টাচার্য্যের পাট, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থী, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কুপ, লোকনাথ শিব, যমেশ্বর শিব, পার্কতী, চক্রতীর্থ দর্শন ও তথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্ত নারায়ণ, মহাবীর মন্দির এবং গৌরগোপাল মন্দির প্রভৃতি বহুস্থান দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এতদুপরিও আঠারনালা, মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, খেতগজাদিতে স্নান স্পর্শনাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরের কারুকার্য্য, মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীভগবানের বিভিন্নলীলা, মন্দিরের প্রাচীরের ভিতর বিমলাদেবী মন্দির, সিদ্ধবট, নীলমাধব, নৃসিংহদেব প্রভৃতি অগ্ণাত দর্শনীয় মন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করা হয়।

১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।৭১) শুক্রবার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দর্শন করতঃ পরিক্রমা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করা হয়।

বলা বাহুল্য এই পরিক্রমা-পরিচালনায় শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভৃৎয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



গৌড়ীয়-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্না সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ বাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহন্ত ॥

অন্ত ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বসি নৈলে পণ্ড সেই জন ॥

৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১২-পদ্বিনাত, ৪৮৫ গোবিন্দ
শুক্লাব, ৩১ তাদ্র ১৩৭৮ ; ৪৯ ১৭।২।১৯৭১ } ৭ম সংখ্যা

সানুমানং

শ্রীবিলাপকুমুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চি-

ন্মাধবেন নতদৃষ্টিমদোৎকম্ ।

বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং

মোদয়িষ্যসি কদা মধুরে মাম্ ॥ ৬৪ ॥

হে দেবি রাধিকে ! গুরুজনের সভায় ভোজনার্থ উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ
মত দৃষ্টিতে যাহাকে কষ্ট সৃষ্টে দর্শন করিতেছেন এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের সকটাক্ষ
বদনপদ্ম সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষবশতঃ উৎসুক হইয়াছে, হে মাধুর্য্যশালিনি !
তোমার সেই মুখপদ্ম কবে আমাকে হৃষ্ট করিবে ? ॥ ৬৪ ॥

অয়ি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ীকুলানাং

ব্রজনৃপতিকুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্ ॥

বিকলমতি-জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং

স্মিতমধুরকপোলং বীক্ষ্যসে বীক্ষ্যমাণা ॥ ৬৫ ॥

অয়ি রাধিকে ! যিনি গোকুলের রক্ষা বিষয়ে গৃহীত ব্রত, সুতরাং সর্বদা বিপিনে ভ্রমণশীল এবং চঞ্চল চিন্তা জননী যশোদা বাঁহাকে লালন করিতেছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তুমি অবলোকিত হইয়া কবে তাঁহাকে দ্বিধা হস্তাঘ্রিত মাধুর্য্যময় কপোলে অবলোকন করিবে ? ॥ ৬৫ ॥

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি-পূর্ব্বং

সুস্নিগ্ধয়া সুমুখি মাতৃপরাক্ষিতোহপি ।

হা হ্রীমতি প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং

কিং ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমন্ত লপ্স্যে ॥ ৬৬ ॥

হে সুমুখি রাধিকে ! সমূহ মাতৃবর্গের মধ্যেও স্নেহবতী গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী যশোদা তোমার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক শপথ দিয়া ভোজনের অনুরোধ করিলে তুমি যখন লজ্জাবনতবদনে আনন্দসহকারে ললিতাদি প্রিয়জনের সহিত ভোজন করিতে থাকিবে, তোমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি কি অন্ত চিন্তে নিরতিশয় সুখ লাভ করিব ? ॥ ৬৬ ॥

আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুষ্মনেন

স্নেহাবলোকনভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি ।

গোষ্ঠেশয়া নববধুমিব লাল্যমানাং

ত্বাং প্রেম্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতমিষ্যে ॥ ৬৭ ॥

হে খঞ্জনাক্ষি ! গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী যশোদা যখন তোমাকে আলিঙ্গন, মস্তক-চুষ্মন ও অতি স্নেহপূর্ব্বক নূতন বধূর আয় লালন করিবেন, তখন তোমাকে দেখিয়া আমি কি হৃদয়ে মহান্ উৎসব বিস্তার করিব ? ॥ ৬৭ ॥

হা রূপমঞ্জরি সখি প্রণয়েন দেবীং

ত্বদ্বাহদত্ত-ভুজবল্লরিমায়তাক্ষীম্ ।

পশ্চাদহং কলিত-কামতরঙ্গরঙ্গাং

নেষ্ট্যামি কিং হরিবিভূষিতকেলিকুঞ্জম্ ॥ ৬৮ ॥

হে সখী রূপমঞ্জরি ! যিনি প্রীতিবশতঃ তোমার হস্তে হস্তলতা অর্পণ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই বাহার লোচদয় আরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পূর্বেই বাহার মন প্রেমাসুধিতে মগ্ন হইয়াছে, সেই শ্রীরাধিকার অহুগামিনী হইয়া আমি কি তাঁহাকে হরিবিভূষিত কোকিলকুঞ্জে লইয়া যাইব ? ॥ ৬৮ ॥

সাকং ত্বগা সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যা:

স্বস্ত্যাস্তটে কুসুমভাবিতভূষণেন ।

শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়বিশ্বরী সা

হা হা ভবিষ্যতি মদৌক্ষণগোচরঃ কিম্ ॥ ৬৯ ॥

হে সখি রূপমঞ্জরি ! যিনি তোমার সহিত স্বীয় কুণ্ডের (রাধাকুণ্ডে) তীরস্থ-নিকুঞ্জগৃহে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ পুষ্পরচিত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন, হায় ! সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা কি আমার নেত্র গোচর হইবেন ? ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাঙ্কুরাজসুনো:

শস্তাভিসার-সময়ং সুভগোহত্র হৃষ্টা

সুস্মান্বরৈঃ কুসুম-সংস্কৃত-কর্ণপূর-

হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে ॥ ৭০ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনী ! বিচক্ষণ নামক শুকপক্ষির প্রমুখাং ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত অভিসার কাল শ্রবণ করিয়া এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত হৃষ্ট হওত অতি সুস্ম বস্ত্র তথা কুসুম রচিত কর্ণপূর (কর্ণভূষণ) ও হার প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা তোমাকে কি অলঙ্কৃত করিব ? ॥ ৭০ ॥

নানাপুষ্পৈঃ কণিতমধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি-

মাল্যভিস্তদযু সূন বিলসংকাম-বিচিত্রানিভিশ্চ ॥

রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিক্ষ্য-গেহে

মল্লীজালৈঃ শশিমুখি কদা তল্লমাকল্পয়ামি ॥ ৭১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! মধুপ পঙ্ক্তি কর্তৃক সতত সম্মিলিত নানাবিধ পুষ্পে বিরচিত মালা এবং প্রসিক্ত কুসুম দ্বারা সুশোভিত কামোদীপক বিচিত্র রেখা দ্বারা বাহার দ্বার দেশ শোভামান হইতেছে, সেই মদনানন্দপ্রদ নামক গৃহ মধ্যে কবে আমি মল্লীপুষ্পসমূহ দ্বারা শয্যা রচনা করিব ? ॥ ৭১ ॥

(ক্রমশঃ)

চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগোরাচৌ ভয়ত:

শ্রীব্রজস্বানন্দ-স্বখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (ইউ. পি.)

২২শে আশ্বিন, ১৩৪২ ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় * * ,

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে air-mail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্ত Professor বাবুর হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১২শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি “অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার”—এই পত্রের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃতভাবে ‘গৌড়ীয়ে’ ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অষ্টৈত। ইঁহার। যুগপৎ ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব, অপর জন দুইপ্রকার ভক্তভাব, গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্তে গোড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারিপ্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাস্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গোবিন্দাদি সখাগণ সখ্যরসাস্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—তদ্বক্তৃত্বশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবিক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণ-লীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকপুত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার

ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটি অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাশ্রয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিহ্নশক্তির ভাবাতি-শয্যে চিহ্নশক্তিমান্ সন্নিদ-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিত্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা - জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিত্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য-শক্তিমান। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্বুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্য অদ্বুত অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্মই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্রয়ের বিষয়। জড়গুণের আশ্রয় না করিয়া তত্ত্ব ও প্রেমের চিত্তগুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক জ্ঞান অজ্ঞান-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার-মুখে তাহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক নামভজনকারীগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া উহাকে জড় factএর inferenceএ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করলে তাহার কুস্তাপাক-নরক অবশুস্তাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব-শব্দটির দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্তে গৌর, "বংশীমুখ"এর পরিবর্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়-ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যাত্মিক জড়োদ্ভ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্কোষ।

নিত্যাশীর্ষাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রমোদ

(রাজনীতি*)

১। বর্তমান রাজশাসন হরিভক্তনের অহুকুল নয় কি?

“আমাদের বর্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্ভিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্ধেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের আশ্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।”

— ‘মঙ্গলাচরণ’, সঃ তোঃ ৪১১

২। ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?

“ইংরাজ বাদালীর পরস্পর সৌহার্দ্যই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্থ্যসম্পত্তি এবং ভারতবাসিগণও আর্থ্যসম্পত্তি, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসিগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্বস্নেহ কোথায় গেল? ইংরাজরা আমাদের শাসনকর্তা হইয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক ব্যাপ্ত কি জন্ত লুপ্ত হইবে? ভারতবাসিগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরেজরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কর্মক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, সুতরাং বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসংকারে কনিষ্ঠের অধিনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্ত্যাত্ম জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিয়া সর্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণস্থধা-সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সর্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের রক্ষা করিবেন। আমাদের আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; আমরা গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুঃসহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে

* প্রবন্ধটি ইংরাজ-শাসনকালে রচিত।

—প্রকাশক

তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্ট বাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দ বিধান করত ভক্তি-ভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ সকল দুঃস্থ কার্য্যসম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতে ক্রটি করিব না। একাম্বন্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৈরূপ স্নেহকার্য্য। তাহাই আমরা আচরণ করিব; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ! আমি উপদেশ করিতেছি— তোমরা এইরূপ আচরণ কর।”

—‘আশীর্ষচন’, সঃ তোঃ ২।৫

৩। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি?

“বহুগুণতুষিত বলবীৰ্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়দিগকে ও অস্বদেশজাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,—“ভাই সকল! বিরোধ পরিত্যাগ কর; বিরোধে কিছুমাত্র সুখ নাই। বিরোধ পরিত্যাগ করিলে আমার চির-পরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অব্যেষণীয়; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখ লাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর-বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমরা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সৰ্ব্বদাই জর্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমনতর অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা আর থাকে না; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা হিংসা, ঘেঁষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি কর।

—‘আশীর্ষচন’, সঃ তোঃ ২।৫

৪। যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

“বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় অস্থায় জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। ধর্মশাস্ত্রে কিরূপে যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে ?

“রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত যতপ্রকার অত্যাচার হয়, সেই সমুদায়—
অধর্ম ও জগন্নাশজনক কার্য্যাবিশেষ। নিতান্ত ছায়-যুদ্ধ ব্যতীত ধর্মশাস্ত্রে
অত্যাচার যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।”

—চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সনেহভঞ্জন

ভক্তিবিনোদের জৈবধর্মগ্রন্থে মধুর-রসবিচার,
পড়িয়া পড়িয়া ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ লিখি তার।
মধুর রসের সুধাসিকুনীরে ডুবাইয়া প্রাণ-মন,
হাবুডুবু খাই কুল নাহি পাই কি করিব আশ্বাদন !
এই রত্নাকরে কতনা অমূল্য-রতন পড়িয়া আছে ;
জহরী হইলে চিনিতাম তাহা তুলে রাখিতাম কাছে।
দেখিলাম সেথা উপনিষদেরা কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হয়ে,
করিয়া সাধন গোপী হ'য়ে ব্রজে জন্মিলেন গোপালয়ে।
যাঁরা হন গ্রন্থ পাঠ করি মোরা হেন কার্য্য করে তাঁরা !
কেমনে সম্ভব বিস্ময়ে সংশয়ে করে মোরে জ্ঞানহার।
ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিশায় দেখি যেন তন্দ্রাবেশে,
মোর তনু মন নিয়ে গেল কেহ এক আনন্দের দেশে।
আকাশে বাতাসে খেলিছে আনন্দ আনন্দের ফুলবন,
স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ এই হবে ভাবিল আমার মন।
ঠাকুর ভকতি-বিনোদ হেথায় আছেন সমাধিসুখে,
ভক্তিতত্ত্বসার কেহ কভু আর শুনিবেনা তাঁর মুখে।
কত বৈষ্ণবেরা হরিনাম করে হাতে লয়ে জপমালা,
ভাবি কেহ যদি হরিকথা কয় জুড়ায় প্রাণের জালা।

সহসা, কে এক আনন্দ মুরতি বলিছে আমার কাণে,
 হরিকথা যদি শুনিবার ইচ্ছা চলহ নিভৃত স্থানে ।
 “কোথা হেনস্থান আছে প্রভো হেথা বলুন তা কৃপাকরি ।”
 প্রভু বলিলেন, “স্থান-কাল নাই যা দেখ এ মায়াপুরী,
 তোমার হৃদয় সে নিভৃত স্থান বসিব ছুজনে সেথা,
 যে-কথা শুনাব রবেনা সন্দেহ জুড়াষে সকল ব্যথা ।”
 বলিতে বলিতে কোথায় মিলাল বাহিরে দেখিনা তাঁরে,
 তখন নয়ন মুদিয়া দেখিছু বসি তিনি মোর ধারে ।
 সন্নেহ বচনে বলিলা তখন, “সন্দেহ তোমার মনে,
 উপনিষদেরা জনমে কেমনে গোপগৃহে বৃন্দাবনে ?
 উপনিষদেরে গ্রন্থ ব’লে জানো গ্রন্থ—মুদ্রায়ত্ত্ব কবে ?
 সে বৈদিক-যুগে গুরুমুখে শুনি’ ক্রতিশিক্ষা পেত যবে ।
 যে উপনিষদ্ দৈববলে যিনি ক’রেছেন সম্পাদন,
 তাহাতে তন্ময় সেইনামে তিনি বিশ্বপরিচিত হন ।
 এ যুগের ভাবে সে যুগ ভাবিলে মনে বহুভ্রান্তি রয়,
 গ্রন্থ, গ্রন্থকর্তা এযুগে পৃথক্ তন্ময়তা নাহি হয় ।
 ঈশ-কেন-কঠ- ছান্দোগ্য-মাণ্ডূক্য ছিল যাঁদের প্রাণ,
 তাঁরাই ত সবে সে উপনিষদ্ করিওনা ভেদজ্ঞান ।
 তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমাকাজক্ষা কভু অসম্ভব নয় ;
 প্রাণহীন যত এযুগের গ্রন্থ সে যুগের প্রাণময় ।”
 শুনিতে শুনিতে গেল নিদ্রাবশে সন্দেহ হইল দূর ;
 অরুণ উদয় কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে চিত্তমোর ভরপুর ।

—কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্র, এম্.এ, বি.টি, সাহিত্যভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১০)

যাহারা নিজ সুখের জন্ত বিষয়সম্বন্ধ রাখে। শ্রীযাদব ও পাণ্ডবগণের বিষয়সম্বন্ধ তাহাদের মত হইলেও তাহাতে নিজ সুখাভাস মাত্র ছিল। নিজ সুখালুসন্ধান ছিল না। ভাঃ ১০।২০।৪৬—

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নাদিকর্গমু।

ন বিদ্বঃ সন্তুমান্নানং বৃক্ষয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ।

শ্রীকৃষ্ণগত চিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি ক্রিয়ায় আপনাকে জানিবেন না।

কিস্তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ ।

অধিজহু মুদং রাজঃ ক্রুদ্ধিতস্ত যথৈতরে ॥ (ভাঃ ১।১২।৬)

হে দ্বিজগণ ! শ্রীযুধিষ্ঠির যে বিষয়ভোগে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা দেব-গণেরও প্রার্থনীয় ছিল। তিনি কৃষ্ণগতচিত্ত ছিলেন। এজন্ত এসকল কি তাহার আমোদ জন্মাইতে পারে? ক্রুদ্ধিত ব্যক্তির মন যেমন অগ্নে থাকে, গন্ধমাল্যাদি উপভোগে তাহার প্রীতি জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীযুধিষ্ঠিরের মনও শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। এজন্ত এসকল বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র প্রীতি ছিল না।

উপরিউক্ত শ্লোকে পাণ্ডবদের বিষয়াভিনিবেশ না থাকার কথা থাকিলেও নিম্নশ্লোকে বলিতেছেন,—

এবং গৃহেযু সজ্জানাং প্রমত্তানাং ভদীহয়া ।

অত্যক্রামদাবজাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৭)

এইরূপে তাহার গার্হস্থ্যএমে আসক্ত হইয়া গৃহব্যাপারে প্রমত্ত থাকিলে অজ্ঞাতসারে অতিদুস্তর কাল তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাহাদের আয়ু শেষ হইল এই শ্লোকে তাহাদের বিষয়াশক্তির কথা বলা হইয়াছে, কেহ এরূপ সংশয় উত্থাপন করিলে উত্তরে বলা হইতেছে—এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রাদির গৃহাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে। কারণ পরবর্ত্তি শ্লোকে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ।

রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশুদং ভয়মাগতম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে মাত্র—পাণ্ডবদের বিষয় নহে।

কোনস্থলে লীলাশক্তিই লীলামাধুর্য্যের পোষণ জন্ত প্রতিকূল উপকরণে লীলোপযোগিনী শক্তি বিচ্যুত করিয়া শ্রীগোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জন-গণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন।

পূর্বোক্ত শ্লোকের সন্দেহ নিরসনার্থ পরে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত ।

রাজন্ নির্গমাতাং শীঘ্রং পশ্চদং ভয়মাগতম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর সকলের আয়ু শেষ জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে।

কোন স্থলে লীলাশক্তি স্বয়ং লীলামাধুর্য্যপোষণের জন্ত প্রতিকূল অনুকূল উপকরণের লীলোপযোগিনী শক্তি বিচ্যুত করিয়া গোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জনগণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন। যথা পুতনার আগমনে—

বস্তুশ্চিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্মনো-

হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্ ।

পুতনার মনোহর হাগ্রযুক্ত কটাক্ষ ব্রজবাসিগণের মনোহারিণী হইয়াছিল। চিন্ময়বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেমবান ব্রজবাসিদের মায়াময়ী নারীর কটাক্ষে চিত্তবিভ্রম হওয়া সম্ভব নহে, লীলাশক্তির প্রেরণায় আভাস মাত্র হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে “মনোহরন্তী”—মনোহরার মত আচরণকারিণী উক্ত হইয়াছে। লীলাশক্তি যে কোন পুতনাকে শক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা পুতনা-মোক্ষণাধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে—

ন যত্র শ্রবণাদানি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মতঃ ।

কুক্ষন্তি সাত্বতাং ভর্তৃর্যাতুধাতৃশ্চ তত্র হি ॥ (ভাঃ ১০।৬।৩)

যেখানে সাত্বতপাত শ্রীভগবানের শ্রবণাদি থাকে না। তথায়ই রাক্ষসী-গণ দৌরাভ্যা করিতে পারে। এই শ্লোকে দেখা যায়—যেখানে ভগবৎ-কথা হয়, তথায়ই রাক্ষসী যাইতে পারে না, আর যে গোকুলে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজিত, যেখানে পুতনা যাইতে সমর্থ হইল। নিশ্চয়ই ইহার মূলে কিছু রহস্য আছে। পুতনার তথায় আসিবার শক্তি না থাকিলে লীলাসম্পাদনের (পুতনার বিনাশ) জন্ত লীলাশক্তি তাঁহাকে গোকুলে আসিবার শক্তি দিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহায়তায় ইহাও সম্ভব হইয়াছিল—

অমংসতান্তোজকরেণ রূপিণীং ।

গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টু মিবাগতাং পতিম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬।৬)

পুতনার হস্তে লীলাকমল থাকায় গোপীগণ মনে করিয়াছিলেন—মুষ্টিমতী লক্ষ্মীপতিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। লীলাশক্তির সহায়তা ব্যতীত কদাকার রাক্ষসী লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ ভগবৎ পরিকরের নিকট। পুতনার অপ্রতিভ মনোহর চেষ্টার কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং

বীক্ষ্যাস্তুরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।

বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধষিতে

নিরীক্ষ্যমাণে জননী হৃতিষ্ঠিতাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬৯)

সেই রাক্ষসীর চিত্ত সুকোমল আধার মধ্যগত (খাপ) অসির জ্বায় তীক্ষ্ণ হইলেও তাহার বাহ্য চেষ্টা জননীর জ্বায় অতিশয় বাৎসল্য ভাববৃত্ত। সুতরাং গৃহমধ্যগত তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রভায় অভিভূত হইবার জন্য এক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। কেহই তাহাকে নিবারণ করেন নাই। এস্থলে যশোদা-রোহিণীর অভিভব যথার্থ নহে, আভাস মাত্র।

এই প্রকারে কোন স্থলে তাদৃশ ব্যক্তিগণের অর্থাৎ বাঁহাদের প্রতি মায়া কখনও প্রভাব বিস্তারে সমর্থ্য নহে। সেই ভগবৎ পরিকরণের মায়া দ্বারা অভিভবাতাস মনে করা যায়। যথা—প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তৃনূনান্যা মেহপি বিমোহিণী (ভাঃ ১০।১৩৩৯)। এ মায়া প্রায় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া অত্যাশা নহে। যেহেতু ইহাতে আমার মোহ জন্মিয়াছে। এস্থলে শ্রীবলদেবেরও মায়াদ্বারা অভিভবাতাস মনে হয়।

অন্য দৃষ্টান্ত—জয়বিজয়ের দৈত্য জন্মে। শ্রীবলদেবের প্রেমাদি আবৃত না হওয়ায় অভিভবাতাস অতি সামান্য ; আর জয়বিজয়ের প্রেমাদি আবৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহার দ্বারা জয়বিজয়ের বৈরতাব। ভগবদ্বিদ্বেষপ্রাপ্তি মুনিগণের অভিশাপ হেতু নহে, কিন্তু আমার অভিমত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজকে চতুঃসন অশুর যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দিলে শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে সাস্ত্রনা দিবার জন্য বলিলেন—

ভগবানমুগাবাহ যাতং মাতৈষ্টমস্তশম্।

ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হস্তং নেচ্ছে মত তু মে ॥ (ভাঃ ৩।১৬২৯)

“তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার

মতানুসারেই ইহা ঘটয়াছে।” জয়বিজয়ের বৈরভাব প্রাপ্তি শ্রীভগবানের বৈরভাবে নিষ্পন্ন করে নাই। জয়বিজয় শ্রীভগবানের প্রতি বৈরভাব প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাদের প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করেন নাই। জয়বিজয় অস্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুন্তকর্ণ ও শিশুপাল-দত্ত-বক্ররূপে) ভগবদ্বিষে প্রচার করিলেও শ্রীভগবান বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের প্রতি যে বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের বৈরভাব দর্শনে সমুদ্ভূত হয় নাই, তিনি স্বেচ্ছাময়। নিজেচ্ছায় বিচিত্র লীলাকৌতুক নির্বাহের জন্ত ঐভাষ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধকৌতুকানুভব ইচ্ছাই তাহার মূল।

সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ যে জয়বিজয়ের পতনের হেতু নহে, তাহা দ্বেষকীপর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের স্তুতিতে জানা যায়—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদবশুস্তি মার্গাংস্তয়িবদ্ধ সৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্ত বিচরন্তি নির্ভয়া বিনাশকানীকপমূর্দ্ধনু প্রভো ॥

(ভাঃ ১০।৩।২৩)

হে মাধব ! মুক্তাভিমानी জ্ঞানিগণ যেক্রপ বিপ্রে অভিভূত হন, আপনার শ্রীচরণাশ্রিত, আপনাতে সৌহৃদ্য সম্পন্ন ভক্তগণ তদ্রূপ ভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা আপনা কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নসমূহের অধীশ্বরগণের মন্তকোপরি বিচরণ করেন। এস্থলে হে মাধব—মা অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার কান্ত এ সন্দোহনের তাৎপর্য্য—যাঁহারা লক্ষ্মীকান্তের নিজজন, তাঁহাদের স্বতঃই স্বর্কসম্পৎপ্রাপ্তি ঘটয়াছে। প্রভুর প্রভাবে ভক্তগণের সর্বসম্পৎ সিদ্ধি সম্ভব। ভক্তগণের ভক্তিবিঘ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের মহতী রূপার উদয় হয়। তজ্জন্ত বিঘ্নসকল অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

জয়বিজয়ের শীঘ্র নিজাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত বৈরভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা হইতে পারে না। তাদৃশ পরম ভক্তগণ ভক্তিভিন্ন মুক্তিকেও অঙ্গীকার করেন না। যদি ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নরকও অঙ্গীকার করিতে পারেন। সনকাদির উক্তিতে তাহা জানা যায়—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

কিস্বতদপি তত্ত্বয়ং ভব উন্নয়ৈন্তে ।

যেহং স্বদজ্যুশরণা ভবতঃ কথায়ঃ

কীর্ত্ত্ততীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥

কামং ভবঃ স্বর্জিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ

চেতোহচিলদ্ যদি হু তে পদয়ো রমেত ।

বাচস্ব নস্তলসিবদ্ যদি তেহজ্যুশোভাঃ

পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরক্তঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮-৪৯)

হে প্রভো ! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র, এজন্ত কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ । তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ মোক্ষকেও আদর করেন না, অঃ ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদে তোমার দ্রুতগতি মাত্রের ভয় নিহিত । যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের গ্ৰাস তোমার চরণকমলের রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর গ্ৰাস তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয় তবে আমাদের নিজকর্ম্মফলে যথেষ্ট নরকবাসেও ক্ষতি নাই । অতএব নরকে গেলেও যদি ভক্তির বিহীন না ঘটে, তবে শুভগুণ নরকবাসও অঙ্গীকার করেন । জয়বিজয়ও তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমরা নীচ হইতে নীচতর যোনিতে ভ্রমণ করিলেও আপনাদের করুণায় যে অশুতাপলেশ উপস্থিত হইল, তৎপ্রভাবে আমাদের গুণবৎস্বতির প্রতিবন্ধক মোহ যেন না হয় ।

জয়বিজয় শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের জন্ত বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহে স্বাভাবিক অগ্নিমানসি সিদ্ধিযুক্ত গুহ্যসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তিবাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন । বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহ সম্বন্ধেই বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছিল । শ্রীভগবানের যুদ্ধকৌতুক নিব্বাহের পর সেই দেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় । তাঁহারা নিত্যপার্ষদ, এজন্ত প্রেমবান্ । প্রেমপূর্ণ চিতে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে । বাহ্যিক দেহ সম্বন্ধে সেই ভাবসহ কৃত স্মরণ ও সেইভাবেই বিলয়—উভয়ই বাহ্যিক । তাঁহাদের অন্তরে বৈরভাব ছিল না । এজন্ত বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়াছিলেন—তোমারা এস্থান হইতে গমন কর, তোমাদের ভয় নাই মঙ্গল হইবে ।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তভিষুদেব শ্রোতী মহারাজ

জিজ্ঞাসা

নাস্তিকতার নানা বাক্যবাতের প্রলয়-কাণ্ড সত্ত্বেও পুণ্যভূমি ভারত এখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না যে, ভগবান্ নাই। সকলে স্বয়ংরূপ ভগবানের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও রবি-শশি-তারকা-নিচয়ের নিয়মিত উদয়, অস্ত ও পরিভ্রমণ দেখিয়া, ঋতুনিচয়ের যথানিয়মে আবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই সকলের নিয়ামক একজন পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, যাহার শাসন ইহজগতের রাজরাজেশ্বরগণেরও দুর্লভ্য। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, সেই ভগবানেরই প্রতিভূ ইহজগতের শাস্ত্রকার সাধুগণ। ত্রিগুণ-ময়ী মায়ার প্রভাবে যাহারা দাস্তিকতাৰ্শে অন্তায় কার্য্য করে, তাহারাও কোন না কোনও সময় বিবেকের কশাঘাতে অহুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত কারিতে চেষ্টা করে। পরম পিতা পরমেশ্বরের অস্বীকার দ্বারা নিজাদগকে ‘জারজ’ বলিয়া পরিচয় দিতে ভারতবাসী স্বভাষতঃই ঘৃণা বোধ করেন।

সাধুগণকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়াই কোথাও সাধুর সমাগম শ্রবণমাত্র দলে দলে লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ত্রিতাপের কশাঘাতকে উপেক্ষা করিবার মত গড়ারের চর্ম তাহাদের এখনও হয় নাই। ত্রিতাপের যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের জন্তই জনগণ সাধুর নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্রিতাপের কারণ অনবগতির জন্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ব্যাধির যে উপসর্গে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে, সেই উপসর্গটির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত সাধুর নিকট প্রার্থনা জানায়। কেহ হয় ত বলেন—“আমি বাত-ব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এই ব্যাধিটির কবল হইতে যাহাতে চিরতরে উদ্ধার পাই, অহুগ্রহপূর্বক তাহার ব্যবস্থা করুন।” কাহারো প্রার্থনা—“আমি হুভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া অনাহারে কঙ্কালসার হইয়াছি; আমার পরিবারবর্গ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে, আমি যেন প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া স্বখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারি?” কাহারো প্রার্থনা—“আমি নিঃসন্তান অবস্থায় বড়ই মনঃকষ্টে আছি, আমার যেন একটি সন্তান হয়।” আবার কাহারো প্রার্থনা—“আমার পুত্র যেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ আশীর্বাদ করুন।” এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি সাধুর নিকট বিভিন্ন প্রার্থনা উপস্থিত করে। যদিও এই সকল প্রার্থনা হৈতুকী ও আত্মেন্দ্রিয়পীতি-

বাহ্যমূল্য, তথাপি এই সকল প্রার্থনাকারিগণ ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান নহে বলিয়া সন্মতবাদী ও নাস্তিকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গীতাপাঠে আমরা জানিতে পারি,—হৈতুকী প্রার্থনা লইয়া বাহারা সাধুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহারা আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিভাগে বিভক্ত। এষ্ট চতুর্বিধ লোক শুদ্ধনুখী স্নেহিত লাভ করিতে পারিলে হৈতুক-প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজনে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিসাধনে দ্রবীভূত হয়। সাধুসঙ্গের ফলে ও কৃষ্ণের কৃপায় হৈতুকী প্রার্থনা বা কাম দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিকে স্থান প্রদান করে।

“সৎসঙ্গানুকূলঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বৃধঃ।

কীর্ত্যমানং যশো যন্ত স কৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥” (ভাঃ ১।১০।১১)

যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি কখনও প্রার্থীকে কাম প্রদান করেন না। তিনি যযাতি রাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেন যে, অগ্নিতে ঘৃতাহতি প্রদান করিলে তাহা যে-প্রকার নির্বাপিত না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার কামও কামসকলের উপভোগ সাম্যলাভ করে না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় মাত্র। তিনি ভোগপ্রার্থি-গণের দৃষ্টি—রূপ-মোহে দগ্ধ পতঙ্গ, শব্দ-মোহে আবদ্ধ মাতঙ্গ, ঘ্রাণ-মোহে বিগতপ্রাণ ভৃঙ্গ, শব্দ-মোহে ব্যাধের বানে হত কুরঙ্গ ও রস-মোহে ষড়ঙ্গীবিদ্ধ মীনের ছুর্দশার প্রতি আকর্ষণ করিয়া ঐ ভ্রান্তপথ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া ভগবদ্ভক্তির নিত্য স্বাস্থ্যপ্রদান করেন। বাহারা সাধুর বেষ্টিত কামের ইন্ধন-সরবরাহকারী, তাহারা সাধু নহে, প্রাণঘাতী। মানব অজ্ঞতা-প্রযুক্ত-কামী হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞ সাধু ঐ অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেবেন কেন?

আমাদের প্রশ্ন হইতেই সাধু আমাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, আবার কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তাহার প্রশংসা করিয়া আদরের সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রশ্নকারী নিজের ধারণালুপ্তায়ী উত্তর না পাইয়া মনঃক্ষুব্ধ হয়। বদ্ধ ধারণা বিদূরণের জন্তই যে সাধুর নিকট যাওয়া তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সাধু সেই কথার উত্তর না দিয়া ভগবদ্ভক্ত্যাহা কীর্তন করেন, যাহাতে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কখনও কখনও আমরা এমন

প্রশ্নও করি, যাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বিষয়টি পরিষ্কৃত হইবে না। সেই সময় অন্তর্যামী সাধু তাহার পূর্বাবস্থাসমূহ পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তখন অধৈর্য্য হইয়া “Out of point” মন্তব্য প্রকাশ-পূর্বক উঠিয়া যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু তাহারা যদি ধৈর্য্যধারণপূর্বক শেষ পর্য্যন্ত সাধুর কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, সাধুর কথা ‘Out of point’ নহে, সাধুর বিশদ ব্যাখ্যায় তাহার প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার সম্বন্ধে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, সেই বিষয়টিও তখন তাহাদের জানিবার সৌভাগ্য হইবে। সুতরাং সাধুর নিকট যাইতে হইলে ধৈর্য্যসহ যাওয়াই সমীচীন, নতুবা সফলপ্রসবের সম্ভাবনা অল্প।

আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই জানি না, সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া কি প্রশ্ন করিতে হইবে। আশ্চর্য্যকর ভগবৎ-সেবকত্রত সাধুর নিকট যে প্রশ্ন করিতে হয়, তাহা যিনি মাতৃকৃষ্ণিতেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীমৎসুন্দরের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য পাইয়া জন্মগ্রহণের পর সেই বিগ্রহের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই বৈষ্ণবরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজের মহাভাগবতবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জানিতে পারি। প্রশ্নটি শ্রবণ করিয়াই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নটি এই—

“অতঃ পুচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।

পুরুষশ্চেহ যৎ কার্য্যং ত্রিযমাংশ সৰ্ব্বথা ॥

যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কৰ্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।

স্বৰ্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ক্রাহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্॥”

(ভাঃ ১।১৯।৩৭-৩৮)

[পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—আপনি ত’ যোগিপণেরও পরম-গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এই সংসারে সম্যক সিদ্ধিলাভের উপায় কি? যে-সমস্ত মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন তাহাদের কোন্ কার্য্যই বা সৰ্ব্বথা করা উচিত? প্রভো! মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা আবশ্যক, যাহা স্বৰ্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, আর যাহা যাহা তদ্বিপরীত, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।]

মহারাজ পরীক্ষিতের ঐ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন, পরীক্ষিতের মৃত্যু আসন্ন—সাত দিনের মধ্যে, তাই ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা আরও অনেক যুগ বাঁচিব, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে ঐ প্রশ্ন নহে। কিন্তু একটু ধীরচিন্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, পরীক্ষিত অপেক্ষা আমাদের জীবন আরও সঙ্কটাপন্ন। আমাদের মৃত্যু যে তদপেক্ষাও আসন্ন নহে, তাহা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? তাঁহার ৭ দিন পরমাযুঃ ছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, আমি যে আরও ৭ মুহূর্ত্ত, এমন কি এক অনুপল সময়ও বাঁচিয়া থাকিব, তাহার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? কত অল্পবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ত নিমিষের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার স্তব্ধতায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। সংবাদপত্রে ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাইতেছি। তথাপি মুঢ়ের দ্বারা ঐ প্রকার উক্তি করা বিবেকবান মনুষ্যের কখনও কর্তব্য নহে। পরীক্ষিত বলিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রেয়ই যাহা শ্রোতব্য ইত্যাদি তাহা বলুন। অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুজনের পক্ষে যাহা শ্রোতব্য, সকল ব্যক্তির পক্ষেই সেই ভগবৎপ্রসঙ্গই অবশ্য শ্রোতব্য, অপর বিষয় শ্রোতব্য নহে। যাহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত ইতর কথা কৌতূহল ও শ্রবণ করে, তাহারা ভেককোলাহলদ্বারা কালরূপ বিষধরসর্পকে আহ্বান করে মাত্র। সুতরাং সাধুর নিকট জিজ্ঞাস্তা ভগবৎপ্রসঙ্গ—আত্মধর্ম্মের কথা, অনাত্মধর্ম্মের কথা নহে।

প্রকৃত-কল্যাণকামী ব্যক্তি সাধুর নিকট যাইয়া নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে ব্যস্ত না হইয়া যাহাতে ত্রিতাপের মূল অবিচার বিনাশ ও নিত্যকল্যাণ লাভ হয়, বিনীত ভাবে সেবাবুদ্ধি-সহকারে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমার যাহা কর্তব্য, আমি তাহা জানি না; সাধু তাহা জানেন, সুতরাং তিনিই আমাকে উহা বলিয়া দিবেন। তদ্বিষয়ে আমার কিছু Dictation করিবার নাই। নিজের আচরণদ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্তই আমাদের সম্বন্ধ-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

“কে আমি, কেনে আমার জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥”

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটিরের বহির্ভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—(খট্টার উপরে উপবেশনপূর্বক) দেদিন স্বরূপদাস বাবাজীকে ‘ভগবৎ-সংসং-প্রতিষ্ঠা’ সম্পর্কে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলার পর থেকেই আমার দেহ যেন ভাল যাচ্ছে না। জ্বর-পীড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছি।

হা ভগবান্ জগন্নাথদেব, দেহ-পীড়ায় তো কোনদিন কষ্ট পেয়েছি বলে মনে হয় না। হঠাৎ এরূপ পীড়া হওয়ার কারণ কি প্রভু! জ্বর-পীড়ায় কাতর হ’য়ে আমার ভজনে বড় বাধা-বিপত্তি আসছে; নিশ্চিন্তে অনগ্রমণে স্থূৰ্ণভাবে ভজন করতে পারছি না।

[ক্রমে ঘুম-ষোরে শয়ন করিলেন এবং নিদ্রাস্থ

হইলে তিনি স্বপ্নাবেশে ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

দেবের দর্শন পাইলেন]

(আচম্বিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—(বাবাজী মহারাজের শয্যাপার্শ্বে গমন করতঃ) ঠাকুর, তুমি যঁার সঙ্ঘে এখনও সন্ধিগ্ধচিত্ত তিনি সামান্য মানুষ মাত্র ন’ন; —তিনি আমার পরম প্রিয়, নিজজন।

রঘুনাথদাস—(স্বপ্নাবেশে) হে ভগবান্, আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি কৃপাপূর্বক এ দীনের অনন্তকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন! আজ আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রীমুখের বাণী শ্রবণে আমার সকল সংশয় বিদূরিত হ’ল। ঐ মহাপুরুষের নিন্দা ক’রে আমি যে অপরাধ করেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তজ্জন্ত আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—ঐ গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা ক'রে তোমার যে অপরাধ হয়েছে, সেই অপরাধ জ্বালনের জন্ত ঐ মহাপুরুষের অঙ্গুগ্রহ প্রার্থনা করগে। পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হ'লে সেই কণ্টক কি ক্ষুদ্র দিয়ে বের হয়। কণ্টক যে স্থানে বিদ্ধ হয় সেই স্থান দিয়েই নির্গত হয়। সুতরাং যে বৈষ্ণবের স্থানে তোমার অপরাধ হয়েছে তিনি তোমায় ক্ষমা করলে তবেই তুমি অপরাধ হইতে মুক্ত হবে।

রঘুনাথদাস—আমি তাই যাব ;—সেই মহাপুরুষের পদতলে গল-লগ্নী-কৃতবাসে প্রণত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করব। কিন্তু আপনি কি আমার ক্ষমা করবেন ! আমার এ' অপরাধ কি খণ্ডন হবে !

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—তিনি ক্ষমাবতার নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখী ললিতাদেবী। যাও,—এখনই তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়গে।

রঘুনাথদাস—টনি সখী ললিতাদেবী ? (সজল চক্ষে) ওগো সর্বদেবেশ্বর হরি, আপনি আমায় কৃপা ক'রে ললিতাদেবীর সেবা-অধিকার দিন। ঐ মহাপুরুষের অঙ্গুগত হয়ে আমি যেন নিত্যকাল আপনার ভজন করতে পারি,—এই প্রার্থনা। আজ যখন আপনি কৃপা ক'রে এ অধমকে দর্শনদান করেছেন তখন আমাকে আপনার নিত্য সেবক করে নিন। আমি অনন্তকাল ধরে আপনার সেবায় মগ্ন হ'তে চাই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—‘যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।’
—গীতোক্ত আমার শ্রীমুখের এই বাণীর মর্ম্মানুসারে আমি জীবগণকে সর্বকাল কৃপা করে থাকি। মাঠৈঃ।

(অন্তরালে গমন করিলেন)

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহিত একক্ষণ কথপোকথনের পর সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি চক্ষু উন্মীলন করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে না পাইয়া অশ্রীর হৃদয়ে শয্যা হইতে উথিত হইয়া ইতঃস্ততঃ খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিলেন।]

রঘুনাথদাস—কই, কই... আমার প্রাণনাথ! কোথায় গেলেন প্রভু! আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়া কোথায় লুকালেন প্রভু! (মস্তকে করাঘাত-পূর্বক) হা ভাগ্য! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পেয়েও হারালাম। যার দর্শন-কামনায় সারাটি জীবন তাঁর নাম নিয়ে অতিবাহিত করেছি; যাকে পা'বার আশায় এই সংসারকে অসার মনে করে জীর্ণ কষ্টাধারী হয়ে সম্পূর্ণ ত্যক্ত জীবন ব্যাপন করে এই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি,...সেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ আজ স্বপ্নে আমায় দর্শন দান করে লুকায়িত হয়ে বড় বিচলিত করুলেন ও দাগা দিলেন।

(সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণামান্তে ভাবাবেশে)

ওগো তুলসী মহারানী, তুমি কি দেখেছো আমার প্রভুকে? বল—বল তিনি যাবার সময় তোমাকে কি বলে গেলেন? তুমি তো শ্রীভগবানের প্রেয়সী! তুমি নিশ্চয়ই জান তিনি কোথায় গেছেন? কি, বলবে না? তা বলবে কেন? আমি যে মহাপাপী;—তিনি বোধ হয় আমাকে তাঁহার সন্ধান জানাতে নিবেদন করে গেছেন। (ক্রন্দনরত অবস্থায়) ওগো দেবী; আমি যে তোমায় এই বৃদ্ধ-কালাবধি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সেবা-পূজা করে আসছি তার ফলস্বরূপ আজ শুধু আমার প্রভুর সন্ধানটুকুও কি জানাবে না? ও বুঝেছি, তুমি বোধহয় আমার সেবায় তুষ্ট হও নি তাই আমার প্রতি এত বিরূপ! ওগো বৃন্দে মহারানী! এ কাঙাল নরাদমটার প্রতি বিরূপ হ'য়ে না! তোমার পাদপতলে সর্ষতীর্থ বিরাজমান। তোমার কৃপা ব্যতীত ভগবদ্ সেবা যে লাভ হয় না! তোমার শরণাগত এ কাঙালকে আর ছুঃখ দিওনা দেবি!

(জ্বরের প্রকোপে শারীরিক দুর্বলতার জন্ত পুনরায় শয্যায় উপবেশন পূর্বক) উঃ কি জ্বর! সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। হা ভগবান্, এই রোগাক্রান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে কি ক'রে ললিতাদেবীর পদপ্রান্তে ক্রমা ভিক্ষা করতে যাবো?

[ইত্যবসরে স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ]

স্বরূপদাস—কেমন আছেন মহারাজ গুণগ্রহণ করুন।

রঘুনাথদাস—আমুন বাবাজী মহারাজ ! দণ্ডবৎ ।

এই বৃদ্ধবয়সে আমি বড় অপরাধী । ললিতাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন
কি আমি পা'ব ?

স্বরূপদাস—(বিস্মিত নয়নে মহারাজের অসুস্থ শরীর দেখিয়া নীরব
রহিলেন ।)

রঘুনাথদাস—ওগো বাবাজী মহারাজ, ঐ মহাপুরুষ কি আমার কমা
করবেন ?

স্বরূপদাস—তষ্ঠাৎ আপনার এক্রূপ দৈন্ত্য শুনে আমার হৃদয় আজ দ্রবীভূত ।
শ্রীভগবানের কাছে আপনার শীঘ্র আরোগ্য কামনা করি । আপনি
এক্রূপ অসুস্থ কবে থেকে হলেন ?

রঘুনাথদাস—যেদিন আমি ঐ মহাপুরুষের নিন্দা করেছিলাম এবং
আপনাকে তাঁর কাছে যেতে নিষেধ করেছিলাম, সেইদিন থেকেই
আমি জ্বরে পড়েছি । এই বৃদ্ধকালাবধি কোনদিন এমন জ্বর আমার
হয় নি । ঐ বৈষ্ণব-অবজ্ঞা জনিত পাপের ফলস্বরূপ এই জ্বরভোগ ।
এখন জেনেছি ঐ মহাপুরুষ সম্পর্কে আপনার ধারণাই সঠিক ।

স্বরূপদাস—এই জ্বর-ভোগের জন্ত কি আপনি এমন কথা বলছেন ?

রঘুনাথদাস—না—না,—তা নয় বন্ধু ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব
আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে, উনিই তাঁর নিত্যপার্ষদ সখী
—স্বরং ললিতাদেবী ।

স্বরূপদাস—সত্যিই তিনি সাক্ষাৎ ললিতাদেবী । এক্রূপ কৃষ্ণানুরাগ আমি
কখনও দেখি নি । নামপ্রেমা ঠাকুর হরি নাম কর্তে কর্তে প্রায়ই
সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । নৃত্য কর্তে কর্তে নামোল্লাসে তাঁর অঙ্গে
সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হয় ; সে এক অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস,—দৈব-
প্রেরণা ব্যতীত সাধারণ নরের এক্রূপ ঐশীশক্তি থাকতে পারে না ।

রঘুনাথদাস—শ্রীজগন্নাথদেবের বাণী অশ্রান্ত,—চিরসত্য । উনিই শুদ্ধভক্তি-
শ্রোতের মূল মহাপুরুষ—দিব্যসুহর, শ্রীভগবানের নিজজন । তাঁর
অতিমর্ত্য ভোমলীলায় আজ আমি আত্মহারা । তাঁর আনুগত্যে
আমি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা-তৎপর হ'তে চাই । আপনি কৃপা করে
আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পা'বার সুযোগ করে দিন ।

স্বরূপদাস—মহারাজ ! আপনি এখন জ্বর-পীড়ায় বড় কাতর হয়ে পড়েছেন ।
ব্যস্ত হবার কি কারণ ? আপনি একটু আরোগ্য হ'লে আমি সব
ব্যবস্থা করে দেবো ।

রঘুনাথদাস—না—না, আর দেবী করবেন না ভাই ! আপনি এখনই
ব্যবস্থা করুন । এখনই যদি আমার মৃত্যু হয়, তা'হলে আমার
বৈষ্ণব-অপরাধ কি ক'রে স্থালন হ'বে ?

স্বরূপদাস—মৃত্যুর কথা ভাবছেন কেন মহারাজ ! জগতের মঙ্গলের জন্ত
আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি । শ্রীঠাকুর বড় রূপালু । তিনি নিশ্চয়
রূপা করবেন । তাঁর মত ত্রায়নিষ্ঠ ভগবৎবিশ্বাসী নিত্যাসক্ত মহা-
পুরুষ এ জগতে নাই । তিনি 'ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট' কার্যে লিপ্ত থেকেও
পরমার্থনুশীলনে বিশেষভাবে যত্নশীল । ত্রায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠগণের
কাছে তিনি 'কুসুম হ'তেও কোমল', আবার দুষ্টগণের কাছে তিনি
'বজ্র হতেও কঠোর' । সোদন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর্তে গিয়ে
দেখি তিনি সাজা-অবতার বিষ-কিষণকে ধরতে ব্যস্ত । এমন কি
নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেদিকে এগিয়ে গেছেন । আমি শীঘ্রই
তাঁর অবসর সময় মত গিয়ে তাঁকে আপনার অতিপ্রায় জানাবো ।
আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন !

রঘুনাথদাস—যা' ভাল হয় করুন । এই জরভোগে আমার এ দেহ
বিনষ্ট হয় হোক তা'তে খেদ নেই । কিন্তু আমার একমাত্র চিন্তা,
এই বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে কি ক'রে নিষ্কৃতি পাব ?

স্বরূপদাস—আপনার শরীরও নিরাময় হবে মহারাজ ! আমি শীঘ্রই
শ্রীঠাকুরকে সবই জানিয়ে আসছি ।

রঘুনাথদাস—আচ্ছা, তাই আসুন !

[স্বরূপদাস বাবাজীর দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—হে ভগবান্ নন্দ-নন্দন ! আমার দুর্দৈব, আপনার পার্শ্বদ
শ্রীশ্রীঠাকুরের পদ-প্রাপ্তে বা'বার একান্ত ইচ্ছা থাকলেও জরভোগের
জন্ত দুর্বলতা হেতু কিছুতেই এই দেহে তাঁর সমীপে যেতে পারছি
না । আপনার করুণা ব্যতীত কি করে যেতে পারি দেব !

(মালা জপ করিতে লাগিলেন)

[স্বরূপদাস বাবাজীর পুনঃ প্রবেশ]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্বক) মহারাজ ! একটা সংবাদ শুনুন,—বিষকিষণ ধৃত এবং আদালতে বিচারার্থে অভিবৃক্ত । আর স্বয়ং ঠাকুর তার বিচারক । ঠাকুর বলেছেন বিষকিষণের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেই হবে ।

রঘুনাথদাস—(সানন্দে) ধন্য ঠাকুর ! তিনি প্রণম্য ও সাধুদের পরিত্রাতা । দস্যু বিষকিষণের কুক্রিয়ার জন্ত তার উপযুক্ত সাজা হওয়াই আবশ্যিক । দৈত্য-অসুরের শাস্তি হ'লে দেবতা ও ভক্তদের আনন্দই হয় । এ বড় আনন্দ-সংবাদ বাবাজী মহারাজ !

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলেছেন ?

স্বরূপদাস—হ্যাঁ মহারাজ ; আপনার অসুখের কথা বলতেই তিনি আপনার আরোগ্য কামনায় এই ঔষধটি দিয়াছেন ।

(ঔষধ বাহির করিলেন)

রঘুনাথদাস—তিনি আমায় ক্ষমা করবেন কিনা একথা জিজ্ঞাসা করেন নি ?

স্বরূপদাস—না মহারাজ ! সে কথা এখন বলি নি । আপনি আগে আরোগ্য হ'ন, তারপর ... !

এখন কৃপা করে তাঁর প্রদত্ত এই ঔষধটি সেবন করুন ।

(বাবাজী মহারাজকে ঔষধটি দিলেন ও তিনি তাহা সেবন করিলেন ।)

এইবার আপনি একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন । ঐ ঠাকুর প্রদত্ত ঔষধে আপনি শীঘ্রই নিরাময় হ'য়ে উঠবেন,—এতে কোনও সন্দেহ নেই ।

রঘুনাথদাস—সত্যই বাবাজী মহারাজ !...এখনই আমার শারীরিক তাপ যেন অনেক কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে ।

(শয্যা হইতে উঠিয়া) অপূর্ব—অপূর্ব ঔষধ ! এতক্ষণে আমার রোগ শাস্তি হ'ল ।

বাবাজী মহারাজ, চলুন এখনই সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আমার অপরাধ স্থালনের জন্ত যাবো। ‘কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।’ সত্যই তিনি ভগবদ্গুণের অধিকারী। তিনি কৃপালু; আমি তাঁর নিমন্ত্ৰণ প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি তো আমায় প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং আমার আরোগ্য কামনায় ঔষধ দিয়েছেন এবং সেই ঔষধ সঞ্জীবনৌ-মন্ত্রের মত সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরোগ্য করে তুলেছে। আমি এতদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ আমি তাঁর গুণবস্তায় মুগ্ধ। আর বিলম্ব নয়,—এখনই সেই মহাপুরুষের চরণ-সান্নিধ্যে প্রণত হইগে, আসুন!

স্বরূপদাস—চলুন মহারাজ! [উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—‘শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত’ শ্রীমন্নহা প্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেন; তিনি যদি অমুমতি না-ই দিবেন তবে নিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অনর্থগ্রস্ত সেবা-বিমুখ লোকের এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচয়; কারণ, ‘শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্নহা প্রভুর আজ্ঞানুসারেই বিবাহ করিয়া-ছিলেন’,—পূর্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্তই এই কার্য্য করিয়া-ছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অবধূত বা পরমহংস বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ত্রায় কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী বা গুরু-পত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্লিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা বা গুরুব্রতের কল্লিত ভোগ্যের সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভুবস্ত সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মন্দির। যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—কহিল তোমায়ে ।

‘ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা ॥’

ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের অনেক সময় ধর্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে । ঈশ্বর-শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ত্রায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর । তাহারা তেজীয়ান্ । যেমন অগ্নির সর্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে । সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাদ্ বলদেব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিয়া বিবেচিত হন, তবে ঈশ্বরবস্তুর তাহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করে না । ঈশ্বর বা সমর্থ বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা প্রদর্শন করিবার যোগ্য, অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন না । তাহাদের সেইপ্রকার আচরণে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়ে । প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা ক্রোধোদ্ভিন্ন তোষণপর ।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না । সমর্থ পুরুষ যেক্রূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন । কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তুত্বদাচরেৎ ॥

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্ঘ্যাঙ্ মর্ত্য্য-দিবৌকসাম্ ।

ঈশিতুশ্চৈশিতব্যানাং কুশলাকুশলায়য়ঃ ॥

• যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা

যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ ।

শৈবরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহমানা-

স্তুশ্চৈশ্চর্য্যাস্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥

গোপীনাং তৎপত্নীনাঞ্চ সর্কেষাঈব দেহিনাম্ ।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহতাক্ ।

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩১-৩৫)

—তত্ত্ববিদ্বদ্ভিঃ ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য ও আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন ; অত্থা নিরুদ্ধিতার পরিচয়ে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে । ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্ত্ত, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্ত্ত । যিনি অখিল সত্ত্বা, তির্য্যক, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্ত্তর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশলের কিছু নাই । জীবের পক্ষে কুশল অকুশল-বিচার । যাহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছামুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর-বস্ত্তর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে আর বন্ধন-প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরে পুরুষোত্তম ভগবানের আর কিপ্রকারে বন্ধন হইবে ? যাহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য বস্ত্তর বন্ধন কোথায় ? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন—তাঁহারই নিরক্ষুণ স্বত ইচ্ছাজাত ; সুতরাং তিনি প্রাকৃত-কর্ম্মফলবাহ্য জীবের ন্যায় কোনও মানব-জ্ঞানগম্য-বিধির বশীভূত নহেন । যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের—নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ-সম্ভাবনা হইতে পারে ?

যাহারা শ্রীবলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করে বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীরধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধী । বিষ্ণু-আকর শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্ত উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদেশ-অবিরুদ্ধ যে-সকল আচরণ, তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ; কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বরের-স্বরূপে রাসাদি লীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে ।

নৈতং সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনাশ্যতাচরন্ মোঢ়্যাণ্ডথাকদ্রোহন্ধিজং বিষম্ ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ করা দূরে থাকুক, কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভঞ্জনের যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাপ্রযুক্তরা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হইবে।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যালীলার সহিত তাঁহাদের গৃহত্ৰতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরিবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুগারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন।

যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্ত পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ, অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভক্তা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষ-সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যালীলাভিনয় ও গৃহত্ৰতধর্ম্ম সমপর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিয়া অনেকে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া গৃহত্ৰত-সম্প্রদায়-রূপে পরিণত হইয়াছে; শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত মতের বিরোধ করিয়া গুরুদেবী 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে; শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া তান্ত্র গুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ'দলে সহজিয়া-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চুড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌরনাগরীবাদ সৃষ্টি হইয়াছে; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে সহজিয়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

কয়েকটি-প্রসঙ্গ

নাস্তিকতার কারণ

ঈশ্বর নির্বিকার অথচ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর অকর্তা কিন্তু তিনি পালন করিয়াছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় অথচ তিনি সংহারকর্তা। ঈশ্বর কালের অতীত, তথাপি বর্তমান। ঈশ্বর এই প্রকার অনন্ত পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বাক্য ও মন ইহার কুল-কিনারা পায় না। যুক্তি বিচারদ্বারা ইহার কোনই মীমাংসা করিতে পারা যায় না। একমাত্র যুক্তিকেই অবলম্বন করিয়া যাহারা ঈশ্বর-স্বরূপ বিচার করিতে যায় তাহারা সাধারণতঃ বিপথগামী হইয়া পড়ে। চার্কাকাদি ঋষিগণের ঐপ্রকার দুর্দশা হইয়াছে—যুক্তিতে হাতে কিছু না পাইয়া তাহারা নাস্তিক হইয়া পরিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসৃজি নাস্তিক না হইলেও যুক্তির দৌরাত্ম্যে সংশয়ান্বিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাধুবত্ত্ব

ঐপ্রকার অনুবিধায় পড়িয়া আমরা যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হই, তজ্জন্তু গীতার হিতবাণী—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিঞ্চ-চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধদানশ্চ সংশয়ান্না বিনশ্যতি ।

নাযং লোকোহস্তি ন পরো ন সূখং সংশয়ান্বনঃ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর বা ভগবৎ-সেবাপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চিন্ময়-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ঐ চিন্তাত্ত্বের জ্ঞানের ফলে শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ হয়। মুক্তাবস্থায় যে ভগবচ্চরণাশ্রয়, তাহাই পরা শান্তি। অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়ান্বিত পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়ান্বিত ইহলোক বা পরলোক—কোন লোকেই সুখ হয় না ; কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহা-দিগের শান্তি নাশ করে।

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সূদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব কৰ্ম্ম কৃত হয় ॥”—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এই শ্রদ্ধার অধিকারী হওয়াই সাধুবত্ত্ব প্রবেশ। ইহার ফলে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের নির্দেশানুসারে সেবার অমুরাগ জন্মে। সেই অমুরাগের ফলে পরতত্ত্ব আপনা হইতেই হৃদয়ে স্মৃতিপ্রাপ্ত হয়।

অথগু চৈতন্তস্বরূপের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার খণ্ড-চৈতন্ত-স্বরূপ জীবের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অচিন্ত্য সর্ব-সক্তিমত্তাভাৱে স্বীয় স্বরূপ প্রেমিক ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। প্রেমের অঙ্কুরও ঐ শ্রদ্ধা।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ?

প্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার আর অপ্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে তিনি সাকার। তাই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বলেন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নিরীশেষং সা সাত্ত্বিক্তে সর্বিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সর্বিশেষমেব ॥

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নিরীশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সর্বিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নিরীশেষ ও সর্বিশেষ—ভগবানের এই দুটোটা গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সর্বিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না, জগতে সর্বিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নিরীশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

ভক্তি স্বাভাবিকী হইলেও নাস্তিকতা কেন ?

'ভক্তি' শুদ্ধ-জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। এই বৃত্তি স্বতঃই জীবাত্মাকে সচ্চিদানন্দ গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত রাখে। কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরে অবিখ্যাসী হয় কেন ? তত্ত্বত্বের এই যে, যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, মায়াবদ্ধতা বা ভোগ-মত্ততাক্রম পর্দা তাহাদের ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করায় ঐ বৃত্তির বিবর হইতে তাহারা বহুদূরে পতিত হইয়াছে। ঐ প্রতিবন্ধকের নিমিত্তই ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অপুত্রক পিতার মধ্যে পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে তাহাতে পুত্রস্নেহ নাই, তাহা বুঝিতে হইবে না। অপুত্রকস্বরূপ প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আপনা হইতেই পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়া থাকে। আশা করি, এই উদাহরণ হইতে বিষয়টী পরিষ্কৃত হইবে। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে পতি-স্নেহের অভাব লক্ষিত হইলেও অবিবাহিতা অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বিবাহিত হইলে পতি-স্নেহ আপনিই প্রকাশিত হয় ; ইহাও বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে একটী সহজ উদাহরণ।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

নিরাকার না সাকার ?

ভগবান্ কল্প আকারের, কিরকম রংএর, তাঁহার হাবভাব, চাল-চলন কল্প—এসকল কথা ভগবান্ কৃপা করিয়া না জানালে আমরা জানিতে পারি না । ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত আমরা ভগবদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াও নিজ বিজ্ঞা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা মনাদির দ্বারা বাস্তব-সত্য বিষয় নির্ণয়ে ব্যস্ত হই । সেইজন্য আমরা প্রকৃত তত্ত্ব না জানিতে পারিয়া ভগবান্কে কখনও সাকার আবার কখনও বা নিরাকার বলিয়া কল্পনা করি । ভগবান্ সাকার, না নিরাকার—এই কথা যখন তত্ত্বব্যতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত তখন এই প্রশ্ন লইয়া বিবাদ না করিয়া ভগবদনুগত অর্থাৎ ভগবানের সহিত বাঁহাদের মূল্যকাণ্ড হইয়াছে সেই সকল মহতের কথা শ্রবণ করাই কর্তব্য নহে কি ?

ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক । এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই সাকার-নিরাকারবাদিগণ পরস্পর ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হন । ভগবানের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোন প্রকার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না । সুতরাং তাঁহার একটি নিতাদেহ আছে । বৈষ্ণবপ্রবর শত্ৰু ত্রিনারদকে বলিয়াছেন,—

‘তেজোভ্যৈত্বেরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈকবাঃ সদা ।

দাসানাঞ্চ কতো দান্তং বিনা দেহেন নারদঃ ॥’

—ইহাই সাকারবাদিগণের উক্তি । নিরাকারবাদিগণ ভগবান্কে পরমাত্মরূপ জ্ঞান করতঃ সর্বব্যাপিষ্মের ব্যাঘাত আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন । নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার লক্ষিত হয় । নিরাকারবাদিগণ সর্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় ভগবানের এককালে উভয়তাবাপন্ন হইবার অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার হইতে সামর্থ্য থাকার কথা স্বীকার করেন না । এপ্রকার বিচার বা বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিলে ঈশ্বরে সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে ।

অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন, ইহা ভগবানের পক্ষে সম্ভব, অত্বে পক্ষে দুঃখসাধ্য । তিনি একই মমেয় সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান

আছেন। তাঁহার প্রাকৃত হস্ত পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, কিন্তু তিনি ত্রিকাল দর্শন করিতে পারেন এবং প্রাকৃত কর্ণ-শৃণু হইয়াও তিনি সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারেন। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা।

শাস্ত্র বলেন,—

“অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদং ন চ তস্ম্যস্তি বেত্তা

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥” (শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১২)

“তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদদূরে তদ্বদিত্তিকে।

তদন্তরস্ত সর্বস্ত তত্ সর্বস্তাধ্য বাহ্যতঃ ॥ (ঈশাবাস্ত)

ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। এই সূর্য্য বিচারটা অবগত না হইয়া সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অত্যাচার। ভগবানের মায়িক ও ভৌতিক কোন আকার নাই সত্য, কিন্তু ভগবন্তত্ত্বগণ ভক্তিশ্রদ্ধাধারা ভূতাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মুরলীধর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে ভগবান্ নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি সাকার সচ্চিদানন্দময় নিত্য সেব্য-বিগ্রহ। অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।

সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে ব্যথা কালক্ষেপ না করিয়া সুবুদ্ধিলাভের জন্ত ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করেন। ভগবন্তত্ত্বগণের অনুগত হইয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সেবার ফলে অনর্থনিবৃত্তিপ্রায় বা নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা বা ভক্তির উদয় হয়। তখনই জীব এই সকল বিচার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রোতপন্থা—ভক্তিপন্থা বা শ্রীগুরুধারা অবলম্বন করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হন।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

জড়দর্শনে অসারতা

ওহে ভাই প্রত্যক্ষদর্শি ! তোমার অভিযোগ যে, তুমি স্বচক্ষে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ, কিন্তু তোমার প্রতি আমার অমুযোগ যে— দেখা কি, তুমি ঠিকিলেও স্বীকার করিতে চাহ না।

শাস্ত্রবাক্য তোমার নিকট বলা বুখা, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কল্পতরু। যাহা অমুসন্ধান করি, তাহাই দেখি শাস্ত্রে আছে ; এমন কি, তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা পর্য্যন্ত। যথা—

নৃনং নানামদোমদ্বা শান্তিং নেচ্ছন্তঃ সাধবঃ ।

তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ শশূনাং লগুড়ো যথা ॥

যদি বল সভ্যসমাজে আজকাল লগুড়ের বড় প্রচলন নাই তদুত্তরে বলিব লগুড়ের প্রচলন না থাকিলেও দণ্ডের প্রচলন বিশেষ ভাবেই আছে। আর লগুড়-শব্দে তুমি কেবলমাত্র বংশদণ্ড কেন মনে কর। ঐ যে হাউটজার কামান, যাহা সভ্য-সমাজে আজকাল খুব প্রচলিত, তাহাও যে ঐ লগুড়েরই প্রকারভেদমাত্র ; সুতরাং বংশদণ্ডের পরিবর্তে হাউটজার বাহির করিলে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

যাহা হউক, তোমার দণ্ডার্থে ঐরূপ কোন অস্ত্র আমি ব্যবহার করিব না। করিব, আর একটা ; সেইটীর নাম বাক্যদণ্ড। কারণ সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে বুঝিয়াছি—লগুড় অপেক্ষা বাক্যেরই প্রভাব অধিক। তজ্জন্ত সাধুগণ লগুড়ের পরিবর্তে বাক্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা, শাস্ত্রে—

“সন্ত এবাস্তু ছিন্দন্তি মনব্যসঙ্গমুক্তিভঃ।”

এবং আমরা গ্রাম্যকথায়ও বলি—বাক্যবাণের মত বাণ নাই।

তোমার যে সাধু-শাস্ত্র-বাক্য-প্রতি অনাদর এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি সমাদর, ইহার কারণ কি জ্ঞান ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব—তুমি দুষ্কৃত, সেই দুষ্কৃতির ফল তোমাকে এই সংসারচক্রে আরও অধিককাল নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করিবার জন্ত তোমার হস্ত পদ বাধিয়া অহমিকারূপ ভীষণ গর্তে ফেলিয়া দিয়াছে। তাই, তুমি জন্মশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও নিজ দুর্দৈব সমালোচনায় অক্ষম।

কথাটা সত্য কিনা একটু স্থির হইয়া চিন্তা কর। দেখিবে, যে অহমিকাতাবকে সর্বশাস্ত্র এবং সর্বকামীর মনীষিবৃন্দ একবাক্যে গর্হণ করিয়াছেন, তাহার উপরেই তোমার বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুমি বঞ্চিত।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিতেছেন,—তাহাতে প্রপত্তিই এই ত্রিতাপতাড়িত
মাণিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিভ্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। তিনি আবার
বলিতেছেন—কিন্তু এই সহজ ও সরল কথাটী মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা
অপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাশ্রিত এই চতুর্বিধ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ণে
প্রবিষ্ট হইবে না।

তোমার স্বরূপ ইহাদিগের মধ্যে কোন্টী খুঁজিয়া পাইলে কি? যদি না
পাও তাহা হইলে বলি শুন, তুমি একটি ছোট খাট অসুর সুতরাং ঐ অসুর-
ভাবাশ্রিতের অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্তু তুমি দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্তু
হইয়া জাগতিক সূত্রে মস্ত থাক এবং সাধুশাস্ত্রবাক্য-প্রতি অবজ্ঞা কর।
যেমন করেছিল তোমাদের সেই আদিগুরু হিরণ্যকশিপু।

সেই হিরণ্যকশিপুর অনুগত সূত্রে কত অসুর—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল,
দম্ভবক্র প্রভৃতি যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু ইতিহাস
আলোচনা কর, দেখিবে দোষ আর কিছুই নহে, দোষ ঐ প্রত্যক্ষ দর্শনের।
যাহার দ্বারা তুমি দেখ—ভক্ত-ভগবান্ মাহুঘ-মাত্র, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথর
প্রভৃতি, শাস্ত্রবাক্য ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি।

জানি, তুমি দৈবী মায়ার বিমোহিত বলিয়া কোন কথা শুনিলে না।
তত্রাচ আমার ভরসা—আমিও ঠিক অবিকল তোমার মত ছিলাম। সাধু-
গণকে স্বার্থপর অতি নিকৃষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিসকল মনে করিতাম। ঠাকুর-
পূজায় বৃথা সময় নষ্ট, তুলসী বৃক্ষে জল সেচন অপেক্ষা লাউ কুমড়া প্রভৃতির
বৃক্ষে জল-সেচনের অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কি জানি কোন্ অজ্ঞাত
সুকৃতির ফলে সাধুর “সেবা কর” এই ক্ষুদ্র কথাটী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল এবং
সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ভাব পরিবর্তন করাইয়া “প্রত্যক্ষ দর্শনের” অসারতা
এবং “সেবার” সার্থকতা দেখাইয়া দিল।

তাই তোমার কাছে তাই ঘুরিয়া বেড়াই, তোমারও যদি কোন অজ্ঞাত
সুকৃতিফলে সাধুগণের সেই কথাটী তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তাহা হইলে
তখন দেখিবে, প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি আস্থা করিয়া সেব্যভাবে বিমোহিত
হওয়া অপেক্ষা সেবকভাবে বিভাবিত হওয়া কত উচ্চ।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে

বার্ষিক-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের তায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২৮।৭১) সোমবার হইতে ২০শে শ্রাবণ (ইং ৩০।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানান্তরে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে।

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসবরূপে প্রতি-বৎসরেই বিশেষ সারস্বের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রার পূর্ব দিবস অর্থাৎ ১৫ই শ্রাবণ হইতে বিবিধ পুষ্প-পত্র-কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীঝুলনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২৮।৭১) ব্রাহ্মমুহুর্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে কীর্তনমুখে নগর-সঙ্কীর্্তন করা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোলদোলায় আরোহনলীলা ভক্তগণ কীর্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন। প্রকাশ যে, অতঃ হইতে ২১শে শ্রাবণ (ইং ৩১।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী যথারীতি পাঠ-কীর্তন-আরাত্রিকাদির উপরিও সন্ধ্যায় প্রথম দুই দিন ও শেষের দিন ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভাগুলির বিষয়বস্তু ছিল মনুষ্য জীবনের কর্তব্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব। এই তিন দিনের সভায় প্রথম দুই দিন শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ ও শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ, মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তত্পরি বাকী তিনদিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনকালে স্মৃষ্ণ-শব্দ-শ্রবণ-যন্ত্র (Microphone)-সাহায্যে যথাক্রমে সেই সেই বিষয়গুলি দর্শকমণ্ডলীকে শ্রবণ করান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য ২১শে শ্রাবণ, শনিবার দিন উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে পূর্বাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদন্তর সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে সমাপ্তি দিবস উপলক্ষ্যে ধর্মসভার আয়োজন করিলে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় ভক্তগণ ও প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে যোগদান এবং বিভিন্নভাবে সহায়-সহানুভূতি করতঃ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করায় স্থানীয় মঠের সেবক তথা সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। পরে জলপাইগুড়িস্থ শ্রীমদন-মোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের মূলগায়কত্বে কীর্তনমুখে সভারকার্য সমাপ্ত হয়।

উক্ত উৎসব-সম্পাদিনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ঐকান্তিক সেবা-নেপুণ্য বিশেষ স্মরণীয়। শ্রীহলায়ুধদাস ব্রজবাসী, শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টাও ধন্যবাদার্থ।

— বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বৎসরও অশ্রান্ত বৎসরের ত্রায় যথারীতি উপবাস-ব্রত উদ্ভাপন করিয়াছেন। সমিতির মূল মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে এই ব্রতোপলক্ষ্যে বিগত ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৭১) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে প্রাতঃ হইতেই “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী” পারায়ণ হইতে থাকে। সম্পূর্ণদিবস তথা রাত্রি দ্বিগ্নহর পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনমুখে অতিবাহিত হয়। তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষ্যে আহত কয়েক শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অশ্রান্ত বৎসরের স্মৃতিকে বহন করতঃ এই বৎসরও শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রায় এক পক্ষকাল শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-প্রদর্শনী করা হয়। উহা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধাষ্টমী দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নলীলাসমূহ দর্শকমণ্ডলীকে প্রদর্শন-কালে সেই সেই লীলার ভাৎপর্য্য ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয়। অত্যন্ত শ্রুতের বিনয় এই যে, এই প্রদর্শনীকালে প্রচুর বৃষ্টি তথা বত্যা হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে দর্শনার্থীর আগমন হইয়াছে।

— নিজস্ব সংবাদ

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্ততম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তাক্ত-বেদান্ত পর্যটক মহারাজ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্মের বাণী প্রচারার্থে সঙ্গে সর্বশ্রী শ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী, গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তাজিযুরেণু ব্রজবাসী ও হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া বিগত ইং ৩৫।৭১ তারিখে বিহারের রাঁচী সহরে উপস্থিত হন।

অতঃপর ইং ৬৫।৭১ তারিখে তত্রস্থ গাড়ীযানাস্থিত শ্রীরামচরণ ভালাজীর সাদর আহ্বানে শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ তাঁহার বাসভবনে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-সংকীর্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শনপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্বা এবং অখিল-রসামৃতসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর রাঁচী সহরস্থ কাঁচাতুলি মহল্লার অধিবাসিগণের সাদর নিমন্ত্রণে স্বামিজী মহারাজ ৭ই মে হইতে ১৬ই মে পর্য্যন্ত তত্রস্থ দুর্গামণ্ডপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর স্বয়ং ভগবত্বা স্বাপন ও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানরূপ মহাবদান্ত-লীলাটি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রাজ্ঞল ভাষায় পরিবেশন করেন এবং কলি-যুগের শ্রীহরিনাম সংকীর্তনই যে একমাত্র সাধ্য ও সাধন তাহা শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন।

তৎপর স্থানীয় মেন রোডস্থ দুর্গাবাড়ীতে স্বামিজী ১৮ই মে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত সহরস্থ বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জনগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমন্তাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্ব তথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাত্মকত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এইভাবে রাঁচী সহরে মাসব্যাপী বিপুল ভাবে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কথা প্রচারান্তে ২৮শে মে পুরুলিয়া সহরে পদার্পণ করেন। তথায় স্বামিজী মুন্সেফডাঙ্গাস্থিত হরিসভাতে ৫ দিন তথা সহরস্থ বিভিন্ন ধর্মসভাতে বৈষ্ণব-ধর্মের বাণী প্রচার করেন। ইং ৬৬।৭১ তাং মহারাজজী উক্ত সহরের নডীহা মোহল্লা নিবাসী শ্রীযুত বিষ্ণুপদ সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া উক্ত দিন বৈকাল

৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্তনাদি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধর্ম্ম-জীবনযাপনে বিশেষ প্রেরণা প্রদান করেন।

তদন্তর পুরুলিয়া হইতে টাটানগরে উপস্থিত হন। তিনি তথায় পরগুড়িস্থ শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মহান্ত মহাশয়ের বাসভবনে ইং ১২।৭।৬১ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। তৎপরে মহারাজজী ১৩।৬।৭১ তাং হইতে ২৪।৬।৭১ তারিখ পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সেন, শ্রীযুত দেবদাস ব্যানার্জী, শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত ভূপেশচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুত পঞ্চানন মাঝি প্রভৃতি মহাশয়গণের বাসভবনে যথাক্রমে পাঠ, কীর্তন ও ছায়াচিত্র-মাধ্যমে বিপুলভাবে শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দের নানী প্রচারান্তে সদলবলে টাটা-পাটনা এক্সপ্রেসযোগে ইং ২৬।৬।৭১ তাং পাটনা সহরে উপস্থিত হন। তথায় ২৭।৬।৭১ তাং হইতে ১৪।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্বামীজী স্থানীয় বাঁকীপুর শ্রীহরিসভায় ও অশোক-রাজপথস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র ও শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব, শ্রীগৌর-রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব তথা কলিয়ুগের একমাত্র ভজন শ্রীহরিনামের মহিমা—সম্বলিত সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আলোচনা করেন। উক্তরূপ প্রচারে তত্রস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগবিশিষ্ট হন ও প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীমদ্বৈষ্ণবপ্রমথর্ম্মের তুল্য শ্রেয়ঃ যে আর কোন ধর্ম্ম নাই তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

পাটনার প্রচার সমাপনান্তে তিনি ইং ১৬।৭।৭১ তারিখে উত্তর প্রদেশের অন্ততম প্রধান সহর এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ১৭।৭।৭১ তাং হইতে ২১।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় সিভিল লাইনস্থ শ্রীযুত গুরুদাস দে মহাশয়ের বাসভবনে তথা মুটুগঞ্জস্থ কালিবাড়ীতে বিপুলভাবে শ্রীগুরুগোবিন্দের মহিমা প্রচারান্তে ২২।৭।৭১ তাং সমিতির অন্ততম বিশিষ্ট শাখামঠ শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে সদলবলে পৌঁছিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা।

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রী গৌড়গোরাপৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস আশোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্বিজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৩য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ঠুঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রী শ্রীমদ্বিজ্ঞান-কেশব ইতি নাগিনে ॥
অতিমর্ত্যচরিত্রায় আশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীবহুঃখে সদাৰ্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
প্রাধান্য নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৯।৭১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১লা দামোদর, ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭১) মঙ্গলবার
দিবসে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও তদধিনস্থ শাখা মঠসমূহে নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে তৃতীয়-বার্ষিক বিরহ-
মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত সেবা-সূচী অনুসারে
আপনি সবান্ধব কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার
দানে আমাদিগকে চিরকৃতার্থ করিবেন— ইহাই বিনীত প্রার্থনা।
পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

১৮ই আশ্বিন, ইং ৫।১০।৭১ মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪.৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী
শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
তেমরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ন বৈ পুংজাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ যন্তুতিতঃ পুংমাং বিষ্ণুসেন-কথাহু যঃ



নোংপাদপদযমি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা বসাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসহ ।

অন্য ধর্ম অহরূপে গালে বেই জন ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিবশুত ॥

হরি-কথার বতি নৈলে পশু সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১৪ দামোদর, ৪৮৫ গৌরাক
সোমবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭৮ ; ইং ১৮।১০।১৯৭১ } ৮ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীবিলাপকুমুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাম-গোস্থামি-বিরচিতঃ

শ্রীকৃপমঞ্জরি-করাচ্চিত-পাদপদ্ম-

গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন-ভূজাপিত-মস্তকায়াঃ ।

হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ-

সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে ॥ ৭২ ॥

হে কনকগৌরি রাধিকে ! শ্রীকৃপমঞ্জরী বাঁহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতে-
ছেন সেই গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাহতে তুমি মস্তক স্থাপন করিয়া রহিয়াছ,
হায় ! তাদৃশ কালে কি আমি অল্পে অল্পে তোমার পাদপদ্ম সম্বাহন
করিব ? ॥ ৭২ ॥

গোবর্দ্ধনাদ্রিনিকটে মুকুটেন নর্ম-

লীলা-বিদগ্ধ-শিরসাং মধুসূদনেন ।

দানাচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং

দ্রক্ষ্যামি-কিং ত্রকুটি দর্পিত নেত্রযুগ্মাম্ ॥ ৭৩ ॥

হে রাধে ! কোতুক ক্রীড়াবিষয়ে অতি চতুর ব্যক্তিদিগের শিরোমুকুট অর্থাৎ অতি সুচতুর সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে গোবর্দ্ধন পর্বতসমীপে দানচ্ছলে তোমাকে অবরোধ করিবেন এবং তুমিও যখন ত্রকুটিবিস্তারপূর্বক নেত্রযুগলকে দর্পিত করিয়া সেই অবস্থাতে আমি কি তোমাকে দর্শন করিব ? ॥ ৭৩ ॥

তব তনুবরগন্ধাসঙ্গি-বাতেন চন্দ্রা-

বলিকর-কৃতমল্লি-কেলিকল্লাচ্ছলেন ।

মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং

মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ॥ ৭৪ ॥

হে মধুরমুখি ! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্ট মধুলোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়া অল্প পুষ্পে গমন করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, ত্বদীয় অঙ্গ গন্ধ বহনকারী বায়ু আশ্রয় করিয়া, চন্দ্রাবলীর সহস্র রচিত মল্লিপুষ্পময় শয্যা ত্যাগপূর্বক শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, এই অবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়া দর্প করিব ? ॥ ৭৪ ॥

সমস্তাত্মান্ত-ভ্রমরকুলবাক্ষারনিকরৈ-

লসৎ-পদ্মস্তোমৈরপি বিহগরাবৈরপি পরম্ ।

সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা

কদা দ্রক্ষ্যামন্তে শশিমুখি নবং কেলিনিবহম্ ॥ ৭৫ ॥

হে শশিমুখি ! যাহার চতুর্দিকে উন্নত ভ্রমরকুলবাক্ষার করিতেছে এবং যাহাতে পদ্মসমূহ শোভামান হইতেছে এবং পক্ষিগণের শব্দে যাহার তীর চতুষ্টয় আন্দোলিত হইতেছে, সেই মধুর শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে স্বীয় সখীবৃন্দ সহ প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার উৎকৃষ্ট নূতন ক্রীড়াসমূহ আমি কবে দর্শন করিব ? ॥ ৭৫ ॥

সরোবর-লসতটে মধুপশুঞ্জিকুজান্তরে

স্ফুটংসুকুমসঙ্কুলে বিবিধ-পুষ্পসংঘৈর্মুদা ।

অরিষ্ঠজয়িনা কদা তব বরোরু ভূষাবিধি-

বিধাস্তত ইহ প্রিয়ং মম সুখাক্রিমাতন্বতা ॥ ৭৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে ! যাহার মধ্যভাগ ভ্রমরের গুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের দেদীপ্যমান তটবর্তি বিকসিত কুসুম ব্যাপ্ত কুঞ্জমধ্যে অরিষ্ঠবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয় সুখসমুদ্র বিস্তারপূর্বক কবে বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা তোমার ভূষণ ব্যাপার সহর্ষে সম্পাদন করিবেন ॥ ৭৬ ॥

স্ফীত-স্বান্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেণার্প্যমাগৈর্দরোত্ত-

মানা-পুষ্পোরু গুজাকল-নিকরলসংকেকিপিজ্জপ্রপঞ্চৈঃ ।

সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচিহরিণোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ

স্বামিষ্ঠাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈবিধাতা ॥

বিকসিত বিবিধ কুসুম ও মহৎ গুজাকল এবং ময়ূরপিচ্ছসমূহকে কোন সখী অন্তঃকরণে আনন্দিত ও ভীত হইয়া যাহাতে তৎকালে অর্পণ করিয়াছে এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত হইয়া যাহার সান্তিশয় শোভা করিতেছেন, তথা স্পর্শকালে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করতঃ যাহার মনোজ্ঞ রুচি বিস্তীর্ণ হইতেছে, এবং স্পর্শসুখে শ্রীরাধারও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, স্বামিনী শ্রীরাধিকার সেই কেশপাশ কি আমার অসীম আনন্দ বিধান ? ॥ ৭৭ ॥

মাধবং মদনকৈলি-বিভ্রমে মত্তয়া সরসিজেন ভবত্যা ।

তাড়িতং স্মুখি বীক্ষ্য কিস্ত্রিয়ং গূঢ়হাস্তবদনা ভবিষ্যতি ॥

হে স্মুখি ! কাম-ক্রীড়া-সময়ে ভ্রান্তি বশতঃ মত্ত হইয়া যৎকালে লীলা-পদ্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিবা, তৎকালে এই সখী (আমি) এবং ইহার সঙ্গাতীয় অগ্র সখী কি ঈষৎ হাস্ত বদনা হইবে ? ॥ ৭৮ ॥

সুললিতনিজবাহ্বান্নিষ্ট-গোষ্ঠেন্দ্রসুনোঃ

সুবলিত-তরবাহ্বা শ্লেষ-দীব্যনতাং সা ।

মধুর-মদনগানং তন্বতী তেন সার্কং

সুভগমুখি মুদং মে হা কদা দাস্তসি ত্বম্ ॥ ৭৯ ॥

হে সুভগমুখি ! তোমার সুললিত বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া
স্বীয় মনোহর বাহু তোমার স্কন্ধে অর্পণ করায় তোমারও স্কন্ধদেশ নম্র
হইয়াছে, হায় ! এতাদৃশ অবস্থায় সেই কৃষ্ণের সহিত সুমধুর কন্দর্প গান
করিয়া তুমি কবে আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে ? ॥ ৭৯ ॥

জিহ্বা পাশক-খেলায়ামাচ্ছিত্ত মুরলীং হরেঃ ।

ক্ষিপ্তাং ময়ি ত্রয়া দেবি গোপয়িষ্যামি তাং কদা ॥

হে ক্রৌড়াকুশলে ! রাধিকে ! তুমি পাশক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া
তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করতঃ আমার প্রতি নিষ্কোপ
করিবা, আমি কবে সেই মুরলীকে গোপন করিয়া রাখিব ? ॥ ৮০ ॥

অয়ি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতল্লো

মধুর-মধুর-গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন ।

মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং

সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ॥ ৮১ ॥

হে সুমুখি ! কন্দর্পসুখপ্রদ এই মন্দির মধ্যে মালতীপুষ্প বিরচিত কেলি
শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তাররূপ বাক্য-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া যখন
তোমার গণ্ডস্থল পুলকিত হইবে সেই সময়ে আমি কবে পুলকাজী হইয়া
তোমাকে চামরাদি ব্যজন করিব ? ॥ ৮১ ॥

আয়াতোত্বং কমলবদনে হন্তু লীলাভিসারা-

দগত্যাটোপৈঃ শ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাজুযুগ্মম্ ।

স্নেহাৎ সম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুঞ্জমূর্ত্তেহপ্যালঙ্কারং

নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎসৃসি ত্বম্ ॥ ৮২ ॥

হে দেবি ! হে লজ্জাপুঞ্জমূর্ত্তে ! হে উত্তমকমলবদনে ! অর্থাৎ পথশ্রান্তি-
জনিত বর্ষ্মাশুলিপ্তবদনে নৃত্যাদি চাতুর্য্যসহ লীলাবশতঃ অভিসার করিয়া
আসিতে আসিতে গমনের আড়ম্বর হেতু তোমার পদযুগল শ্রম ব্যথিত
হইলে, যদিচ তুমি লজ্জাশীলা তথাপি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম
গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ অয়ে রতিজমরি ! আমি পথ শ্রান্ত হইয়া আগমন
কারয়াছি আমার পাদ সম্বাহন কর এই বলিয়া আমাকে নিজজন জানিয়া
কবে পাদ সম্বাহন নিমিত্ত নিয়োগ করিবা ? ॥ ৮২ ॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রী একায়নমঠ, কৃষ্ণনগর

৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭

১৯শে জুলাই, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ১৬/৭/৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূত বর্করোচিত ক্রিয়ায় উন্নত হয়। উহাদের জন্ত শাস্ত্রে “পশুনাং লগুড়ো যথা” ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের স্ব-স্ব পশুচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ * * বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ উপেক্ষা জীবের পাষণ্ডতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়াব বহু প্রকোপ আসে। ভগবদ্ভিক্ষাক্রমে তিনি enquiryর সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পরিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যিক, কেন না, সে মিজেই দুর্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ত * * প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হওয়া জন্ম-জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত’ বৈষ্ণবকে বাকোর দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে। ত * * প্রভু এবং ন * * প্রভু দুর্বৃত্তকে ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়। সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং ভবিষ্যৎ কুস্তীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ। আর এখন দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যানীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সমাজনীতি)

১। বর্ণাশ্রমবিধি আদরণীয় কেন ?

“উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আচার্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সংসদ ও সদাশোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য — ‘পরমার্থ’, যাহার অন্ততম নাম — শ্রীকৃষ্ণ-প্ৰীতি।”

—বৃ: সং ৫১৯

২। বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি ?

“যাহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্মের অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।”

—‘মনুষ্য-সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম — প্রথম প্রবন্ধ’, প: তো: ২৭

৩। বর্ণধর্ম ব্যতীত কোনও সন্ত্যসমাজ চলিতে পারে কি ?

“ইউরোপে যাহারা বণিক্‌স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহারা ক্ষত্রস্বভাব, তাহারা ‘মিলিটারী লাইন্’ বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।”

—চৈ: শি: ২৩

৪। বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে ?

“বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা-প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা-কার্য্য যেমত-নির্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে যে-পর্যন্ত না চালিত হয়, সে-পর্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া মর্কট্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। ”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি ?

“বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাহারা অবস্থিত, তাহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিকার এবং জড়ীয় ক্রেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর স্মৃতি, কেহ-কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়ভূত-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন। ”

—‘মহ্মদসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

৬। কি কি বিধি অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মের পুনরুত্থান হয় ?

“বর্ণাশ্রমকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব বাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনের বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিজ্ঞাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্তই উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

(৭) দুই বৎসর পর পুনরায় পূর্ববৎ বিচারপূর্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।”

—‘মহাশাস্ত্র’ ও ‘বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২।৭

৭। সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজশূন্য হইতে পারে?

“কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে ‘বৈষ্ণব’ বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়-সমাজ, মুমুকু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই সমাজ-শূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক।

শ্রীশঙ্করাদেশ্যের ৩য় বহিঃ ছিত্রোক্তাব-ভিখি পূজায়
নিবৃত্ত-বেদন্য।

डिप्टी सहाय स्यादें.

একদিন দিনে হাফাজে তোমারে কীর্তিবা কিরেছি সাথে ।
 সেদিনের কথা অনিয়া আজিও তাহি শুধু আঁখি-ফলে,
 নাম প্রেমী তুমি নিতে নিতে বধীরে চলিয়া গেলে ।
 দিবা দেহ হরি' নিরাবধে চন্ডি' কুলোক হালোকে জ্বলি',
 বেলে সে মৃগুতে মারাত্মকপারে হরি-বাল-বলে মজি' ।
 শ্যামের শারদ-বালযজ্ঞের কালসোনার ইজিতে,
 রাস-অভিষারে ললিতী হ'লে মলিনতা'য় নথী সাথে ।
 ক্রীহরি'র কাছে অকপূর যাবে তুমি যে নিত্য বধী,
 মৃণালকে খেঁকেও গোলাকে ভেঁবার মাংস-অম্বা বিল নিতি ।
 তোমার পাশপড়লেতে থাকিবা চিনিতে পারি নি তোমা',
 অর্থাৎ কোন ছাড়, বেছেও জায়ে না তব লীলা-মাধুনিয়া ।

এক গছীর ছিল যে তুমিবে। দুখা যে তোমাতে দায়,
 মুখি ওত নত-করণা বাতীত ও তবু নাহি জানা যায়।
 যজ্ঞ থেকেও কঠোর ছিলে যে, কৃষ্ণ হ'তেও সুকোমল;
 হকি-ক্রোধিহনে দমিতে বর্জনা, ভক্তে দানিতে কোল।
 সর্ক ওপনাবে জুসি, তে প্রভুপী যৌরনীলা-পরিচয়,
 শ্রীপ্রভুপাদের অন্তরকরণে মিলে যৌর-সেবা-ভার।
 প্রভুপাদ-সেবার তবু হ'তে করিতে আপন কমে;—
 'শ্রীল প্রভুপাদ-সেবা কাজা আর নাহি গতি কোনখানে।
 হিব একদা নত হবে—শ্রীল প্রভুপাদ-পদে
 তবুও তবু জড়ী হ'তে মারে সবগুণের কাছে।'
 ...তোমার এমন মাইত: বাপীতে দিকে দিকে পড়ে সাফা,
 গুরুসেবা লাখি করে হুড়াহুড়ি নিরুচয় ছিল বার:।

তোমার মস্তন গুঠৈকনিষ্ঠা দেখি নি অবনীকলে,
 'প্রভুপার শার' কহিতে তোমার পুঁথি ডেসে যেত জলে ।
 দেখেছি তোমার উরাত অতাব শিশুশূলও সরলতা,
 মিষ্ট মধুর কানি-খুন্নি রগা ছিল যে তোমার কথা ।
 দেখেছি তোমার লালন-কাড়িন পথম মোহাণ-জতা,
 মোনের আশের পেষতা রলিরা রেনেছি তোমারে মোতা ।
 দেখেছি তোমায়ে জাকিরের সাথে করিতে গুর্ক-রপ,
 সুনিচ্ছান্ত স্থাপি' জুহুত সকলে করেছিলে মগন ।
 'অচিন্ত্যভেলকেন' এই লিখিয়া জানালে সভাপথ,
 'বৈকথ-বিজয়' এয়ে দুখিলে বত যারাবাদী-মত ।
 দেখেছি তোমারে কীৰ্ত্তন-মন্দিরে উজ্জ্বল ভূতা-জালে,
 মাঠিতে নাচিতে সমারি লভিতে হরির কল্পনা-রাস ।
 তেনতি তোমায়ে আর কি পোরণ কহু এ নয়ন-কাণে,
 তোমার চরণ করিছে স্বেদন, আজি এ' বিবহ-দিনে
 চিরতরে কি পো' চলে গেলে জুযি কাকি' এ মর্ত্যভয়,
 আর কিহিরা আশিবে না পুনঃ জুড়াতে যাবের আশ ।
 এবে জুঁমি আছে। সোলোকনগরে হুতি বজিনী হ'য়ে,
 আসরা রেখার কাহিয়া মার যে তোমা' না দেখিতে পেরে ।
 আর্থনা তাই কার গো প্রভুঙ্গী লীলা কর হেথা এসে,
 নদীয়া-নগরে 'লবানল ঘর্টে' কোঁক কেন দারমাণে ।
 তর সজান লভিতে আজিকে খুঁজে কিরি দিকে দিকে,
 তব অন্তরঙ্গ ব্যতীত কেব কি পাঠে তোমা-ছনে বিতে ।
 লুটায় লড়িয়া কছি তাই আজি, 'বারন বরারাজ'-পথে,—
 বাক গো ঠাকুর আদার প্রভুরে, হেরির এ আশি-পাতে ।
 দেখিব কি পুন্ড্র দেশ ললিত রূপ, ললিত গমন ছন্দী,
 ললিত নয়নে, ললিত চাহনি, ললিত নৃত্যরঙ্গী !

মোদেরে ডাকিয়া আবার প্রভু কি কহিবে শ্রীহরি-কথা,
 নেহারিতে তাঁয় হৃদয়ে আমার জাগে বড় ব্যাকুলতা ।
 সে' চরণ ছাড়া এ মোর জীবনে অন্য কামনা নাই,
 মহারাজ-পাশে শ্রীগুরু-চরণ ভিখ্ মাগি আজি তাই ।
 জয়তু গুরুজী, আজি এ দিবসে তব নাম শুধু গাহি,
 তব নাম ছাড়া আমার জীবনে গতি নাহি গতি নাহি ।
 তব ছাড়াছাড়ি সহিতে পারি না, ... বড়ই বেদনা ভরা,
 বিরহের তাপে সাস্তুনা পেতে লিখি এ কয়টি ছড়া ।
 শক্তি দাও গো গুরুজী আমারে ত্বাদেশ পালিবারে ;
 দেখা দিয়া মোর ঘুচাও কামনা শুধু বারেকের তরে ।
 যদিও তোমায় জানাই নতি প্রতিদিন বারে বারে,
 তবু লহ আজি তাপিত প্রাণের প্রণতি একটিবার ।

— শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবি ভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১১)

ভগবৎপরিকরণ সকলেই অপ্রাকৃত বগ্রহ । তাঁহাদিগকে মায়িক
 গুণসম্মত ক্রোধাদি স্পর্শ করিতে পারে না । তবে যে স্রমন্তকোপাখ্যান,
 মহাকাল সুরোপাখ্যান, মোষলোপাখ্যান প্রভৃতিতে শ্রীবলদেব, অর্জুন,
 নারদ প্রভৃতির ক্রোধাদির আবেশ দেখা যায়, তাহা যথার্থ নহে, ক্রোধাদির
 আভাস মাত্র । তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হইল ।

দ্বারকানবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় শুনিয়া
 শ্রীঅর্জুন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের ভাব সন্তান রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়া-
 ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমণ্ড হওয়া মাত্র অন্তর্হিত হইল কিছুতেই রক্ষা
 করিতে পারিলেন না । পরে ঐকৃষ্ণের কোশলে জানিলেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনা-
 ভিলাষী মহাবিষ্ণুই ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে হরণ কারয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত
 ১০।৮২ অধ্যায়ে বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে ।

সূর্যের নিকট সত্রাজিত রাজা স্তম্ভক মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতধন্য সত্রাজিতকে বধ করিয়া সেই মণি অপহরণ করে। পরে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অক্রুরকে মণি দিয়া পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তাহার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া মিথিলার নিকটবর্তী স্থানে তাহাকে বধ করেন। কিন্তু তাহার নিকট মণি নাই, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানাইলে শ্রীবলরাম তাহার প্রতি সন্দেহ করিয়া কুপিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিশুরক তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্রীনারদাদি ঋষিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন যত্নকুলসম্মত দুর্বিনীত বালকগণ শাসকে দ্রীবেষে সাজ্জত করিয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহার কি সন্তান হইবে এইরূপ প্রশ্ন করেন। নারদাদি মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

সুতরাং নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণে ও লীলাসৌষ্ঠবের জন্ত ক্রোধাদির আভাসের অভিব্যক্তি নিবন্ধন বাহ্যিক ক্রোধাদি দর্শনে চিত্তের অস্বচ্ছতা অনুমান করা যায় না। তাহার আভাস মাত্র। আর যাহাদের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেও বিষয়াবেশাদি দেখা যায়, তাহাদের সাক্ষাৎকারের আভাস জানিতে হইবে। এজন্য অস্বচ্ছচিত্তগণ মধ্যে বহির্শুখগণ দেখিয়াও দেখে না।

অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বিবিধ—ভগবদ্‌বাহির্শুখ ও ভগবদ্বিষেয়ী। বহির্শুখগণ বিষয়াবিষ্ট ও ভগবদ্বজ্ঞাতা ভেদে দুইপ্রকার। আর ভগবদ্বিষেয়ী ব্যক্তিগণ অক্লিষ্টহেতু ঘেষপরায়ণ এবং মাধুর্য্যাদির অনুপলব্ধিহেতু ঘেষপরায়ণ। ইহাদের ভগবদমুখ্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তির মিছরি আশ্বাদনের মত। একপ্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্তের মিছরিতে আদর দেখিয়া অবজ্ঞা করেন। প্রথম অস্বচ্ছ-চিত্ত বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাদের মত। সাধারণ দেব-মহুয়াদি ইহাদের মত।

অন্য প্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদন পায় না, অধিকন্তু তাহারা অহঙ্কারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ (ভগবদ্বজ্ঞাতা) ইহাদের মত। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আশ্বাদন গ্রহণ করে। চিহ্ন তিক্ত-অম্লাদি রস ভালবাসে বলিয়া মিছরির প্রতি বিদ্বেষ করে। কালযবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরিকে তিক্ত বলিয়া আশ্বাদন করে, এজ্জা বিদ্বেষ করে। চানুর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত চতুর্বিধ অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তি ভগবদর্শন করিয়াও ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হয়। জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মিছরির যথার্থ আশ্বাদ পায় না, অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাহাদের ভগবৎস্বভাব অনুভূতির অভাব সম্ভব। কারণ জ্ঞান-ভক্তি দ্বারা শুদ্ধা প্রীতির অভাবে সচ্চিদানন্দ পারমৈশ্বর্য ও পরম মাধুর্য়ালক্ষণ ভগবৎ স্বভাবসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। মিছরি সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ জিহ্বাদোষ দূর হইলে মিষ্টসাদ বোধ হওয়ার মত অস্বচ্ছিত্ত ব্যক্তির ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে নিস্তার লাভ করে। সুতরাং স্বচ্ছিত্ত ব্যক্তিগণের ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তিলাভ ঘটে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ভগবৎসাক্ষাৎকারেই তাৎপর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

স্বসুখনিভুংচেতাস্তদবুদ্ধ্যন্তান্তভাবো-

ইপাতিতকুচিরলীলাকুটুম্বসারসদীয়ম্।

ব্যতনুত কুপয়া যন্তুতদীপং পুরাণং

তমাখিলবৃজিনয়ং ধ্যাসস্মুং নতোহস্মি ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

স্বরূপস্থে পূর্ণহৃদয় (আত্মারাম), তজ্জগৎ অন্তর বিরক্ত শ্রীল শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মনোহরলীলায় আকৃষ্ট হইয়া তত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়পুরণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন। সেই সর্বমঙ্গলধ্বংসকারী শ্রীব্যাসপুত্রকে নমস্কার।

শ্রীগীতারও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুর্জিৎ লভতে পরাম্ ॥ (১৮।৫৪)

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক বা আকাজক্ষা করেন না। তাঁহারা সর্বভূতে সমজ্ঞান এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার। অন্তঃসাক্ষাৎকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষি নারদের অন্তঃসাক্ষাৎকার জ্ঞান হইলেও তিনি বহিঃসাক্ষাৎকারের লোভে দ্বারকায় বাস করিতেন। ভাঃ ১১।২।১ শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। জীবদশায় ভগবৎসাক্ষাৎকারের লক্ষণ—

অকিঞ্চনশ্চ দান্তশ্চ শান্তশ্চ সমচেতসঃ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ । (ভাঃ ১১।১৪।১৩)

শ্রীভগবান্ ভিন্ন অণু কিছু উপাদেয় যাগ্য নাই, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনতা হেতু দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত এই বিশেষবর্ণনায় প্রযুক্ত। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অণু বহিরিন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে প্রীতি নাই বলিয়া দান্ত, বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ট বলিয়া শান্ত, আর অণুত্র হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি নাই বলিয়া সমচিত্ত। সর্বত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয় বলিয়া সলকদিক সুখময়।

ভগবৎসাক্ষাৎকার লক্ষণ। মুক্তি (দেহ ত্যাগের পর) পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য, সাযুজ্য ও সামীপ্য। সালোক্য—শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস। সাষ্টি—শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গেই শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভ। সাক্ষ্য—শ্রীভগবানের সমানরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি ধারণ। সামীপ্য—শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার। সাযুজ্য—ভগবৎ শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ লাভ। উৎক্রান্তে মুক্তিদশাতে বিশেষ স্মৃতি ক্রতিসম্মতা—

স বা এবং পশুশ্চৈবং মন্থানঃ এবং বিজানন্মাত্তরতিরাস্ত্রকৌড় আত্মমিথুন আত্মনন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি (ছান্দোগ্য—৭।১৫।২) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এইরূপ দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মাতেই ক্রৌড়াশীল, আত্মাতে মিথুন ভাবাপন্ন, আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হ'য়েন।

মুক্তিলাভের পর আর অবৃত্তি হয় না তাহা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ’। ভগবদুপাসনা দ্বারা তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যিনি তদীয় ধামে গমন করেন, তাঁহার আবৃত্তি অর্থাৎ পতন হয় না। তিনি সর্বদা ভগবৎসান্নিধ্যে অবস্থান করেন—শব্দ অর্থাৎ ক্রতি হইতে ইহা

জায়া বাবু । লীলাভেদে ইক (১৮/৬) কইদাভে—মল্লিকা ব নিমন্ত্ৰণে ভদ্রায়
শ্রদ্ধা, বর্ষ । যেখানে গেলে পুণ্যভূমি কব নী, জায়া আমায় সাধনায় ।

তবে যে কোথ লোব বলে মুক পুণ্যেব পুনরাবৃত্তিম কথা প্রতিভে
লাজবাবু, জায়া এপক্ষে ভগবত্মসঙ্গতম প্রতি অপেক্ষায় বা কখন
কখনও ভগবতীলা-কৌতুকপেক্ষায় জায়াতে বসেছে । জায়া বপুজা-অধেষ্টা
একটি যে-কল ভগবত্মসঙ্গতম বিদ্যা কান্তকেব যে বলে বলে
বিদ্যা কবিতার কল ভগবত্মসঙ্গতম বর্ষ বর্ষ পত্রিকাবিহিত ভগবত্মসঙ্গত
হইতে জায়া বা কইদা । জায়া ভগবত্মসঙ্গতম হইতে কোম কোম পত্রিকার
অধেষ্টালা কৌতুকপেক্ষায় জায়া এপক্ষে জায়া বলে । জায়া হইলে
ত্রিকাল এপক্ষে অবসায় কবের বা । লজাবু বিদ্যা হইলোকা প্রাপ্ত হই ।

ঐনৌড়ী মুক্তি বলাবী জীবন বলাবু জায়া প্রাপ্তি কথা—

বর্ষ পুণ্য পুণ্য বা কইদা বৈকুণ্ঠমুখ্য ।

বৈকুণ্ঠমুখ্য-বিদ্যা কইদা বর্ষ পুণ্য বা কইদা (১৮/৬)

জায়া অবিদিত-বিদিত বিদ্যাভূমিতে জায়া জায়া কইদা, বৈকু
বৈকুণ্ঠমুখ্য কল বলাব বা কইদা, পত্রিকার জায়া বর্ষ বৈকুণ্ঠমুখ্য
কবিতা-বিদ্যা । বিদিত—ভগ, জায়া বিদিত—একটি কইদা বা কইদা,
জায়া অবিদিত-বিদিত জায়া বিদ্যা বা কইদা—ভগবত্মসঙ্গত । বৈকুণ্ঠমুখ্য—
ভগবত্মসঙ্গত জায়া অবিদিত । বৈকুণ্ঠমুখ্য জায়া জায়া জায়া জায়া
ভগবত্মসঙ্গত জায়া, জায়া জায়া এক জায়া পত্রিকার জায়া জায়া
পুণ্যেব মুক্তি কবের ।

ঐনৌড়ী মুক্তি বলাবী জীবন বলাবু জায়া প্রাপ্তি কথা—
ঐনৌড়ী মুক্তি জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া জায়া । জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
(জায়া) মুক্তি লাভ কবের, জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
ঐনৌড়ী মুক্তি একটি জায়া হই । জায়া জায়া জায়া । জায়া জায়া ।

জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া । জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া

জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া
জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া জায়া

‘ସିନେମା ଫାଷ୍ଟ’ରୁ ଏକ କାହାଣୀ ବାହାରିଛି । ସର୍ବୋତ୍ତମରେ । ସିନେମା ବିତରକଙ୍କ ମୁଦ୍ରିତ କାହାଣୀର ଅନ୍ଧାର ଏକ ବାସନ୍ତରେ ବଢ଼ିଛି । ଅସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରହଣ କ୍ରମେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସିନେମାରେ ପରିଣତ ହେବ । ସିନେମାରେ ।

[illegible][illegible]

अथ देव वहाति पवनार्जितं लक्ष्म्यं न वि मुक्ता मयि ।

विश्वदत्तस्यैवमद एतत् । कुरु संत । आत्मनः सुखं वि

ଜି.ସାହୁ ୨ ୫୫୭ ଗ୍ରାମିକ ଉଚ୍ଚାଧ୍ୟାପକ କବିସାହେବ—

ଅନୁମୋଦିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ

काष्ठप्रकार व निर्माणविशेषाः सुगन्धक, व (काष्ठ)विशेषः

[illegible]

ভগবৎসেবায় সাধনরূপে ঐ পার্শদতন্ত্র ভগবদ্ধামে বিরাজ করে বলিয়া তাহাকে তত্রত্য শোভারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চিত ধাতু-চাউলাদি তাহার সুখসমৃদ্ধিহেতু, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের সহিত অযুক্ত ভগবজ্জ্যোতির্মধ্যে অবস্থিত অনন্ত মূর্তিও ঐ ভগবানের সুখের হেতু-ভূতই হইয়া থাকে। সে সকল নিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত ভগবদ্ধামকে ভারাক্রান্ত করে না। ভগবজ্জ্যোতির অগুণ্ণিত বলিয়া অত্য়ের দুশ্শ্রেণ্য।

মৃত্যু জীবের স্থূল শরীর ধ্বংস করে; সূক্ষ্মশরীর ধ্বংস হয় না, জীব ঐ শরীর অবলম্বনে লোকান্তরে গমন করিয়া কর্মফল ভোগ করে। যতদিন মায়ার অধিকারে থাকে, ততদিন লিঙ্গ (স্থূল) -শরীরে আবদ্ধ থাকে। প্রকৃতির আবরণভেদ-সময়ে ঐ লিঙ্গশরীর ধ্বংস হয়। সত্তোমুক্ত ব্যক্তির স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে লিঙ্গশরীরও ধ্বংস হয়।

সাধারণতঃ জীবের প্রারম্ভ কর্মফল ভোগফল পর্যন্ত স্থূলদেহের স্থিতি। স্থূলদেহ নাশে প্রারম্ভ ভোগ সমাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপ্রারম্ভ কর্ম বর্তমান থাকায় বারবার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষয় হইলে পার্শদ দেহ প্রাপ্তি হেতু অপ্রারম্ভাদি কোন কর্মই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না, সবই ধ্বংস হয়, সেজন্য লিঙ্গশরীরও থাকে না। কোনও স্থলে প্রাকৃত দেহও অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে চিন্ময় পার্শদ দেহে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পরীত্যাভ্যর্চ্য বিষ্ণ্যাগ্রং পার্শদাবভিবন্দ্য চ।

ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং ব্রহ্মদ্রুপং হিরন্ময়ম্। (ভাঃ ৪।১২।২৯)

শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুপদে লইবার জন্ত দুইজন বিষ্ণুপার্শদ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে ঋর সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণুপার্শদদ্বয়কে প্রণাম করতঃ হিরন্ময়রূপ ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীস্বামীকায়ও উক্ত হইয়াছে—তদেবং রূপং চিরন্ময়ং বিভ্রাদতি। ঋবের যে প্রাকৃত নরদেহ ছিল তাহাই জ্যোতির্ময় দেহে পরিণত হইয়াছিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রেষ্ঠ উপাসনা

সাধুসঙ্গবঞ্চিত আমরা সকলেই অজ্ঞ ; বস্তুর স্বরূপজ্ঞান আমাদের নাই । অত্ৰ বস্তু ত' দূরের কথা, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা নিজ-স্বরূপের কথাও অবগতি নহি । আমি কে, আমার কর্তব্য কি, এ জগতে আমার নিজের বলিতে কে আছে, এ সব বিষয়ে আমাদের বাস্তবজ্ঞান বা গুহ্যজ্ঞান নাই । সেই-জন্তই আমরা ঐন্দ্রাজ্ঞের ছায় সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্যে ব্যস্ত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছি । অজ্ঞ আমরা মুড়ি-মছরীর সমন্বয়প্রয়াসী হইয়া অনেক সময় সাধুকে অসাধু ও অসাধুকে সাধু, সতীকে অনতী এবং অসতীকে সতী, জীবকে ভগবান্ এবং ভগবান্কে জীব, পাথরকে শালগ্রাম এবং শালগ্রামকে শিলা প্রভৃতি বলিয়া উদারতা সেখাইতেছি । এতাদৃশী উক্তির অন্তর্নিহিত কপটতা আমরা ধরিতে পারিতেছি না বলিয়া গেই সেই মতে মত দিয়া অস্ববিধা বরণ করিতেছি । স্ব-স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি । সেইজন্ত মনোধর্ম্মী আমরা কেহ—হরিহর একাত্মা এবং কালী ও কৃষ্ণ একই জিনিষ প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি । এই জগা-খিচুরীবাদ জগৎকে ছাড়িয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমরা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি ।

যাহারা কালী ও কৃষ্ণকে এক মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী । স্বপ্নেও এ সকল পাষণ্ডীর সঙ্গ করিতে নাই । যাহারা কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে সমান জ্ঞান করে তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ডী । সর্বৈশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে যাহারা তদিতর দেববৃন্দের সাহিত সমান মনে করে তাহাদিগকে শাস্ত্র নারকী সংজ্ঞাও দিয়াছেন । “বিকৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতর সমধীর্ষত বা নারকী সঃ” শ্লোকই তাহার প্রমাণ ।

ভগবান্ এক অদ্বিতীয় । “তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্” স্মুতরাং বহু ভগবান্ কল্পনা মায়াবাদেরই পরিচয় । পূর্বে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাই প্রচলিত ছিল । প্রধানতঃ স্মার্ত রঘুনন্দনই পঞ্চোপাসনার প্রবর্তন করিয়াছেন ।

বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও কালী—এই পঞ্চদেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভগবান্ জ্ঞানে উপাসনার নামই পঞ্চোপাসনা । এই পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত নহে, ইহা মনঃকল্পিত কাল্পনিক উপাসনা মাত্র । ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্ত—এই কথা দর্শনশাস্ত্রসম্মত ও মহাজনানুমোদিত । বদ্ধজীব

[illegible]

আমাদের জীবনের ধার লম্বলেই তুর্বা বা লাক্ষীর উপাধকা বেইশত
 কবেকই বিশেষ লক্ষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। লক্ষকে উপাধকা
 উপাধা জবনী বলিয়া কখনো কিছু গুরুত্বই বা উপাধকা বই বা জবনীর মিলটে
 জবনী-লবা প্রার্থনা না করিয়া যে বিশ্রমে বিশ্ব প্রোলেসে কত স্ব-অন
 বা জবনী উপাধকা প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে
 পারি না। উপাধকা পুত্রের পুত্রবীর। জবনীর প্রতি একান্তই উচ্চ কি
 বা প্রাপ্তব ও লক্ষ্যকরল হবে ? বা কি আমরা উপাধকা—পুত্র, বা বাকবাসী,
 ই বা দ্বিগুণ কি আমাদের উচ্চত নহে ? আমরা বা জবনী বইয়ে

কি করিয়া? তিনি ত' জননী—জনক নহেন। সুতরাং পুত্র হইয়া মা'কেই 'বাবা' বা কালী'কেই কৃষ্ণ বলি কেন? এবং পিতার অনুসন্ধান ছাড়িয়া সতী জননীর পৃথক অবস্থান স্বীকার বা করিতেছি কেন? এসব কথা কি আমরা আমাদের বন্ধুবর্গকে জানাইতে পারি না? সুতরাং আমরা যে দেবীর পূজায় আত্মহারা হই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিষ্ণুই যে একমাত্র ভগবান, একথা আমরা বেদোক্ত "ওঁ তবিস্কোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তু সুরয়ঃ দিগ্বীৰ চক্ষুরাততম্।" এই স্লোকেই দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন জনের মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান। শাস্ত্র আরও বলেন,—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও কালী এই চতুর্বিধ তত্ত্ব হইতে বিষ্ণুই আরাধ্য তত্ত্ব আর অপর তিনটি আরাধক-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা, শিব ও কালী সকলই তাঁহার ভূতা।

“একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূতা।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

শিব মায়াশক্তি সঙ্গী তমোগুণাবেশ।

মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।”

আমরা আজ যে কালীর কথা বলিতেছি, তিনি ভগবানের মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবৎ-শক্তি দুই প্রকার—অন্তরঙ্গা ও বাহিরঙ্গা। যেমন সূর্য্যের দুই শক্তি—আলোক ও অন্ধকার। এখানে আলোক অন্তরঙ্গা এবং অন্ধকার বাহিরঙ্গা। তেমনি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি আর কালী বা দুর্গা বাহিরঙ্গা শক্তি। এই শ্রীমতী শ্রীমানের—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশিবোমাগ। ইহার ছায়া স্বরূপা কালী কৃষ্ণদাসী। আমাদের জায় কৃষ্ণবিমুখ জীবসমূহকে সংসাররূপ দুর্গে আবদ্ধ করতঃ ত্রিতাপানলে দগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করা! ইহার কার্য বা কৃষ্ণ-সেবা। সুতরাং ইনি যে কৃষ্ণাশ্রিতা, কৃষ্ণদাসী এবং কারাকর্ত্রী মায়া, পরন্তু ইনি কৃষ্ণ নহেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এসকল কথা বিচার করিয়া জীবনগতি পরিবর্তনপূর্ব্বক শ্রোতপথ গ্রহণ করিলে—ব্রহ্মা, নারদ, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি ও শুকদেব প্রভৃতি দ্বাদশ-মহাজন-প্রদর্শিত

একায়নপথ—শ্রোতপথ—ভক্তিপথ বা কৃষ্ণসেবা-সরণি অবলম্বন করিলে আমরা আনন্দিত হইব। কৃষ্ণই যে একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এতদ্ব্যতীত আর কেহই ভগবান্ হইতে পারেন না তাহা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে জানা যায়। God is only one, gods are not God—একথা আমাদের সত্তত স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ আর ছুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাগণ কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সৰ্বকারণ-কারণম্ ॥”

“সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশাক্তরেকা

ছায়েব যন্ত ভুবনানি ভবতি ছুর্গা।

ইচ্ছানুরূপদাপ যন্ত চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারব্যাকুলং লোকং মৃড়য়াস্ত যুগে যুগে ॥

গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অহং হি সৰ্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানাস্ত তত্ত্বেনাতশ্চ্যবাস্ত তে ॥”

যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে চাহেন, ভগবানের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক, নিজ মঙ্গলগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প, শোকমোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তাঁহারা—কৃষ্ণকে যিনি সৰ্বক্ষণ দেখিতেছেন, কৃষ্ণের সহিত সৰ্বক্ষণ থাকেন, কৃষ্ণব্যতীত যিনি আর কিছুই জানেন না, এক্ষণ মহাপুরুষের আনুগত্য স্বীকারপূর্বক তাঁহার সঙ্গ করিলে নিশ্চয় তিনি কৃপার তাঁহার আমি কে, আমার উপাস্ত্র কে, আমার কর্তব্য কি, এসকল কথা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এবং উপরিউক্ত নিখুঁত সত্যকথাগুলি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। এসব কথা শুনিয়াও যদি কেহ কালীপূজা বা দেবতাপূজা করেন করুন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আমরা আজ কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পথের দিগদর্শন করিলাম মাত্র।

*संस्था का नाम और पता

ପୁନାଦି ଉପସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

આવૃત્તિ ૧૧૫૧ કિલો મટર/હેક્ટર/સપ્તાહ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ)

[ବେଢ଼ଣ ପୁସ୍ତକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟ୍ରାୟରାଏ କଲ ଯେତେବ କଞ୍ଜିରେହି ଉଦ୍ଧାର ହେଉ
 ନାହିଁ, ଉପହାସୀ, ବଡ଼ମୁହାଣି ସକାଳୁହି ସଞ୍ଜିବିତ ବସ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜିର ପୁସ୍ତକ
 ପୁସ୍ତକାଳ ବିକ୍ରିର କାଳେ କଲ ଲେଟର କରିଣେ କଞ୍ଜଣ ସହ ନା । କାଳେ ଆବାସୀ
 ଶ୍ରମୀକ ବଞ୍ଚିଲେ ବକ୍ଷ ସହଜ ହାତ୍ରାସରହି ତୁମ୍ଭି ସାଧିତ ସହ, । ବିକ୍ର ଶାନ୍ତିର-
 ନବରେ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକାଳ ସଞ୍ଜେସହସାସା କଞ୍ଜଣ ସହ ନା । କଞ୍ଜଣ ଏକମାତ୍ର
 ଶିକ୍ଷକେର ପୁସ୍ତକ-ସାଧାହି ବିବିଳ ଦେବ-ପିତ୍ରାଦିର ପୁରା ସଞ୍ଜିବା ସାଞ୍ଜିବା । କାଳୀରେର
 ଲାବ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକ ଆବାସରାଏ ଆପଣା କଞ୍ଜେ ନା ।]

—जिवित्त्यायो ऋषद्विद्वसाश्च दत्तिन्न भद्रावाञ्च

বৈরাগ্যের ভাষ্য

ইংহাজা পুঁথি বাস্তব কাহিন্য, তাঁহাবাহী যে কেবল সংঘাতী বা বিলাপী, আর ইংহাজা লেখক জ্ঞান কবিতা-লেখক, তাঁহাবাহী যে টেনশন, এজন্য কোন কথা নব। আন্তঃক্রিয়বর্ণনেষ চেষ্টা দেখাশেষ, দেখানেনই বিলাপ বা সংঘাত। এই আন্তঃক্রিয়বর্ণনা-বস্তু সাধারণতঃ পুঁথিই প্রসূর প্রতিমাতে লাগবা-বাঁধ বলিবা-পুঁথালক, পুঁথিও ব্যক্তিগতই সংঘাতী বলা হয়। কিন্তু এই পুঁথি ব্যক্তিগত যদি একতর বাঁধুব পুঁথি বর্ণিতকথা প্রথম কবিতা অতলটোকে তাহা পাশনপুঁথিক লেখাবল জীবন যাপন কাহিন্য, তাহা বহীশেষ তাঁহার সংঘাত-সৃষ্টি বহীশেষ শান্ত। আর পুঁথিও কবিতাও যদি কেহ বর্ণিতকথা-প্রথমবিষয় নয়, তাহা বহীশ তাহাতে তাহাও পুঁথি বাহ বা। কতকগুলিই কবিতার সংলাপ। সাধুলক ব্যক্তিগত কতকগুলি ছাড়া। নতুন। দেখেইকই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগত অলংকৃত পবিত্রতাম করিবা বাধুবক করিবা ব্যক্তিগত।

বিষয়ে প্রক্তি যে বিতৃক, তাহার বাহ বিয়া । সাধুসকলে ভগবানের
প্রতি অনুগ্রহ না হইলে বিষয়মাণ বাহ না । কতকগুলি লোক অর্থকোপ
নাও হইয়া ভৌতী এম। অর্থ কতকগুলি লোক অর্থ হইয়া দাই বলিব।

[illegible]

कदम्बशिवारि. सङ्ग-१ रु मा ए नवशा श्वन

केन्द्रितता सीमा में प्रयुक्त है। विशेषतः विचारों के लिए यह एक अच्छा उपकरण है।

[illegible]

नमः सर्वार्थदायक श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সততই আছে। দৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অত্র কোনও উপায় নাই। যেমন সঙ্গ তেমনই ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব; যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি, তাহাতে শুদ্ধবৈরাগী হইব; আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিত্যস্বায়ী।

সদৃশরূপাদপদ্রে আত্মসমর্পণ করিলে জীবের সংসারমুক্তি হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদের মননবশ্য হইতে রক্ষা করেন। শ্রীশুকপাদপদ্রের আত্মসমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়—নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভাক্তা যাক্ত হয়। আমরা বর্তমানে যে সাধন-ভজন করি, তাহা অপ্ৰাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সাধুর অনুগত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সকল জীব নিষ্কল হইতে পারে। এই সাধনকার্য্যে কৃষ্ণরূপার প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর অনুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধসেবাপ্রার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীশুক-বৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মহুঃখ জানাইলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎসুখিত্তি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্ত অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহগুণসম্পন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিতে হইবে। ভজন করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণানুখ হইতে পারিব। একান্ত বাঞ্ছার এই সংসার-বন্ধন ক্ষেপণ নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য প্রকৃত যত্ন না লইয়া উদ্ভাস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাহারা কৃষ্ণ-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে নৈরাশ্রহ ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয়-বিরাগের অত্র কোন উপায় নাই। সুতরাং জীবনে-মরণে, শয়নে-ষপনে কৃষ্ণের কীর্ত্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অত্র কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গু বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই ; সেই কৃত্রিম শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত-
বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থমুপযুক্ততঃ ।

নির্লিপ্তঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে বুদ্ধং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধবস্তনঃ ।

মুমুকুভিঃ পরিত্যাপ্যে বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ

পরমাত্মাধ্য শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদ্ম
ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুবরের অপ্রকট-লীলবিন্যাসে
বিরহ-বেদনা

[২]

কাঁহা মোর প্রাণনাথ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন ।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী যাঁর প্রাণ ধন ॥

মদীয় অভীষ্টদেব রাধাপ্রিয় জন ।

সারদ-রাস-লীলায় করিলে গমন ॥

হরিনাম করাইলে গ্রহণের ছলে ।

নামে মাতোয়ারা করি লীলা সম্বরিলে ॥

কীর্তন বিগ্রহদেব আচার্য্যভাস্কর ।

নর্ত্তন সুন্দর তব অতি মনোহর ॥

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ভক্তি বাখানিলা ।

মায়াবাদী কুসিদ্ধান্তী পরাস্ত করিলা ॥

বিচারে অপরাজেয় পরম গভীর ।

ভক্তিবিরুদ্ধমত খণ্ডিতে মহাবীর ॥

আজিকে করিবে প্রভু, পাষণ্ডদলন ।
 তব অদর্শনে ভক্ত কাঁদে অশ্রুক্ষণ ॥
 চরণকমল স্পর্শ আর কবে পাব ।
 তুয়া অদর্শনে নাথ কেমনে গোঁড়াব ॥
 মুহম্মদ হাঁসি তব অধরে মধুর ।
 স্নেহধারা ক্ষরে সদা বাৎসল্য প্রচুর ॥
 'বজ্রাদপি' কঠোর তুমি দৈত্যদলনে ।
 পুষ্প হতে অতি কোমল ভক্তপালনে ॥
 গৌরকরণা শক্তিবিগ্রহ ধরিয়া ।
 কৃষ্ণসেবা দানিলা রূপানুগ হইয়া ॥
 জগৎ উদ্ধার লাগি' কৃষ্ণপ্রোষ্ঠবর ।
 অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্বশক্তি ধর ॥
 কুসিদ্ধান্ত সকল করিলে খণ্ড খণ্ড ।
 হরিকথা প্রচারিলে প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
 শ্রীগৌরানন্দ-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে ।
 ডুব ইলে ভক্তে ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ॥
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব লোকালয়ে ।
 হরিনাম বিতরিলে কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে ॥
 নদ-নদী অতিক্রমে না মানিলে শ্রম ।
 ভক্তগণে আকর্ষিলে করি আত্মসম ॥
 কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষ্ণ চিন্তা রত ।
 অন্তর বাহির তুমি কৃষ্ণ অঙ্গুগত ॥
 আশ্রয়বিগ্রহ তুমি নিত্য বর্তমান ।
 জীব মাঝে চৈতন্যরূপে বিরাজিত হন ॥

তবে সেই জীব হয় ভাগ্যবান অতি ।
 তোমার কুপায় হয় কৃষ্ণে রতি মতি ॥
 অতএব চারি বেদে তব গুণ গায় ।
 তব ভক্তি বাতিরেকে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
 কৃষ্ণস্থানে অপরাধে কৃষ্ণ নামে তরে ।
 তোমা স্থানে অপরাধে কৃষ্ণ ত্যজে তারে ।
 ভক্ত লাগি নিজ পুত্র কৃষ্ণ সংহারিল ।
 ভক্ত মর্যাদা লঙ্ঘন প্রভু না সহিল ॥
 কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তোমা মাঝে হেরি ।
 ততধিক গুরুনিষ্ঠা বর্ণিবারে নারি ॥
 তুমি মোর নিত্য প্রভু কৃষ্ণদয়ীত জন ।
 কৃষ্ণসেবা প্রদানিতে মহা দক্ষ হন ॥
 পরম বান্ধব মোর, দেব শিরমণি ।
 জানাইলে নিতাতত্ত্ব তুমি মহাশুণী ॥
 সংসার হইতে মোরে আনিলে কাড়িয়া ।
 কৃষ্ণসেবা জানাইলে সচেষ্ট হইয়া ॥
 অনাশ্রয় জানিয়া মোরে আশ্রয় দানিলে ।
 এ'দীনে তব সেবায় নিযুক্ত করিলে ॥
 তোমার আশীষরাশি বর্ণিবারে নারি ।
 পতিত অধম মুণ্ডি কি কহিতে পারি ॥

— শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

[৩]

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অথবা শ্রীভাগবত-পরমহংসগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-
তিথিতে নিষ্কপট পরমদৈন্ত্ব বিগলিতচিত্তে তাঁহাদের অতুল, অসংখ্য
গুণাবলীর আংশিকভাবে অরণ করা একান্ত কর্তব্য। নতুবা সাধকের
জীবন ধারণই বুথা বা মৃত্যুতুল্য। তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভজন-প্রণালীকূপ
গুণাবলীর অরণপূর্বক তাঁহারা কিভাবে শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন,
সেই রহস্ত-জ্ঞানের জ্ঞাত দীনভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

মাদৃশ অধম অযোগ্য বিধাতা লিখবার বা বলিবার কোন সামর্থ্য নাই।
তবুও শ্রীল গুরু মহারাজের গুণগান কীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহা পরম-
সৌভাগ্যের বিষয় হওয়ায় নিজের আত্মমঙ্গলের পক্ষে অসমর্থ হইলেও
কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভগবান্ নিত্য, ভগবৎ-সেবক নিত্য এবং ভগবানের সেবাও নিত্য।
শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। তানি ভক্তগণের অগ্রণী ভক্তরাজ।
গুরুসেবকগণ বৈষ্ণব। গুরু ও বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের
আর দ্বিতীয় পথ নাই। আমরা মহাজন গীতিতে পাই—“ছাড়িয়া বৈষ্ণব
সেবা, নিস্তার পাটয়াছে কেবা।” সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা নিত্য
কর্তব্য। অনুকরণের দ্বারা মঙ্গল হয় না, অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল হয়।
সেই কারণে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুকীর্ত্তন, অনুগমন, অনুশরণ ইত্যাদি
কথাস্তলি বহুল প্রচার শুনিতে পাঠ।

অনুপরম গুতুল্য কীট হইলেও কৃষ্ণদাসের ছুঃখ নাই। উহা পরম
আদরণীয় বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—“কীট জন্ম হউক
তবু তুয়া দাস। কোটি ব্রহ্মানন্দে নাহি মোর আশ।”

আমরা মঠ মন্দিরে আসি কেন? এর উত্তর—হরিভজন করিবার জন্ত
আসিয়াছি, হরিভজন ছাড়া মানব জীবনের আর কোন শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নাই।
হরিভজনের জন্ত এই সংসারের আত্মীয় স্বজন, পিতামাতা, ধন-সম্পদ
ছাড়িয়াছি। এক্ষণে অনুন্নয় বিনয় করিয়া সাধুগুরু-পাদপদ্মে প্রার্থনা করি—
আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের মঠে থাকিবার স্থান দিন।

গুরু-বৈষ্ণব উক্ত ব্যক্তিগণের মঠে স্থান করিয়া বা গৃহস্থ জীবের হরিনাম
দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও মঠ-মিশন ত্যাগ করিয়া বা গুরু ছাড়িয়া
অন্তগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেন,—

শ্রীগুরুদেব যাহা ভাল বাসেন বা যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা আশ্রিত জনের মনে প্রাণে আনন্দদান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ সেবকের চিত্ত বৃত্তি “কর্ত্তাহমিতি মন্ততে” এই অহঙ্কার আশ্রয় করে এবং ফলস্বরূপ স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিলোপ পাইয়া আমি কর্ত্তা, আমি পিতা, আমি মাতা ইত্যাদি বিরূপ ধর্মের আশ্রয়ে সত্তত মনকে কৃষ্ণবহির্মুখ বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অমূল্য মনুষ্য জীবনকে নরকের পথে ধাবিত করেন। মঠ-মিশন হরিভক্তনের একটি প্রধান ভক্তদোষ—অলসতা করিয়া কাটাইবার স্থান নহে। ফলস্বরূপ অনেক সময় কেহ কেহ মিশন হইতে চলিয়া যায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বতন্ত্র পার্শ্বদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত্তগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমু বা যুক্ততঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অর্থবাদে বলিয়াছেন—

আসক্তি-রহিত,

সম্বন্ধ সহিত,

বিষয়সমূহ সকলই মাদব।

অর্থাৎ এই জগতের সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ হুতরাং সমস্ত বস্তুকেই কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দিতে হইবে ইহা জীবের পরমমঙ্গল। আমাদের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি বাক্য কার্যমনোবাক্য অর্থাৎ জীবাত্মা, স্মৃতিদেহ বা মন আর পাঞ্চভৌতিক স্মৃতিদেহ সমস্তই কৃষ্ণ-ভোগ্যবস্তু, কৃষ্ণ-ভোগের ইচ্ছন। শ্রীভাগবতের “স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদার বিন্দরো” শ্লোকে আমাদের কি করণীয় তাহা সুন্দরভাবে অন্বরীষ মহারাজের মধুর চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের গিকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আরও আমাদের জানাইয়াছেন,—

“সর্বোপাধিবিমুক্তিং তৎপরতেন নিৰ্ম্মলয়।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥”

অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি উপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্মের ব্যবধান রহিত,

কৃৎকার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নিঃস্বল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মরূপ আবিলতাধারা
আচ্ছন্ন নহে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বা মিশনরূপী শ্রীকৃপাভিষ্ম শ্রীগুরুদেব,
শ্রীআচার্য্যদেব বা তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কুকুর-শৃগাল ভক্ষ্যদেহের বল-
বীৰ্য্য-ক্ষমতা, রক্ত-মাংস কি প্রকারে শীহরির ইঞ্জিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যয়
করিয়া দেহধারণ বা মনুষ্যজীবনের সাধকতা সম্পাদন করা যায় তাহা
আচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। “Back to God
and Back to home is the message of Goudiya Math.” শ্রীগৌড়ীয়
মঠ শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান। ইহা হরিকীর্তন মুখরিত কুঞ্জ।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বহু ভক্তি-
প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জগৎজীবের হরিবিমুখতাকে হরিভজনের অনুকূলে
আকর্ষণ করিবার উত্তম সুযোগ দান করতঃ তাহার অনুগত ভক্তবৃন্দকে
দিকে দিকে প্রেরণ করিয়া হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে
পারমর্থিক জীবন-বীমার মাধ্যমে এই ভক্তিকেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
কলিযুগের মহামন্ত্র ‘হরিনাম’কে আশ্রয় করতঃ সাধন পথে এগিয়ে যাইতে
হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখান আপনে ॥

আজ এই শুভ অপ্রকট-বাসরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বানী স্মরণ
করিয়া বিদায় নিচ্ছি—

জয়তি জয়তি নাথানন্দরূপং মুরারে-

বিরমিত নিজধর্ম্ম ধ্যান পূজাদিযত্নম্

কথমপি সকদান্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যং

পরমমুতমেকং জীবনং ভূষণং মে।

শ্রীগুরু-বিরহ-তিথি-বাসর

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ৫।১০।৭১

শ্রীগুরুদাসাভাস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

পুলিশ আরক্ষা বেতার কেন্দ্র

কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩৯ বামিক বিবাহ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতে বুগান্ত আনয়নকারী আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি
বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীমঠ-দম্ভের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু
নিত্যানীলাশ্রবিষ্ঠ চিদ্বিলাস ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অতুল্য পরমপ্রিয়পার্বদ শ্রীকৃপাভূষণপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়



শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

উজ্জ্বলিতকালে শ্রীল গুরুপাদপদ

অঙ্গসূত্র-ব্যাখ্যায় রত ।

[illegible][illegible]

অধোদ্যুত-বিধে রথারীতি হাঙ্গমুর্ছে রক্তলাবতি ধ্বাঞ্জ হইলে ঈশ-
কর্তৃক আশ্রয় রথ ঐঈশ্বরীক, রক্তপরাংগা, বৈষ্ণব-ধলনা, পঙ্কজ, বে-
লাবিল প্রেরণ প্রভৃতি মাতি কর্তব্য। অক-মৎস-শ্রুতক বিভিন্ন ব্রহ্মাণ-
ধারী কীর্তি ১১। লভ্যের মিত্রিত্বার্থী ঈশ্বর-কর্তব্যে পণ্ডিত
রথারীক পাঠ্যের ঈশ্বরকর্তব্য রথার্থে অধোদ্যুত করে। রথার্থে বিভিন্ন
মঠ ধর্ম আশ্রিত বৈষ্ণবকর্তব্য ঈশ্বরকর্তব্যের অধোদ্যুত কর্তব্য
কর্তব্যপণ্ডিত ঈশ্বরীক কর্তব্য করে। অধোদ্যুত কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য
ঈশ্বরকর্তব্যের ঈশ্বরীক কর্তব্য, ঈশ্বরকর্তব্য-কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য
ঈশ্বরকর্তব্য-কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য
ঈশ্বরকর্তব্য-কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য
ঈশ্বরকর্তব্য-কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য ঈশ্বরীক কর্তব্য

সম্রাটের বংশোদ্ভূতগণের বিরুদ্ধে অস, হাঙ্গেরি, রুশ, জাৰ্মানি, পোল, সের্ব প্রভৃতি
 সম্রাট উভয় মূৰে বসিয়ে কীৰ্ত্তিবন্ধে নিবেদিত বসিবে যোগাঙ্গ-অভিজিৎমাণে
 উপস্থিত হৈল বহুশত কৰ্ম্ম আগন্তিক বহুশতশতীকে উহাে বিশেষ আগন্তিকলেন
 পবিত্র শেরর করমে ধর। তদন্তর আইএ প্রভেদেবেরই মধ্যপ্রধান বিজয়
 কৰ্ম্ম ধর।

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রামে শুভ-পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রমে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত হন। ঐ সময় তিনি গৃহে থাকিয়া যথারীতি বৈষ্ণবাচার পালন করতঃ ভজন করিতেন। কিন্তু অবশেষে সংসারের অনিত্যতা ও জীবন ক্ষণভঙ্গুর-বিধায় তিনি সংসারে আর সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া ত্যাগী-জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা করেন, তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী-পাদ সঙ্কলিত 'সংস্কার-দোষিকা'-মতে শুক্লাশ্বর-কোপীন, বহির্কাসাদি দ্বারা তাঁহাকে বাবাজী-বেশ প্রদান করেন। তদবধি তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন মঠে থাকিয়া যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠ, কালনাথ শ্রীযাট গোড়ীয় আশ্রম প্রভৃতির জন্ত সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও দৈন্যাদি ব্যবহারে সমিতির সেবকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে।

তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার পূর্বাশ্রমের তিন কত্থা বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধাদি করার জন্ত বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতঃ সমিতির সেবকবৃন্দকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। সাত্ত-বিধানানুসারে গত ৪ঠা কা্তিক, ২২শে অক্টোবর শুক্রবার দিবসে বাসরহাটের সন্নিকটস্থ পুন্না গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কত্থার গৃহে বিশেষ মাড়ঘরে সহিত শ্রাদ্ধাদি ও বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উক্ত কার্য্যে তাঁহার পূর্বাশ্রমের দৌহিত্র শ্রীরাধাপদ সরকার মহাশয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্থ। এতদ্ব্যতীতও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বিরহে সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষ হুঃখ অনুভব করিতেছেন।

—নিজস্ব-সংবাদ

গরলাকে শ্রীবুজা মহারাজবামিনী দেবী

যত্ন ১৪৫৫ তাম্র, সম্মলবঃ ১৩৭৮ (ইং ১৮৮১/১৮৮২) খ্রিঃ ৩০-৩১ বিগিট
১৩৭৮-১৩৭৯-১৩৮০ খ্রীঃাব্দে পোঁচৌষ বর্ষের মধ্যে "মহিলা-নিবাসে" গুজরাতি
শ্রীবুজা মহারাজবামিনী দেবী পিতৃবিষমায় অরণ্য করিতে করিতে প্রায় ৮০ বৎসর
বয়সে অকালে প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই বয়সবয়সে বিদূষী মহীশূরী মহিলাকে
বিদ্যাগাণী স্ত্রীকৌতুকীয় স্ট্রী ও স্ত্রীকৌতুকীয় বেনারস সর্পিণ্ড প্রভিষ্টাঙ্গের গুহক-
কুমারী-দয়ানী কে না ভিসেন। সাংসার স্ত্রীকৌতুক-বৈজ্ঞান্য-সম্বন্ধে তাঁহা
কলহাত-কল্মাশের সিক্তি ভিসি স্ত্রীকৌতুক "মহাভারত" নামেই স্থপতিত।



ভিসেন। শ্রীবুজা-বৈজ্ঞান্য-সেবাখিষ্টাই তাঁকে এই বৈজ্ঞান্যের ঐক্য-বিশেষে স্থাপন
করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত ইহাঁর ব্যবহারিক-পারমাণ্বিক উভয় সম্পর্ক থাকায় আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর ছিল। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেবের লৌকিক সম্পর্কে পিসিমাতা হইলেও তিনি “সরোজ দি” নামেই সম্বোধিত হইতেন এবং সরোজবাসিনী দেবীও তাঁহাকে পূজনীয় ‘বিনোদ দা’ পরে “কেশব মহারাজ” বলিয়াই গোবব প্রদর্শন করিতেন। পারমাণ্বিক ক্ষেত্রে ইহাই এক অদ্ভুত রীতি। পুত্রও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মাতা-পিতা দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা আশ্রমোচিত বেবের মর্য্যদা রক্ষা করিয়া থাকেন— “সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর। পিতা আসি’ পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥” এক্ষেত্রেও আমরা তাহার ব্যত্যয় লক্ষ্য করি নাই।


সরোজবাসিনীর যৌবনকালেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভক্তনে বিশেষ আগ্রহ ও নিষ্ঠার মূলে ছিল কিছু সংসারিক বিপর্য্যয়। ইনি পূর্ব্ব-বঙ্গের বরিশাল-জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানরীপাড়ার সর্বোত্তরের বাড়ীর শ্রীযুত রামচন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয়ের কন্যার মধ্যে তৃতীয়া কন্যা ছিলেন। দাণ্ডোয়াটের শ্রীযুত যামিনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইহার শুভ-পরিণয় হয়। স্বামী পরলোক গমন করিলে ১৯ বর্ষ বয়সেই ইনি বাল্য-বিধবা হইলেন। তখন হইতেই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ইহাঁর প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

তিন বৎসর পরে ইনি ব্রজপুত্র শ্রীচৈতন্য মঠ ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-কেশরী জগদগুরু ও দিফুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ভজন-সাধনে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বেলঘরিয়া স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসুও একইসঙ্গে শ্রীচরণাশ্রিতা হন। দীক্ষাদি গ্রহণান্তে সরোজিনী দাণ্ডোয়াটে থাকিয়াই ইষ্টদেবের সেবা-পূজা পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। নিজের আহা-বিহারে সংযম ও আদর্শ গৃহস্থ-জীবন-যাপনপূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। গৃহে বসিয়া থাকিলেও কবে ধামে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দর্শন হইবে, এই অধীর প্রতিক্ষায় দিন কাটাইতেন। শয়নে-স্বপনে তাঁহার সেবাচেষ্টাই প্রবল ছিল। তিনি বিশেষ পরিণাটী-সহকারে সেবার জন্ত বিভিন্ন রকমের বড়ি, আচার, আমসত্ত্ব ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ খাবার প্রস্তুত করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরণ করিতেন।

মধ্যে বনো প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বোপনি ঐহাঙ্গ প্রকৃত কৃতিশক্তি
সকলকে বিচিহ্ন করিত। শাস্ত্রানিষ শিষ্যে প্রচোদ্যতঃ যশে তিনি যথাসক
আত্মিক বিনিবা সকলকে সৎকৃত্ত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি
সেইক পুনর্নবিস্ফাটী অষ্টাঙ্গকৃত্তান অক্লান্তী নবদ্বন্দ্বিতী ঐশ্বর্যী নন্দীনালা
কষ্টাঙ্গকৃত্ত, তাঁরই অহংক ঐশ্বর্যী জয়লতা বস্ত্রের কল্যাণ—ঐশ্বর্যী
কল্যাণায়া, জিলকী অবলাবালা বহু ঐশ্বর্যী শীলাবতী যোগ্যত বানিষো
বা কিনা বাঙিলাত করিতেন।

[illegible][illegible]

— विद्युत् चरित्र

* ধর্মঃ স্বয়ংস্বতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাস্থ যঃ। *	ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে।  অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্না। স্প্রসীদতি ॥ *	* নোংপাদয়েদ্যদি যতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥ *
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আজ-পরসম। অত্র ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন। অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হয়-কথার বতি নৈলে পও সেই ভ্রম ॥		

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৫ কেশব, ৪৮৫ গৌরাক্ষ
 বুধবার, ৩০ কা্তিক, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।১১।১৯৭১ } ৯ম সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাজ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

হা নপ্তি রাধে তব সূর্য্যভক্তে:

কালঃ সমুৎপন্ন ইতুঃ কুতোহসি।

ইতীব রোষান্মুখরা লপন্তী

সুধেব কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ ॥ ৮৩ ॥

হে নপ্তি রাধিকে! তোমার সূর্য্যপূজার কাল সমুৎপন্ন হইয়াছে,
 এ স্থান হইতে গিয়া কোথায় বসিয়া আছ? মুখরার একরূপ রোষবাক্য এই
 বিষয়ে অমৃতের ত্রায় আমাকে কি সুখী করিবে? ॥ ৮৩ ॥

দেবি ভাষিতপীষুঃ স্মিতকপূরবাসিতং।

শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং হু সেবিষ্যাতে ময়া ॥ ৮৪ ॥

হে দেবি! স্মিত অর্থাৎ ঈষৎ হাস্যরূপ কপূরবাসিত তোমার বাক্য-
মৃতকে কি আমি নেত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেবন করিব? ॥ ৮৪ ॥

কুসুমচনয়নখেলাং কুব্বতী ত্বং পরীতা

রসকুটিলসখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্কম্ ।

কপটকলহকেল্যা কাপি রোষেণ ভিন্না

মম মুদমতিবেলং ধাস্তসে সূত্রতে কিম্ ॥ ৮৫ ॥

হে সূত্রতে রাধিকে! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোটিল্যপর সখীদের সহিত
পুষ্পচয়ন খেলা করিতে মিথ্যা কলহপূর্বক ক্রেদ ভিন্না অর্থাৎ ত্যক্ত স্বভাবা
হইয়া অতিশয় রূপে কি আমার হর্ষ বিধান করিব? ॥ ৮৫ ॥

নানাবিধৈঃ পৃথুল-কাকুভরৈরসহৈঃ

সংপ্রাথিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন ।

ত্বন্মানভঙ্গবিধয়ে সদয়ে জনোহয়ং

ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতাপদান্তে ॥ ৮৬ ॥

হে সদয়ে রাধিকে! নানাবিধ অসহ্য সুবিস্তর বিনয় বাক্য দ্বারা তোমার
স্বামী শ্রীকৃষ্ণ তোমার মানভঞ্জন করাইবার নিমিত্ত আমাকে সম্যক্ প্রার্থনা
করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কহিবেন, “অয়ে রক্তিমঞ্জরি! তোমার শপথ
করিয়া বলিতেছি অণু আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন তোমার
স্বামিনী আমার প্রতি রুষ্টা হইলেন, হায়! আমি কি করিব, আমার প্রতি
কে এমন স্নেহবতী আছে যে সেই প্রাণপ্রেমসীর সহিত আমাকে সঙ্গমিত
করাইবে” এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি মানভঙ্গ নিমিত্ত অভিব্যগ্র হইয়া
কবে ললিতার পাদসমীপে পতিত হইব? ॥ ৮৬ ॥

প্রীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলাসবীণাদি-বাছোৎসবৈঃ

শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটেব হ্রবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভূশং ।

বৃন্দারণ্যমহাধিপত্যবিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্তা স্বয়ং

ধীরে সংবিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে ॥ ৮৭ ॥

হে ধৈর্য্যগুণশালিনী! মঙ্গল-গীত-নৃত্য ও বীণাদিবাছোৎসবের সহিত
সুবাসিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা পৌর্ণমাসীদেবী স্বয়ং অতি প্রীতিপূর্বক
বৃন্দাবনের মহারাজ্য করিবার নিমিত্ত যে তোমার অভিষেক করিবেন সেই
মহাভিষেক কি আমি দর্শন করিব? ॥ ৮৭ ॥

জ্যোতি সৌভূক্তমত্র মনুষ্যবদেহে হেতেন দন্তালয়া

লীলায়া কপণাং প্রভোষ্য কটীণাং যজ্ঞাধ্যাকাকংগে ।

নীত্রোঃ সুবশোক-নোবনভ্রষ্টেস্তে সংজ্ঞবজ্জ্যঃ পরা

বাৎসল্যাচ্ছনকৌ বিচ্যাস্যতে ইত্যঃ কিং লালনাং বেহুশ্রুতঃ ॥ ৮৮ ॥

যে বাবা মনুষ্য-না । তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাঁতী পুর্ণিয়ার কপণা কটীলাকে
অনুভব পো । লালন্যাক মনুষ্য কহিয়া । আলয়ে লইয়া সেয়ে লব "মাতা-বিভাব
বর্জিত সুব ও মনুষ্যবদেহে দীর্ঘকাল যাব মক্কা পোত" এই উক্তক এককাল
অনুভবপূর্ণক যোদযাত্রিক-না কুনি যবন বলিত কটীয়া তৎকালে অতি-
বাৎসল্যবশতঃ হোয়াংর রক্তঃ কীর্ণক ও পতঃ কুরতকু আহার করে হে
মাতঃ । হোদয কহিলন , কুনি আহারসেব শুকু, তোমাকে যা দেখিলে শুকু
আহার হয়, এই বলিয়া মনুষ্য প্রাকারঃ স্নানমদুলাক কি লালন বিবাহ
কহিয়া ॥ ৮৮ ॥

লক্ষ্ময়ালিপুরতঃ পরতো মাং

পল্লবঃ যিহিপতেবর্জ মীড়া ।

দ্বিধ্যগানমপি তৎ অতঃপদং

শিষ্টাঃ সিম্বালি কদা সদয়ে স্বম্ ॥ ৮৯ ॥

যে মনুষ্যপো লক্ষ্মাবশতঃ বর্জবিশেষ অঙ্গ মক্কে আহারে গিরিগ্রাক
পোদবর্জযেব পল্লবে লইয়া লিরা দিরা লাব অর্থাৎ যান যাদন কাদা এবং
ডাওদি যরাকদ কাক শিষ্টা করাইয়া ॥ ৮৯ ॥

যাচিত্তা ললিতয়া কিল দেব্যা

লক্ষ্ময়া নন্তবুধীঃ গদতো মাম্ ॥

দেবি দীব্যারসকাব্যকদম্বাং

পাঠিসিম্বালি কদা প্রেপতেন ॥ ৯০ ॥

যে দেবি বাবাক্য ললিতাবেবী সিন্ধুই আহার নিষিত তোমাক
প্রাধন কহিবো, আমি বনীয় পদিকার কুতলাং লক্ষ্মাতে অধনকবুদী বর্জিলে
কুনি কবে প্রববুও বর্জ-বর্জিত কাব্য লবন আহারে পাঠি করাইয়া ॥ ৯০ ॥

(জন্মণা)

লীলাম্বরণের প্রণালী ও অধিকার

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

১৭ই নবেম্বর, ১৯২০

১১ কেশব, ৪৪৪ গোঃ

কল্যাণীয়াবরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বুন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলা-স্বরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদর্শীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন, উহাই স্বরূপের পরিচয়। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্ভূত হয়। স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া না দেয়। তবে নিকপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা মাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লভিতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিম-ভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সকল বিষয়ে ভক্তমোতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এবিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকী ভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যাঙ্গীকৃত—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবের অধিকার)

১। ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি ?

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ ।

জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ।

জ্ঞানকর্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয় ।

শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

২। জীবের ধামদর্শনের অধিকার কখন হয় ?

“জড় জাল ভীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ ।

জীবচক্ষুঃ করে ধাম শোভা দরশন ॥”

—নঃ ভাঃ তঃ ৬

৩। জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য ?

“যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ ।

চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আশ্বাদন ॥

অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আশ্বাদিতে নারে ।

ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বায়ে বায়ে ॥”

নঃ ভাঃ তঃ ৪

৪। অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত লীলা-কীর্তন কর্তব্য কি ?

“হুভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার ।

শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্কা-হার ॥

অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া ।

কীর্তন করিছে শেষ, কাল বিচারিয়া ॥”

—‘সরলকীর্তন’, কঃ কঃ

৫। ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে ?

“বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব দ্বারা অর্জনীয়। কোন নিকোঁধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন দর্শবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্বক পণ্ডভাবাবৃত ও ঈশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়-কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধর্ম্মদ্বার (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদগর্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে,

আর নিতান্ত মুখ ও বল বুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অত্ৰদিকে পরমেশ্বরের ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।” — শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

৬। অতত্বের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি ?

“যাহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অত্বের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের দ্বায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অমুশীলন বিফল।” — ‘সমালোচনা’, সসঙ্গিনী সং তোঃ ৮৪

৭। কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার ?

“ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কৰ্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয় ?

“যে-পর্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অত্ৰ উপায় কি ?” — ‘সঙ্গত্যাগ’, সং তোঃ ১১।১১

৯। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার ?

“স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অত্ৰ কোন আশ্রম স্বীকর্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমল-বুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।” — চৈঃ শিঃ ২।৪

১০। সাধক স্ত্রীপুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ ?

“বাহু-দেহগত স্ত্রীপুরুষগণ সর্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন না, একত্ৰ হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্ত্যর্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।”

— ‘সমালোচনা’, সং তোঃ ১০।৬

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ঔ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের
শ্রীচরণকমলে নিবেদন

পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

আমি অতি দীনা ভক্তিহীনা অভাজন ।

১ কেমনে পূজিব তোমার চরণকমল ॥

অসংখ্য প্রণতি তব রাতুল চরণে ।

কৃপা কর এবে এছার প্রণিতা জনে ॥

অনন্ত যোনি ভ্রমিয়া আসিয়াছি এবে ।

মো সম অপরাধিনী আর না পাইবে ॥

সেই সব অপরাধ কিসে হ'বে ক্ষয় ।

ভাবিতে ভাবিতে আর না দেখি উপায় ॥

বহু ভাগ্যে হ'ল হঠাৎ বৈষ্ণব দর্শন ।

তাহার শ্রীমুখে শুনি শ্রীহরির কীর্তন ॥

“কিবা বর্ণি, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রম হীন ।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্যপ্রবীণ ॥

শ্রীগুরুর কৃপা লাভ না হয় যাহার ।

কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি নাহয় তাহার ॥

‘কৃষ্ণ’ রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু করে ত্রাণ ।

‘গুরু’ রুষ্ট হইলে নাহি উপায় আন ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত্যজি যেবা কৃষ্ণ ভজে ।

নাহিক নিবারণ ঘোর নরকে মজে ॥

লভিয়া মনুষ্য জন্ম যদি না ভজে হরি ।

অধোযোনি ভ্রমে সেই জন্মে মরি মরি ॥”

সাধু মুখে সেই সব করিয়া শ্রবণ ।

হরিভজনেতে মন হইল ব্যাকুল ॥

একান্ত আশ্রয় করিব শ্রীগুরুচরণ ।
 তাই তব পাদপদ্ম করিব বরণ ॥
 এ' আশায় উৎকণ্ঠা অভাগীর মন ।
 কবে বা লভিব তব চরণ-যুগল ॥
 কবে 'চরণ-ছায়ায়' বসিয়া নির্জনে ।
 নিরবধি করিব নাম আনন্দ মনে ।

হে গুরুদেব !

পুনঃ পুনঃ এ অভাগিনী করে নিবেদন ।
 উদ্ধার কর মোরে দিয়া চরণে শরণ ॥

শ্রীচরণ-শরণ-প্রয়াসীনী

দীনহীনা—

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী

আমগুরী, পোঃ বৈটামারী

গোয়ালপাড়া (আসাম) ।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১২)

পূর্ব প্রবন্ধে সালোক্য মুক্তির কথা আলোচনার পর বর্তমান প্রবন্ধে
 সাষ্টির কথা আলোচিত হইতেছে ।

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতান্না বিচিক্ষিতো মে ।

তদামৃতং প্রতিপদ্যমানো যদ্বাঙ্গভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

মানুষ যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) -আত্মসমর্পণ
 করে, তখন আমার বিশিষ্ট অভিপ্রায় সাধনের যোগ্য হয় এবং অমৃতত্ব
 লাভ করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য (সাষ্টি) প্রাপ্তির যোগ্য হয় ।

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তি—সততং পর্যোতি জগন্ ক্রৌড়ন্
 রমমাণঃ শ্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতির্বা নোপজনং অরন্নিদং পরীরন্ । (চ।১২।৩)

সেই মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মলোকে গিয়া শ্রীপুরুষজাত এই শরীর অরণ না করিয়াই যথেষ্ট ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যানযোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন। শঙ্কলমাত্র সর্বভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি (ছান্দোগ্য ৭।২।৫২)

মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়।

‘এষ সর্বেশ্বরঃ’ ইনি সর্বেশ্বর (বৃহদারণ্যক ৪।৪)

যদিও এসকল শাস্ত্র মুক্তপুরুষের পরমেশ্বর তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কথা কীর্তন করিয়াছেন, তথাপি জগদ্ব্যাপারবহিঃ প্রকরণাদসম্মিতত্বাৎ। (বেদান্ত ৪।৪।১৭) অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টিস্থিতি নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য। তাছাড়া সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব। মুক্তজীবের সৃষ্টিস্থিতি সংহার সামর্থ্য যখন নাই, তখন বৈকুণ্ঠাধিপত্যাদির সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব দেবকীকে বলিয়াছেন—

অদৃষ্টোত্তমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।

অহং সূতো বামভবং পুণ্ড্রগর্ভ ইতি খ্যাতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৩।৪১)

তোমরা পুত্রপা ও পুণ্ড্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্তাদ্বারা আমার মত পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু গুণে আমার সমান কেহ নাই দেখিয়া আমিই পুণ্ড্রগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম।

সুতরাং ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি অর্থে অণিমাди ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। তাহাও ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ, তবে উহা অল্প সম্পত্তির মত নশ্বর নহে।

এক্ষণে সাক্ষ্য মুক্তির কথা আলোচিত হইতেছে—

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পৃশ্বা দ্বিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাৎ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ (ভাঃ ৮।৪।৬)

গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সামীপ্যমুক্তি (ভাঃ ৩।২।৪৩-৪৭)—

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।

জগাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥

নিরহং কৃতির্নির্মমশ্চ নিবন্ধঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।
 প্রত্যক্ প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোন্মিরিবোদধিঃ ॥
 বাসুদেবে ভগবতি সর্বক্ষে প্রত্যগাত্মনি ।
 পরেণ ভক্তিভাবেন লঙ্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥
 আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তুমবস্থিতম্ ।
 অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥
 ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা ।
 ভগবন্তুক্রিয়োগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥

কর্দম ঋষির নির্যাণ বর্ণনায় সামীপ্য মুক্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্ম কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন, গুণসকলের প্রকাশক, অথচ প্রাকৃত গুণাতীত এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা নিরন্তর যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া দেহাদিতে অহং বুদ্ধি ও মমতাসূক্ষ্ম হন। স্মৃতির শীতোস্তাপাদিতে আকুল না হইয়া ও ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্য, উপস্থিত হইলেও ভগবানে প্রেমভক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হন। তিনি লঙ্কাত্মা ও মুক্তবন্ধন হওয়ায় ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন—

এস্থলে প্রথমে কর্দমের ব্রহ্মানুভব। তৎপরে পরমাত্মানুভব ও শেষে ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর সাযুজ্য মুক্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাযুজ্যমুক্তি জানিতে হইবে। অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচরণে বিলীন হইয়াছিল।

সাধ্যান্বিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—মুক্তজীব ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করে, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করে, ব্রহ্মদ্বারাই সকল অনুভব করে।

স্মৃতিতেও উক্তি আছে—মুক্তব্যক্তি হরির হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, হরির চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, হরির চরণ দ্বারা গমন করে। মুক্তব্যক্তির ভগবচ্ছক্তিলেশ প্রাপ্ত্যাদির অভিপ্রায়ে এসকল বলা হইয়াছে

সালোক্যাদি মুক্তিতে ভগবৎসেবার সম্ভাবনা আছে এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে এসকল মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ আছে। সাযুজ্যে সেবা সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে।

সায়ুজ্যমুক্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়। শ্রীভগবানের ক্ষুণ্ণবিশেষই অন্তঃ-সাক্ষাৎকার। সায়ুজ্য মুক্তির সেই ক্ষুণ্ণ—ভগবানই যে আনন্দের লক্ষণ, সেই আনন্দে ডুবিয়া আছি এইরূপ মনে হয়। পার্শ্বদর্শনের মত অপ্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগ করার উপযোগী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ইহাদের থাকে না। চিৎকণ নিজস্বরূপে সায়ুজ্য লাভ করে। ভবিষ্য পুরাণে সায়ুজ্য প্রাপ্তের কিঞ্চিৎ ভোগের উক্তি আছে—

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগান্নাখ্যতঃ কচিৎ ।

বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন ॥

মুক্ত ব্যক্তি পরম পুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে পায় না। এই বহিঃস্থিত ভোগ বহিরঙ্গা মায়ার বিকার নহে।

সায়ুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির লীলাবিষয়ে অমুভূতি থাকে না বলিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহে লীন থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত তাঁহার বিহারাদি তাহাদের অমুভূতির অতীত থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সকল অবস্থায় জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপ-ধর্ম বর্তমান থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—সায়ুজ্যপ্রাপ্ত জীবেরও কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অব্যাহত থাকিলে ভগবানের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির স্থায় তদীয় বিগ্রহে প্রবিষ্ট জীবের সর্বাংশে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সিদ্ধ হয় না কেন? তদুত্তর—ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিলে তাহার তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যায় না। অণুচৈতন্য স্বরূপেই অবিকৃত থাকে। সুতরাং স্বরূপধর্মও অতি অল্পই থাকে অর্থাৎ সায়ুজ্য লাভ করিয়া জীব ভগবান্ হইয়া যায় না। জীবই থেকে যায় কেবল মায়াসম্পর্ক। জীবের শক্তি ভগবানের শক্তির বিপুলতাপ্রাপ্ত হয় না। সেই শক্তি ভগবৎলক্ষণ আনন্দ নিমগ্নতা ক্ষুণ্ণিতেই নিমগ্ন থাকে। আর তদ্রূপে শ্রীভগবানের কর্তৃত্বাদির মত জীবের কর্তৃত্বাদি নিতান্ত অসম্ভব। মুক্তিমধ্যে সায়ুজ্যই সর্বাণেক্ষা নিকৃষ্ট—‘নরক বাঙ্গ্রে তবু সায়ুজ্য না লয়।’ ইহা ভক্তের অনাদৃত। ইহাতে সেবাসম্ভাবনা নাই। এজন্ত ভগবচ্ছক্তির যথেষ্ট আনুকূল্য লাভে ইহার বঞ্চিত। ভগবদিচ্ছায় কদাচিৎ সেই শক্তির লেশমাত্রও পায়।

কোন স্থলে শ্রীভগবান স্বেচ্ছাক্রমে সাযুজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার অন্তর্ভুক্ত শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিক্ষেপিত করিয়া পার্শ্বদিক্‌তে সংযোজিত করেন। যথা—শিশুপাল, দত্তবক্র। ইহারা সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া পুনরায় পার্শ্বদিক্‌ লাভ করে।

সালোক্যাদির অনবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মকৈবল্য হইতে এসকল মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ। সালোক্যাদি পঞ্চ মুক্তি মধ্যে সামীপ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহা বাহঃসাক্ষাৎকারময়।

যদিও ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিজের দুঃখহানি ও সামীপ্যাদি লক্ষণ সম্পাদিতে তাৎপর্য্য থাকে শ্রীভগবানে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই। এস্থলে প্রীতির নূনতা বুঝিতে হইবে। যদি ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেহ কেহ যে ভগবৎপ্রীতি না চাহিয়া মুক্তি চাহেন, তাহার কারণ কি? তদুত্তর— তাহারও কাহার নিজ দুঃখ নিবৃত্তি-অভিলাষ থাকে তজ্জন্ত তাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তি বাঞ্ছা করেন। পরম সুখরূপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে তাহাদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁহারা প্রীতিবাঞ্ছা করেন। তাহারা দুঃখনিবৃত্তির জন্ত মুক্তির অভিলাষী, তাঁহারাও প্রীতির অপেক্ষা না করিয়া পাবেন না। যেহেতু পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কার বাতীত মুক্তি অসম্ভব। তাহা সুখস্বরূপ। সুখে সকলের স্বাভাবিক প্রীতি আছে। কিন্তু কেবল দুঃখনিবৃত্তি অভিলাষী ব্যক্তির প্রীতি অল্প। তাহারা ভগবৎপ্রাপ্তি-অভিলাষ করেন, তাঁহারা ভগবৎ-স্বরূপে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভগবানে প্রীতি করেন। স্বরূপ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অসমোদ্ধ, এজন্ত তাঁহাদের প্রেম ও চিরবর্দ্ধনশীল।

মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য শুনিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করেন— শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।১৩।১২ শ্লোকে “কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্” অর্থাৎ কৈবল্য মুক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলা হইয়াছে কেন? তদুত্তর—ভগবৎপ্রীতিতেই কৈবল্য শব্দের অর্থ পর্য্যবসিত। ঐ শ্লোকের প্রথম তিন পাদে সর্ববেদান্ত-সার, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণ ও অদ্বিতীয় বস্তু এই তিনটি কথা আছে; অর্থাৎ সর্ববেদান্তসার ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ যে অদ্বিতীয় বস্তু, তাহা কৈবল্য নহে। ঐ শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে—

আদিমবাসীরাই বৈবাহিকশাস্তি-সম্বন্ধে ।

হরিশীলার বারোতাবুজাবলিতলংহুয়ে ৪ ভাগ ১৫৩৩১১

এই ভাগবততত্ত্ব হরিশীলিকবালমুখ দ্বারা সাধুগণকে আনন্দিম করিতে-
ছেন । একদা বাবা ভগবৎশ্রীতির সুখের প্রসংগিত হইয়াছেন । মুক্তি-নিষ্ঠ
বালুগণকে আনন্দিম করিতেছেন তা বলিয়া ঐক্লপ উক্তিহেতু ভগবৎকথা-
কীর্তনই বিরুদ্ধাচরণের দূর্য্য ইচ্ছিত । জামার ভাবলব্ধ ভগবৎশ্রীতি ।
এখানে হৃদি-ওষধের অমৃত এবং শরীরগণকে যেরূপা বলান বিরুদ্ধাচরণের
সোহিনী-ভুলকু জমিত হইতেছে । যোগিনীর অতঃকলমাপূর্ব্বক যোগভাগকে
সুপ্রাচীর করাইবার জাত শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতবৃদ্ধি জনন্যক বক্তব্য কবিতা
বালুগণকে হৃদিকলমিত লান করাতেওছেন ।

আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ভাগের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের 'সৌখিন্য-
কৈতব' শব্দের অর্থ—প্রাণের 'সৌখিন্যকৈতব' মিলিত হইয়াছে 'সৌখ-
কৈতব' এইরূপ অর্থও চলিতে । 'আমি সৌখিন্য' ভগবৎশ্রীতি বলাও
হইতে । ভগবৎশ্রীতিতেই ভগবৎ-বর্ণের 'সৌখিন্য' । ১৩ম ভাগের শ্রীমদ্ভাগবত
অথবা কৈবল্যে বলাও উক্ত হইয়াছে ।

সুখেন্দ্রশাস্ত্রিকেরিবিবংপ্রাপ্তা লৈব লভ্যতে ।

ল লব্ধ বলাও কেবলমাত্র ভগবৎ-স্বত্বের 'সৌখিন্য')

যে ব্যক্তি! সুখনিবাধি। বহুদণ্ডে 'সৌখিন্য' হইতে 'সৌখিন্য'
দ্বারা প্রভাব, সেই 'সৌখিন্য' যেমন শব্দের অতিমিত ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১৩১৬১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে —

পরাভবাব্যং পতন আত্মে কৈবল্যং সংশ্লিষ্টং ।

কৈবল্যস্থিতরাসিকবলোহো বিকশ্যত্বিনঃ ।

পরাভবাব্যং পতন আত্মে কৈবল্যং সংশ্লিষ্টং ।
নামক পুরুষ আছেন । তিনি বিকশ্যত্বিনঃ কৈবল্যস্থিতরাসিকবলোহো
কৈবল্য । পতন ওষধি ও শ্রীতি বুঝাই । উক্ত আর্ষ পরভবাব্যং হই
ক্রান্তি । অর্থাৎ বইলে কৈবল্যে প্রাপ্তিও আর্ষ পতন ওষধি বা কৈবল্য
প্রভাব—প্রণালীশাস্ত্র বহুতর করাইবার অল্পই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃদ্ধি ।

এক-বর্ণের কেবল অর্থ অতিমান প্রদিস আছে । তাহা মলীকায়
বহিরা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের কেবল পতনাব্যং বর্ণনকে পুরুষার্থভূমে কীর্তন

করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমাত্মদর্শন—ভিতরে বাহিরে, মনে ও নয়নে শ্রীহরিকে দেখা, অল্প কিছু না দেখাই পরমপুরুষার্থ।

কৈবল্য শব্দে শ্রীভগবান বা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইলে ভগবৎপ্রীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেই তিনি বা তাঁহার স্বভাব—কৈবল্য, সকলের পক্ষে নহে। বৈকুণ্ঠদেবের প্রতি শ্রীমদনকাদির উক্তি—

যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমেরে ছায় আপনার শ্রীচরণকমলে রমণ করে,
যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ছায় আপনার শ্রীচরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়,
যদি আমাদের কর্ণ আপনার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজান্তভকর্মে
দ্বারা আমাদের যথেষ্ট নরকবাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই শ্লোকানুসারে কৈবল্য শব্দের ভগবদনুশীলনে—ভগবৎপ্রীতিতেই পরি-
সমাপ্তি। যেহেতু কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াও মনকাদি মূনিগণ যে ভগবদনুশীলন
প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কেবল প্রীতিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

কৈবল্যে প্রয়োজন-শব্দের অল্প অর্থ—কৈবল্য—মোক্শ হইতে এক-
শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ অর্থ তাহা যাহার প্রয়োজন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

যথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ

পূর্ব পূর্ব জন্মের ভক্ত্যনুযায়ী স্মৃতি সঞ্চিত থাকিলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে
প্রবেশের সর্বপ্রথম হইতেই সেই ভগবান্ জীবের চিত্তে একরূপ কামনার
উদয় হয়,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাত্ত্বিকরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টক—৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ, হে জগদীশ (কৃষ্ণ)! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা
করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার
অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এইরূপ কামনা হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে “কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে
সর্বকর্ম কৃত হয়”—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রদ্বার উদয় হয়। তখন

তিনি সরল-প্রাণে কাতরভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্বোক্ত অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে সৎগুরু বা প্রাকৃত সাধুসঙ্গের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও সেই ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। কৃষ্ণ তখন কৃপাপূর্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে সঙ্গদান করিয়া সেই ভাগ্যবান জীবকে আত্মসাৎ করেন—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করেন।

ভক্ত্যনুখী স্মৃতিশালী ভাগ্যবান জীব কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি বা প্রেম-ভক্তিলাভের অধিকারী হন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব ‘সাধুসঙ্গ’ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ‘শ্রবণ-কীর্ত্তন’।

সাধনভক্তো হয় ‘সর্বানর্থ-নিবর্তন’ ॥

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা’ হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাভে ‘কৃচি’ উপজয় ॥

কৃচিভক্তি হৈতে হয় ‘আসক্তি, প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্গুর ॥

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম’-নাম।

সেই প্রেমা—‘প্রয়োজন’ সর্বানন্দধাম ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩৯-১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবিষ্ট বাণী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশসমূহ আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবেই ইহা বুঝিতে পারি যে, এইরূপ ভাগ্যবান জীব কৃষ্ণকৃপায় সৎগুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রথম হইতেই এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তাঁহাদিগকে তাঁহার ইহপরকালের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সরলপ্রাণ একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে যতই আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সমস্ত উপদেশই শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যেক উপদেশ নিজ-জীবনে পালন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন। তৎফলে তাঁহার সর্বপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি, বিচার আচার, চিন্তাপ্রোতঃ, সমস্তই ক্রমশঃ

বিদূরিত হইয়া, শুদ্ধভক্তিতে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তিলাভে যত্ববান্ বা প্রেমভক্তিধনে ধনী ভাগ্যবান্ জীবই প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীলক্ষ্মণগোখামী প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত “অন্যাত্তিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাগ্গনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।”—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে, ইহা ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। “যাদৃশী ভাবনার্থশ্চ সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।”—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা পূর্বোক্ত উত্তমা ভক্তি লাভে বাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তাঁহার সেই নিষ্কণ্ট ও একান্ত ইচ্ছা পারিপূরণের জন্য শ্রীকৃপামুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের মুগ্ধ সঙ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীকৃপামুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ এইরূপ নিষ্কণ্ট অনুগত জনগণকে কেবল আত্ম-মঙ্গলকামী দেখিয়া সর্বক্ষণ শুদ্ধ-ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনের উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ্যবান্ গুরুসেবকগণকে নিষ্কণ্ট শরণাগত ও কেবলমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিলাভে ইচ্ছুক দেখিয়া শ্রীকৃপামুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যে কেবল উত্তমা ভক্তিধনের অধিকারী করিবার জন্তই সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত এই উত্তমা ভক্তি বা প্রেমধন প্রদ্বার সহিত আদরে গ্রহণ করিলে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে পরপ্রীতি লাভ করেন, তাহা তদনুগ এই ভাগ্যবান্ নিষ্কণ্ট দেবগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

আমি যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবন্ধু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপাপূর্বক প্রদান করিবার জন্ত বীথ আচরণ ও কৃপোপদেশের দ্বারা—শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জন করিয়া সর্বক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন, নিষ্কণ্ট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরুসেবক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহা বতই প্রাণে উপলব্ধি করেন, ততই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ও

তদনুগ গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার পরমাত্মীয় ও আপন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

এইরূপে সেই ভাগ্যবান্ নিষ্কপটী আত্মমঙ্গলকামী গুরুসেবকের শ্রীকৃপানুগ গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রাণের টান, আসক্তি যতই বদ্ধিত হইতে থাকে, ততই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতির ও সেবাং-সাহের সহিত কার্যমনোবাক্যে সর্বক্ষণ তাঁদের আদেশ পালনে, তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে থাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নিষ্কপটী সেবককে কখনও বঞ্চনা না করিয়া সর্বদা অমায়্যায় কৃপা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত গুরু-সেবক নিজের কখনও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা হইতে বদ্ধিত হইতে চান না এবং অপরকেও বঞ্চনা করিতে চান না। এইজন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পরাক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে কখনও কখনও গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বিমুখমোহন-লীলা বা বঞ্চনা-লীলাপ্রকাশ করিলেও তিনি সর্বদা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শুভদৃষ্টি মধ্যে—কৃপাদৃষ্টির মধ্যে থাকায় তাহাতে বিমোহিত হন না, বরং তৎফলে তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য আরও অধিকরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে অধিকতর দৃঢ়নিষ্ঠ হন। কোনও অবস্থাতে কোনপ্রকার ভক্তিপ্রতিকূল বিচার-আচার বা চিন্তাশ্রোতঃ সেই নিষ্কপটী গুরুসেবককে শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরে মহাশূ-গুরুরূপে এবং অন্তরে অতুর্য্যামিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ সেই নিষ্কপটী আত্মমঙ্গলকামী প্রকৃত গুরুসেবককে আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে যোগযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ রাখেন। কেবলমাত্র ভাগ্যবান্ জীবই এই প্রকারে প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। দুর্ভাগা অত্যাভিলাষী কপট সেবকাভিনয়কারীর ভাগ্যে এইরূপ মঙ্গললাভ ঘটে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পৰ্য্যটক মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[শ্রীক্ষেত্র-নগরের উপকণ্ঠে]

মায়াদেবীর প্রবেশ

(গীত)

মায়াদেবী— জয় ইষ্টদেব বন্দি তব পদ

কহি এবে নত শিরে,

তোমারি পার্শদ আসি এ শ্রীক্ষেত্রে

‘নাম’ দিছে ঘরে ঘরে ।

কি কহিব হায়, মোর থাকা দায়,—

হরিধ্বনি যেথা রটে,

অনিচ্ছায় তাই ছেড়ে চলে যাই

তব ধাম-বাসীদিগে ।

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থানোত্তত)

[ইত্যবসরে মন্দির-পরিচারিকার প্রবেশ]

মন্দির-পরিচারিকা—কে আপনি এই ধাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন ?

মায়াদেবী—আমার পরিচয় আর কি বলব দেবী ? আপনি আমার নাম
শুনলে নাসিকা কুঞ্চিত করবেন ।

মন্দির-পরিচারিকা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল শ্রীভগবানের সৃষ্টি, এবং তাঁর
সৃষ্টি ব্যতীত যখন কিছুই নাই তখন আমি ও আপনি উভয়েই তো
তাঁরই সৃষ্টি । আমাদের সৃষ্টিকর্তা শ্রীভগবানের প্রতি উভয়ের দৃঢ়
বিশ্বাস থাকলে আমাদের পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব ও ঘৃণাভাব
থাকতে পারে না ।

মায়াদেবী—আপনার মুখে উদারতার কথা শুনে আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধ
হয়েছি । আমার একমাত্র পরিচয় যে আমি ভগবানের বহিরঙ্গা-
শক্তি শ্রীমায়াদেবী । আমার এমনই ভাগ্য যে, শ্রীভগবানের সান্নিধ্য
থেকে আমি বঞ্চিতা ।

মন্দির-পরিচারিকা—আপনাকে নমস্কার ! এখন কোথায় চলছেন ?
 মায়াদেবী—এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে অতৃত্র চলছি ।

মন্দির-পরিচারিকা—কেন হঠাৎ এইরূপ মনস্থ করলেন ?

মায়াদেবী—মঠ-মন্দির সর্বদাই নিতুর্ণ স্থান । শ্রীক্ষেত্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথ-
 দেবের মন্দির চিরন্তন নিতুর্ণ স্থান । এতদিন সেই নিতুর্ণস্থানের
 বাহিরে আমার যাতায়াত ছিল । কেবলমাত্র এই যুগে পূর্বে
 শ্রীভগবান্ শচীনন্দনের এই পুরুষোত্তমধামে লীলাবিলাস-কালে
 তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অত্র জীবগণ ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ
 বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হওয়ার আমি সে-সময় এই
 ধাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলাম । স্বয়ং ভগবানের লীলাবিলাসের
 জন্য এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে আমার বড় আনন্দই হয়েছিল । এখন
 কিন্তু শ্রীভগবানের এক পার্শদ এসে এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল-
 প্রেম ধর্মের কথা পুনরায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিতে থাকায় শ্রীধাম-
 বাসগগন শ্রদ্ধাপূর্তিচিন্তে তার অনুশীলন করিতে রত হওয়ায় আমি এ
 স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হচ্ছি ।

মন্দির-পরিচারিকা—সেই ভগবৎ পার্শদের এই শ্রীক্ষেত্রে কোন বৈভব
 প্রকাশিত হয়েছে কি ?

মায়াদেবী—দেবি, তাঁর লীলাবৈভব বড় বিচিত্র । তিনি সাধারণ মানুষের
 জায় সরকারী কর্মচারীরূপে থেকে হৃদয়ের দৃঢ়তা, দৈবরা-
 জুরাগ, কর্তব্য-পরায়নতা প্রভৃতির মূলে অসাধারণ ঐশী শক্তির
 পরিচয় দিচ্ছে জগৎকে বিমুক্ত করেছে । তিনি সাজা অবতার
 ও প্রতারক বিষাক্ষণকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় সেই বিষাক্ষণ
 সাজা অবতারের পরিণাম ভোগ করেছে । শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের
 স্বপ্নাদেশে সিদ্ধপুরুষ কাহ্নাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ ঐ
 মহাপুরুষকে ভগবৎ-পার্শদ বলে জেনেছেন, এবং ঐ মহাপুরুষের
 কৃপাতেই বাবাজী মহারাজের রোগ-নিরাময় হয়েছে । আবার তিনি
 শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে ‘ভক্তিমণ্ডপ’ স্থাপন
 করে হরিকথা আলোচনায় নিমগ্ন আছেন । এ ছাড়াও টোটা-
 গোপীনাথ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং গভীরায় ও নানাস্থানে
 তাঁর সভাপতিত্বে শুদ্ধভক্তিদ্বন্দ্ব প্রচারিত হচ্ছে ।

মন্দির-পরিচারিকা—তা' হলে তো দেবী এ থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর উপযুক্ত সেবকের সেবা গ্রহণের জন্য তাঁকে সরকারী কর্ম-অফিসায় এই শীক্ষেত্রে আকর্ষণ করে এনেছেন।

মায়াদেবী—সতাই তাই। শ্রীভগবদ্ ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। হায়, আমি এমনই দুর্ভাগা যে আমার অধিকার থেকে বিচ্যুত হলাম। (চক্ষে জল আসিল)

মন্দির-পরিচারিকা—দেবী, আপনি কাঁদছেন কেন? ঐ মহাপুরুষের দ্বারা শ্রীভগবানের মাহমাই তো বিঘোষিত হচ্ছে।

মায়াদেবী—সবই বুঝ দেবী! এইভাবে যদি জগজ্জনে অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে ওঠে ও নামাশ্রয়পুঙ্খক পরমপুরুষার্থলাভে যত্নবান হয়, তা'হলে আমার ক্রিয়া-কলাপ কি হবে? আমাকে কি অবশেষে ভূ-ভারত থেকে বিদায় নিতে হবে?

মন্দির-পরিচারিকা—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যখন জীবের আর কোন কল্যাণের সম্ভাবনা নেই তখন জীবের ভগবদ্-বিমুখ হয়ে আপনার বশুতা স্বীকার করা কি উচিত হবে?

মায়াদেবী—আপনার প্রশ্ন আমার কুচিকর না হ'লেও প্রশ্নটী শুনে মনে হয় আপনি অপ্রাকৃত জগতের কোন দেবী। বলুন—বলুন আপনার পরিচয় কি?

মন্দির-পরিচারিকা—না দেবী, আপনি যা ভাবছেন আমি তা' নই। আমি একজন অধমা মন্দির-পরিচারিকা।

মায়াদেবী—আপনি মন্দির পরিচারিকা? এত শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্ন? ধন্য আপান। আপনি একজন মন্দির-পরিচারিকা হয়েও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার লাভ করেছেন। আপনি ধন্য। নিগুণ স্থানের মশা-মাছি পর্য্যন্তও নিগুণময়। আপনিও নিগুণা দেবী। কিন্তু আমি গুণময়ী। ভগবৎ-বিমুখ জীবদের নিয়েই যে আমার চলাফেরা। আপনার দ্বার ভাগবতোক্ত মহিষসী মহিলার দৃষ্টিপথে অবস্থান করতে আজ আমার নিজের হেয়তাশ্রুত লজ্জা অমুভব করছি। অতএব, এখন আমি বিদায় নিচ্ছি দেবী। শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবকে আমার অনন্তকোটি প্রণাব জানাবেন। আপনিও দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। [দণ্ডবৎপূর্বক মায়াদেবীর প্রস্থান]

মন্দির-পরিচারিকা—কি আশ্চর্য্য! আজ এই পুরুষোত্তম ধাম থেকে মায়াদেবী বিদায় নিলেন! স্বস্তি হে মহাপুরুষ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যা প্রভাবান্বিত প্রাকৃত পুথ্যশ্রোতে ভাসমান জনগণকে ভগবত্ত্ব ও প্রাকৃত বিষয়-গন্ধহীন হরিভক্তনের পথ নির্দেশ করে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোলাকধামে পরিণত করলেন!

ওগো ইচ্ছাময় পুরুষোত্তম জগন্নাথ, তোমার কৃপাতেই ঐ মহাপুরুষকে আমরা পেয়েছি। তোমার ইচ্ছাই মঙ্গলময়।

(হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর-প্রাঙ্গণ]

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ

শ্রীজগন্নাথদাস—(উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীঅষ্টৈভ গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরতত্ত্ববৃন্দ ॥

হা ভগবান্ শচীনন্দন প্রভু, এত বৃদ্ধ বয়সেও তোমার কৃপা পা'বার সময় কি এখনও আমার হয় নি? আর কতকাল অপেক্ষায় থাকবো দেব! ওগো নাথ, তুমিই তো আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি না জানি বেদাদি শাস্ত্র, আমার না আছে কোন ধারণাশক্তি; আমার তো কেবল তুমিই আছ। আর কেন বিলম্ব করুছ? তোমার স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হও,—দেখা দাও প্রভু!

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

[ইত্যবসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ]

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন দেব!

শ্রীজগন্নাথদাস—কৃষ্ণভক্তি লাভ কর বাবা! (আশীর্বাদ করিলেন)

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভু, আমার জন্ম বাংলা দেশের নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর পল্লীতে। আমার নাম কেদারনাথ দত্ত।

শ্রীজগন্নাথদাস—এত অল্প বয়সে বৃন্দাবনে এসে গিয়েছ দেখছি। তা' এখানে কি কাজে আসা হয়েছে বাবা!

শ্রীজগন্নাথদাস—তুমি পারবে? ঐ দস্যুদের দমন করে যাত্রীদের পরম উপকার করতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব, আমার সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস আপনার শ্রীপাদপদ্ম। আপনার ইচ্ছা হ'লে আমি তা' নিশ্চই পারবো।

শ্রীজগন্নাথদাস—(ভজনানন্দীর প্রতি) কি হে, তোমরা এত সাহস ধরতে পার?

ভজনানন্দী—না দেব, এত বড় সাহস ধরার মত কেহ এ বৃন্দাবনে নেই! এত বড় গুরু-নিষ্ঠা তো আমি কোথাও দেখিনি।

শ্রীজগন্নাথদাস—(শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি) ঐ দস্যুদের উপদ্রব থেকে ব্রজ-বাসীগণকে রক্ষা করার জন্তই বুঝি শ্রীভগবান তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন! প্রার্থনা করি ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তুমি সমাজের অকল্যাণকারী ঐ দস্যুদের দমন করতে সমর্থ হও। যাও বাব—তুমি দস্যু দমন করে নিক্সিগ্নে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এসো।

ভজনানন্দী ও শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এখন আসি দেব!

(উভয়ের দণ্ডবৎপূর্বক প্রস্থান)

শ্রীজগন্নাথদাস—শ্রীরামচন্দ্র যেমন তারকা রাক্ষসীকে বধ করে সেকালের ঋষিদের নিরুপদ্রব করেছিলেন, এও তেমনি দেখছি কঙ্কার দস্যুদের দৌরাত্ম্য দমন করে ব্রজমণ্ডলে শান্তি আনয়ন করবে।

এত বড় অলৌকিকী নিষ্ঠা সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না ইচ্ছাময় গৌরসুন্দরের যে কি ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন। এঁর দৃঢ় অমুরাগ দেখে মনে হয় এঁর দ্বারাই ভক্ত ভক্তিবর্ণের প্রসার সম্ভব। জয় মহাপ্রভু; সর্বোপরি তোমার করুণাই সার।

(মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন)

(চিন্তাবিত হইয়া) এরা তো এখনও ফিরে এল না? যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজ দস্যুদল ধৃত হবেই। তবুও এঁদের ফেরা না পর্যন্ত কি স্থির থাকা যায়? দেখি এরা কতদূর... (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণ

মঙ্গলাচরণ

ললিত-গতি-বিলাস-বল্লভাস-

প্রণয়-নিরীক্ষণ-কাল্পিতোন্মাদাঃ ।

কৃতমতুকৃতবত্য উন্মাদাঃ

প্রকৃতিমগমন্ কিল যত্র গোপবধূঃ ॥ (ভাঃ ১।৯।৪০)

শ্রীকৃষ্ণের সুচারু মঞ্জুগতি রাসাদি-বিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বঞ্চিত হওয়ায় যাঁহার। উৎকট-মদবিহ্বল হইয়া তদেক-চিন্ততা-হেতু তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা অশুকরণ করিয়াছিলেন, সেই গোপবধূগণ যাঁহার স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিক্তি আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর । তিনি—অনাদি ও সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ ।

মহাভারতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণশব্দার্থ

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ ।

তয়োঁরৈক্যাং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।

‘কৃষ্’-ধাতু হু অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক, ‘ণ’-শব্দ নিবৃত্তি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক । কৃষ্-ধাতুতে ‘ণ’-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ-শব্দে পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

আরোহপন্থীর উদ্ভূততা

অনাদিকাল হইতে দেবীধামস্থিত আরোহপন্থিগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়গত শিষ্যপরম্পরাক্রমে “শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব” সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, সমা-লোচনা, সতামত প্রকাশ প্রভৃতি অনধিকারচর্চা প্রসারে প্রবৃত্ত আছে । গ্রাম্যসাহিত্যিকগণ, যথা ভদ্রা কবিগণ, তথাকথিত দার্শনিকগণ, চিন্তা-সম্বয়বাদিগণ ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভের বশবর্তী হইয়া তাহাদের বিভিন্ন ধারণায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা

শ্রান্ত, কেহ বা বঞ্চিত ও কেহ কেহ বা উৎপথে নিপতিত হইয়াছেন। তজ্জন্তই প্রমাণচূড়ামণি সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্বপ্রথমে সেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে “মুহুন্তি যং স্মরমঃ” অর্থাৎ “ব্রহ্মাদি স্মরিগণও যে তত্ত্ব নিরূপণে মোহিত হন” এই বাক্যে বন্দনা করিয়াছেন। আরও জানাইয়া-
ছেন যে,—

কর্ণাণ্যনীহস্তা ভবোহভবন্ত তে

দুর্গাপ্রয়োহথারিতয়াং পলায়নম্।

কালান্বনো যং প্রমদায়ুতাপ্রমঃ

স্বান্ন রতে খিণ্ডতি ধীর্বিদামিহ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।৪।১৬)

হে প্রভো! আপনার সর্ববিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিবলে আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে দিব্যকর্ম করেন, প্রাকৃত-জন্ম-রহিত হইয়াও যে দিব্য জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কাল হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাপ্রয়ের অভিনয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহু স্ত্রী পরিবৃত্ত অপ্রাকৃত গৃহস্থ লীলাভিনয় করেন—এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে গিয়া বিদ্বজ্জনগণের বুদ্ধিও সংশয়ের দ্বারা ছিন্ন হয়।

যাহারা অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যলীলাসুগত বৈচিত্র্যসমূহকে প্রাকৃত বা রূপকাদি বলিয়া বিচার করে, তাহারা স্ব-স্ব-অভিজ্ঞতার তারতম্যানুসারে অক্ষজ্ঞানবাদী ও চিন্ময়বাদী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ অধোক্ষজতত্ত্ব হওয়ায়—তিনি কৃপাপূর্বক স্বীয়তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশ না করিলে কাহারও অবধারণের বিষয় হয় না। ছাপর যুগের সন্ধ্যাংশে যখন শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ধাম ও পরিবারবর্গের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিনোদসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন, তখন সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অবিচিত্রা লীলাবলী তাঁহার নিজজনেরই আশ্রয় বিষয় হইয়াছিল! কিন্তু সেই স্বরাট্ট শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার কলিযুগে মহোদার্যাবতারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, অর্থাৎ নিজের কথা শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই আপামরকে জানাইবার অল্প কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় প্রপঞ্চে আগমন করিলেন তখনই অযোগ্য জীবের কৃষ্ণতত্ত্ব লাভের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার যে নিজতত্ত্বের কথা জীবকুলকে জানাইয়াছেন,—তাহা মরজগতের অস্ত্র কোন বদ্ধজীবদ্বারা, অস্ত্র কোন বিপরীত শাস্ত্রের দ্বারা বা তাহা কোন বিরুদ্ধ বিচারের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা

ও শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে “কৃষ্ণতত্ত্ব” জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সদগুরুর আনুগত্যে আত্মদান-ফলে জীবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনভিজ্ঞতা সমূলে বিদূরিত হইয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকগণ শ্রোতপরম্পরাগত শব্দপ্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্তে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষযুক্ত প্রত্যক্ষ অনুমানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরাংপর বস্তুকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা মহামায়া কর্তৃক মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধারমণের চিৎসবিশেষতত্ত্বে আত্ম স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়। কারণ প্রাকৃত জগত্তের অক্ষজ জ্ঞানমাত্রই সাপেক্ষধর্ম্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দৃশ্য বা ধাবণীয় বস্তুকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যে ভাবে মাণিয়া লয়, বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অণুচিদাত্মা কৃষ্ণবহির্ভূততা নিবন্ধন নিজেকে বিভূচিহ্নস্তর দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে জ্ঞাত হইবার পরিবর্তে সেবা-জ্ঞানে ভবানীভর্তৃত্বের অস্তিমান করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে স্বপ্রকাশবস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচিদানন্দময় নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাঙ্গ প্রকাশ পাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণলীলার তারতম্য

যে অধোকৃষ্ণতত্ত্ব বস্তুদেব ও দেবকীর বিত্ত্বসম্বন্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন— সেই চতুর্ভূজবিগ্রহ শ্রীবাসুদেবকে আত্মসাৎ করিয়া যিনি যশোদার স্নাতিকা-গৃহেও ব্রজবাসী গৌড়ীয়গণের হৃদয়বৃন্দাবনে নন্দনন্দনরূপে বিরাজ করেন,— যিনি নিত্যবিভূজধারিরূপে শ্রীকুণ্ডতীরে ত্রিভঙ্গ্যামে বেণু-নিমাদ দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়জাতীয়গণকে আকর্ষণ করেন, সেই পরমতত্ত্বই সর্বাধিকারী শ্রীকৃষ্ণ। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবার্ষভানবীর অহৈতুকী কৃপাবলেই চতুঃষষ্টি-গুণপূর্ণ ও নিখিল-চিদগুণখনি পরম-সেব্যতম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনর্থমুক্ত অণুচিৎ জীব স্বীয় আত্ম-সৌন্দর্য্যের নিত্যাভিব্যক্তিক্রমে অখিল-চিন্ময় সেবাযোগ্য গুণাবলী অর্জনের যোগ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অমারা-বারিধি ব্রজেন্দ্রনন্দন—অত্যাতিলাসের প্রতীকস্বরূপ ভোমব্রজের অঘ, বক, পুতনা প্রভৃতির বধসাধন করতঃ পূর্ণ ও পূর্ণতরের লীলাপেক্ষা স্বীয় লীলার বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনমুখে প্রেমনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্ততম এক এক প্রকার রসের উদয় করাইয়া শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীবৃষভানুতনয়ার সহিত তাহা আত্মদান করিয়া থাকেন। এই সমুদয় শ্রীরূপ-গোত্মামিপাদ শ্রীমদ্বহা-

প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট বর্ণন ও উপদেশ--
মৃতের প্রবাহে তাহার কথাঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। যথা—

কন্মিভাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুজ্ঞানিন-

স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরয়াঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা

প্রেষ্টা তদ্বদীয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

কন্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির
আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসী
কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাহার কুণ্ড
তৎসদৃশ ; সুতরাং কুণ্ডতীরাশ্রয় করাই পরম সৌভাগ্যের কথা

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।

গোপেশ-গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহিস্তুতে।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাজি বাধে বৃন্দাবনেশ্বর।

বৃষভানুস্তুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

পরমাত্মাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজে

প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবিলাসে

বিবাহ-বেদনা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

[৪]

জয় জয় গুরুদেব,

ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,

বিখ্যাত তুমি সর্ব ভুবনে।

জীবের হৃদয়া হেরি,

মর্তলোকে অবতরি,

বিলাইতে শুক ভক্তিধনে ॥

কৃଷ-ভক্তি-গঙ্গା-কিনী, নিର୍মল প্রবাহ আনি,
 ভাসাইয়া জগৎ সংসার ॥

ধাম-পরিক্রমা-বিধি, শিখাইলেন গুণনিধি,
 আসি এই মর্ত্ত ধরাধামে ।
 মায়াবদ্ধ অন্ধজীব, ধামের পরশ পাই,
 সার্থক করি মানুষ জন্মে ॥
 তব সম গুণনিধি, নাহি মিলাইত বিধি,
 হারাতাম অমূল্য সময় ।
 এ ম'ত্ত মায়ার নৃত্যে, ভাসিতাম এ জগতে,
 হইয়া বিষয়ে তন্ময় ॥
 (গুরু) তব বিরহে আজি, শূন্য প্রায় প্রাণ ত্যজি,
 আমি আর না দেখি কাণ্ডারী ।
 কোথা গেলে তোমা পাব, হৃদয়ানল নিতাইব,
 সেবিয়া তব চরণতরী ॥
 অদোষ-দরশী তুমি, সর্বদোষে দোষী আমি,
 তুমি মোর প্রাণপতি ।
 তব কৃপাধারি লাভে, অন্য ধন কিবা হবে,
 পায় জীব কৃষ্ণপদ গতি ॥
 সর্বশাস্ত্রে ভাল মতে, বণিয়াছে বহু মতে,
 সর্ব বাঞ্ছা গুরুর অধীন ।
 ছাড়ি মর্ত্ত্য বুদ্ধি ধেষ, আশ্রয় করিয়া বেশ,
 শুদ্ধ ভাবে শ্রীগুরুচরণ ॥
 হায়, আমি কি করিহু, জানিয়া অজ্ঞান হহু,
 কিবা মোর করম বন্ধন ।
 অজ্ঞানতা কবে যাবে, সুদিন উদয় হবে,
 প্রভু (কবে) পাব তব শ্রীচরণ ॥
 বর্ণনাতীত তব কীর্তি, বাখানে কাহার শক্তি,
 নাই কেহ ভুবন ভিতরে ।
 তব কৃপা হয় যারে, মুকণ্ড বর্ণিতে পারে,
 আনন্দে গাইবে উচ্চস্বরে ॥

স্মরিয়া চরণপদ্ম,

হোক মোর শুনঃ জন্ম,

তাহে কোন নাই মম দুঃখ ।

গাই তব গুণ গান,

ধন্য সেই ধরাধাম,

আছে তাহে পরমানন্দ সুখ ॥

শ্রীবার্ষভানবীদাস,

তঁার সেবা কর আশ,

তব হৃদয়সম্পদ জানি ।

এ অধম দীন জনে,

স্থান দাও শ্রীচরণে,

জন্ম-জন্মান্তর সেবা লাগি ॥

শ্রীগুরুপাকণা প্রার্থী—

“নরহরিদাস” (ব্রহ্মচারী)

[১]

“সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সক্তিঃ ।

কিন্তু প্রতীকঃ প্রিয় এব তস্ম বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥”

আজ পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেবের তিরোত্তাব-তিথি । তিন বৎসর পূর্বে এই শুভ লগ্নকে কেন্দ্র ক’রে বিশ্ব-বাসীকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ তিনি আমাদের দর্শনের অন্তরালে গমন করিয়াছেন । তাঁর দিব্য জীবনের লীলাবলী আজও আমাদের দিকে অগ্রসর হ’বার ডাক দিচ্ছে । অপার্থিব প্রেমাকর্ষণ, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ,—মহাভাবের উন্মাদনাই ছিল সেই মহাত্মার জীবনী । তাঁর দিব্যজীবনে ভগবৎ-চরিত্র আরোপিত,...ভগবৎ-গুণাবলীর অপূর্ণ সমন্বয় প্রকটিত হয়েছিল তাঁর দিব্যালীলায় ;...একালে তাঁর আবির্ভাব যে কত বড় ঘটনা এখন তাঁর বিয়োগে মর্মে মর্মে অনুভব করছি । সেই মহাপুরুষের করুণা পরিমাপ করার মত শক্তি আমার নেই ! আমরা যে তাঁর সম্মান এটাই আমাদের পরিচয় । কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন এবং ভূ-ভারতের নানাস্থানে তাঁকে কেন্দ্র করে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে ও তাহাতে অবগাহন করে আমরা ধন্য হয়েছি । তাঁর পাদপদ্মের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁর মহত্ব উপলব্ধি ও অনুভব করেছেন ।

আমাদের জীবনে প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃত গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই যাঁকে তাঁকে তো গুরুরূপে বরণ করা যায় না,—গুরু খুঁজে নিতে হয় ;—যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক-সিদ্ধান্ত সুনিপুণ, অধোক্ষজ অন্তর্ভুক্তি-সম্পন্ন, সর্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব জীবের হিতসাধনে রত, সর্বপ্রকারে সিদ্ধ শিষ্যের সর্বসংশয় ভেদনে সমর্থ ও সম্ভাপনাত্মক, অনলস, সত্য হরিসেবানন্দ, যড়বেগময়ী, আচারবান্ দিব্যজ্ঞানদাতা ও মুকুন্দ-প্রিয়তম তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য এবং তিনিই সৎগুরু। আজকাল কুলগুরু বা বংশগুরুর কাছে দীক্ষা লওয়া একটা বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা' সেই গুরু যেমনই হউক যথা ভোগ্যবিষয় লিপ্তই হউক বা অপপথগামীই হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না এই ভেবে লোকে বংশগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বসে। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তি কি শিক্ষা দান করবে? যার কাছে অন্ন নেই সে কি করে অন্ন দেবে?—কোন অন্ধ লোক কি কোন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? কাজেই এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যার কাছে গুরুভক্তি নেই তিনি কেমন করে শিষ্যকে গুরুভক্তি দিবেন? কুলগুরু অর্থে যদি যে গুরু কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন সম্বন্ধজ্ঞানার্চ্য তিনিই কুলগুরু বলি, তা'হলে সেক্ষেত্রে কুলগুরু বলিতে তথাকথিত বংশগুরুকে বোঝাবে না। শাস্ত্রে অযোগ্য কোলিক গুরু পরিত্যাগের কথা ঘোষিত হয়েছে। “পরমার্থগুরুপ্রাপ্তয়ো ব্যবহারিক গুরুরাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।” সুতরাং শাস্ত্রের মর্মানুসারে সৎগুরু ব্যতীত যেখানে সেখানে গুরুকরণ কর্তব্য নহে। আমাদের শ্রীগুরুদেব ছিলেন অভিন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ; কাজেই তিনি যে সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ও সর্বগুণাবিত ছিলেন। ইহাতে আর বিচিত্র কি? ‘গুরু কৃপাহি কেবলম্’—শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন হয় না।

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কক্ষোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়।

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

লোকগুরু বা জগৎগুরুর আবির্ভাব সব সময়ে হয় না। শ্রীভগবানের বিশেষ প্রয়োজনে মহাপুরুষগণ এ পৃথিবীতে আসেন ;—তাদের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যপ্রকাশ যে-সকল গুরু হৃদয়বর্ণের প্রীতি উৎপাদক বাণী আলোচিত হয় তাহা প্রীতির সহিত শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই শ্রদ্ধারতি

ও প্রেমভক্তির উদয় হয়। নেই মহাপুরুষগণের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদা-
নন্দরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত নহে।

“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥”

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, ...মন বাক্য যাহার নাগাল পাষ না, তাঁর সঙ্গে
সম্বন্ধ করা দূরের কথা, তাঁর বিষয়ে চিন্তাই করতে পারা যায় না। সেই
পুরুষ যিনি দেহ ধারণ করতঃ আমাদেরই মত হয়ে আসেন, তখন তাঁকে
আমরা দেখতে পাই, ধরতে পাই, সেবা করতে পাই। শ্রীগুরুদেব এমনটি
প্রত্যক্ষ হলেন, আসিলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর এমনই আকর্ষণ যে তাঁকে
দেখিলেই প্রাণ মন তাঁহাতে মগ্ন হয়ে যায়। তিনিই জগৎগুরু...মদীয়
হৃদয়ের ধন,—আমার প্রাণের ঠাকুর। মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচারে-প্রচারে
সত্য সত্যই যে গুরুর কার্য্য করে গেছেন তাহা তাঁহার দিব্যজীবনের
ইতিহাসের সহিত যারা পরিচিত তাঁরাই জানেন। সেই ব্যাসগুরুর আলুগত্যা
ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। লতা যেমন দণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষশীর্ষে
উঠিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে জীব ভগবদ্রাজ্যে পৌঁছিতে
পারে। তাই সদৃগুরুর চরণাশ্রয়ের প্রয়োজন। আমি বহু খুঁজে সারা
পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও বহু পরিভ্রমণ করে অবশেষে শ্রীগৌড়ীয়
বেদান্ত সমিতির তৎকালীন প্রধান কার্যালয় চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ
গৌড়ীয় মঠে আমার হৃদয়নিধি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্বদ পরমারাধ্যতমের
শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। যার প্রথম দর্শন ও সঙ্গলাভেই
নিজেকে ধন্ত মনে করেছিলাম—যার স্পর্শে আমার সব জ্বালা মুছে গিয়ে
মনে এক অপূর্ণ পাবিত্রতা জেগেছিল,—যার শ্রীমুখবিগলিত বীৰ্য্যবতী বাণী
শ্রবণে ভক্তিপথকেই সহজ ও সরল পথ বলে মনে নিয়েছিলাম এবং ‘কৃষ্ণস্ত
ভগবান্ স্বয়ং’—শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত এই বাণী যার কাছে প্রথম শুনেছিলাম
তিনিই মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব—Embodiment of God অর্থাৎ
সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি আজ হইতে তিন বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের শারদ-
রাস-যাত্রায় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করে ভগবৎসেবায় তাঁর নিত্যলীলা
সজিনী হয়ে সেই বাঞ্ছিত ধামে গমন করেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচরণসেবাভিলাষী—

অধ্যক্ষ—“চিন্তরঞ্জন”

অধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব প্রভু

বিগত ২৩ ভাদ্র, ১৩৭৮ (ইং ১০/৯/১৯৭১), বৃহস্পতিবার রাত্র ২৩০ ঘটিকায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুরস্থ স্বীয় বাসভবনে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব প্রভু ঈষ্টধ্যানমগ্ন হইয়া পরলোক গমন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুকম্পিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিকট ইনি “হরিদা” নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সমিতিতে ‘হরিপদ’-নামের বাহুল্য থাকায় অনেকের নিকট ইনি “হাড়ীওয়ালা হরিদা” বলিয়াও সুপরিচিত। হরিদার মহাপ্রয়াণে সমিতি এক আদর্শ সেবা-বীরকে হারাইলেন এবং ইহা সমিতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।



হরিদাকে আমরা আমাদের মধ্যে কিরূপে পাইলাম, তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার বাল্যজীবনাদি কতকাংশে আলোচ্য-বিষয় হইয়া পড়ে। কারণ “হুংখে যাদের জীবন গড়া”, তাঁহারাই বাস্তব-ধর্মী ও সংসার-সমরাজন-মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত। হুগলী-জেলার অন্তর্গত শ্রীরাম-পুর মহকুমা-সদরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে সন্দোপ-কূলে শ্রীহরিপদ ঘোষের জন্ম হয়। পঞ্চমবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই বালক হরিপদের মাতৃবিয়োগ

ঘটে। ভগিনী কিরণবালাও মাতৃশোক সহ্য করিতে না পারিয়া শিশুকালেই পরলোক গমন করেন। পিতা দুঃখীরামের নিকটই তিনি স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হন। সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় পিতা বালক হরিপদের অধিক লেখাপড়ায় সাহায্য করিতে পারেন নাই। ১০।১২ বৎসর বয়সে হরিপদও পিতার সঞ্চিত মুদীথানা ও মৃৎপাত্রের ব্যবসাতে মনোনিবেশ করিলেন। পরবর্তী জীবনে এই মৃৎভাণ্ডের ব্যবসাই তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণপূর্বক তিনি family tradition রক্ষা করিলেন। অষ্টাদশবর্ষে তিনি দাপরিগ্রহ করেন। বল্লভপুরস্থ শ্রীরাখাল ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা সুনন্দীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হয়। কিন্তু বিমাতার অত্যাচারে হরিপদকে স্বহস্তভাবেই মৃৎভাণ্ডের ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়। ইহার আয় হইতেই তিনি নূতন গৃহাদি নির্মাণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ শ্রীমোহিনীমোহন, মধ্যম শ্রীবিভূতিভূষণ ও কনিষ্ঠ শ্রীকালীপদ ঘোষের পড়াশুনারও ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃতিত্বের সহিত স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করেন। শ্রীযুত হরিপদ বাবু জনহিতকর বহু কার্যেও লিপ্ত ছিলেন। যৌবনে তাঁহার গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটারেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতার পরলোক গমনের পর হরিপদ বাবুর সংসারের প্রতি কিছুটা বৈরাগ্যভাব দেখা দিল। তখন তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, পশুপতিনাথ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, নাসিক, দ্বারকা প্রভৃতি দর্শনের পর চিত্ত কিছু স্থির হয়। তখন পুনরায় ব্যবসায় ও গৃহকর্মে মনোনিবেশ করেন।

সন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সস্ত্রীক শ্রীহরিপদ ঘোষ মহাশয় যোগদান করেন এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রার উপযোগিতা ও মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়। এই সময়েই উভয়েই শ্রীসদগুরুপদাশ্রয়পূর্বক শ্রীনাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বর্ষে দোলপূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরমহংস ১০৮-শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অভয় রাতুল চরণ-সকাশে, ডালি দিনু কিছু মনের হরষে ।
 চিদানন্দ ধামে চলি' গেলে তুমি ত্যজিয়া সকল মরত-বাসে ॥
 প্রপঞ্চে থাকিয়া লীলা পরকাশি নামের নিশান উড়ালে ।
 নবদ্বীপধামে 'দেবানন্দ'-নামে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিলে ॥
 'বেদান্ত সমিতি' গড়েছিলে তুমি আপন শক্তি-পরশে ।
 সিংহনাদে বাণী বিতরণ কৈলে মায়াবাদী ধায় তরাসে ॥
 উপযুক্ত জনে দিয়ে গেছ ভার, এভার বহনে শক্তি আছে কার ?
 গোলোক হ'তে আশীষ্ করিয়া রক্ষহ সকল বৈভব তোমার ॥

সংবাদ-সমীক্ষা

শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অগতের আনন্দবত্যা আনয়নকারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজীউর অন্নকূট-মহামহোৎসব অত্যাশ্রয় বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক বিপুলভাবে আয়োজন করা হইয়াছে। এই বৎসর নবদ্বীপ সহর প্রবল বতায় কবলিত হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মহোৎসবকে স্নান করিতে পারে নাই। উপরন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কয়েক শতাব্দীক বত্বার্ভ ব্যক্তি মঠের যাত্রীনিবাস এমনকি সৈনিকখণ্ড পর্যন্ত আশ্রয় করিয়া বিভীষিকাময় বত্বার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মঠের কর্তৃপক্ষ তাহাদের বাসস্থান, পানপোযোগী জল, আলো, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মাঝে মাঝে প্রসাদের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত বত্বা নিশ্চেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দুর্গত বত্বার্তগণ উক্ত উৎসব পর্য্যন্তও মঠাশ্রয় পরিত্যাগ করেন নাই। বিশেষতঃ সেই উৎসবের কথা শ্রবণ করায় তাহারাও তাহাতে যোগদান করিবার প্রয়াসে সেই দিবসের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিগত ২রা কার্ত্তিক (ইং ২০।১০।৭১) বুধবার দিন এই মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পূর্বরাত্রিই মঠবাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ রাত্র হইতে উৎসবের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে। ভক্তগণ নবদ্বীপের প্রবল বত্বার কথা অবগত হওয়া সত্ত্বেও নিরুৎসাহ না হইয়া ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ তথা উৎসবে যোগদান করতঃ অবস্থা উপলব্ধি

কবায় কল্প আশয়ক ভঙ্গুর পূর্ণ উদার উৎসাহিক হইয়াছিলেন । তাহারই
হাতিচৰ্চাে সমিতির ব্যবস্থাপন আশয় পূর্ণ উদ্দীপনা লাভ কবিরা উৎসাহক
পূর্ণ থাকলান্বেষণে বরাহ বক্ত অকুণ্ঠ পরিচয় কীকার কবতা; মীল বাবুজি
দুরীপাষেবক বিশ্বস্তরাবাব এই উৎসবেই অকুণ্ঠ কবায় ।

উক্ত মিলে প্রাক্ষুর্ঘ্যে সদ্যসীতি বঙ্গলারতি বদান্ত হইল উদ্যবীর্জন,
মহাকব-বদান্তী কীৰ্ত্তন প্রকৃতি অকুণ্ঠিক বয় । প্রাচ্যবর্জনবাবিক নানাবিধ
প্রাচ্য-সাব্যবী বদান্তে প্রীতীরাবা-বিনোববিহারীকীটান নিবেদন কবা হইল
কীৰ্ত্তনযুগে প্রাচ্যব আকৃতি মৰ্ণব কবায় । কবজর আশ্রিত অকুণ্ঠন,
সকলবয় প্রাচ্য আশ্রিত আশাল-বুদ্ধ-বসিতকে বদান্তপ্রাচ্য বিতবন কবা হয় ।

অবান্তি কর্ণকলে প্রবাসককলে পশ্চীম বাবাবুধ কীর-নিচররে বদান্তপ্রাচ্য
বদান্তে বাবান্তে বাবাব কুণ্ঠনিচরবাব প্রাচ্য বিদ্যাব হব তজ্জর বাবজীর
কোণেব অবিন্দব প্রীতকলপ্রো প্রাচ্যাব বিববিক এই প্রবাব কীবববক
মিতবন কবা হয় । এই বদান্তপ্রাচ্য বাববে বেব ক বেবীব উতব বিবাসা
বিবাব হইবা কীবব কুণ্ঠ-লাভর আশাল লাভ কগিত গাবব তজ্জর এই
বদান্তপ্রাচ্য অকুণ্ঠন কবা হইবা বাবে । কীৰ্ত্তনই বঙ্গপ্রো প্রাচ্য । মীববিক-
কীৰ্ত্তনযুগে কীবব প্রাচ্য এই বদান্ত প্রাচ্য-বদান্ত আশাল কীববা অকুণ্ঠ
অকুণ্ঠ ককব—কববাবাব বিবব ইবাই লকলব প্রাচ্য । —মিকল লংখা

শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য কণ্ঠধনি

(পূৰ্ণপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ম সংখ্যা, ১৯৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বকবিদেব অপ্রাকৃত-বাবী মদর কবায় কববক-প্রাচ্যিক কবী
পার্বল্যবা এই অকুণ্ঠনীববতা পাব কববাব মৌস্তাপ লাভ কগিত
বাবাব প্রাচ্য কোষ কগ্যবান্ বাব । কানাবব কীববিকাবব কর্ণকুবব বুদ্ধবদীর
বাবাববাব প্রাচ্যকীকার মূব হইবা আশালবিবিকি বট'র অবককাল অবকবিরে
বাবাব আশালকাব পাবপুণ্ডিক হইবা পূর্ণাব হব । এই প্রদীপকালেব
বক্তিকে প্রদীপক কবাব ভক্ত ক বিবাবিক কীবব ক বাবাব পূর্ণাব কানাবাব
হইতে মুক্তিবাব কববাব বহু ভববল-প্রমিকাবব আশাল প্রমুক্ত, প্রীত-
বাবাব আশাল-বাবী বদান্ত-বিবাব বিবিক কীবব ক কনাইবা আশালবাবাব
কক প্রকৃত প্রমিকাব বিববিক কবব কবব । প্রাচ্য-বদান্ত-প্রাচ্যাবা কি প্রব
প্রাচ্যব আশালবাব পাববিকি কগীতু কবো বীমিত প্রাচ্য-বাবাব প্রাচ্যিক

আন্তর্জাতিকের পশ্চিমপূর্ব বাণিজ্য—আমরা তাঁর অবতাকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কুপের ভেতর ভাবি লব্ধ করিতে থাকে। সুস্বাদু কাল বেতল ভেতর ফলি জবন করতঃ কোকব অল্পলব্ধ কাল, বেতল মৃত লজ্জা নীরব বসনা এবং যপ্পানির জল ফলনা মতো বায় নীচে দীর্ঘে আত্মকে বেতল এদিক থাকে এবং জীবন-বহুবিধ কাল অল্পলব্ধে লেবী বর্ণবর্ণি বাণিজ্য উত্তরে লব্ধি মাতা লব্ধের কোল জল আত্ম পুনা নিশ্চিন্ত হইতে হইত।

[illegible][illegible]


১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রবিবার—পুনঃ বারবিশা হইয়া ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়িতে শ্রীযুত মোহন মাড়োয়ারী ও শ্রীযুত তোলারাম মাড়োয়ারীর গৃহে ৩ দিবস ভাগবত পাঠ হয়। পরে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সাহা ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাজারে ২দিন বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কামাখ্যাগুড়ি-নিবাসী ভক্ত-গণের ধর্মকর্ম-বিষয় আগ্রহ সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, রবিবার—কামাখ্যাগুড়ি হইতে গোসাইগাঁও হইয়া ধুবড়ীস্থ (আসাম) শ্রীপাদ অদ্বৈতচরণ দাসাধিকারীর গৃহে উপস্থিত হন। এতদঞ্চলে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীযুক্তা মায়াবানী দেবী, শ্রীমতী শ্রামলা সরকার, শ্রীমাধবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীভগবন্তু সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ-কীর্তনাদি হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সরল অমায়িক ব্যবহার ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার—শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। ৪ দিবস শ্রীমঠে ও গৃহস্থগণের বিশেষ আস্থানে স্ব-স্ব গৃহে ভাগবত-পাঠ কীর্তন হয়। স্থানীয় কতিপয় শ্রদ্ধালু ভক্ত শ্রীনাম-দীক্ষাও লাভ করেন। শ্রীযুক্তা সুরচিত্রাবালা দেবী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীহরগ্রীব দাসাধিকারী (S. M.) শ্রীযুক্তা সুবাসিনী দত্ত প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। অনিবার্য কারণ বশতঃ সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেব পূর্বঘোষণা সত্ত্বেও শ্রীমঠের বার্ষিক বুলনোৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—কুচবিহার সহরস্থ সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। সপ্তাহকাল তাঁহার শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা আলোচিত হয়। কুচবিহারের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইন্সপেক্টর শ্রীযুত দেবনাথ বাবু, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় (Ex. Hony-Magistrate), প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীপরিমল কুমার সাহা প্রভৃতি শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পাঠ-কীর্তনাদিতে যোগদান করিয়া অমুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাননীয় সুরেন বাবুর উদারনৈতিক মনোভাব ও বদান্ততার জন্ত তিনি 'কুচবিহারের গৌরব'-রূপে সুপরিচিত। (ক্রমশঃ)

—বিশেষ সংবাদদাতা

ধর্ম: সমুজ্জিত: পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথামু ব:।	<p>স নৈ পুংসাং পনো ধর্মো যতো ভক্তিরথোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধমাত্মা স্প্রদীদতি ॥</p>	নোপা নরেন্দ্রমি যতিং শ্রদেব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর । অথোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥	অল্প ধর্ম মুঠরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥	

২৩শ বর্ষ { কারণোদগারী, ১৪ নারায়ণ, ৪৮৫ গৌরাক
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ১৬।১২।১৯৭১ } ১০ম সংখ্যা।

সান্নিধানং
শ্রী বিলাপকুমুমাঞ্জলিঃ
শ্রীল-বথুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

(পূর্ব প্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

নিজকুঞ্জতটিকুঞ্জে গুঞ্জদ্রুমর-সঙ্কুলে ।

দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি ॥ ৯১ ॥

হে দেবি বাধিকে! যাহা ভ্রমরগণের গুঞ্জে সঙ্কুল অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই তোমার স্বীয় কুঞ্জের তটস্থিত (সমীপবর্তি) কুঞ্জ মধ্যে কবে আমাকে তুমি বীণা শিক্ষা করাইবে? ॥ ৯১ ॥

বিহারৈস্ত্রুটিতং হারং গুণ্ফিতুং দয়িতুং কদা ।

সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি ॥ ৯২ ॥

হে দেবি বাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্পলীলায় বিচ্ছিন্ন প্রিয়তম হার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সখীদিগের সমীপে লজ্জাবশতঃ কবে সংজ্ঞা অর্থাৎ ঈদ্রিত দ্বারা আমাকে অদেশ করিবে? ॥ ৯২ ॥

স্বমুখান্মুখে দেবি কদা তাম্বুলচর্চিতং ।

স্নেহাৎ সর্বদিশৌবীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্তসি ॥ ৯৩ ॥

হে দেবি রাধিকে! তুমি কবে যথা সময়ে চতুর্দিকে অবলোকনপূর্বক স্নেহবশতঃ নিজ মুখ হইতে আমার মুখে চর্চিত তাম্বুল প্রদান করিবে? ॥ ৯৩ ॥

নিবিড়-মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সার্ব্বং

দয়িতমধুরকাঞ্চীয়া মদাদ্বিস্মৃতাসীৎ ।

শশিমুখি সময়ে তাং হস্ত সন্তাল্য ভঙ্গ্যা

ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ॥ ৯৪ ॥

হে শশিমুখি! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় মদন যুদ্ধে অর্থাৎ অত্যন্ত কামরণে যে প্রিয় সুন্দর ক্ষুদ্রঘটিকাকে প্রেম দর্পে বিস্মৃত হইয়াছিলে, পুনর্বার নিতম্ব ভূষণ সময়ে তাহা অবেষণ করিয়া না পাওয়ার ভঙ্গীপূর্বক হাস! তুমি এই ব্রজে শীঘ্র তাহার অবেষণার্থ আমাকে কি প্রেরণ করিবে? ॥ ৯৪ ॥

কেনাপি দোষ-লবমাত্র-লবেন দেবি

সন্তাড্যমান ইহ ধীরমতে ত্বয়োচ্চৈঃ ।

রোষণে তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ

সংদ্রক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদরং জনোহয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

হে ধৈর্যশালিনি দেবি রাধিকে! এই ব্রজমধ্যে অতীব অল্প দোষে তুমি রাগান্বিতা হইয়া আমাকে সন্তাড়ন কারয়া ছিলে, অনন্তর ললিতাদেবী কর্তৃক তোমার নিকট নীত হইলে তুমি কি দীর্ঘ কৃপাবলোকন করিবে ॥ ৯৫ ॥

তবৈবাস্মি, তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ।

ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥ ৯৬ ॥

হে দেবি রাধিকে! আমি তোমারই, তোমা বিনা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা জানিয়া আমাকে স্বীয় শ্রীচরণ প্রান্ত প্রদান কর ॥ ৯৬ ॥

স্বকুণ্ডং তব লোলান্ধি সপ্রিয়ায়াঃ সদাম্পদম্ ।

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥ ৯৭ ॥

হে চঞ্চললোচনে রাধিকে! এই রাধাকুণ্ড তোমার এবং তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের নিত্যস্থান অতএব এই কুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক ॥ ৯৭ ॥

হে সরোবর সদা ছয়ি সা মদীশা

প্রেষ্ঠেন সার্কিমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।

ত্বঞ্চেং প্রিয়াং প্রিয়মতীব তয়োরিতিমাং

হা দর্শয়াতু কুপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥ ৯৮ ॥

হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! তোমার তীরে গর্ভদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্বক এই আমার জীবন স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও ॥ ৯৮ ॥

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী

ত্বমসি সমবয়স্কমুগ্ধ-ভূমির্ষদস্তাঃ ।

ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং

মম বিরহহতয়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব ॥

হে সুমুখি বিশাখে ! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহঁার কোতুকাম্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৯৯ ॥

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-

বক্তারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপাদ্র ।

যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়াহহরা-

স্তত্রেব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ ১০০ ॥

হে নাথ ! হে গোকুলসুধাকর ! হে সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ ! হে মধুরস্মিত হে কৃপাদ্র শ্রীকৃষ্ণ ! যে স্থানে তোমার সহিত নিকট প্রণয় বিস্তারপূর্বক প্রিয়া শ্রীরাধিকা বিহার করিতেছেন, আমাকেও প্রিয়সেবার নিমিত্ত সেই স্থানেই লইয়া যাও ॥ ১০০ ॥

লক্ষ্মীর্ষদজিঘৃ-কমলস্ত নখাঞ্চলস্ত

সৌন্দর্য্য-বিন্দুমপি নাইতি লব্ধুমীশে ।

সা ত্বং বিধাস্ত্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং

কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন ॥ ১০১ ॥

হে প্রাণেশ্বর! লক্ষ্মীদেবীও যাহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্য
বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সমর্থ্য নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে স্বদীয় লীলাদি
দর্শন যোগ্য চক্ষুদান না কর তবে এই দুঃখরূপ দাবান্নিপ্রদ জীবনে ফল
কি ? ১০১ ॥

আশান্তরৈ অমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি ।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্ত্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥ ১০২ ॥

হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি
কষ্টস্বষ্টে কালযাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তবে এ
প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১০২ ॥

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ ।

ত্বং কুণ্ডুমধ্যমপি তদ্বহকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং লু করিষ্যতীহ ॥ ১০৩ ॥

হে কৃপাময়ি! তুমি যদি এই দুঃখিত জন আমাকে অতিশয় কৃপা না
কর তবে আমার প্রলাপ অর্থাৎ অকারণ বাক্য প্রয়োগে প্রয়োজন কি?
এবং তোমার কুণ্ডের অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্য ভাগকে যে সেবা করিলাম
তাহাই বা আমার কি করিবে? ॥ ১০৩ ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়-পুষ্ট দাস্ত্যাপ্তয়ে
প্রকামমতি রোদনৈঃ ওচুরদুঃখদঙ্কাত্মনা ।
বিলাপকুণ্ডমাঞ্জলিহৃদি নিধায় পাদান্বুজে
ময়া বত সমর্পিত স্তব তুষ্টিং মনাক্ ॥ ১০৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুণ্ডমাঞ্জলিস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি! আমি প্রচুর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি, অতএব
প্রণয়পুষ্ট দাস্ত্য লাভের নিমিত্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই বিলাপরূপ
কুণ্ডমাঞ্জলি তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম, এই বিলাপরূপ কুণ্ডমাঞ্জলি
তোমার কিছুমাত্রও তুষ্টি বিধান করুক ॥ ১০৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুণ্ডমাঞ্জলি স্তব সমাপ্ত ॥ * ॥

শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীর মঠ, কলিকাতা

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিধেহেয়ু—

তোমার ২৬/২/৩৫ তারিখের পত্র ও * * *র নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণবব্রত’ বলে, অভক্ত সজ্জায় ভগবদ্বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেবে বেড়ায়; ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের দ্বারা অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দোরাঅ্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চূণগোলারদ্বারা উভয়ের মধ্যে ‘আশমান-জমিন্ ফারক্’।

* * প্রভু এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্তে এই সকল পাপী আর অরিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভুতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ভ্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে “নূনং নানা-মদোন্নকং শাস্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেবাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশুনাং লগুড়ো যথা ॥”—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ “বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভক্তিবিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি”—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রক্তস্রোমো-গুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-মূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রীগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসং লোক অসং চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের ‘বৈষ্ণব’ হইবার বাসনা বামন হইয়া টাঁদ ধরিবার প্রয়াসের দ্বারা।

—নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অশোভন

(দুঃসঙ্গ-বর্জন)

১। সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন ?

“যাঁহার অসংসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না।”

—‘অসংসঙ্গ-পরিত্যাগ’, সং: তো: ৪।৫

২। কপটিগণের চরিত্র কিরূপ ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্ত তাঁহাদের চরিত্র সর্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি ?

“বৈষ্ণবসঙ্গালাপবিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণ-মাত্র ; সংসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম ; কেন না, ইহারা ব্যতীতও দৃষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গম্ভীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এক্রপ নয় ; কিন্তু তাঁহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।”

—অ: বি: ভা: টী:

৩। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয় কেন ?

“কর্ম্মবাদী পুরুষগণই ভক্ত নহেন ; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্ত যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নামই ‘ভক্তি’। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বাহ্যমুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কন্মিগণ কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না ; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রকৃত সুখ-ভাল হয়। যোগিগণ কোনস্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্ত-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুদ্ধ জ্ঞানাদি-বিচারে আসক্ত তাঁহারাও ভগবদ্বিমুখ। যাঁহারা এক্রপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের’ত কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া

ভগবানকে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অতক্রমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৪। দান্তিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন?

“জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অমুগত ন’ন। তিনি মনে করেন,— ‘আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না;—এই ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন; দৈন-প্রসাদের ওস্ত বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং-জ্ঞানী মাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৫। কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য?

“গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন; একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দেবী হইতে পারেন;—এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য;”

—‘জৈঃ ধঃ, ২০শ অঃ

৬। ছুটুগুরু কি বর্জনীয় নহে ?

“যিনি নিজের রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি ছুটু-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জন করিবে।”

—কৃঃ সং ৮।১৪

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী

হরি এ দুর্দিনে

জাগে মোদের মনে

তব সে আশ্বাসবাণী।

‘ধার্মিকে রক্ষিতে

দুষ্কৃতে নাশিতে

যুগে যুগে সন্তবামি ॥’

জননীর দুঃখ হয়নি মোচন,

সহিবে আর কত নিগড়বন্ধন,

বক্ষপরে তাঁর চাপিছে ভীষণ—

পাষণ ধর্মের গ্লানি।

কংস-জরাসন্ধ আছে শিশুপাল,

এখনো সমূলে ঘোচেনি জঞ্জাল,

এই তব শুভ আগমন-কাল

নিখিল মঙ্গলকামী ॥

আছে হুর্ঘ্যোধন, আছে দুঃশাসন,

এখনো হ’তেছে ধর্ম-নির্যাতন,

পশে কি সতীর কাতর ক্রন্দন

অন্তরে অন্তরযামী ?

গদাচক্রধারীর স্বভাব সেত নয়,

সহিবে কেমনে অধর্ম অন্তার ?

হ’য়ে কৃতাজলি ডাকি দয়াময়,

এস এ ভারতে নামি’ ॥

--কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্. এ., বি. টি.

সন্দভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১৩)

কৈবাল্যাদি শব্দ সাধারণতঃ ভক্তিবাচক। শ্রীমদভাগবত ৫।১৯।১৮-১৯ শ্লোকদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে—যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোহসৌ ভগবতি সর্বাঅনুনায়েহ্নিক্তেহ্নিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেহ্নলত্ৱনিমিত্ত-ভক্তিয়োগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিছাগ্রস্থিরক্লনধারেন। যদা হি মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ইতি।

যে বর্ণের যে বিধান—ভগবদর্পিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার অনুরূপ মোক্ষ হয়। সেই অপবর্গের স্বরূপ বলিলেন—অনাত্মা (মনে) যাহা উৎপন্ন হয়, রাগাদি, সেই রাগাদি রহিত বস্তুই অনাত্মা। এস্থলে প্রশ্ন—যিনি রাগাদি-রহিত তিনি ভক্তবিনোদনের জন্ত নানা চেষ্টা কেন করেন? তদুত্তর—তিনি ভক্তসুখের জন্তই চেষ্টা করেন, নিজ সুখের জন্ত নহে। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখের জন্ত চেষ্টা করেন, ভগবানও সেইরূপ ভক্তদের জন্ত চেষ্টা করেন। অনিরুক্ত—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ যিনি বাক্যের অতীত অর্থাৎ যাহার স্বরূপ ও গুণ কেহই বর্ণন করিতে পারে না। অনিলয়ন—অন্তর্দ্বানরহিত—সদা প্রকাশমান। অননুনিমিত্ত—মোক্ষাদিরহিত যে ভক্তিয়োগ, তাহাতে অপবর্গশব্দের প্রবৃত্তি ঘটাইতেছেন—নানাগতিনিমিত্ত যে অবিছাগ্রস্থি, তাহার বন্ধন ছেদন, সেই দ্বারে যে-ভক্তিয়োগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই অপবর্গ শব্দে কথিত। অবিছা ছেদনকারী ভক্তিই অপবর্গ শব্দে কথিত। মহাপুরুষপুরুষ—বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের এইপ্রকার অপবর্গ লাভ হয়। পাদ্মোত্তরখণ্ডে—বিক্ষোবনচরত্বং হি মোক্ষমাহর্ম্মনীবিশিঃ। অর্থাৎ মনীবিশিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকে মোক্ষ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

স্কন্ধপুরাণে রেবাখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তির্জনাদীন।

মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিক্ষো যতো হরে ॥

হে জনার্দন, হে বিক্ষো, হে হরে, তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি, তাহাই মুক্তি, যেহেতু মুক্তগণ তোমার ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—

মাং প্রাপ্য মানিত্ত্বপবর্গসম্পদং

বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।

তে মন্দভাগ্যা নিরয়েইপি যে নৃণাং

মাত্রোন্মকত্বাং নিরয়ঃ স্তম্ভমঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৫০)

অপবর্গ সম্পত্তি স্বরূপ আমাকে প্রসন্ন করিয়া যাহারা সম্পত্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা মন্দভাগ্য। যেহেতু শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগ নরকেও আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অপবর্গযুক্ত সম্পত্তিকেই ভক্তের সম্পদ বলিলেন। ভক্তের সম্পদ ভক্তি ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ভক্তিহীন মোক্ষ ভক্তের আদর নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা ও তদীয় গুণকথা মুক্তিবিশেষকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, ভগবান শ্রীকপিলদেব—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ

মৎপাদসেবাতিরতা মদীহাঃ ।

যেহন্তোত্ততো ভাগবতাঃ প্রসজ্য

সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

যাহারা আমার পাদপদ্মসেবায় অহুরক্ত, যাহারা আমাকেই অভিলাষ করেন, যাহার অহুরাগের সহিত পরস্পর আমার বীর্য বর্ণন করিতে আদরযুক্ত, তাহারা ভাগবতগণ আমার একাত্মতারূপ মুক্তি অভিলাষ করেন না। একাত্মতা—সাব্যুজ্যমুক্তি।

সালোক্যসান্ধি-সাক্ষ্য-সামীপ্যকল্পমপ্যত ।

দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

আমার ভক্তগণকে সালোক্য, সান্ধি, সাক্ষ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবাভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ব্রহ্মধর্মোক্ষমপ্যত ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ॥

(ভাঃ ১২।১০।৬)

এই ব্রহ্মধর্ম (মার্কণ্ডেয়) অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি করিয়াছেন বলিয়া অন্য কোন প্রকার কল্যাণ—এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত অভিলাষ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্বের ন কুতশ্চন বিভ্যাতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অর্থাৎ নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথাও ভয় পান না। তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ দর্শন করেন।

ভবৎপাদপদ্ম-সেবার নিকট চতুর্কর্গে তুচ্ছ বিচার, শ্রীউদ্ধবের উক্তি—
জানা যায়—

কো যীশ তে পাদসরোজভাজাঃ

সুদুর্লভোহর্থেষু চতুষ্পীহ ।

তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্

ভবৎপদান্তোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ (ভাঃ ৩।৪।১৫)

হে দৈশ ! বাহার! আপনার চরণারবিন্দ সেবা করেন, তাঁহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ কোনটাই হুলত নহে। তথাপি আমি সে সকল প্রার্থনা করি না; আপনার পাদপদ্মসেবাধিকারের জন্তই উৎসুক।

শ্রীভগবানের উক্তি—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিক্যং

ন সার্কভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

মযাপিতাশ্চৈচ্ছতি মদ্বিনাইচ্ছৎ ॥ (ভাঃ ১।১।১৪)

আমাতে অপিতাত্মা ব্যক্তি আমা ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্কভৌম (পৃথিবীর-সাম্রাজ্য), পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ অথ কিছুই বাঞ্ছা করেন না।

শ্রীবৃজাপুরও বলিয়াছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্কভৌমং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

সমঞ্জস ত্বা বিরহস্যকাজ্জেক ॥ (ভাঃ ৬।১১।২৫)

হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে ! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ, ব্রহ্মপদ সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ—কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

ভগবানের গুণ শ্রবণের নিকট মোক্ষ তিরস্কৃত—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেবরাদ্ বুদ্ধঃ

কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্ ।

যে নারকাগাঘপি সন্তি দেহিনাম্

তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥

ন কাময়ে নাথ তদপাহং কচি-

ন্ন যত্র যুগ্মচ্চরণাষুজাসবঃ ।

মহত্তমাস্তুহৃদয়ান্মুখচ্যুতো

বিধৎস্বকর্ণায়ুতমেঘ মে বরঃ ॥ (ভাঃ ৪।২০।২৩-২৪)

শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—হে বিভো ! আপনি আমাকে বর গ্রহণ করিতে কিরূপে আজ্ঞা করিতেছেন । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বরদাতা । আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর । বিজ্ঞ ব্যক্তি কি আপনার নিকট দেহাভিমानी ব্যক্তিদের ভোগাবর প্রার্থনা করিতে পারে ? ঐ সকল ভোগ নারকীরাও পাইয়া থাকে । হে ঈশ ! ঐ সকল বর কৈবল্যপতি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন নাই । হে নাথ ! আমি মোক্ষও চাহি না । যদ্বারা সাধু মুখনিঃসৃত আপনার যশঃকথা প্রাণ তরিয়া শুনিতে পারি, তজ্জগু আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন ।

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র ভরতের সম্বন্ধেও এই প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

যো হুস্ত্যজান্ কিতিসুতস্বজ্ঞনার্থদারান্

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদসাবলোকাম্ ।

নৈচ্ছন্নৃপস্তুত্চৈতং মহতাং মধুদ্বিট-

সেবাহুরক্তমনসামভবোহপি ফল্লভঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভরত হুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, পত্নী, ধন, জন এমনকি দেবতাগণেরও প্রার্থনীয় লক্ষ্মী, যিনি ভরতের দয়ালাতের জগু দীনভাবে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । যে-সকল মহাপুরুষ মধুসূদনের সেবায় অনুরাগচিত্ত তাঁহাদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ ।

মহাভাগবতগণের সঙ্গে নিকটও মোক্ষ তিরস্কৃত—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিলে ভক্তিলাভ হয়, তজ্জগু ভগবৎসঙ্গীর ক্ষণাৰ্দ্ধকাল সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষকেও তুলনা করা যায় না । মরণ

শীল জীবের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব। সে-সকল অতি তুচ্ছ।

শ্রীগঙ্গাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রেও দৈদৃশ বচন দৃষ্ট হয়। বেদান্ত-দর্শন মধ্বভাষ্য ৩।৩।৪১ সূত্রে—

যথা শ্রীনিতামুক্তাপি প্রাপ্ত কামাপি সর্বদা।

উপান্তে নিত্যশো বিষ্ণুসেবং ভক্তো হরের্ভবেৎ ॥

নিতামুক্তালক্ষ্মী নিখিল অভিলাষপূর্ণা হইলেও যেমন সতত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, শ্রীহরির অন্যভক্তগণও তদ্রূপ পরিপূর্ণ মনোরথ হইলেও প্রেমবশতঃ শ্রীহরির সেবা করেন।

ন হ্রাসো ন চ বুদ্ধিব। মুক্তানাং বিঘ্নতে কচিৎ।

বিষ্ণুপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোইক্ষুমা ॥

হররূপাসনা মাত্র সदैব সুখরূপিণী।

ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র যতঃ ॥

(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১ মধ্বভাষ্যধৃত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

মুক্তগণের কদাচিৎ হ্রাসবুদ্ধি নাই, ইহা জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণাভাব হইতেও তাহা অনুমান করা যায়। পরন্তু মুক্তাবস্থায় শ্রীহরির উপাসনা সর্বদা সুখরূপিণী। তাহা সাধনভুক্ত নহে, কিন্তু তাহা সিদ্ধিস্বরূপা।

বৃহদগৌতমীয় তন্ত্রের উক্তি—

এবং দীক্ষাক্ষরেদ্ যন্ত পুরুষো বীতকল্মষঃ।

স লোকে বর্তমানোহপি জীবনুক্তঃ প্রমোদতে ॥

উদিতাকৃতিরানন্দঃ সর্বত্র সমদর্শকঃ।

পূর্ণাহস্তাময়ী সাক্ষাৎকৃতিঃ স্তাৎ প্রেমলক্ষণা ॥

যে নিষ্পাপ ব্যক্তি এইপ্রকার দীক্ষা আচরণ করে, সে জগতে বর্তমান থাকিয়াও জীবনুক্ত হইয়া আনন্দলাভ করে। সে দিব্যরূপ, সুখী ও সমদর্শী হয়। তাহার পূর্ণ অহঙ্কাময়ী প্রেমলক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয়। অন্য বস্তুতে হেয় বা উপাদেষ্ট বুদ্ধির অভাবে সমদর্শী হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-বিরচিত-সম্বোধন-ভাষ্যানুবাদঃ]

চেতোদর্পণমাজ্জনং

ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণং

শ্রেয়ঃটেকরবচন্দ্রিকা-

ষিভরণং বিদ্যাবধুজীবনম্ ।

আনন্দানুপ্রিষদ্বনং

প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বানুস্রপনং পরং

বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥১॥

সম্বোধন-ভাষ্যম্

(শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিতম্)

পঞ্চতত্ত্বাঘিৎং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্ ।

নাম্না সম্বোধনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে ॥

“ভগবান্ ব্রহ্ম কাং স্মোন ত্রিরসীক্ষ্য মনীষয়া ।

তদধ্যবস্থং কুটস্থো রতিরাত্মন যতো ভবেৎ ॥”

(ভাঃ ২।২ ৩৪)

ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্বং সিদ্ধ্যতি
নাশ্বেষাং কৰ্মজ্ঞানাদীনাং । শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবন্তীলামাধুর্য-
লোভময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি । জাতায়ামপি
তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সংসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্তনলক্ষণা হরিকথা ন
সম্ভবতি । “সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ
কথাঃ” ইত্যাদিনা সংসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্তামরূপগুণলীলাকীর্তনং শ্রুতং,
শ্রীমদ্রূপাষ্টকশিক্ষায়াং সর্বাদৌ তস্মৈ সাহিত্য্যং নিগদিতম্ । শ্রীকৃষ্ণ-
কীর্তনস্য সর্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গত-পরমিতি শব্দেন শ্রদ্ধা-
সংসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়াস্তর্গত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনমেবাত্র বোধ্যম্ ; নতু
প্রতিবিষতত্যাভ্যাসান্তর্গতহরিসংকীর্তনম্ । অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়-

প্রয়োজন-বিচারগৰ্ভজীবকর্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা । অস্মিন্
 ভাষ্যে তত্ত্বদ্বিষয়বিচারোহপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ । শুদ্ধবৈষ্ণবজনপরি-
 সেবিতচরণঃ শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনং বিজয়ত
 ইতি । মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীৰ্ত্তনং বিজয়তে ?
 শ্রীয়াতাম্ । “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইতি শ্রুতে: পরমতত্ত্বসৈকত্বং, “নেহ
 নানাঙ্কি-কিঞ্চন” ইতি শ্রুতিবচনাত্তস্য নিৰ্বিশেষত্বং “সৰ্বং খন্দিদং
 ব্রহ্মে” ইতি মিগমবচনাত্ত্যৈব সৰ্বদা সৰ্বিশেষত্বং সিদ্ধম্ । যুগপৎ
 সৰ্বিশেষ-নিৰ্বিশেষো সিদ্ধৌ সৰ্বিশেষস্য প্রতীতিরেব, সুতরাং বলবতী
 নিৰ্বিশেষস্ত্যোপলক্ষ্যভাৰাৎ । অস্মত্তত্ত্বাচার্য্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি ।
 একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সৰ্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-
 জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে । সূর্য্যাস্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-
 তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ । অত্রৈদম্বেবোক্তং ভবতি ।
 ভগবানেব পরমং তত্ত্বম্ । স এব শক্তিমান্ । “শক্তি-শক্তিঘাতোর-
 ভেদঃ” ইতি ব্রহ্মসূত্রোং তয়োরভেদঃ । কিন্তু “পরাস্য শক্তিবিবিধৈব
 শ্রীয়তে” ইতি বেদবাক্যেন তয়াহচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘট-ঘটকত্বমপি সিধ্যতি ।
 অতো নিত্যভেদোহপ্যনিবার্য্যঃ, স তু কেবলাদ্বৈতবাদযুক্ত্যা ন
 নিবৰ্ত্তনীয়ঃ । সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধা-
 ভাসতে তত্রাস্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূৰ্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্ত্বং সৰ্ব-
 কল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে । তল্লীলাসম্পাদনার্থং
 তদানুকূল্যমযা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণাব-
 তিষ্ঠতে । পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপৰমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্মজীবরূপেণ তদেব
 বর্ত্ততে । বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যায়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-
 তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে । এবম্প্রকারেণ
 জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ো । জীবস্ত্যাপি
 তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ । বহিঃশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাত্বাৎ । ছায়য়া
 রশ্মিবৎ মায়ায়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে । তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়-
 লীলোপকরণত্বাৎ । তটস্থশক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি ।

মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসারহুঃখম্ । স্বরূপশক্তি-
 সম্বন্ধান্মায়াস্তৃদ্ধানে সংসারনাশঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিশ্চ । মায়ামুঞ্চানাং
 জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সংপ্রসঙ্গাৎ
 শাস্ত্রতাৎপর্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্যে লোভো বা জায়তে, তদা তেষাং
 স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি । জাতয়া
 শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসংসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে । শ্রবণা-
 নন্তরং যদা তৎকীর্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-
 বিক্রম এব লক্ষ্যতে । প্রপঞ্চে হরিকীর্তনবিষয়শ্চৈবা প্রক্রিয়া ।
 এবমুতকৃষ্ণকীর্তনাজীবস্ত সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা চেত্বোদর্পণ-
 মার্জ্জনমিত্যাदिনা । তান্বেব পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি ॥ * ॥ চেতো-
 দর্পণমার্জ্জনমিত্যাदिনা জীবস্ত স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতম্ । তথা শ্রীমজ্জীব-
 চরণাঃ—জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্ত পরমতত্ত্বস্ত খল্বংশ একো জীবঃ ।
 স চ তেজোমণ্ডলস্ত বহিঃশররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্ত তস্ত
 বহিঃশরচিংপরমাণুঃ । তথা শ্রীমদেদান্ত্তাশ্রয়কারোহপি,—বিভূচৈতন্য-
 নীশ্বরোহনুচৈতন্যং জীবঃ, নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বম্ অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র
 জ্ঞানাস্থাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্ত রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্ । তদ্রেশ্বরঃ
 স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান, প্রকৃত্যাত্মনুপ্রবেশনিয়মনাত্ম্যং জগদ্বিদ্ধং ।
 ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিংসুখং স্বরূপম্ । জীবাত্মনেকাবস্থা
 বহবঃ । পরেশবৈমুখ্যাভ্যেবাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাত্ম তৎস্বরূপ-তদগুণাবরণ-
 রূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিরिति । এতেন জীবস্তাণুত্বং
 চিংস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্তশুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্ । পরেশ-
 বৈমুখ্যাদৃ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্ শুদ্ধাহঙ্কারগত-শুদ্ধচিত্তস্তাবিষ্টামল-
 দূষণমপি সূচিতম্ । জীবস্ত শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়া-
 বরণরূপাহবিষ্টামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্ত কার্যক্ষামত্বং সুতরাং
 ঘটতে । ততঃ কারণাৎস্বরূপযাখ্যাত্মাদর্শনং ন সম্ভবতি । কিন্তু
 হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তির্যদা প্রবর্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ-
 কীর্তনং প্রাহুভূয় সৰ্ব্বাণ্যবিষ্টামলানি দূরীকরোতি । তদা প্রকটিত-

শুদ্ধচিত্তো জীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকাল-কৰ্ম্মাত্মকং
পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদৰ্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ * ॥ চিত্তদৰ্পণে
মার্জিত্যে সতি স্বরূপযাথার্থ্যদৰ্শনাৎ স্বধৰ্মদৰ্শনমপি ঘটতে । স্বধৰ্মঃ
ভগবদাস্তমিতি । তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপেণ
পরিণমতি । ভবঃ জীবস্ত্য প্রপঞ্চজন্ম । স এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নিব্বাপণং
নিব্বাপণং শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং বিনা ন ভবেদिति ভাবঃ ॥ * ॥ স্বধৰ্ম্মজ্ঞানে
লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনং কিং সমাপ্যতে ? নহি নহি । হরিকীৰ্ত্তনস্ত্য
নিত্যধৰ্ম্মত্বে সিদ্ধে তস্যৈব স্বরূপগতধৰ্ম্মাঙ্গত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃকৈরব-
চন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং বাবহরতি । মায়াযুক্তজীবানাং মায়া-
ভোগ এব প্রেয়স্ততো তুষ্ণিবারঃ সংসারঃ । মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূৰ্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণ-
সেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ । শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা
ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি । “ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা” ইতি ত্রায়েন
শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীৰ্ত্তনাচ্চাপসভক্ত্যা শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাচুর্ভবতি । অত্র
চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃসৃতামৃতকল্পনয়েতি ॥ * ॥ ননু শুদ্ধভক্তিলব্ধানাং কদা
স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তিরিতি পূৰ্ব্বপক্ষমাকলম্য “বিদ্যাবধুজীবনমিতি” বদতি
শ্রীগৌরচন্দ্রঃ । ভগবচ্ছক্তিৰ্ভস্তুত একা । তস্তা দে বৃত্তী বিদ্যাহবিদ্যা
চ । বিদ্যয়া সা যোগমায়া স্বরূপ-শক্তিরিতি পরিচীয়েতে । অবিদ্যয়া
সা জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপগুণাবরণকারিণী চ । শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি-
সাধনসময়ে যদা শুদ্ধা ভক্তিরুদেতি তদা স্বস্বহবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া
চিদিতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবস্ত্য স্কুললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং
বিনাশ্য তস্ত্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদ্বেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়-
তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি অতঃ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনস্ত্য বিদ্যাবধু-
জীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি । স্বরূপশব্দেঃ শ্রীকৃষ্ণবধুত্বং লীলাবিলাসবর্ণ-
নাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ * ॥ স্কুললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবস্ত্যাণুত্বং
নিৰ্ম্মলং ভবতি । তদা তস্ত্য সুখমপি পরমাণুস্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি
পূৰ্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি “আনন্দানুধিবর্দ্ধনমি”তি ।
তদবস্থয়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং তস্ত্য জীবস্ত্য স্বাভাবিকমানন্দং হ্লাদিনী-

সারবৃত্ত্যানন্ত্যেন সম্বন্ধয়তি । শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবোহপানস্তানন্দং
 লভতে ইতি ভাবঃ ॥*॥ তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং
 পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে । নিত্যনূতনবিগ্রহে
 ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসন্তোগোহপি ঘটনীয়ঃ ॥*॥
 ভোগচেষ্ঠায়া অপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ, কথং তদবস্থায়াং নির্মলানন্দ-
 লাভঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ “সার্বভূতস্বপনমি”তি
 বিশেষণং যোজয়তি । তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈর্মল্যং স্বকাম-
 ভোগাদিবাঞ্ছারহিতোহয়ং জীবঃ স্বভাবতো হলাদিনী-মহাভাবময়ী-
 শ্রীমতী-রাধিকা-পরিচারিকাস্বরূপেণ যুগলবিলাসবিষয়ান্ সর্বানন্দান্
 সমশ্নতে । অত্র সর্বাত্ম স্বপনমিতি পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যাস্তুর্গত-
 ব্রহ্মলয়দোষণাং স্বীয়কাম সন্তোগাদিদোষণাঞ্চ সম্পূর্ণধোতিরিতি
 পরিজ্ঞেয়ম্ ॥*॥ এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপ-যুগলপ্রেমবিচিত্র-
 লীলাপরং শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীৰ্ত্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্বোৎকর্ষেণ
 বর্ত্ততে ॥ ১ ॥

সন্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নিত্য পঞ্চতত্ত্ববৃত্ত মহাপ্রভুকে প্রণতিপূর্বক সন্মোদন-নামক শিক্ষাষ্টক-
 ভাষ্য প্রণীত হইল ।

“সেই ভক্তিযোগ সর্ববেদসিদ্ধ, ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র
 তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে
 তাহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।”—এই সিদ্ধান্তবাক্য দ্বারা কেবল
 ভক্তির পরমার্থপ্রদত্ত সিদ্ধ হইল, কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্তের নহে । শাস্ত্রার্থবোধময়ী
 ও ভগবল্লীলামাধুৰ্য্যপূর্ণা শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না । সেই প্রকার
 শ্রদ্ধা সজ্জাত হইলেও সংসঙ্গ বিনা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনলক্ষণা হরিকথা সম্ভবপর হয়
 না । “সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যসূচক যে-সকল হৃদয়-কর্ণের
 প্রীতি-রসোদীপক বীৰ্য্যবতী বাণী আলোচিত হয়।”—ইত্যাদি বাক্যে
 সংসঙ্গ প্রভাবহেতু ভগবন্মাম-রূপ-গুণ-লীলার অনুকীৰ্ত্তন হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর
 শিক্ষায় সৰ্ব্বাগ্রে তাহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের সর্বমঙ্গল
 স্বরূপত্বহেতু চতুর্থপাদান্তর্গত ‘পর’ শব্দ দ্বারা শ্রদ্ধা-সংসঙ্গ-ভজনক্রিয়াস্তুর্গত

শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনই এখানে বুদ্ধিতে হইবে; উহা কিন্তু প্রতিবিষতক্ত্যা-
ভাষান্তর্গত হরি কীৰ্ত্তন নহে। এই শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন
বিচারযুক্ত-জীবকর্তব্যতা স্বীয় বচনচ্ছলে উক্ত হইয়াছে। এই ভাষ্যে সেই
সেই বিষয়ের বিচার সংক্ষেপে কথিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবসেবিতচরণ শ্রীমৎ-
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বলিতেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।’
মায়াশক্তিসৃষ্ট এই প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চীকৃত বিশ্বে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন সর্বোপরি
জয়যুক্ত হইতে পারেন? শ্রবণ করুন। “এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে এক,
অদ্বিতীয় সংবস্তু মাত্র ছিলেন—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমতত্ত্বের একত্ব,
“একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই।”—শ্রুতিবচনদ্বারা তাঁহার
নির্বিশেষত্ব ও “সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম”—নিগমবাক্যদ্বারা তাঁহার সর্বদা
সবিশেষত্ব সিদ্ধ হইল। যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ সিদ্ধিকালে
সবিশেষের প্রতীতি হয়, সুতরাং নির্বিশেষের উপলব্ধির অভাবহেতু সবিশেষ
বলবতী হইয়া থাকে। আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,
একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তি কর্তৃক সর্বদাই স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-
জীব-প্রধান এই চতুর্বিধরূপে অবস্থিত। সূর্য্যাস্তরমণ্ডলস্থিত তেজসদৃশ
মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত। এখানে ইহাই উক্ত
হইতেছে,—ভগবানই একমাত্র পরমতত্ত্ব এবং তিনিই শক্তিমান্; “শক্তি-
শক্তিমান্ অভেদ”—এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে উভয়ের অভেদত্ব স্বীকৃত। কিন্তু
“এই পরাশক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হয়।” এই বেদবাক্য দ্বারা সেই অচিন্ত্য-
শক্তির দুর্ঘট ঘটকত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব উহাদের নিত্যভেদও অনিবার্য্য।
উহা কেবলান্বৈতবাদ-যুক্তিদ্বারা খণ্ডনীয় নহে। সেই পরাশক্তি অন্তরঙ্গা-
তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদে ত্রিবিধরূপে প্রতীত হয়। তত্র অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি
কর্তৃক পূর্ণ স্বরূপেই সেই তত্ত্ব সর্বকল্যাণ-গুণের আশ্রয়হেতু ভগবদ্রূপে নিত্য
বিরাজিত। তল্লালা সম্পাদনের জগৎ সেই আনুকূল্যময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা
তত্ত্বত্ব বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপে অবস্থিত। পুনরায় তটস্থশক্তিই রশ্মি-
পরমাণুস্থানীয় চিদেকাজ্জীবরূপে বর্তমান। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই প্রতিচ্ছবি-
গত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াজ্জীবপ্রধানরূপে লক্ষিত হয়।
এই প্রকারে জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপের ভেদাভেদ জ্ঞেয়। তদাশ্রয়ত্ব-
হেতু জীবেরও একদেশত্ব, কিন্তু তজ্জ্ঞানাত্মাবে বহিষ্করত্ব প্রতীত। রশ্মিতুল্য
জীবের ছায়ারূপা মায়াবশত্ব ব্যপাদিষ্ট। ভগবন্তীলোপকরণত্বহেতুই জীব-

শক্তি। তটস্থশক্তিবশতঃ মায়াধীনত্ব সম্ভব হইয়াছে। মায়াবশ জীবগণের সংসারদুঃখ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে অবিদ্যাখ্যা মায়ার অন্তর্ধান হয়, তৎফলে সংসারনাশ এবং স্বরূপাবস্থানও হয়।

মায়ামুক্তজীবগণের পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশ অমুভূত হয়, তদনন্তর সংসার-প্রভাবে যখন শাস্ত্রতাপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তখন তাহাদের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তিতে অধিকার লাভ হয়। জাতশুদ্ধহেতু গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সংসঙ্গপ্রভাবেই তত্ত্ব-শ্রবণ ঘটে। শ্রবণের পর যখন তৎকীর্তন হয়, তখন মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ জীব-স্বরূপ-বিক্রম লক্ষিত হয়। জগতে হরিকীর্তনবিজয়ের ইহাই প্রক্রিয়া।

'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা এইপ্রকার কৃষ্ণকীর্তন হইতেই জীবের সপ্তপ্রকার ফলসিদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিচার করিব। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা জীবের স্বরূপতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ বলেন,—জীবাখ্যসমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্বের এক অংশই জীব। তেজোমণ্ডলের বহির্গামী রশ্মিপরিমাণের জ্বায় সে সেই পরমচিদেকরসের বহিঃচরচিৎপরিমাণ। শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারও এইরূপ বলিয়াছেন,—ঈশ্বর বিভূচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য; জ্ঞানাদিগুণকত্ব ও অস্বদর্শন নিত্য এবং উভয়ক্ষেত্রে সূর্য্যপ্রকাশের প্রকাশকত্ববৎ জ্ঞানেরও জ্ঞাতৃত্ব অবিরুদ্ধ। সেস্থলে ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান এবং প্রকৃতিাদিতে অমুপ্রবেশ নিয়মের দ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ভক্তিব্যঞ্জক একরস চিৎসুখ-স্বরূপ প্রদান করে। অনেকাবস্থা জীব বহু। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ জীব বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশোন্মুখ হইলে তৎস্বরূপ-গুণাবরক বন্ধ বিমুক্ত হইয়া যায়, অনন্তর তৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহা দ্বারা জীবের অণুত্ব, চিৎস্বরূপত্ব, শুদ্ধাহংকার-শুদ্ধচিত্ত-শুদ্ধদেহবিশিষ্টত্ব জ্ঞাপিত হইল। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ বহিরঙ্গভাবাবিষ্ট হইলেই শুদ্ধাহংকারগত শুদ্ধচিত্তের অবিদ্যা-মল-দোষের সূচনা দৃষ্ট হয়। জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে শুদ্ধচিত্ত, তাহাতে মায়াবরণরূপ অবিদ্যামল দূষিত হইলে চিত্তদর্পণের কার্য্যক্ষমতা থাকে না। সে-কারণ স্বরূপের মাহাত্ম্য দর্শন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যখন হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তি প্রবর্তিত হয়, তখন শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাপ্তভূত হইয়া সর্বাবিদ্যা দূরীভূত করে। সে-সময় প্রকটিত শুদ্ধচিত্ত জীব শুদ্ধাহংকারযুক্ত হন এবং পরেশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মান্বক

পঞ্চতত্ত্ব নিজ চিত্তদর্পণে দর্শন করেন, এই ভাব। চিত্তদর্পণ মার্জিত হইলে স্বরূপের প্রকৃত তত্ত্বদর্শন হয় এবং তাহা হইতে স্বধর্মদর্শন ঘটে। ভগবদাস্ত্রই স্বধর্ম। সেই দাস্ত্রে প্রবৃত্ত হইলে সংসারপ্রবৃত্তি কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। জীবের প্রপঞ্চ জন্মকেই 'ভব' বুঝায়। উহাই মহাদাবাগ্নি, তাহার নির্দীপণ; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন ব্যতীত নির্দীপণ সম্ভব হয় না, এই ভাব। স্বধর্মজ্ঞান লাভ করিলে কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমাপ্ত হয়? না—না। হরি-কীর্তনের নিত্যধর্মত্ব সিদ্ধ হইলে তাহারই স্বরূপগতধর্মের অজস্র বলিবার উদ্দেশ্যে 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিস্তরণ' বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়ামুক্ত জীবের মায়াভোগই প্রেয় এবং তাহা হইতে এই অনিবার্য্য সংসার। কিন্তু মায়াপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই তাহাদের শ্রেয়। জীবের শ্রেয় অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলরূপ কৈরব অর্থাৎ কুমুদ প্রকাশক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিস্তরণ-কারী। 'ভক্তিদ্বারা সংজাতা ভক্তি'—এই গ্রাম্যভাসারে শ্রদ্ধাবস্তুরূপের শ্রবণ-কীর্তনাদি-আভাস ভক্তিকর্তৃক শুদ্ধাভক্তি প্রাদুর্ভূতা হয়। এখানে কিন্তু চন্দ্রের উপমা তাহার অমৃতনিঃসরণ কল্পনাহেতু—এই ভাব। শুদ্ধভক্তিলব্ধ ব্যক্তিগণের 'কখন স্বরূপপ্রাপ্তি হয়'—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীগৌরচন্দ্র 'বিদ্যাবধূজীবন' এই কথা বলিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবচ্ছক্তি একা; তাহার দুইটি বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা দ্বারা যোগমায়া স্বরূপশক্তি পরিচিত হন। অবিদ্যা জড়সৃষ্টিকারিণী ও জীবস্বরূপ-গুণাচ্ছাদিকা। শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন-কালে যখন শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তখন চিদিতরাভিলাষনাশিনী ভক্তিদেবীও স্বাবিদ্যা দূর করতঃ বিদ্যারূপ শস্ত্রদ্বারা জীবের স্থূল লিজোপাধিযুক্ত দেহদ্বয়কে ছেদনপূর্বক স্বরূপগত শুদ্ধচিদেহ, এমনকি অধিকারভেদে মধুররসাস্বাদন-যোগ্য গোপিকাদেহ পর্য্যন্ত প্রকটিত করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বদ্যাবধূজীবনত্ব সিদ্ধ হয়। স্বরূপশক্তির শ্রীকৃষ্ণবধূ লীলাবিলাস বর্ণনাদিতে দ্রষ্টব্য।

স্থূললিঙ্গবিশিষ্ট মায়িক দেহাবসানের পর জীবের অণুত্ব নির্মূল হয়। 'তখন তাহার স্থখও পরমাণুস্বরূপত্বহেতু ক্ষুদ্র হয়' ইহা পূর্বপক্ষ করিয়া শ্রীশচীনন্দন "আনন্দাসুধিবর্ধন" এই শিক্ষা দিতেছেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন হ্লাদিনীসারবৃত্তিদ্বারা সেই জীবের স্বাভাবিক আনন্দকে সমগ্ররূপে সম্বর্দ্ধিত করেন। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবও অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, এই ভাব। সেই অবস্থায় চিদেকরসান্বিত হইয়া তিনি প্রতিপদে অর্থাৎ পদেপদে

অমুরাগের সহিত পূর্ণামৃত আশ্বাদন করিতে থাকেন। নিত্যনূতন ভগবদ্-বিগ্রহে তৃষ্ণানিবৃত্তির অভাব হেতু নিত্য নূতন রস-সন্তোগ ঘটয়া থাকে। ভোগচেষ্টায়ও শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্ব কারণে কিরূপে সেই অবস্থায় নিঃশ্লানন্দ লাভ হয়—এই চিন্তা করিয়া শ্রীসন্ন্যাসীচুড়ামণি “সর্বাত্মস্বপন”—এই বিশেষণ পদটি সংযুক্ত করিয়াছেন। তদবস্থায় কৃষ্ণানন্দের নিঃশ্লতাবশতঃ স্বকাম-ভোগেচ্ছারহিত জীব স্বভাবতঃ হলাদিনী-মহাতাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা-দাসী-স্বরূপে যুগলবিলাসের সর্বানন্দ উপভোগ করেন। এস্থলে “সর্বাত্মস্বপন” এই পদদ্বয় দ্বারা মুক্তের সাযুজ্যান্তর্গত ব্রহ্মণ্যদোষ এবং নিজকামসন্তোগাদি-দোষের সম্পূর্ণ মলহীনতাই পরিজ্ঞেয়। এই সপ্তগুণবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগলপ্রেমবিচিত্রলীলাপর শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন বিশেষরূপে সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উদ্ধমণী মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[ভক্তিভূঙ্গ মহাশয়ের ভজন-কুটীরের সমীপবর্তী নাম-মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ]

(ভক্তিভূঙ্গ মহাশয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

ভক্তিভূঙ্গ—কিগো ঠাকুর ; এই ব্রজমণ্ডলে যামুন-পুলিনময় বনে জীবনের শেষভাগটা কাটাবেন বলেছিলেন তা’র কি হ’ল ?

শ্রীঠাকুর—আমার তো ঐরূপ সংকল্প স্থিরই ছিল। কিন্তু হায়, শ্রীভগবান্ বাদ সাধ্ছেন যে।

ভক্তিভূঙ্গ—আবার শ্রীভগবানের নামে দোষারোপ কর্ছেন কেন ভাই ? সাক্ষাৎ ভগবান্ কি আপনাকে এখানে তাঁর ভজন কর্ত্তে নিষেধ করেছেন ?

শ্রীঠাকুর—সর্বোপাধ্য দয়াল শ্রীভগবানের কি দোষ দিতে পারি ? আমার ইচ্ছা অপেক্ষা তাঁর ইচ্ছা বড় । তাঁর সংকল্প পূরণার্থে আমার সংকল্প তুচ্ছীকৃত করিতে হচ্ছে । তাই বলছি, আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানে থাকা চলবে না ।

ভক্তিবৃন্দ—সত্যই কি এখানে আপনার না থাকাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ । এই ব্রজমণ্ডলে থেকে আপনার সাথে ভজন করবার আমার একান্ত ইচ্ছা এবং এজন্য রাজকার্য্য থেকে শীঘ্রই অবসর নেবার সঙ্কল্পও স্থির করে ফেলেছিলাম । কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আমাকে ঐ সংকল্প থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে । আমি সরকারী কার্য্যোপলক্ষ্যে তারকে স্থিরে গিয়েছিলাম । সেখানে রাত্রিতে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে আদেশ করলেন,—‘তুমি বৃন্দাবনে গেলে, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে তোমার যে-কাজ আছে তার কি করলে?’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐক্লপ প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করে আপনাকে ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাবার জন্তে এসেছি । এখন আমার কি কর্তব্য উপদেশ করুন !

ভক্তিবৃন্দ—ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ পেয়ে আপনি ধৃত । তিনিই আপনার কর্তব্য স্থির করে দিয়েছেন । সর্বোপরি ভগবদ্-ইচ্ছাই বলবান্ । শ্রীবৃন্দাবন ধাম হ’তে শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ । সুতরাং শ্রীভগবান্ যখন আপনাকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে চান, তখন নবদ্বীপে যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ ।

শ্রীঠাকুর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূরণার্থে আমার এখন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরে বদলী হ’লে সুবিধা হয় ও তাহাই সমীচীন । কিন্তু তা’ কি ক’রে সম্ভব ?

ভক্তিবৃন্দ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয় । আপনি বদলী হ’বার চেষ্টা করে দেখুন, নিশ্চয়ই তা’ সফল হবে ।

শ্রীঠাকুর—এখান থেকে বদলী হ’তে গেলে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট রাধামাধব বসু মশাইয়ের সঙ্গে পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করা ছাড়া অন্য উপায় আর দেখছি না । কিন্তু তিনি কি এতে সম্মত হবেন ?

ভক্তিভূঙ্গ—শ্রীভগবান্ সত্য,—তঁার আজ্ঞাও সত্য। কাজেই রাধামাধব-বাবুর এতে সম্মত হওয়া বা না হওয়া সবই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সত্যস্বরূপ ভগবদ্ ইচ্ছার উপর আমাদের চিন্তা করা নিরর্থক। সাধকের চেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ উভয়ে যোগযুক্ত হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কৃপা তো আছেই, এখন আপনার চেষ্টা চাই। আপনি নিমিত্তমাত্র থেকে সর্বকর্ম-ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করে তঁার প্রত্যাদেশ পালনে যত্ববান্ ও অগ্রসর হন, তা'হলে নিশ্চয়ই সফল হবেন।

শ্রীঠাকুর—আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করছি দেব! আমার স্থির বিশ্বাস ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যখন কখনও অপূরণ থাকে না তখন এর ব্যবস্থা হবেই আমি অবশ্য বদলি হ'বার জন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং অনন্তচিত্তে নিয়তঃ তঁার পাদপদ্ম আরাধনায় ব্যাপ্ত আছি ও থাকুবো। জানি না কবে তঁার ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে নবদ্বীপ-মণ্ডলে তঁার সেবা প্রকাশ-ক'রে তনুহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকুবো!

[ইত্যবসরে জনৈক আগন্তকের প্রবেশ]

আগন্তক—(অভিবাদনপূর্বক) এখানে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব আছেন ?

ভক্তিভূঙ্গ—হ্যাঁ আছেন। (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ইনিই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্!

আগন্তক—(পুনরায় অভিবাদনপূর্বক) স্যার, কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন।

(আগন্তক পত্রটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন
ও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন।)

আগন্তক—স্যার! (অভিবাদনপূর্বক প্রস্থানোত্তোত)

ভক্তিভূঙ্গ—এখন যেওনা ভাই! আশ্রমে যখন এসেছো তখন একটু প্রসাদ পেয়ে যেতে হয়। এদিকে এসো।

(আগন্তককে প্রসাদ দিবার জন্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন)

শ্রীঠাকুর—(পত্রখানি পাঠান্তে) ইংরাজী সাময়িক 'হিন্দু হেরাল্ডে' প্রকাশিত মহাপ্রভুর চরিত্র সম্পর্কে আমার লেখাটি তা'হলে রাধামাধব বাবু পড়েছেন দেখছি। ভদ্রলোক যখন উৎসাহিত হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন তখন মনে হয় আমার স্থান-পরিবর্তনের কথা জানালে তিনি আপত্তি করবেন না। হা মহাপ্রভু, কৃপা করুন আমি যেন নবদ্বীপ ধামে আপনার সেবা করবার সৌভাগ্য পাই।

[সহসা দৈববাণী স্মুরিত হইল]

শ্রীমন্নহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) ওগো ঠাকুর, আমি তোমার ইষ্টদেব। জুধী বৈষ্ণব-মণ্ডলী কর্তৃক তুমি 'ভক্তিবিনোদ' সংজ্ঞায় ভূষিত হওয়ায় আমার কাছে ঐ নামটী বড় প্রিয়। তুমি অচিরেই আমার ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আমার আবির্ভাব-স্থান আবিষ্কার করবে।

শ্রীঠাকুর—ওগো প্রাণনাথ, আর অলক্ষ্যে থাকবেন না। আমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন।

শ্রীমন্নহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) এখানে নয়, নবদ্বীপে এসো। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঠাকুর—(ভাবাবেশে) হা প্রভু, তুমি আমার কাছাকাছি থেকেও আমাকে দেখা না দিয়ে আর কতকাল এক্লপ কষ্ট দেবে? আমি যাবো,—তোমার কাছেই আমি যাবো। তোমার অদর্শনে আজ এ বৃন্দাবনও শূন্য মনে হচ্ছে। আমাকে আর কাঁদাইও না, ...এবার নবদ্বীপে গেলে দেখা দিও। (চক্ষে জল আসিল।)

[ইত্যবসরে পুনরায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের প্রবেশ]

ভক্তিভৃঙ্গ—ঠাকুর, আপনি কাঁদছেন কেন? কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেটের পত্রে কি কোনও অশুভ সংবাদ আছে নাকি?

শ্রীঠাকুর--আজ্ঞে না। পত্রে শুভ সংবাদই আছে।

ভক্তিভৃঙ্গ—তবে আপনাকে দুঃখিত দেখছি কেন?

শ্রীঠাকুর—আর কি বলব! আমার ইষ্টদেব শ্রীমন্নহাপ্রভু এখনই দৈববাণী ক'রে আমাকে পুনরায় নবদ্বীপ যাবার নির্দেশ দিলেন। আমাকে

কৃষ্ণনগরে বদলী কর্ত্তে তাঁর ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন। তবে দুঃখ এই যে তিনি কাছে এসেও দেখা দিলেন না। আমার মত পাপাত্মা আর কে আছে? প্রিয়জন কাছে এসেও যদি দেখা না দেন সে যে কত বড় মর্মান্তিক তা ভাষায় প্রকাশ করা স্কট্টন।

ভক্তিভূজ—ঠাকুর আপনি পাপাত্মা ন'ন,—পুণ্যাত্মা। অমৃতবাড়ার পত্রিকার স্থাপয়িতা স্বনামপ্রসিদ্ধ শিশির বাবু যে আপনাকে 'সপ্তম গোস্বামী' বলেছেন আপনি তাহাই,—এতে কোন সন্দেহ নেই। জানি না আবার কবে আপনার সাক্ষাৎ পাব! আপনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরমহংস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত পার্শ্বদ! —আপনি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন!

[ভক্তিভূজ মহাশয় ও শ্রী ঐঠাকুর উভয়ে উভয়কে দণ্ডবন্দিত করিলেন]

ঐঠাকুর—আপনার স্নেহ আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আমি শীঘ্রই ভক্তিপরায়ণ রাধামাধব বাবুকে মহাপ্রভুর ইচ্ছার কথা জানিয়ে স্থান-পরিবর্তন করে নিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট কার্যে যেন লিপ্ত হতে পারি—এই প্রার্থনা। অনতিকাল পরে আবার এই শ্রীবৃন্দাবনে এসে আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা রহিল।

ভক্তিভূজ—আবার আসবেন,—আবার আসবেন ঠাকুর! এই কাঙালটী আপনার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় রইল।

[উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায়

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুর ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। মৎসর্য্যহীনতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। ঈশ-শ্রুতি সর্ব্বপ্রথমেই “মা গৃধঃ কশ্চস্বিক্তনম্” এই মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর সাধুর কৃত্যই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। পরসুখ-সহিষ্ণুতাই মৎসরতা। ‘পরসুখ’ বলিতে পরবস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ বা কৃষ্ণপ্রেম শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণেশ্বর্য্যতর্পণ-সুখ উদ্দীষ্ট হইয়াছে। বাঁহারা কৃষ্ণ-কাঞ্চের সুখানুসন্ধানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজসুখাবেষণে ব্যস্ত হইয়া

পড়েন, তাঁহার স্বার্থগতি বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবাকে পরম অর্থ বা পরম প্রয়োজনজ্ঞানে বঞ্চিত হওয়ায় দুরাশয় বা দুঃশয়যুক্ত হইয়া বহির্বিষয়কে বহুমানন করেন ; ফলে স্বীয় অপস্বার্থাক্রান্তাবশতঃ মহাসংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া জগতের পরম শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। কৃষ্ণ-কাক্ষ-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান হইলে তদনুকূল অনুশীলন ব্যতীত অন্য চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত মুহূর্তমাত্র সময়ও বিষয়াস্তরে মনোনিবেশ করিবার বিচার আসে না। যে পরিমাণে আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে ব্যস্ততা প্রদর্শন করি, সেই পরিমাণে কৃষ্ণবিষয়ে উদাসীন হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয় প্রত্যেক কৃষ্ণ-বহির্মুখ বদ্ধ জীবে নূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সর্বদোষ-পরিমুক্ত ভজনবিজ্ঞ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তনিপুণ সাধুর প্রকৃষ্ট মঙ্গল ব্যতীত উক্ত দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা প্রভৃতি যতই থাকুক না কেন, বদ্ধ জীব নিজেকে নিজে প্রমাদি-নির্মুক্ত বলিয়া কখনই গর্ব করিতে পারে না। তাহার আধ্যাত্মিকতা প্রবল থাকায় সে তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে বহুমানন করিতে গিয়া আত্মস্তরিতায় এত অধিক উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, বাস্তবসত্যের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিবার সময় বা বিচার তাহার থাকে না। শ্রীগুরুদেবের চিন্ময়ী উপদেশ-বাণী আমি আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞানদ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক,—এতদ্বিষয়ে দোষচতুষ্টয়ের একটুকুও আমাকে স্পর্শ করে না—ইত্যাকার অহঙ্কার-বিশুদ্ধ কপটতাই প্রসব করিয়া থাকে। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই গুরুগৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুমুখে আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরোচন অনাত্ম বস্তুকেই আত্মবস্তু বিচার করিয়া বঞ্চিত হইলেন। পরন্তু ইন্দ্র নিজ আধ্যাত্মিকজ্ঞানকে বহুমানন না করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় শুদ্ধ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিলেন। ফলে বিরোচন দেহাত্মবাদী হইয়া লোক-সকলের উপদেষ্টা সাজিয়া তাহাদের সর্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ইন্দ্র, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রচারপূর্বক জগন্মঙ্গল সাধন করিলেন। ভ্রম অর্থাৎ সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যবুদ্ধি, প্রমাদ বা অনবধান, বিপ্রলিপ্সা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা এবং করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ইত্যাদি দোষ আমার নাই বা থাকিতে পারে না,

শ্রীগুরু-মুখ-বাণী আমি এক বুঝিতে আর বুঝিয়া ফেলিতে পারি না অথবা শ্রীগুরুদেবের বাণীসমূহকে বিকৃত করিয়া আমার অপস্বার্থানুকূল করিয়া লইতে পারি, কিংবা আত্ম-জ্ঞান-বঞ্চিত বিরোচন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার অপস্বার্থের অংশীদারের সহিত যুক্তি করিয়া লঙ্কাত্ম-জ্ঞান ইন্দ্রপক্ষগণের করণাপটুতা বা গুরুপাদপদ্মে অসুপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব, আমি গুরুদেবের প্রিয়সেবক, আমি অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়সেবক আর কেহই নাই—এই সকল কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া আমার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সন্তোষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইব—ইহার জ্বায়ে নারকীয় চিন্তাপ্রোভ আর কিছু থাকিতে পারে না। পর-সুখ বা কৃষ্ণকাক্ষ-সুখে অসহিষ্ণু মৎসর হইয়া আত্মসুখানুসন্ধানের ঘৃণিত অপচেষ্টাই ঐ সকল অনর্থের জননী।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই বৈরী পক্ষের একত্র সম্মিলনই মাৎস্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মৎসরগণ ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর অনুসরণে ভুক্তি ও মুক্তিকে পিশাচী বলিয়া বাহ্যতঃ গর্হণ চেষ্টা করিলেও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের অনুকরণে পাঠ, কীর্তন-বক্তৃতা, ঐক্যবিগ্রহসেবাদি ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করিলেও পরসাহিতাপরিষদের একমাত্র পারমাথিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পত্রের অনুকরণে আনুকরণিক প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র প্রচার করিলেও তাহা পৈশাচিক বা আসুরিক বিগর্হিত রুচির পরিচয় ব্যতীত কখনই কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির পরিচয় নহে।

আমাদের নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধগৌড়ীয়গণের পক্ষে মধুকর তৈক্ষাকে শুদ্ধ ভজনানুকূল বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, স্থূল ভিক্ষাকে তাদৃশ আদর করেন নাই। অবশ্য সমস্ত ভিক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলে গিফ্টকের অনর্থোৎপত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় ভিক্ষাশ্রমীর ইন্দ্রিয়লৌল্য অত্যধিকরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া লব্ধভিক্ষা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারের অবৈধ আনুকরণিক হইয়া শাস্ত্রের দশটি শ্লোক মুখস্থ করিয়া লোকভুলান বাক্যের ফুলঝুড়ি ছটাইয়া বৈষ্ণবের আনুকরণিক বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, লোকের সহিত নানাপ্রকার ধাপ্লাবাজী করিয়া, কিছু অর্থোপার্জন করিয়া বা ভূরি-

ভোক্তাদের আয়োজন করিতে শিখিলেই ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে মধুকরের জায় বৃত্তি-অবলম্বনে প্রতি গৃহে হরিগুণগান করিয়া আত্মহিতাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে পরহিতাকাঙ্ক্ষা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা অবহেলা করিয়া পরিশ্রম ও উদ্বিগ্ন বাঁধাইবার অন্ত স্থল তিক্ষা গ্রহণপূর্বক দাতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে গেলে দাতা ও গ্রহীতা—উভয়েরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। “প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই তিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা। ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা। দিবা-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥” “যা’রে দেখ, তা’রে কহ—কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা’র এই দেশ ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ ॥”—শ্রীগুরু-গোরাঙ্গের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন-অন্ত নিজমুখবাঞ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পরমার্থ-চেষ্টা হইতে একেবারেই বিরতি লাভ হইয়া থাকে। দীশ-শ্রুতি-কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষাও করিও না’—এই একেধারেই ভুল হইয়া “অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে” বিচারই প্রবল হয়। নিজ মুখৈষণা যেখানে প্রবল হইয়াছে, সেইখানেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে; নৃতরাং সে স্থান হইতে হরিকথামৃত দূরে পলায়ন করিয়াছেন। গো-বিপ্র-বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদেবী, শুদ্ধ হরিকীর্তন-বিরোধী “মায় ভুখা হু” শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। যে কনক মাধবের সেবায় নিযুক্ত না হয়, সে কনক হইতে অনৃত (মিথ্যা কথা, জাল, জুয়াচুরী,) মদ (জড়াহকারোন্মত্ততা), কাম, (যৌবিন্দু-সন্তোগেচ্ছা, আত্মেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা) রজঃ (রজোগুণমূল্য তিংসা-মাংসর্ষ্য) এবং বৈর (শত্রুতা)—এই পঞ্চ অনর্থের উদ্ভব হয়। তাহাতে “আপন নাক কাটীয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ” বিচারটি বেশ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপদিষ্ট মাধুকর তৈল্য বৈষ্ণবানুগত্য অবলম্বনপূর্বক কৃষ্ণকীর্তনপর হইলেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইয়া প্রকৃত ভগবদ্ভজন আরম্ভ হইবে—শ্রীমদ্ভাগবত-নির্দিষ্ট “নির্ম্মৎসরাণাং সতাং পরমো ধর্ম্মঃ” উপলব্ধির বিষয় হইবে। নতুবা ভুক্তি-মুক্তি-পিণাচীর মোহে মতিচ্ছন্ন হইয়া ভক্তিমুখের অভ্যুদয় লাভ হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

—শ্রীগুরুমোচন ব্রহ্মচারী

মানব-জীবনের সার্থকতা

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটি জীব। জীবের উৎপত্তি ‘হইল’ বলা হইলে ভুল হইবে, ভগবান্ নিত্য—জীবও নিত্য। কিন্তু সাধারণ বদ্ধজীবের এইরূপ একবাকা মনের অগোচর. ধারণাতীত ব্যাপার, তবু বদ্ধজীবকে বোঝাইবার জন্য মুনি-ঋগিগণ এই জগতের বস্তু-উপমার দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরম ও পরম তত্ত্ব। তাঁহার অনন্তশক্তি ইহার মধ্যে ত্রিবিধ শক্তি জীবের নিকট পরিচয় মাত্র। চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থশক্তি মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গশক্তি, চিৎ ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী যে সূক্ষ্ম সীমানির্দেশক রেখা (Line of demarcation) আছে, তাহাই তট বলা হয়, চিৎজগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্তী উভয় সঙ্গযোগই জীবতত্ত্ব।

স্বতন্ত্রবশতঃ জীব মায়ার দিকে বা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জীব দুইপ্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত, মায়ার চাকচিক্যে যে-সব জীব মোহিত হইল, সেইসব জীব মায়িক-সংসারে বদ্ধ হইল, আবার মাঝাকৈ পশ্চাতে ফেলিয়া যে-সকল জীব ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবায় রত হইলেন। বদ্ধ জীবের যে-সব ত্রিতাপময়ী জালা-যন্ত্রণা, তাহার সম্বন্ধে নিত্যমুক্ত জীবের কোন ধারণা নাই। তাঁহারা সর্বসময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন—“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস”—এইরূপে অভিমান তাঁহাদের সর্বদা আছে।

জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তিনি পূর্ণ বা বৃহৎ চিৎ-বিভূ—তিনি মায়ার অধীশ্বর। জীব অণুতাবশতঃ অতিসহজেই মায়ার কাছে পরাজিত। নিজচেষ্টায় বা জ্ঞানের দ্বারা মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। জ্ঞানে কোনরূপ অবলম্বন নাই, কিন্তু ভক্তিতে ভগবানকে অবলম্বন করা হয়, সাধুগুরুর পদাশ্রয় করা হয়।

“মায়া-রে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥”

নিজচেষ্টায় পাইব, এইরূপ অভিমান বা নিষ্ফল জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা অতি সহজেই পতনের আশঙ্কা থাকে। “যেহেতুহরবিদ্যাক্ষ বিমুক্তমানিনস্বয্যন্ত-ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ কৃচ্ছের্ণ পরং পদং ততঃ পত্যন্তধোহনাদৃত-যুগ্মদজ্যুয়ঃ॥” ইহা ছাড়া জ্ঞানকে পুরুষরূপ ও মায়া-কে স্ত্রীরূপ বলা হয়।

সুতরাং জ্ঞানরূপ পুরুষ অতি সহজেই, স্ত্রীরূপী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।” সুতরাং ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই সহজলভ্য, ভগবান্ সহজেই ভক্তের বশীভূত হয়—তাই তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলা হয়। ভগবানের চিন্তা ভক্তের সহিত যুক্ত হন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ পূরণ করেন, আবার ভগবানের ইচ্ছাও ভক্ত পূরণ করিতে প্রয়াসী হন।

চুরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে কয়িতে কোন এক অজ্ঞাত স্মৃতিবলে এই মানবজন্ম অর্থাৎ মানব-শরীর লাভ হইয়া থাকে। ভীষণ সমুদ্রের মাঝে যেমন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটি নৌকা পাওয়া যায়, তাহাতে যদি স্মদক্ষ কর্ণধার থাকে এবং বাতাসও যদি অনুকূল হয়, তবে অতি অনায়াসে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কূলে পৌঁছান যায়। সেইরূপ এই মহাভব সমুদ্রে মনুষ্য-শরীররূপী নৌকা, গুরুরূপী স্মদক্ষ কর্ণধার ও ভাক্তরূপ অনুকূল বাতাস লাভ করিয়া অনায়াসে এই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। কতকোটি অর্কবুদবার, নানারূপ যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, কতবার মনুষ্য জন্মও হয়ত লাভ হইয়াছিল। বিভিন্ন পশু কীট-পতঙ্গ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি জন্মে কতরূপে কষ্ট পাইয়াছি, স্থাবর-জন্মে পর্বত হইয়া কত হাজার হাজার বৎসর হয়তো সময় কাটাইয়াছি। এইরূপে অনাদিকাল হইতে জন্ম-মরণমালায় নিজ-কর্ম্মানুসারে জন্মলাভ হইতেছে। এইবার বহুভাগ্যে মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে। পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদের দুঃখ দেখিয়া এইরূপ একটি সুযোগ (chance) দিয়াছেন। সুতরাং এইবারও যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তনে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে সেই সুযোগের অপব্যবহার হেতু কর্ম্মানুসারে কোথায় জন্ম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এইবার অত্মদিকে মন নয়, সর্ব-মন-প্রাণ দিয়ে ভগবৎ-অনুশীলন করিতে হইবে। ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন ভিন্ন অত্ম কথা নয়, ভগবানের সেবা ভিন্ন অত্ম কর্ম্ম নয়—সর্বতোভাবে ভগবানের সুখবিধানের চেষ্টা, তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করা অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার ত্রায় তাহাতে অপিত-আত্মা হইতে হইবে।

কিন্তু কি ভাবে কি উভয়ে এই পথে অগ্রসর হইব জানা নাই। এই পথের-পথ প্রদর্শিতা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদে শরণাপন্ন হইতে হইবে। স্মৃতি-ফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ হইয়া থাকে। জীবের শ্রদ্ধা হইলে পর সাধুসঙ্গ

বা সদগুরুদাশ্রয় লাভ হয়। শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য একই—এইরূপে বিশ্বাস হইলে পর সদগুরুর চরণ আশ্রয় হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সেই শ্রদ্ধারূপ চিত্ত মাটিতে ভক্তিবীজ দিয়া থাকেন। শ্রদ্ধালু শিষ্য প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্তন-জলে তাহা সিকন করিয়া থাকিলে। ভক্তিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভক্তিলতা মায়িক জগৎ পার হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোম যথা দ্বারকা মথুরা পার হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদিও সাধক এই সাধারণ মনুষ্যের হ্রায় এই জগতে অবস্থান করেন কিন্তু তাঁহার ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সেই বৃক্ষে প্রেমরূপ ফল ধরিয়া সেই ফল পরিপক্ব হইলে ভক্ত আনন্দন করিয়া থাকেন, তখন তিনি মায়িক-শরীর ত্যাগপূর্বক চিৎশরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দে মগ্ন থাকেন।

অনেক সময় উপশাখারূপ প্রতিষ্ঠাশা, লোভ, কুটিনাটীও অপরাধরূপী হস্তী উপস্থিত হইয়া মূল শাখার বৃদ্ধিকে গুরু করিয়া দিয়া থাকে এবং মূল উৎপাদন হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এইসব হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের নির্দেশমত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কপটতা, আলস্য ত্যাগপূর্বক, সরলচিত্তে, খুব আগ্রহ ও বত্নপূর্বক নিরন্তর শ্রীগুরুর নির্দেশমত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মসহকারে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। “কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শক্তি আছে।” সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিলাভের জন্ত তাঁহাদের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মানবের চিত্তবৃত্তি হইতে অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূর হইয়া তাঁহাদের কৃপারূপ রশ্মি চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং তখনই সেই চিত্তে ভক্তিদেবী আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধভক্তি হইলে মনুষ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ পূর্ণ হইবে, সত্যিকার আনন্দ ও শান্তি পাইবে।

—শ্রীমতী উমারাগী দেবী
চুঁচুড়া (হুগলী)।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম
ঔ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতকী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুভবের অপ্রকট-লীলাবাসরে
বিব্রহ-বেদনা

(পূর্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

আমার ঠাকুর গুধু সাধুদের পরিভ্রামেই কথা তো বলেন নাই,... দুষ্কৃত-কারীদিগকে মানুষের মত বাঁচবার রাস্তাও তিনি বের করেদিয়েছেন। তাই তাঁর বিহনে আজি এই পথহারা পথিক সেই মহাপুরুষের অন্তরঙ্গজ্ঞানের পদতলে থেকে সত্যপথ অনুসরণে বাস্তব এবং উত্তম-শ্রেয়ঃ অবগত হওয়ার জন্ত নিরত সকাহু প্রার্থনা রত আছে। শ্রীল গুরুদেবই আমাদিগকে তৎপ্রেষ্ঠ বর্তমান আচার্য্যদেব ত্রিবিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজজীর আনুগত্যে ভক্তনের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আদেশ পালনের সফল যেন সফল হয় তজ্জন্ত তাঁর কৃপা-প্রার্থনা করতঃ আজ তাঁর তিরোভাব-তিথি-পূজায় ব্রতী হয়েছি। আমার চিত্ত রজস্তমোত্তেজ আচ্ছন্ন হওয়ায় শ্রীল গুরুদেবের সতর্কবাণী উপলব্ধি করার ক্ষমতা হয় নাই। সেই বিগুহ সন্তুগীর কৃপা পেয়েও এই অধমের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় আজ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্শ্বদর্শনের ও একান্ত অন্তরঙ্গ পরমপূজা শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশামৃতে আমার বহির্মুখ চিত্তবৃত্তিকে অভিসিক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আজ ভূ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তদীয় এই প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ হরিকথা পরিবেশন করার সজ্জনমাত্রেরই অতীব উল্লসিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। শ্রীল গুরুদেবের মনোহরীষ্ট সেবাসমূহ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদর্শন শ্রীল আচার্য্যদেব, তথা শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিষ্ণু মহারাজ, শ্রীল হরিজন মহারাজ, শ্রীল উর্দ্ধমস্থী মহারাজ, শ্রীল পর্যটক মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ এবং তদীয় অনেক নিজজনগণ কর্তৃক সেবাসমূহ স্পষ্টভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আরও মহৎকার্য্য ও সেবাদি প্রকাশ হইতে থাকায় এবং সর্বত্র তাঁর কৃপা উপলব্ধি হওয়ায় আজ তাঁর প্রাকট্যই অনুভূত হইতেছে। প্রপূণ্যপাদ উক্ত হয় ঠাকুর বর্তমান

সময়ে সমস্তাসঙ্কুল ভারতে সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও শ্রীল গুরুদেবের বাণী দ্বারে দ্বারে বিশেষভাবে বহন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম প্রচারে নিরত আছেন এবং তাঁদের অভয় বাণীতেই আমরা জানতে পারি যে, বাবতীয় সমস্তার সমাধান ও ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ এবং প্রেমানন্দ লাভ একমাত্র শ্রীগুরুদেবের বাণীতেই সম্ভব।

গুরুসেবার ফল এত আশ্চর্যজনক যে তা ধারণাতীত। ‘বিশ্রান্তে গুরুসেবা’—বিশ্রান্তের সহিত গুরুসেবা করিলে ক্লান্তজন হয়। পিতা যেমন অন্ধ পুত্রকে অনাদর করেন না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও মায়াবদ্ধ বা মায়াযুক্ত ঘৃণিত জীবকে অনাদর করেন না,—তা’কেও কৃপা করেন।

আমাদের শ্রীগুরুদেব এতই কৃপালু ও আমাদিগকে এতই ভালবাসিতেন তিনি আমাদের ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতেন না। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দৈব যে এখন কালের গতিতে আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি আমাদের ছেড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গেছেন। তাই বলে তিনি কি সত্যই আমাদের ত্যাগ করেছেন বা আমাদের প্রতি স্নেহের অভাব বশতঃ কি তিনি দূরে সরে গেছেন? না—তা’ কখনই নহে। পরন্তু তাঁর এই দূরে সরে যাওয়া আমাদের কল্যাণের জগুই। পরম করুণাময় ও মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব কি আমাদের অকল্যাণ করিতে পারেন বা করেন? কখনই না! মা যেমন তাঁর স্তন্যপায়ী শিশুকে এক স্তন হইতে অন্যস্তনে লইয়া যান, উহাতে মাতার স্নেহের অভাব বোঝায় না, বরং শিশু যা’তে অন্য স্তনে বেশী দুগ্ধ পায় তজ্জন্যই মা ঐরূপ ব্যবস্থা করে থাকেন এবং উহাতে তাঁর স্নেহ বেশী মাত্রায় প্রকাশ পায়। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও এ’ জগতে প্রকটকালীন কত বৈভবলীলা প্রকাশ করে আমাদের অন্তরালে গমন করিয়া অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করতঃ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের মাধ্যমে ও তৎপ্রেষ্ঠ তদীয় মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেব শ্রীল বামন মহারাজজীর মাধ্যমে আরও কত কি অভিনব বৈভব প্রকাশ করবার ইচ্ছায় ও আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করবার উদ্দেশ্যে এবিধ লীলার অবতারণা করেছেন! বর্ত্তমানে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেও আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ আজও বর্ষিত হচ্ছে। আজ তাঁর কৃপা প্রার্থনা ক’রে জানাই—হে প্রভো! এমত শক্তি প্রদান করুন যেন আপনার উপদেশাবলী আচার্য্যের সহিত প্রচার করে আপনার পূজায় নিযুক্ত থাকার সৌভাগ্য পাই।

আজিকার এই বিরহ-দিবসে মনীয় নিজাভীষ্ঠদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্বয়ের
অদর্শনজনিত বেদনায় ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার কথা কীর্তন
করিতে করিতে এই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে বরচিত
নিম্নোক্ত প্রার্থনা পদটী বিবৃত করিতেছি।—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-পদ

ভজনের সম্পদ

গৌর-প্রেম হয় যাঁহা হ'তে ।

যাঁর কৃপাবিন্দু লভি' জীবৈ পায় পরাগতি,

দেবে যাঁরে বন্দে ভালমতে ॥

যাঁর পূত দরশনে

পাষণ্ডও মনে মনে

কৃষ্ণনামে হয় মাতোয়ারা ।

হেন দীন-বৎসল

মিলিবে না কোন কাল

খুঁজিলেও সারা বসুন্ধরা ॥

স্বামীর-বিয়োগ-ব্যথা

বোঝে শুধু পতিব্রতা

তপ্ত-মরুসম জলি যায় ।

বেশ-ভূষা-পরিপাটী

সবই বুটা ভাবে সতী

হা-হতাশে ইতি উতি ধায় ॥

তেমতি হারায়ৈ ইষ্ট

মোরা সবে পাই কষ্ট

...বিশেষে এ বিরহ দিবসে ।

হে গুরু, পতিত-পাবন

কর কৃপা বিতরণ

দেখা দিয়া মোদের মানসে ॥

জয়তু শ্রীগুরুদেব ! প্রভো প্রসাদ ! প্রসাদ !! প্রসাদ !!!

১ দামোদর, শ্রীগৌরাক্ষ ৪৮৫

শ্রীচরণসেবাভিলাষী

সাং—বড়বহরকুলি

অধম—

পোঃ—সিঙ্গার কোন

'চিত্তরঞ্জন'

জেলা—বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

দু'চার কথা

হরিভক্তি সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই উপদেশ বদ্ধজীব আমরা সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট লোক আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সাধনভক্তি মনে করিতেছি। সাধু ও শাস্ত্র কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাহাদের অনুগত্যে আমাদের জানিতে চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়া দরকার। যে-ক্রিয়া দ্বারা অভীষিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, নিরর্থক কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় না। কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। ধৰ্ম্মজগতে যিনি যে-পথই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্বস্ত লাভই প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল পথই সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে।

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ বৃত্তি দেহমনের দ্বারা কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না। আমরা বদ্ধজীব, আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, সকলই জড়-ক্রিয়ামাত্র, আত্মার উপরে জড়ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় না। এ কথা শুনিয়া বা কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমাদের একটা নৈসর্গিক চিন্তাস্রোত আসে যে, কৃত্রিম উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিন্তা শুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অনুশীলন করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। সাধনকালে আমরা কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি করি, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তি-যোগে ভগবানের সেবা করিব। ভাগবত বলেন,—কৰ্ম্মজ্ঞানাদির অনুশীলন আমাদের অচিদ্বৃত্তির দ্বারা অশুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্বৃত্তির দ্বারা কখনও চিদ্বৃত্তির জাগরণ হয় না, অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র।

‘যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহঃ’, ‘যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ’, ‘প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুজ্ঞন্তো যোগিনো মনঃ’, ন সাধয়তি মাং যোগঃ’ প্রভৃতি শ্লোকে, যোগ, ‘কৰ্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবি-রিঞ্চ্যাদমজ্জলম্’ ‘কৰ্ম্মণ্যাম্বিন্ধনাস্থাসে,’ ‘কৰ্ম্মণ্যাকৰ্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যস্তিক ইষ্যতে’, ‘প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি ‘নারায়ণপরাজুখম্’ প্রভৃতি শ্লোকে কৰ্ম্ম,

‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত’, ‘যেহেতুইরবিন্দাহ বিমুক্তমানিনঃ,’ ‘জীবমুক্ত অপি’ প্রভৃতি অসংখ্য শ্লোকে কর্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমদ্ভাগবত নিরাস করিয়াছেন।

অনিত্যবস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তুর উদ্বোধন হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিত্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিত্য অভিমান লইয়া নিত্যের সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অতৃপ্তিকে নিত্যের অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে ছুটাই বা পাইব কি কহা ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতঞ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

প্রবিষ্টঃ কর্ণরক্ত্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলশ্চ যথা শরৎ ॥

ধোতাস্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।

মুক্ত-সর্কপরিক্লেদঃ পাত্ত্বঃ স্ব-শরণং যথা ॥

যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ন্। কর্ণরক্ত্রের দ্বারা স্বীয় জনগণের ভাবরূপ কমলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকল প্রকার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করেন,—যেমন শরৎঋতুর আগমনে নদী-পুষ্করিণী সকলই নির্মল হইয়া থাকে। এইরূপে যাহার হৃদয় ধোত বা পরিপুষ্ক হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ সর্কপ্রকারে ক্লেশমুক্ত হইয়া নিজস্ববনে আগমন করিলে আর তাহা ত্যাগ করিতে চান না।

শ্রবণ-কীর্তনদ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। “শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ” শ্লোকে শ্রবণ-কীর্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি দেহমনের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ-কীর্তন না হইলে আমার দেহ মনোধর্ম্মের ছুটিও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন কিরূপে হইবে ? অনেকে আবার বলিতে থাকেন যে, ভক্তিই জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞানদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে, যাহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা বৃথাশ্রম করেন মাত্র, কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্বস্ত লাভ তাহাদের হয় না। ভক্তি দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। ‘ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রাণিহিতেহমলে

অপঞ্চং পুরুষং পূর্ণং—এই বাক্যে ভক্তি দ্বারাই ভগবদঙ্কলাভের কথা বলা হইয়াছে। ঋতিও বলেন,—

‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।’ ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। যিনি লইয়া যান—ভগবদমুগ্ধানের পন্থাস্বরূপ হ’ন, তিনিই ভগবদঙ্কলাভের উপায়। বাহার দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে বশীভূত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উপেয়। সাধ্য ও সাধনরূপে আমরা ভক্তিই পাই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র বলেন—নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন-সাধন বাহার দ্বারা হয়, তাহাই সাধনভক্তি। আমার জড়-দেহ-মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অমুশীলন করিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের প্রকটন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে? সাধু-মহাজনগণ আমাদিগকে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে “শুণতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং” বলিয়া যে শ্রবণ-কীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড়-দেহমনের নহে; সেবোন্মুখ চিৎ-কর্ণ-জিহ্বা ও মনের দ্বারাই এই শ্রবণ-কীর্তন সাধিত হয়। আবার এই সেবোন্মুখতা লাভ করিবার জন্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গেরই অমুশীলন করিতে হইবে। আমাদের জড়কর্ণের দ্বারা আমরা যে-শ্রবণ করিব, জড় জিহ্বাদ্বারা যে কীর্তন করিব, হস্তাদির দ্বারা যে-অর্চন করিব, পদদ্বারা হরিক্ষেত্রানুপর্ণন, মনের দ্বারা ধ্যান-ধারণা—যাহা কিছু করিব, তাহার কিছুই আমাদের আত্মার ক্রিয়াশীল হইতে পারে না—ইহা সত্য; এ জন্ত তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না—ইহাও সত্য। নিক্ষপট হইয়া, অন্ততঃ সম্পূর্ণ নিক্ষপট হইবার আকাজক্ষা চিত্ত লইয়া জড়চেষ্ঠা দ্বারাও ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে প্রকৃত যত্নপর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্না হ’ন। তাহারই কৃপায় আমাদের এই সকল চেষ্ঠা জড় হইলেও অগুদ্র জড়মনের প্রতি শুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে তাহাকে জড়াভিমান হইতে মুক্ত করে। চিদাভাস মন জড়ধর্ম্মের অমুশীলনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আত্মধর্ম্মের বিকাশে বাধা দেয়। যখন মনের উপর হইতে জড়ধর্ম্মের প্রাবল্য চলিয়া যায়, তখনই চিদ্রশ্মি বা আত্মধর্ম্ম মনে বিকসিত হয়। মনই ইন্দ্রিয়াধিপতি; জড়ধর্ম্মের আনুগত্য ছাড়িয়া মন আত্মানুগত হইতে থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ও তাহার

অনুসরণ করে। এই আত্মানুগ মনের অধীনে সেবোন্মুখ ইঞ্জিয়ার দ্বারা যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি—ভক্তির অনুশীলন। জড়ান্তিনিবেশ থাকাকালে জড় দেহমনের দ্বারা জীব যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে সাধন-ক্রিয়া বলিয়াছেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন হয়, তাহাই সাধনভক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ দুইটি উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্ট ও প্রাজ্ঞলভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ধূলি-দ্বারা আবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না, তাহার জন্ত যে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি নাই মনে করিব, তাহা নহে। ধুলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিলে তাহার ধর্ম প্রকাশ পাইবে। এই ধূলি ঝাড়াই সাধন-ক্রিয়া। আর একটি উদাহরণ দিয়াছেন যে, কাচের শিশিতে মধু আছে, কাচের উপরে যদি কাদা লাগে, তবে মধুকে পরিষ্কার করিতে হইবে না, কাচের পাত্রটি পরিষ্কার করিলেই হইবে। এইরূপ কার্য্যই সাধন ক্রিয়া। চিদাভাস মনকে আমরা চিদ্রস্তু আমি বা আত্মরস্তু বলিয়া মনে করি—এইরূপ বিবর্তজ্ঞানে মলিনতা। এই মলিনতা মনের উপরেই আছে—আত্মাকে স্পর্শ করে না, একটা আবরণ মাত্র দিয়াছে। এই মলিনতা দূর করিতে মনের উপরেই কার্য্য করিতে হইবে, আত্মার উপরে নহে। তবে মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধর্মের অহুগত হইয়া করিতে হইবে, তাহা না হইলে আত্মধর্মের প্রতিফলন কখনই চিদাভাস মনে হইবে না। সাধনভক্তি এই জাতীয় নহে। তাহা আত্মবৃত্তিতে নিত্যই আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাহার উদাহরণ দিয়াছেন,—“কোনও একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার সকল শক্তি সঞ্চিত আছে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ না দেখিয়া আমি যদি মনে করি যে, উহার গতি শক্তি নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে। সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাশ্মরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নয়, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তি পরিপক্যাবস্থায় ক্রমে ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রকাশ। যেমন একটি আম্রফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পকফলটি কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভ: রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেবরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ (নদীয়া) ।
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ২৮।১১।৭১

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্জারাদ্য বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ১৯শে মাঘ (ইং ২২।১৯৭২) বুধবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) -তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২১শে মাঘ (ইং ৪।২।৭২) শুক্রবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ একট-বাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গক যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ত্ব প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অজ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যাসুগত্যাভিলাষী—


সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—বুধবার পূর্নাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীমভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সদ্বন্ধে আলোচনা। শুক্রবার পূর্নাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

ধর্ম: স্বহস্তিত: গুংসাং বিশ্বকসেন-কথাই য:

স বৈ পুংসাং গরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা ময়াদ্বা স্ত্রপ্রসীদতি ॥

নো পাদিরোবাধি রতিঃ শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অন্য ধর্ম স্তূরুপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৪ মাঘ, ৪৮৫ গোরাঙ্গ
শুক্রবার, ২৯ গোষ, ১৩৭৮ ; ইং ১৮১১/১৯৭২ } ১১শ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

মনঃশিক্ষা

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

॥ শ্রীগান্ধর্ব-গিরিধরাভ্যাং নমঃ ॥

গুরো গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সৃজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাগ্নি ব্রজনবধুবদ্বন্দ্বশরণে
সদা দন্তং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরা
ময়ে স্বান্তব্রাতশচটুভিরভিয়াচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

অথে ভ্রাতঃ হে মন! তুমি দন্ত পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবে, গোষ্ঠে
(ব্রজে) ও গোষ্ঠ বাসিজনে (ব্রজবাসি সকলে) সৃজনে (বৈষ্ণবজনে)
ব্রাহ্মগণে, স্বমন্ত্রে (স্ব স্ব দীক্ষিতমন্ত্রে) শ্রীভগবন্নামে এবং ব্রজের নবযুবক
দ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপ রক্ষকে সর্বদা শীঘ্র অপূর্ণা রতি বিধান কর। আমি
তোমার পদধারণপূর্বক এইটী চাটু বাক্য দ্বারা যাচঞা করিতেছি ॥ ১ ॥

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্যামিহ তনু ।

শচীসুহৃৎ নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং

মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

হে মন ! বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্যই হউক বা বেদ নিষিদ্ধ অধর্ম্যই হউক তুমি তাহা কিছুই করিও না, এই সংসারে থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর এবং ইনিই সেই নন্দনন্দন এই জ্ঞানে শচীতনয় শ্রীগৌরাজকে তথা ইনিই মুকুন্দপ্রিয় এই জ্ঞানে শ্রীগুরুবরকে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজহু-

যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষে:

স্বরূপং শ্রীরূপং সগগমিহ তস্মাগ্রজমপি

স্মুটং প্রেমা নিতাং স্মর নম তদা হং শৃণু মম- ॥ ৩ ॥

হে মন ! শ্রবণ কর । তুমি যদি প্রতি জন্ম ব্রজভূমিতে এবং শীঘ্র যদি রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিতে অভিলাষ করিয়া থাক তবে তুমি স্বরূপ ও স্বগণ-মিলিত শ্রীরূপ এবং শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিসহকারে নিত্য স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

অসদ্ব্যর্ত্তা বেষ্টা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরণী:

কথা মুক্তিব্যাত্ত্যা ন শৃণু কিল সর্বাত্মাগিলনী:

অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং

ব্রজে রাধাকৃষ্ণে স্মরতিমনিদৌ হং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

অপর হে মন ! তুমি অসজ্জনের সহিত স্থিতিরূপ বেষ্টাকে পরিত্যাগ কর । যে স্থিতি বুদ্ধিরূপ সর্বস্ব ধনকে হরণ করিয়া থাকে । এবং মুক্তি-রূপা ব্যাত্তীর কথা শ্রবণ করিও না, ঐ ব্যাত্তী সর্বগরীর গ্রাস করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ মুক্তির কথা শ্রবণ মাত্র লোক মুক্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তথা ব্যোম প্রাপিনী আকাশমার্গ দিয়া লইয়া যাইবে যে লক্ষ্মীপতিতে রতি অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণকে ভজন কর, উহার আত্মস্থিত প্রেমরূপ মণি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অস্চেষ্টা কষ্ট প্রদবিকট পাশালিভিরিহ

প্রকামং কামাদি প্রকট পথপাতিব্যতিকরৈঃ ।

গলে বদ্ধা হন্তেহহমিতি বকতিত্বত্পগণে

কুরু ত্বং ফুংকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন ! মাৎসর্যাস্ত কামাদিরূপ কুপথ প্রাপক যে বাটোয়াল অর্থাৎ বাটপার সে অসৎ চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুশ্রেণী দ্বারা আমার গলে বন্ধন করিয়া বিনষ্ট করিতেছে অতএব তুমি বক - ক নন্দনন্দনের পথরক্ষক বৈষ্ণবগণে এমত কাतर্যাযরে ফুংকার কর যে, ২ হাতে তাঁহারা আসিয়া এই মাৎসর্যাস্ত কামাদি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোভুৎ কপটকুটীনাটীভর খর

ক্ষরনুত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্ ।

সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরপদশ্রেমবিলসৎ

সুধাত্তোষো স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অরে দুর্কোষ চিত্ত ! তুমি কেন উদ্ভিত কপটাদি কুটীনাটী ভর অর্থাৎ আপনার অন্তরে যে নিবেশাতিশয়রূপ গর্দভের স্রাবিত মুত্রে আত্মাকে এবং আমাকে স্নান করাইয়া দগ্ধ হইতেছে । অতএব তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে প্রেমভক্তি তাহাই বিলাসবিশিষ্ট নিখুল অমৃতসমুদ্র তাহাতে স্নান করিয়া আপনাকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধুষ্ট স্বপচরমণী মে হৃদিদিনটেৎ

কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ ।

সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং

যথা তাং নিকাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অহে ! মৌনাবলম্বন করিয়া ভজনের অনুসন্ধান কর, কেন বচন পরিপাটী দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিতেছ ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, অহে মন ! প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডালরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে অতএব কেন নিখুল প্রেম আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে ? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ সামন্তগণের অর্থাৎ ক্ষুদ্ররাজের সেবা কর । যে প্রকারে সেই রাজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডাল রণীকে হৃদয় হইতে নিকাসিত করিয়া সাধুপ্রেমকে স্থাপিত করিবেন ॥ ৭ ॥

যথা তুষ্টং হং মে দরয়তি শঠশ্চাপি কৃপয়া
 যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ ।
 যথা শ্রীগান্ধর্বো ভজন বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
 তথা গোষ্ঠে কাকো গিরিধরমিহ হং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

হে মন ! অত কৰ্ত্তব্য বলি শ্রবণ কর, তুমি তাদৃশ কাকু বাক্যের দ্বারা
 গোষ্ঠে সেই গিরিধরকে ভজনা কর, যে প্রকারে সেই গিরিধর শঠাস্তকরণ
 আমার তুষ্টতা দূর করেন এবং কৃপা করিয়া আমাকে প্রেমামৃত দান করেন
 এবং রাধিকার ভজনের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করেন ॥ ৮ ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে
 শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুল সখীত্বেতু ললিতাং ।
 বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো
 গিরিন্দ্রো তৎপ্রেক্ষা ললিত রতিদত্তে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

অপিচ হে মন ! তুমি শ্রীরাধার নাথরূপে ব্রজবিপিনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ
 কর এবং বৃন্দাবনেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াক্রূপে স্মরণ কর, ললিতা নাম্নী
 সখীকে রাধার সখীরূপে স্মরণ কর, বিশাখাকে শিক্ষাগুরুরূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

রতিং গৌরী লীলে অপিত্তপতি সৌন্দর্য্যাকিরণৈঃ
 শচী লক্ষ্মী সত্যঃ পরিভবতি সৌভাগ্যাবলনৈঃ ।
 বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীনব্রজসতীঃ

ক্ষিপত্যাৱাদ্বাতাং হরিদায়িত্তরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

যিনি সৌন্দর্য্যাকিরণের দ্বারা কামপত্নী রতিকে ও ভবপত্নী গৌরীকে
 এবং শক্তিরূপা লীলাকে তাপ দিতেছেন এবং সৌভাগ্যের দ্বারা শচী, লক্ষ্মী
 ও কৃষ্ণপত্নী সত্যাকে পরাভব করিতেছেন। তথা যিনি বশীকারাদি স্বীয়ধর্ম্ম
 দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজ সতীদিগকে সন্তানপ্রদান করিতেছেন,
 হে মন ! সেই হরিপ্রিয়া রাধাকে তুমি সৰ্ব্বদা ভজনা কর ॥ ১০ ॥

সমং শ্রীকৃপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভূতো-
 ব্রজৈ সাক্ষাৎ সেবালভন বিধয়ে তদগুণযুজোঃ ।
 তদিজ্যাখ্যাখ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
 ধয়নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং হং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

যে মন। কৃষি বীর রক্ত ঈশ্বরের পবিত্র ঘোটে ললিতাবি ক হুসলাখি
গম্বুক ককর্ণবিবরণ ঈরাখাত্তেব রাখাং বেবা। প্রাপ্তি বিধানের নিমিত্ত
প্রকার নীতি লক্ষ্যে ভবন পরিমার্জী লক্ষ্যে ঈরাখাত্তেবের পূজা, দান,
ধান, জলরক্ত রক্তাক্তকণ লক্ষ্যে পান করিরা রক্ষিরা লোভক্টনকে করবা
কর ॥ ১১ ॥

যনঃ শিকাইদে কাকলক বরষেভবদুত্বাঃ

গিরাখাত্তেবঃ ললবিলক লক্ষ্যেভবি যঃ ।

লক্ষ্যঃ ঈরাখাত্তেব ইব কবন যোতুলকনে

করে। বাবাফুফাতুলকনয়ত্বা ল লকত্ব ॥ ১২ ॥

৪৩। ইতি ঈশ্বরঃ শিকাইদে কাকলকং সম্পূর্ণঃ ।

যে মাক্ত রনেব শিকাইদে কাকলক এই একাকল প্রোক বাবুর বাবুর বাবুর
প্রকুর বিবে ঈরাখাত্তেব পান করিরা তিদি ঈশ্বরের অতুলানী হইবা। যোতুল-
কনে ঈরাখাত্তেবের অতুল করররহ লান কবিমেবা ॥ ১২ ॥

৮৮ ইতি মরশিকাইদে কাকলক প্রাক্তকাকল সম্পূর্ণ ॥ ৮ ॥

উর্জ্জ্বলভেদ নিয়ম ও নিয়মাগ্ৰহ বিচার

ঈশ্বরকলৌরাকৌ করতঃ

ঈশ্বরকলৌরাকৌ করতঃ

১৮২ উর্জ্জ্বলভেদ-কাকলক যোতুল

ইং ১১১১১১

যে মাক্ত রনেব—

আগমার ১২ই আশ্বিন। অগ্নিধেব কার্ড পাইলাম । ঈশ্বরকলৌরাকৌ
কাকলক যোতুলকনে ঈরাখাত্তেবের প্রেমিক কাকলক পূর্ণই পাইরাছি । অগ্নি একক-
কাল ঈরাখাত্তেবের কাকলক কাকলক হইবা। পদ কাকলক ঈরাখাত্তেবের কাকলক
কাকলক বিধানের দ্বারা ঈরাখাত্তেবের পূর্ণই পাইলাম । অগ্নিধেব
কাকলক হইবা । ঈউর্জ্জ্বলভেদ নিয়ম এই যে, অগ্নিধেব-কাকলক যোতুলকনাই

ডাল, ডাঙুল, বরবটী, সিম, পয়সিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য, মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার-সমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্যাদি বর্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম সর্বতো-ভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিষিদ্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটি প্রাচীন ভক্ত তাঁহার কাছে আছেন। অর্ন্তঃ কুশল।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

১। ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কিরূপ ?

“তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।

পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়।

ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।

করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥”

২। ভজনের সর্বাপেক্ষা অনুকূলক ?

“শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু,

ভজন-অনুকূল।

ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,

প্রেম-লতিকার মূল ॥”

৩। ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয় ?

“যে দিন গৃহে ভজন দেখি,

গৃহেতে গোলোক ভায়।

চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,

সুখ না সীমা পায় ॥”

৪। ভক্তনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ ?

“নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই ; কেন না, গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্তব্য।”

—‘নামবলে পাপবুদ্ধি’, হঃ চিঃ

৫। নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রতিকূল বিচার কিরূপ ।

“নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা মর্কতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, —এই অনন্তভাবে আশ্রয় করিবেন।”

—‘কৃষ্ণদাস্ত’, দঃ তোঃ ১১।৬

৬। ভগবদ্বিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন ?

“তুলসীাদির আঘ্রাণের দ্বারা লাম্পাট্য-বৃত্তির উদ্ভেজকরূপে অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধদ্রব্যের লাম্পাটে জগতে অনেক বিপদ ঘটে। কৰ্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মৃগগণ স্ত্রীলাম্পাট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। এই বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসীচন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

৭। বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি ?

“বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বेष তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবে না।”

—গীঃ রঃ, ভাঃ, ৩।৩৪

৮। তত্ত্ববিচার ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন ? তত্ত্ববিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে ?

“ভক্তদিগের পক্ষে গুণজ্ঞান, ফলবৈরাগ্য ও বক্ষ্যা-তর্কের পরিত্যাগ বৈষ্ণব আবশ্যক, তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও

সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত
ভঙ্গিবিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত-মুক্ত, অথবা
নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।”

—ত: সূ:, ৪ সূ:

৯। গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপে হয়? কর্মজড়-স্মার্ত্ত-
বিধানে পিতৃলোককে পিতৃদিদান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

“প্রাচ্য দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃ-
লোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থভক্তের
ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত্তক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত
করিলেই কর্মের কর্মত্ব গেল।”

—ভৈ: ধ:, ৭ম অ:

১০। শরণাগত ভক্ত কি কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন। তাঁহার পক্ষে
কি কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

“শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ পরিশোধের জন্য কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ
নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ-পূর্ব্বক স্বর্গণের সহিত
প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।”

—ভৈ: ধ:, ১০ম অ:

১১। বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্কর্ণ্য ব্যবহার
ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

“গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আৰ্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্কর্ণ্য হন, তবে বিবাহ-ক্রিয়া
তাঁহার সর্বর্ণের মধ্যেই করা উচিত, কেন না, সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য
চাতুর্কর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়:। চাতুর্কর্ণ্য-ব্যবহার-
ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নহে। বৈষ্ণবের পক্ষে
যাহা ভক্তির অনুকূল হয়, তাহাই কর্তব্য।”

—ভৈ: ধ:, ৬ষ্ঠ অ:

১২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যানুকূল সত্বৃতি কি?

“গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী তিষ্ঠা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত
বৃতি,—ইহাই সত্বৃতি।”

—পী: বৃ: ৩

১৩। সাত্ত্বিক আহার কি হরিতকনের অনুকূল ? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন ?

“আদৌ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। ‘সত্ত্ব’ শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। ‘ব্যবহার’-শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রীমঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়ম-গত সমুদায়ই ‘ব্যবহার’-শব্দের অন্তর্গত। আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক উন্নতি কিরূপে হয় ? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসাধিক সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন, অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটি হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।”

—‘মংস্ত্র-মাংস-ভোজন’, সঃ তোঃ ২৮

১৪। ভক্তের বর্ণাশ্রমলক্ষণ কৰ্ম্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয় ?

“জীবনযাত্রা স্বন্দররূপে নির্বাহ করিবার অস্তিত্বপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কৰ্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ‘ভক্তি’তে পরিগণিত হয়। সে সকল কৰ্ম্ম আর ‘কৰ্ম্ম’ বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্ত ভক্তির অবিরোধে কৰ্ম্ম আচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০।৯

১৫। গীতায় কিরূপ কৰ্ম্মের প্ররোচনা আছে ?

“কৰ্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কৰ্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কৰ্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে কৰ্ম্ম—ভক্তির প্রতিকূল তাহা ত্যাগ করিবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। ভক্ত ও কর্মীর কর্ম্যাচরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

“তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর ; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্বারা ভক্তির অমুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অমুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসান্নুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক। ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, তুমি কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদানুভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব। কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা থক্ক হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধনক্ষেত্র। তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহিস্মুখ বলিয়া জানি ; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জগুই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্ত কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বর-নৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—ভক্ত।” —চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

১৭। ক্ষমা শ্লাঘা কেন ?

“ক্ষমা—ভক্তির অমুকুল।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১

১৮। ভক্ত্যানুকূল বিশ্বাস কি ?

“ভগবানই বৈকবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্তব্য।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১৩

১৯। দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জনের পক্ষে অমুকুল কেন।”

“দারিদ্র্যতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে-ক্রমে হরণ করি ; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে ; তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১৯

২০। হরিত্রতাদির অনুষ্ঠানে কি হয় ?

“জয়ন্তীত্রত, একাদশী ও উজ্জ্বার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।”

—‘ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

২১। ‘উৎসাহ’ কি ?

“আদরের সহিত অনুশীলনই ‘উৎসাহ’।

শ্রীঃ বঃ বৃঃ ৩

২২। উৎসাহ ভক্তনের অনুকূল কেন ?

“যদি ভক্তন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভক্তনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্লেপ আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভক্তনের সহায়। ভক্তন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প দিনের অনিষ্ঠতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।”

—‘উৎসাহ’, সঃ তোঃ ১১।১

২৩। উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী ?

“‘শ্রদ্ধা’-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধায় কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তৎবিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।”

—‘উৎসাহ সঃ তোঃ ১১।১

২৪। বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি ?

“সাধু ও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যানুখী স্মৃতিলাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।”

—‘নিশ্চয়’, সঃ তোঃ ১১।৪

২৫। বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে ?

“জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়। তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে-বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।”

—‘ধৈর্য্য’, নচ তোঃ ১১।৫

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
প্রভুদেবের অপ্রকট-লীলাবাসনে
বিরহ-বেদনা

[৬]

“অজ্ঞান তিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজননশলাকয়া ।
চকুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মুকং কেরোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥”

শ্রীগুরুদেব ! আজি তোমার বিরহ-দিনে ।

কান্দিছে অনুগতজন তব অদর্শনে ॥

আর্তনাদে গাহিছে তোমার মহিমা ।

তব গুণের তুমিই হও সীমা ॥

হৃদয়ের বেদনা জানাই কাহারে ।

পুনঃ কি তুমি আসিবে আর ফিরে ॥

দেখিব কি সেই অভয় শ্রীচরণ ।

শুনিব কি আর সুমধুর বচন ॥

অলৌকিক লীলা রচিলে ভুবনে ।

তব মহিমা বেদপুরাণে বাখানে ॥

আচার্য্যভাস্কর-রূপে গৌর-গগনে ।

কিবা আশ্চর্যালীলা দেখিহু নয়নে ॥

গৌরপদাঙ্কিত নানা লীলাস্থানে ।

পরিত্রমিলেন লইয়া ভক্তগণে ॥

পুলক প্রেমাশ্রু যুগল নয়নে—

অধৈর্য্য হইতে, চিন্ময়কাননে ॥

উদার চরিত তব স্নেহ দানে ।
 দয়ার ঠাকুর তুমি জানে বিভূষনে ॥
 দয়া ক্ষমা হয় তব বিভূষণে ।
 সদা, মত্ত ছিলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ণনে ॥
 পরতত্ত্বে তব চিত্ত নিমগন ।
 গান্তীর্ঘ্য হৃদি, বদন সুপ্রসন্ন ॥
 তুমি কৃষ্ণপ্রিয় গৌরপ্রের্ষ জেনে ।
 শরণ লইনু তব শ্রীচরণে ॥
 পরতত্ত্ব হারা জীবের কারণে ।
 করুণার মূর্তি দিয়েছিলে দরশনে ॥
 ভাগবতে বর্ণিত আছে প্রেমের প্রকার ।
 তব অঙ্গিতে সাত্ত্বিক বিকার ॥
 শ্রীগুরুদেব ! কৃপা কর এ দীন-দুঃখিনীরে ।
 ভাষাহীনা বুদ্ধিহীনা ভুলিওনা মোরে ॥

নিবেদিকা—

আপনার কৃপাপ্রার্থিনী ভাগ্যহীনা
 (শ্রীমতী) “গিবিবালা” (দেবী)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৪)

দেবর্ষি নারদের নিকট কতিপয় মুনি প্রশ্ন করিয়াছেন—হে নারদ !
 মুক্তপুরুষের প্রেমভক্তি কিরূপে হয় ? তদ্বত্তরে নারদ বলিয়াছেন—পুরুষার্থ
 সকলের মধ্যে তুর্ধ্যামুক্তি শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা, যাহাতে চিৎসত্তা অহং
 মায়ায়িক গুণময় অভিমান বর্জিত হয়, তাহাকে তুর্ধ্যামুক্তি বলে। পূর্ণ
 অহস্তাময়ী ভক্তি তুর্ধ্যাতীতা বলিয়া কথিতা হন ।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণাত্মা সর্বত্র সুখরূপ । ভক্তিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অহংশীলন
 করিলে তৎকরণে তাঁহাকে দর্শন করা যায় ।

জীবমুক্ত পুরুষের দেহ থাকিলেও দেহাভিনিবেশ থাকে না, অভিনিবেশ থাকে চিৎসত্তা আত্মায়। এজন্ত তাহাদের চিৎসত্তা বলা হইয়াছে। যাবৎ বাসনালেশ থাকে, তাবৎ মুক্তির সত্তাবনা নাই। এজন্ত জীবমুক্ত জীব নিম্পৃহ। যাহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার প্রেমভক্তি লাভ হয় কিরূপে? আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয়। মুনিগণের সন্দেহ— ভক্তি হইতে বিষয় বৈরাগ্য এবং অন্তর বিরক্তি না জন্মিলে মুক্তি হয় না। সাধ্য মুক্তি হইতে সাধনভক্তির আবির্ভাব হয় কিরূপে? দেবর্ষি বলিলেন— জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রেয় মায়িক অভিমান থাকে। মুক্তি মায়িক অভিমানরহিতা, উক্ত অবস্থাত্রেয়ের অতীতা বলিয়া তাহাকে তুর্যা বলা হইয়াছে। মুক্তি ধর্মাদি পুরুষার্থ হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরাংপরা— শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। মায়িক অভিমান থাকে না, শুদ্ধ জীবস্বরূপের অনুভূতি থাকে; এজন্ত মুক্তিকে নিরহং চিৎসত্তা বলা হয়। মুক্ত জীব শুদ্ধ চিৎসত্তা মাত্রে অবস্থান করেন আর প্রেমভক্তিসম্পন্ন জীব চিন্ময় পার্শ্বদেহে বিরাজ করেন। তখন তাহার শ্রীহরিদাস অভিমান—যেমন জীব তেমন অভিমান; এজন্ত প্রেমভক্তিকে পূর্ণ অহন্তাময়ী বলা হইয়াছে। স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ বর্জনের পর শুদ্ধস্বরূপ জীবের পার্শ্বদেহ প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া মুক্তির পর ভক্তিলাভ সম্ভব। এই ভক্তি ভগবৎসেবারূপ। বদ্ধজীব তাহা লাভ করিতে পারে না। মুক্ত জীব পার্শ্বদেহে তাহা প্রাপ্ত হন। চিৎসত্তা মাত্র অবলম্বনরূপা মুক্তি ব্রহ্মসামুদ্র্য।

ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণজ্যোতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়। বৈকুণ্ঠের বাহিরে প্রকৃতির পরপারে ব্রহ্মধাম বিরাজমান—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জল ॥

‘দ্বিত্বলোক’ নাম তার প্রকৃতির পার।

চিৎস্বরূপ, তাহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।

নির্বিশেষ জ্যোতির্বিষ বাহিরে প্রকাশ ॥

নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।

সামুদ্রের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

ব্রহ্ম প্রাকৃত ইঞ্জিয়ের অগোচর। জীবের স্বরূপসিদ্ধ জাতৃত্ব শক্তিদ্বারা মুক্ত পুরুষগণ তাঁহার অনুভব লাভ করেন। শ্রীভগবান্ যেমন তক্ত-বাৎসল্যাদিগুণে বিবিধ বিরুদ্ধার্থের আশ্রয়, ব্রহ্মে তাদৃশ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, সর্বদা স্বরূপমাত্রে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ বিগ্রহ, ব্রহ্ম কেবল-সুখ। শ্রীকৃষ্ণ সুখরূপ আনন্দমুর্ত্তি, সে রূপের কোন কালে কোথাও ব্যভিচার নাই। ব্রহ্মসাম্যুজ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপুরুক্রমে ।

কুর্কন্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিমিথ্যদুত গুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ অবিজ্ঞা-গ্রহিহীন আত্মারাম মুনিগণ উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এমনই হরির গুণ।

মুক্ত পুরুষগণ ও ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া মুক্তি হইতে ভক্তির গরিয়সী: অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন (২।৫।১৬) যং বৈ সর্ববেদা আনমন্তি মুমুক্শো ব্রহ্মবাদিনশ্চ। যাহাকে সমস্ত দেবতা, মুমুক্শু ও ব্রহ্মবাদিগণ নমস্কার করেন। ইহার শঙ্করভাষ্য—মুক্ত অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মসাম্যুজ্য পাইয়াছেন, এমন মুক্ত জীবও ভক্তির রূপায় দেহ ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করেন।

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহর্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভক্ত-মধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ জ্ঞানী উৎকৃষ্ট। জ্ঞানী অর্থে স্বামিপাদ কহিয়াছেন—আত্মবিৎ। আর শঙ্করাচার্য্যের অর্থ—বিশেষান্তত্ববিধ। এই উভয় অর্থ হইতে 'জীবমুক্ত' বুঝায়। শ্রীপাদ বলদেব দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিয়াছেন—শুকাদি। সুতরাং জ্ঞানী জীবমুক্ত—এই অর্থই সমীচীন। শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—জ্ঞানিগণের দেহাভিমান না থাকায় চিত্তবিক্ষেপের অভাবহেতু নিত্য মুক্ত হই ও একান্ত ভক্ত হই সম্ভব।

ভক্তি অথ পুরুষার্থের তিরস্কারকারিণী । যথা—

পুনঃ পুনঃ বরান্ দিৎস্ববিষ্ণুমুক্তিং ন যাচিতিঃ ।

ভক্তিরেববৃত্তা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥

(শ্রীহৃদ্যশীর্ষ পঞ্চরাত্র)

বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি মুক্তিও প্রার্থনা করেন নাই, সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি ।

যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দীশরথেষু যঃ ।

নৈচ্ছল্লোকং বিনা দাস্ত্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥

(শ্রীহৃদ্যশীর্ষ পঞ্চরাত্র)

যদৃচ্ছরূপে প্রাপ্ত হইলেও যিনি দশরথনন্দন বিষ্ণু হইতে দাস্ত্য ভিন্ন মোক্ষ অভিলাষ করেন নাই, সেই হনুমানকে নমস্কার ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (৫।১৮।১২)—

যন্তান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সকৈশ্চ নৈশ্চ ত্র সমাসতে সুরাঃ ।

ঈহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত ঋণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে অবস্থান করেন ।

যদি পারমাখিক নিষ্ঠাবিহীন অল্পজ্ঞ ব্যক্তির মুখে মোক্ষের তিরস্কার শুনা যাইত, তবে উহা অজ্ঞের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা হইত । শুকদেবাদি মোক্ষের তিরস্কর্তা বলিয়া উহা অমূলক নহে । সুতরাং সমুদয় মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ হইল ।

অত্যাগ্ৰ বৈদিক সাধনেরও ভগবৎপ্রীতিই মুখ্য ফল । যথা—

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্ঘোষ্টৈঃ সমাধিনা ।

রাধ্বং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ (ভাঃ ৩।৯।৪১)

পূর্ত (জলাশয় খনন), তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবৎপ্রীতি ইহাই তত্ত্ববিদগণের মত । ঐ স্বামি-
জিকা—ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদন্তীত্যাহ । পূর্তাদিভি রাধ্বং সিদ্ধং
যৎনিঃশ্রেয়সং ফলং তৎ মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতম্ । অস্ততুফলং
সতত্ত্ববিদাং মতমিতি ভাবঃ । তত্র তেষাং সাধনত্বঞ্চ ভক্তিদ্বারেতি জ্ঞেয়ম্ ।
তদেবং কথং তত্ত্ববিদাং মতং তত্রাহ—অহমাস্ত্রাগ্ননাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্
প্রেষসামপি । অতো ময়ি রতিং কুর্যাদেহাদির্ব্যংকুভে প্রিয়ঃ ।

আমার প্রীতি হইতে অধিক আর কিছুই নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, পূর্তাদির যে নিঃশ্রেয়স ফল তাহা মন্বিষয়িণী প্রীতি - ইহাই তত্ত্ববিদগণের মত। অন্য যে সকল ফল (স্বর্গাদি) সিদ্ধির কথা আছে সে সকল অতদ্বক্তাদিগের মত। তাহাতে পূর্তাদির ভক্তি দ্বারাই সাধনস্থ বুদ্ধিতে হইবে।

সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তির আবির্ভাব সম্ভব। পূর্তাদি কৰ্ম্ম এবং যোগের ফল ভগবৎপ্রীতি নহে। কৰ্ম্মাদি যদি ভক্তির সাহচর্য্য লাভ করে, তবে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব সাধনে সমর্থ হয়।

তত্ত্ববিদগণের মত এইরূপ কেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মা-সকলের আত্মা—অতি প্রিয়। যাহাদের জন্ম দেহাদি প্রিয় হয়, সে সকলের মধ্যে আমি প্রিয়তম। অতএব আমাতে রতি কর্তব্য। আত্মাসমূহের বর্ণিহীনীয় (স্বৰ্ণামণ্ডলস্থানীয়) পরমাত্মা আমি। অতএব আমি প্রিয় আত্মাসকলের প্রিয়তম হইয়া পরমাত্মা নিরবত-নির্দোষ। সেই আত্মাসমূহের জন্ম দেহাদি বস্তু প্রিয় হয়। আমি নিরবত প্রিয় বলিয়া সকলে আমাকে ভাল বাসিতে পারে। কেবল আমার সম্বন্ধে অজ্ঞতা-দোষ থাকায় তাগ করিতে পারে না।

অতএব অপবর্গ সকলের মধ্যে প্রীতির পরমোৎকর্ষকত্ব তত্ত্বপ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীপরীক্ষিতের ডাক্তিতে পাওয়া যায়—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিৱৈরহ ভক্তাঃ।

তেষাং যে কেচনৈহন্তে শ্রেয়ো বৈ মহাজাদয়ঃ।

প্রাযো মুমুক্শবন্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।

মুমুক্শাং সহশ্রেষু কশ্চিন্মুচ্যোত সিধ্যতি ॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে। (ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

পৃথিবীর রজঃ অর্থাৎ পরমাণুর ভ্রায় জীব অসংখ্য। তন্মধ্যে মহামুজাতি অল্প। তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক জীব শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বাস্তব মঙ্গলের জন্ম চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী। সহস্র সহস্র মোক্ষাভিলাষীর মধ্যে - কেহ মুক্তিলাভ করেন। কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধমধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি অতি দুর্লভ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল-ভক্তিবিমোদ-ঠকুর-বিরচিত-সম্বোদন-ভাষ্যানুবাদঃ]

(পূৰ্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

নাম্নামকারী বহুধা নিজশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিরমিতঃ স্মরণে ন কালঃ

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান্মাপি

দুর্দৈবমীদৃশমিহাজানি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

সম্বোদন-ভাষ্যম্

তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমপি চতুর্বিধম্ ।
নাম্নো হি সর্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বে চ নামকীর্তনশ্চ
সর্বোপাদেয়ত্বং দর্শয়নাদৌ ভগবান্মানি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তি-
করণেচ্ছয়া ভগবতশ্চৈতন্যদেবশ্রোক্তিঃ—হে ভগবান্ ! মাং নিরাশ্রয়ং
দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্য-গৌণভেদেন স্ননামানি বহুধা
প্রকাশিতানি । হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণু-ত্যাди-মুখ্য-
নামানি । ব্রহ্ম-পরমাত্ম-নিয়ন্তৃ-পাতৃ-শ্রষ্টৃ-মহেন্দ্রেত্যাदि-গৌণনামানি ।
পুনশ্চ নিজসর্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্ত-সামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি
ভবতাপিতা । তদৃশথা, “ন হি ভগবন্ন্যটিতমিদং হৃদদর্শনান্‌গামখিল-
পাপক্ষয়ঃ । যস্মান্‌ সকৃচ্ছবণাং পুঙ্কশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাং ॥
বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ । তাবন্তি হরিনামানি
কীর্তিতানি ন সংশয়ঃ । ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বণঃ ।
অধীতান্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত
মা সাম পঠ কিঞ্চন । গোবিন্দেতি হরেন্নাম গেয়ং গায়ত্ৰ্য নিত্যশঃ ॥
অবমশ্চ চ যে যান্তি ভগবৎকীর্তনং নরাঃ । তে যান্তি নরকং ঘোরং
ভেন পাপেন কৰ্ম্মণা ॥ এতন্নিব্বিক্তমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্নামানুকীর্তনম্ ॥ আশ্চ জানন্তো নাম
চিহ্নবক্তন্থ মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ॥ ওমিত্যেতদব্রহ্মণোপদিষ্টং

নাম যস্মাদ্ভ্যুচ্চার্যমাণমেব সংসার-ভয়াস্তারয়তি, তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে তারঃ ।
 স কুহুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ । বন্ধপরিকরন্তেন মোক্ষার
 গমনং প্রতি ॥ তদস্মাসারং হৃদয়ং বতেদং বদগৃহমাগৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
 ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররূহেষু হর্ষঃ ॥ মধুর-
 মধুরমেতন্মজ্জলঃ মজ্জলানাং সকলনিগমবল্লীসং-কলং চিৎস্বরূপম্ ।
 স কুদপি পরিগীতঃ শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ
 কৃষ্ণনাম ॥ গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ । ইতি ব্রবীমি
 তে সত্যং ক্রীত্বাহং তস্য চার্জুন । নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-
 বিগ্রহঃ । পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নতান্নামনামিনোঃ ॥ অতঃ
 শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদগ্রাহমিন্দ্রিয়ৈঃ । সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
 স্বয়মেব স্মরতাদঃ ॥” ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-তত্ত্ববাক্যেন নাম্নঃ সর্ব-
 শক্তিৎ জ্ঞাপিতম্ । কৰ্ম্মজ্ঞানাদিসাধনে কালাদেশপাত্ৰাদিনিয়মো
 বলবান্ । কিন্তু তব নামস্মরণে তত্ত্বনিয়মোহপি ন কৃত ইতি নাম-
 বিষয়েহপারকুপা মাং প্রতি ভবতা দর্শিতা । পরন্তু মম হৃদৈববশাৎ
 ভবন্মানি মমানুরাগো ন অজনি । হৃদৈবমত্র নামাপরাধঃ, এতদুক্তং
 ভবতি । ভগবদ্বহিনুখৌ জীবৌ মায়া নির্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়-
 ব্যাপারে বদ্ধঃ । কদাচিদপি ভগবৎসাম্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে ।
 পরমেশ্বরস্ত কৰ্ম্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্ত নিত্যমজ্জলং ন ভবতীতি
 বিচিত্র্যাপ্যারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তেহ্লাদিনী-সারবৃষ্টিভূতাং ভক্তিং
 জীবহৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান্ ।
 পরন্তু শ্রদ্ধাপি তন্নামমাহাত্ম্যং, জপ্ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশত-
 তদানুরাগঃ সীদ্য জীবস্ত ন ভবতি ! এতেন শ্রদ্ধাবত্যাং গুরুমুখ্যনাম-
 অবগানস্তরং সর্বদৈব নামাপরাধান্ পরিত্যজ্য যথাসাধ্যং নামকীৰ্ত্তনমেব
 কর্তব্যমিতি সূচিতম্ । অপরাধশ্চেষ্টতে—সত্যং নিন্দা নাম্নঃ পরম-
 মপরাধং বিতনুন্তে যতঃ খ্যাতিং যাত্তং কথম্ সহতে তদ্বিগ্ৰহাম্ ।
 শিবস্ত্রীবিষ্ণোর্ঘ ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু
 হরিনামাহিতকরঃ ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো

হরিনাম্নি কল্পনম্ । নাম্নো বলাদ্যস্ত হি পাপবুদ্ধিন্ বিতুতে তস্মৈ
 যমৈর্হিশুদ্ধিঃ ॥ ধর্ম-ব্রতত্যাগহতাদি সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।
 অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ শ্রদ্ধাপি
 নামমাহাত্ম্যং যঃ শ্রীতিবহিতোহধমঃ । অহংমমাদিপরমো নাম্নি
 সোহপ্যপরাধকৃৎ § ॥ নামরূপপরাণাং কর্মাস্তুর্গত-পাপত্যাগপুণ্যসঞ্চয়-
 চেষ্টা ন কর্তব্য, তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কর্মাদিকারশূণ্যত্বাৎ,—কিন্তু তে যদি
 নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি, তর্হি তদাপরাধহানায় তেষাং বা ব্যাকুলতা-
 তয়াহবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তদপরাধাবসর-বিনাশেন নিসর্গ-
 তয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূণ্যং কুর্বন্তি । শাস্ত্রধাক্যং যথা—
 “নামাপরাধযুক্তানাং নামান্তেব হরন্ত্যমম্ । অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি
 তান্তেবার্থকরাণি চ” ইতি । যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্নানুরাগো
 জায়তে, তদা তেষাং সর্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টম্ ॥ ২ ॥

সম্বোধন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্বিধ । নামের সর্বানন্দবীজ-
 স্বরূপস্বেও নাম-নামীর অভেদত্বে নামকীর্তনের সর্বোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন
 করিবার জন্য সর্বাগ্রে ভগবন্নামে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্
 শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তি, — হে ভগবান্ ! হে করুণাময় ! আমাকে
 নিরাশ্রয় দেখিয়া আপনি কৃপাপূর্বক নিজ নাম মুখ্য ও গৌণভেদে নানা-
 প্রকার প্রকাশিত করিয়াছেন । হর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু
 ইত্যাদি মুখ্য নাম এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তৃ, পাতৃ, শ্রষ্টৃ, মহেন্দ্র ইত্যাদি
 গৌণ নাম । পুনরায় নিজসর্বশক্তি ও স্বরূপশক্তির সমস্ত সামর্থ্য সেই মুখ্য
 নামে অর্পণ করিয়াছেন । ইহার প্রমাণ যথা,—“হে ভগবান্ ! আপনার
 দর্শনে যে-মানবের অখিল পাপক্ষয় হয়, ইহা অঘটনীয় নহে ; যেহেতু একবার-
 মাত্র ঐহার নাম শ্রবণে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয় । দ্বিজগণকর্তৃক
 যে পরিমাণে বেদাঙ্কর পঠিত হন, সেই পরিমাণে হরিনাম কীর্তিত হন,
 ইহাতে সংশয় নাই । যিনি ‘হরি’—এই দুইটি অঙ্কর উচ্চারণ করিয়াছেন,

† শ্রদ্ধেইপি নামমাহাত্ম্যো ; § অহংমমৈতি পরমঃ সোহপি নাম্যপরাধকৃৎ—
 ইতি পাঠভেদঃ ।

তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন জানিতে হইবে। ঋগ্-যজু-সাম কিছুই পাঠ করিও না। ‘গোবিন্দ’—এই গেস হরিনাম নিত্যই গান কর। যে ব্যক্তি ভগবৎকীর্তনকে অবজ্ঞা করে, সে সেই পাপকর্ম দ্বারা ঘোর নরকে পতিত হয়। হে রাজন্! বাঁহারা সংসারে নির্বেদ প্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, বাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং বাঁহারা আত্মারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্তন ও শ্রবণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব আচার্য্যগণ-কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিবক্ষ্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। ‘ওঁ’ এই নাম ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই নামোচ্চারণই সংসার-ভয় তারণ করে বলিয়া ইহার নাম ‘তার’ অর্থাৎ তারক। যিনি নিরপরাধে “হরি” এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিবার জন্ত বদ্ধপারিকর হইবেন। হরিনাম গ্রহণেও বাঁহার হৃদয় বিগলিত চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং আনন্দে রোমসমূহ উদ্গত হয় না অর্থাৎ পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য অর্থাৎ নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে। এই হরিনাম সর্বপ্রকার মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতেও অুমধুর এবং নিখিল শ্রুতিস্মৃতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায় হউক, মনুষ্য যদি একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। আমার নাম গান করিয়া যিনি আমার নিকটে বিচরণ করেন, হে অর্জুন! আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা তোমায় সত্য করিয়া বলিতেছি। ‘কৃষ্ণনাম’ চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে কোনই ভেদ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ং স্পৃষ্টলাভ করেন।—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-তত্ত্বব্যাক্যের দ্বারা নামের সর্বশক্তি জ্ঞাপিত হইয়াছে। কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনে কাল-দেশ-পাত্রাদির নিয়ম বলবান্। কিন্তু তোমার

নামস্মরণে সেই সেই নিয়ম কিছু কর নাই--এই নাম বিষয়ে আমার প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু আমার দুর্দৈববশতঃ তোমার নামে অহুরাগ জন্মিল না। দুর্দৈব এখানে নামাপরাধ, তাহাই কথিত হইতেছে।

ভগবৎসিঁখু জীব মায়ানির্মিত বিধে নানাবিধ বিষয়ব্যাপারে বদ্ধ, কখনও ভগবৎসামুখ্যের জ্ঞান চেষ্টা করে না। কৰ্ম্মজ্ঞানাদিবিধি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল নাই—এই চিন্তা করিয়া অপার করুণা বশতঃ স্বীয় স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারবুত্তিভূতা ভক্তি জীবহৃদয়ে প্রকটিত করিবার জ্ঞান তন্নাভের উপায় স্বরূপ নিজ নাম প্রকাশিত করিলেন। সেই নাম শ্রবণ ও জপ করিয়াও নামাপরাধহেতু নীত্ৰই জীবের নামে অহুরাগ হয় না। গুরুমুখ হইতে নামশ্রবণান্তর নামাপরাধশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাবন্তদের সর্বদা যথাসাধ্য নামকীৰ্ত্তনই কর্তব্য—ইহা দ্বারা স্মৃতি হইয়াছে। অপরাধসমূহ যথা—“(১) সাধুদিগের নিন্দা শ্রীনাথের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর স্থায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী-বিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবা দি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ দেখির মনে করে, তাহার নামাপরাধ ঘটে এবং উহা নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিদগুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্যালিঙ্গজ্ঞানে অবজ্ঞা করা; (৪) বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বোধ করা; (৬) ভগবন্মামকে কল্পনা বলিয়া মনে করা; (৭) যাহার নাম বলে পাপ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, বহু যম-নিয়ম প্রভৃতি যোগক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামের সমান জ্ঞান করা অনবধান বা প্রমাদ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণ বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশদান; (১০) যে ব্যক্তি নামের অন্তত মাহাত্ম্য শুনিয়াও ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।” নামজপ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কৰ্ম্মাস্তগত পাপত্যাগ পুণ্যসঞ্চয় চেষ্টা কখনও কর্তব্য নহে কারণ তাঁহাদের কৰ্ম্মাধিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি তাঁহারা নামাপরাধযুক্ত হন, তাহা হইলে যখন অপরাধ ক্ষয়ের জ্ঞান ব্যাকুলতা জন্মিবে, তখন সেই সেই

অপরাধবশুর বিনাশের নিমিত্ত ব্যাকুলতার সহিত অবিশ্রান্তিপ্রযুক্ত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় তদপরাধশূন্য হইয়া যাইবে। শাস্ত্রবাক্য যথা, — “নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য। যখন নামাপরাধ শূন্যহেতু শ্রীহরিনামে অনুরাগ জন্মে, তখন তাঁহাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই উপদিষ্ট।

[ক্রমশঃ]

— ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমস্তী মহারাজ

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

আমলাযোড়া

[নামহট্ট-প্রাঙ্গণ]

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবেশ

শ্রীঠাকুর—হা ভগবান্ শচীনন্দন গোরহরি ! কবে জগতের সর্বত্র আপনার নাম প্রচারিত হবে। কবে জগতের সমস্ত লোক আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করে আপনার কৃপাসিক্ত হয়ে উদ্ধার হবে। ওগো দয়াল, আপনার চরণে এই অধমের প্রার্থনা আপনি কৃপা করে জগৎবাসীর সর্বপাপ মার্জনা করে তাদের উদ্ধার করুন !

[ভক্ত ক্ষেত্রবাবুর প্রবেশ]

ক্ষেত্রবাবু—(দণ্ডাংপূর্বক) ঠাকুর, একজন বাবাজী মহারাজ আপনার দর্শনে আসছেন।

শ্রীঠাকুর—মাচ্ছা আসুন !

[ইত্যবসরে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

শ্রীঠাকুর—(শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ) আত্মন দেব ! কৃপা করে আসন গ্রহণ করুন !

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ।]

শ্রীজগন্নাথদাস—কেমন আছ বাবা ? ভজন কুশল তো ?

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ দেব ! আপনার কৃপায় ভজন-কুশলেই আছি ।

শ্রীজগন্নাথদাস—এখানে কি নামহট্ট স্থাপন করেছ ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ দেব !

শ্রীজগন্নাথদাস—তুনি নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম আবিষ্কার করেছো ?

শ্রীঠাকুর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও আপনার প্রেরণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল জানতে পেরেছি মাত্র । একদিন নবদ্বীপধামের ‘রাণীর ধর্মশালার’ ছাদে বসে হরিনাম করার সময় গভীর অন্ধকার রাত্রে উত্তরাংশে একটা উচ্চ তালবৃক্ষের সংলগ্ন অলৌকিক দ্রব্য ও আলোকময় অট্টালিকা দেখতে পাই । তৎপরে ঈশ্বর নরহরি সরকার ঠাকুরের “শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, “শ্রীচৈতন্যভাগবত”, কৃষ্ণনগর কালেক্টরীতে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্র আলোচনা করে ও বল্লালদীঘি গ্রামে গিয়ে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের বাচনিক বহু তথ্য জেনে ঐ আলোকদৃষ্ট স্থানে গিয়ে ঐ স্থানটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল ব’লে উপলব্ধি করি ।

শ্রীজগন্নাথদাস—তোমার সাধনা-লব্ধধাম সত্য । আমাকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নাবেশে জানিয়েছেন যে, তাঁর আবির্ভাব-ধাম সম্পর্কে তোমার অহুসঙ্কান ও উপলব্ধি সত্য । শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচারে ব্রতী হও,—এই আশীর্বাদ করি । তা’ বাবা, এই নামহট্টের কার্য কোথায় কোথায় চলছে ?

শ্রীঠাকুর—নবদ্বীপের অন্তর্গত গোক্রম-দ্বীপে, রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে, হুর্গাপুর স্টেশনের নিকটে, ঘাটাল, রামজীবনপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে নাম-হট্ট স্থাপনপূর্বক আপনার আশীর্বাদে শ্রীনাম-প্রচর অগ্রসর হচ্ছে ।

ক্ষেত্রবাবু—(শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রতি) মহারাজ !
 শ্রীঠাকুরের আরও ইচ্ছা আছে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানে শ্রীধাম
 মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরহরির বিগ্রহসেবা-প্রকাশ করবেন এবং শ্রীধামের
 মহিমা প্রচারার্থে ‘শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা’ গঠন করবেন।
 শ্রীঠাকুরের “ভাগবত স্পিচ্”, “কৃষ্ণ সংহিতা” প্রভৃতি গ্রন্থ কলি-
 কাতার বিষদ সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অমৃতবাজার
 পত্রিকার স্থাপয়িতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ
 আগ্রহে শ্রীঠাকুর কলিকাতা মহানগরীতেও হরিকথা কীর্তনমূলে
 বহু বক্তৃতা করায় তৎপ্রবণে কলিকাতাবাসীমায়েই হরিনাম প্রচারে
 বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েছেন।

শ্রীজগন্নাথদাস— (সানন্দে) বাঃ, বাবার প্রচার কার্য্য জগতে
 আলোড়নের সৃষ্টি করেছে দেখছি। বাবা আমার নামাবতার।

শ্রীঠাকুর—দেব ! আজ এখানে হরিবাসর উৎসব হবে। এখানকার ভক্তমণ্ডলী
 আপনাকে এই অস্থানে সভাপতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছা করেন।

শ্রীজগন্নাথদাস—আমাকে শীঘ্র ব্রজমণ্ডলে ফিরে যেতে হবে বাবা !
 তীর্থ-ভ্রমণের জন্ত বেড়িয়ে অনেকদিন ব্রজ ছাড়া হয়েছি। হঠাৎ
 মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম। আবার
 হরিবাসরে থাকতে গেলে দেবী হয়ে যাবে।

শ্রীঠাকুর—দেব ! আমিও আপনার সাথে বৃন্দাবন যাবো। আপনাকে
 এই বৃদ্ধবয়সে একাকী ছেড়ে দিতে পারি না। আপনি কৃপা-
 পূর্বক এই মহোৎসবে যোগ দিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়।

শ্রীজগন্নাথদাস—তাই হোক ! তোমার স্নেহের টানে আমি বন্দী।

শ্রীঠাকুর—আমুন দেব ! ভিতরে বিশ্রাম করবেন।

[সকলের প্রস্থান।]

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীগোক্রম

[শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যাইবার পথ]

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়াদেবী—কি আশ্চর্য্য, আজ সারা ভারতবর্ষ হরিনামে মাতোয়ারা !
 কোথাও কান পাতা যায় না, সর্বত্রই কীর্তন-ধ্বনি। সারা বাংলা,

বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই আজ আপামর পণ্ডিত, মূর্খ, সকল শ্রেণীর ভক্তগণই শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আকৃষ্ট। আবার তাঁর চতুর্থ তনয়রূপে বিনোদ-বৈভব-প্রভুৱর শ্রীপুরুবোস্তমক্ষেত্র মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-লীলার সূত্রপাতও দেখা দিয়াছে। হা ভগবান্, এতদিন শ্রীঠাকুরের ভৌমলীলায় আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ও এখনও বেড়াচ্ছি। অতঃপর তাঁর চতুর্থ পুত্রের লীলার অভিনব চমৎকারিতায় আমাকে কি ক্রমে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে!

(গীত)

হায় হায় এবে আমি কি করি উপায়
কোথা গেলে পাব পুনঃ নির্ভয়েতে ঠাই ॥
ভারত-মাঝারে আমি যে দিকে তাকাই।
দেখি সবে চতুর্দিকে হরিনাম গায় ॥
নিগুণ-স্থানেতে যেতে নাহি অধিকার।
সেই হেতু হেথা সেথা ভ্রমি চারিধার ॥
কোথাও না পেয়ে শান্তি কাঁদিয়া বেড়াই।
হা, হা, হরি! এ দাসীরে দাও কিছু ঠাই ॥

[মায়াদেবী এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন।]

[কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

কৃষ্ণদাস—এমন করুণ গীতি গাইছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—(উত্তর না দিয়া মাথা নত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণদাস—একি, আপনি কাঁদছেন? কি হয়েছে আপনার?

মায়াদেবী—কিছু হয় নি। (চোখের জল মুছিলেন।) কে আপনি? এই অসময়ে এখানে?

কৃষ্ণদাস—আমি এখানে অসময়ে আসি নি দেবী। আমি শ্রীঠাকুরের সেবক। এই পথে ঠাকুরের সেবকেরাই যাতায়াত করেন। বরং এই আশাঢ়ীয় রোদ্রে আপনি এখানে একাকী অসময়ে কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমার গমনাগমনের বা গতিবিধির সময়-অসময় সম্পর্কে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কৃষ্ণদাস—তা' কি হয় দেবী! আপনি পথ চিন্তে না পেরে যদি বিপথে চলে আসেন, তা'র খোঁজ খবর নিয়ে আপনাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিয়া কি আমার কর্তব্য নয়?

মায়াদেবী—কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে আপনার বিবেক বোধ ভালই দেখছি। তা' আপনি কতদিন শ্রীঠাকুরের সেবকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন?

কৃষ্ণদাস—এত খবর নিচ্ছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমি এর পূর্বে আপনাকে দেখিনি, তাই বলছি।

কৃষ্ণদাস—আপনি প্রায়ই ঠাকুর-সম্মিধানে আসেন নাকি?

মায়াদেবী—না।

কৃষ্ণদাস—তবে আমাকে দেখিনি বলছেন?

মায়াদেবী—আজ যেমন আপনাকে দেখছি, এরকম এর পূর্বে তো দেখিনি তাই বলছি।

কৃষ্ণদাস—কিছুদিন পূর্বে শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সেবক।

মায়াদেবী—উঃ, ঐ ঠাকুর ও আপনারাই আমার সর্বনাশ করছেন।

কৃষ্ণদাস—সর্বনাশ? কিরূপ সর্বনাশ করছি দেবী?

মায়াদেবী—সবই আমার পোড়া কপাল ঠাকুর! সবই আমার পোড়া কপাল! (ক্রন্দন)

কৃষ্ণদাস—আবার কাঁদছেন দেবী?

মায়াদেবী—হ্যাঁ। এখন একটু কেঁদেই শান্তি পাই। আপনাদের জালায় আমাকে ক্রমে ক্রমে স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে ঠাই-হারা হ'তে হ'তে হয়তঃ অবশেষে আমাকে এ পৃথিবীও ত্যাগ করতে হবে।

কৃষ্ণদাস—কে আপনি?...কোথায় থাকেন?

মায়াদেবী—আমার নাম মায়াদেবী। আপনার ঠাকুর যেখানে থাকেন আমি সেখানে থাকি না, — থাকতে পারি না। আসলে তাঁর সম্মুখে যাবার আমার অধিকার নেই।

কৃষ্ণদাস—ও, বুঝেছি। ‘নীয়তে অনয়া ইতি মায়া’। আপনিই সেই মায়াদেবী! নমস্কার আপনাকে।

মায়াদেবী—হ্যাঁ, আমিই সেই মায়া। আমি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি। আমিই জীবগণকে মোহিত করি ও তা’দিগে আত্ম-স্বরূপ জানতে দিই না। কিন্তু একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তি, প্রপত্তি বা শরণাগতি করলে আমি সেখানে যেতে পারি না।

কৃষ্ণদাস—তাই বুঝি আপনার আক্ষেপ যে, শ্রীঠাকুরের অনুগ্রহে লোকে শুদ্ধভক্তি লাভে তৎপর হওয়ায় আপনার পাপ-মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অহো, আপনার সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকাও আমার পক্ষে শুভ নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন, —

“কৃষ্ণবহির্গুণতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণানুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।”

মায়াদেবী—আমাকে এত ভয়? হাঃ...হাঃ...হাঃ, আচ্ছা আমি চলেই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

কৃষ্ণদাস—হে ভগবান, মায়াময় এই সংসারে আপনি আমার আশ্রয়স্থল হউন। আপনি শ্রীগীতায় স্বয়ং বলেছেন, —

“মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়াযেতাং তরন্তি তে।”

ওগো নাথ, আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে ঐ মায়ার ফাঁদ থেকে আমার স্বক্ষা করুন।

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

যাই—শ্রীগুরুদেবকে এই সংবাদ জানাই গে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আজ ঐ মায়া-পিণ্ডাচারী কবল থেকে মুক্তি পেতাম না!
ওয় শ্রীগুরুদেব! (প্রস্থান) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বৈষ্ণবধর্ম

পরিদৃষ্টমান জগতের সকলবস্তুর আকর 'বিষ্ণু'। সেই বিষ্ণুর মায়ায় দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্তবস্তুর বলিয়া প্রতীতি হয়। ষাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকস্বত্রে সেবাশ্রুতির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। ষাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' জানেন না, তজ্জন্তু আবৃত বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব' অভিমান করেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম বাঞ্ছন করেন। পূর্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্যধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়নিবিশেষবাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্বিলাসবাদী। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিতাসেবা হয় না। পরবোমে চিদ্রুতির দ্বারা চিন্ময়-বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টি কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্তাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত প্রেমের ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবাশ্রুতি' ভোগশ্রুতিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতিলাভ করিয়াছে। শ্রীগোরাহরদেবের প্রচারিত মুনির্মল বৈষ্ণবধর্মটি সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম'। তাহা জীবমাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্বজনীন ধর্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্মে কোনপ্রকার ব্যতিচারাদি অসচেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধধর্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবকে কোনপ্রকারে অসম্মান করিবেন, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত অপরাধ আর নাই; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য বোধে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রাঘরামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা-প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অদ্বৈতচার্য্যাকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবী-দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাতেই বিপ্রভু লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই ‘গোস্বামী’ নামে পরিচিত। ষড়্গোস্বামী তাঁহার দাম্পত্যস্বল। গোস্বামী উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্যগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সদৃশগুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্তকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য নহেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌলিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবসদৃশগুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসংসঙ্গত্যাগকেই ‘বৈষ্ণবাচার’ বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অসংসঙ্গ দ্বিবিধ; (১) জ্ঞানঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্মের বিপরীত মতবাদ। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাঁহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্মের আদর করেন নাই। “চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতেও সে রোরবে পড়ি মজে ॥”—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু ‘নামাপরাধ’ ও ‘নামাভাস’ হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু ‘ভীবে দয়া’ প্রচার করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্বত্র হরিকীর্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রচারের নামে অশ্লাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে ‘প্রেম’ই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্মূল বৈষ্ণবধর্ম বর্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্ত ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্মপরায়ণ নিরপেক্ষ ভগবৎসেবকগণ বিভিন্ন স্থানে “শ্রীগৌড়ীয়মঠ” শ্রীমদমহাপ্রভুর জন্মস্থানে ‘শ্রীচৈতন্যমঠ’ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র সার্কজনীন বৈষ্ণবধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠনপাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্-

ভাগবতাদি শাস্ত্রে স্থনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহারা সকলকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্যেও দোষারোপ করিবার ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাদ্দপদ হন না। ইহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন!

সংগ্রহ করুন!!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু

এর

“স্বয়ং-ভগবদ্ভা-প্রতিপাদক কতিপয় শাস্ত্রীয়-প্রমাণ”

ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তদীয় অলৌকিক লীলাসমূহ এবং তাঁহার স্বয়ং-ভগবদ্ভা সম্পর্কীয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্রাদি বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণাবলী সংস্কৃত-শ্লোক ও বাংলা-পয়ার প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় অপূর্ব-ভাবে গুহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

আনুকূল্য—১০০ টাকা মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পতিতপাবন দীনবন্ধু, জগজ্জীবের মঙ্গলময় কর্তা। ভগবানে বিশেষভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদের করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ বিপদাপদে নান্যগতি হইয়া ভগবানের শরণ লইলে বিপত্তঞ্জন হরি তাহাদের উদ্ধারমানসে জীব-জগতে অবতরণ না করিয়া পারেন না। বিশেষ করে তিনি ভক্তবৎসল হরি। ভক্তদের উপর কাহারও ক্রোধদায়ক কোন অশুভ কার্য্য ঘটিলে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ এই অমঙ্গল থেকে ভক্তদের রক্ষা করিয়া থাকেন এবং শৈরাচারীদের বিনাশ সাধন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্ততামি যুগে যুগে ॥

ভগবান্ নিগুণ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, নিত্য বর্তমান ও ত্রিকালসত্য। তিনি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও জীবসমূহের সৃষ্টিকর্তা। জীবের মঙ্গলার্থে কখনও কখনও স্বীয় চিহ্নচিহ্নিশে ভৌমধামে আবির্ভূত হন এবং বিবিধ আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য মর্ত্তধামে বিভিন্ন লীলাভিনয় করিয়া থাকেন।

কস্মিন্ কালে ধরিত্রীদেবী অমুরদের প্রবল অত্যাচারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা অপরাপর দেবতাগণকে লইয়া ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুর আরাধনায় ব্রতী হন। পতিতপাবন শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতাগণের আরাধনায় প্রীত হইয়া বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে ভৌমলীলা প্রকাশে তাহাদের সম্মতি দেন এবং দেবতাগণকে ভৌমগোকুল-বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

একদা দৈত্যরাজ কংসপিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া যদুকুলোদ্ভব ব্রজবাসিগণকে নির্যাতন করিবার মানসে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কংস সূর্য্যকুলোদ্ভব নরপতি বশুদেবের সহিত স্বকুলোদ্ভবা স্বানুজা দৈবকীর গুপ্তপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করতঃ বশুদেব মহারাজের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে নিজেই রথের সারথী নিযুক্ত হন। বিবিধ প্রকার বাতাসজীত মুখরিত পবিবেশে অতুলনীয় আনন্দ সমারোহের সহিত এক দিবা শোভনীয় যানে কংসের পরিচালনায় সন্ততিবিবাহিত বশুদেব মহারাজ ও দেবকীমাতা গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। এইভাবে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হঠাৎ দৈববাণীর বজ্রাঘাত সদৃশ অমঙ্গল ধ্বনিতে কংসের হৃদয়ানন্দের মনুমেন্ট সূহসা বিচূর্ণ হইল। দৈববাণীতে স্বীয় ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিলোমরূপে দেবকীর উপর

ক্রোধ সঞ্চারিত হইতে থাকিল এবং ভগিনী দেবকীকে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর
বুক থেকে অপসারণ করিতে অসি সমুদ্রত করিল। এমন অবস্থায় মহাত্মা
বল্লভদেবমহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্ত্রীহননরূপ গহিত কল্পপিপাসু কংসের
ক্রোধ সম্বরণে সন্তোষপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—

শ্লাঘনীয়গুনঃ শূরৈর্ভবান ভোজযশস্করঃ ।

স কথং ভগিনীং হত্যাং স্ত্রিয়মুদাহপর্কণি ॥ (ভাঃ ১০।১।৩৭)

ভোজরাজ বংশের গৌরবস্বরূপ হইল কংস, যাহার গুণাবলী বীর সমাজের
প্রশংসার্থ, সেই সচরিত্র ব্যক্তি কেমন করিয়া বিবাহোৎসব-বাসরে স্বানুজাকে
বধ করিতে পারেন। এইভাবে বিচক্ষণাত্মা বল্লভদেব নানাপ্রকার শাস্ত্রবাক্য
ও নীতিবাক্য শ্রবণ করাইয়া সুহৃদ্বধ হইতে পাপাত্মা কংসকে নিবৃত্ত
করিলেন। তাহার যত সন্তান সন্ততি হইবে ইহা সমস্তই কংসের হাতে
অর্পণ করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। তারপর বল্লভদেব মহারাজ
রাজভবনে গমন করিলেন।

দুষ্টমতি সন্ধিদ্ধচিত্ত কংস বল্লভদেব মহারাজের কথায় বিশ্বাস স্থাপন
করিতে পারিল না। তখন বহু দ্বারপ্রহরী সংরক্ষিত একটি কারাগারে বল্লভদেব
ও দেবকীকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত
হইলে দেবকীর প্রথম গর্ভজাত পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কংসের হাতে ঐ পুত্র সন্তানকে অর্পণ করিতে কংসালয়ে
আসিলেন। সত্যে এতাদৃশী আস্থা দেখিয়া কংস বল্লভদেবের প্রতি সন্তুষ্ট
হইয়া পুত্রকে ফিরাইয়া দিল এবং বলিল অষ্টমগর্ভজাত সন্তানই তাহার
প্রাপ্য। এইভাবে প্রথম সন্তান হইতে ষষ্ঠ সন্তান পর্যন্ত প্রত্যেককে কংস
বল্লভদেব মহারাজকে ফিরাইয়া দিল। এমন সময় নারদ কংসের নিকট
আসিয়া জ্ঞানাইলেন,—“পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্ত
দেবতাগণ মথুরা-বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া
যত্ববংশের সকল নরনারী ও ব্রজবাসী এবং বল্লভদেবের চয় পুত্র সন্তানকে
মৃত্যুর কারণ জানিয়া তাহাদের নিধন কার্যে কংস লিপ্ত হইল এবং বল্লভদেব
দেবকীকে কারাগারে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিলেন।

এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই মহিষী দেবকীর সপ্তম গর্ভে শ্রীশঙ্কর-বলদেব
আবির্ভূত হইলেন। ভগবদাদেশে যোগমায়া দেবী বলদেবকে রোহিণী
গর্ভে স্থাপন করিলেন। এদিকে সকল গোপনারী দেবকার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে
মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনতিকাল বিলম্বে কৃষ্ণ শ্রয়ং

দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগমায়াও ভগবদাদেশে একই সময়ে বৃন্দাবনস্থ নন্দালয়ে যশোদাগর্ভে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। কংস দেবকীর অপূর্ব দেহলাবণ্য ও জ্যোতির্ময়রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণই যে এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিতে পারিয়া সন্তুষ্টিচিন্তে কৃষ্ণকে মারিবার জন্ত কালক্ষেপ করিতেছিল। অপরদিকে দেবতাগণ দেবকীর গর্ভজাত সৰ্বকামবর্ষী ভগবানকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—সত্যব্রতং সত্যপুং ত্রিসত্যং সত্যশ্রুযোনিং নিহিৎসু সত্যে।

সত্যশ্রু সত্যমুতসত্যানেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

ভগবান্ সত্যসংকল্প, সত্যব্রত, সমদর্শন, ত্রিসত্য ও সত্যাত্মক প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্তুবাদি পাঠ করিয়া দেবকীকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক দেবতাগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

দু'চার কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'শ্রবণ-কীর্তনাদি যখন জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সে সময়ে ঐ গুলিকে জড়াক্রমের অনুষ্ঠান বলা যায় না, জড়ক্রিয়া-মাত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জড়ক্রিয়া-দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্মের অনুশীলন করিবার কথাই এখানে পাওয়া যাইতেছে। অচিদ্বস্তির দ্বারা চিদ্বস্তির উদ্বোধন হয় না, ইহা ত' পূর্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও তাহাই ত' দাঁড়াইল।' আমরা অচিদ্বস্তির দ্বারা চিদ্ব্যাক্তের সন্ধান লইতে চাই, জড়চেষ্ঠা দ্বারা সেবাবৃত্তিকে জয় করিয়া ফেলিতে চাই বলিয়া জড়চেষ্ঠা অসদ্বস্তির প্রতি আমাদের একটা নৈসর্গিক প্রীতি আছে। সেই প্রীতির বশীভূত হইয়াই অর্থাৎ অচিতের চশমা চক্ষে দিয়াই চিদ্রাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার করি, প্রত্যঙ্গুথ হইয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য আমরা রাখিতে পারি না। কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি জড়কৰ্ম্মমাত্র, আত্মধর্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গসমূহ তাহা নহে। ভক্তি সর্বদাই চিন্ময়ী, আমার জড়ান্ধমান থাকা পর্যন্ত জাহাকে আমার নিকট জড় বলিয়া মনে হয় মাত্র। আত্মধর্মের অনুসরণে অর্থাৎ আত্মবিদের আনুগত্যে জড়ক্রিয়াসাম্যে ভক্তির

অনুশীলন করিলেও ক্রমে ক্রমে আত্মবৃত্তি ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হন।
আত্মায় যাহা নাই, জড়মনের আনুগত্যে তাহার অনুশীলন করিতে গেলে
জড় মনোবশ্বের বাধাই প্রবল হইবে, আত্মবৃত্তি জাগিবে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ বা চতুষষ্টি প্রকার যে ভক্তির অঙ্গসকল আছে,
কন্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। সুতরাং তাহা-
গিকে ভক্তির অঙ্গ কোন্ সময় বলিব? ভক্তিপথের পথিক হইয়া যিনি
সাধন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাধন করুন না কেন,
তাহার অবস্থান অনিত্য নহে। আজ সাধ্যের উপায় বলিয়া যাহাকে
একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্তুর পাওয়া হইয়াছে মনে
হইলে অনাবশ্যক বোধে কন্মী ও জ্ঞানী সেই সকল অনুষ্ঠানকে কাকবিষ্ঠাবৎ
পরিত্যাগ করেন, কন্মী ও জ্ঞানী জড়ভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত
থাকিয়া চিদভূতি পাইবার আশা করেন এবং আপন কর্ত্ত্বের দ্বারা
পরিচালিত হইয়াই সকল অনুষ্ঠান করেন। ভক্তিয়াজী সর্বদাই আত্মবৃত্তির
অনুগত হইয়া শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদভিখারী; তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য
ও অন্তে গুরুকৃষ্ণের রূপাধার চালিত হন। “ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান
জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥” ভক্তিলতার বীজ আত্মাতে
উপ্ত হইয়। গুরুকৃষ্ণের রূপা কিছু দেহ বা মনের উপর হয় না। গুরুকৃষ্ণ
পরিপূর্ণ চিদ্বস্ত, আত্মবস্ত, বাস্তববস্ত, অনিত্য নশ্বর জড় দেহমনের সহিত
তাঁহার কোন পরিচয় নাই। জীবের পুঞ্জীভূত পুরুতির ফলে যখন সে
ভগবানের রূপাভিখারী হয়, তখন গুরুরূপে কন্ম স্বয়ংই তাহাকে রূপা করিয়া
ধাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হইলে জীব তখন
জড়ভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও অবশ্যে আত্মবৃত্তির অনুগত্য
করেন, ইহা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়ভিমানে বশীভূত হইয়া
অবশ্যে যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনক্রিয়া। গুরুকৃষ্ণের
রূপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান।
জড়ভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণ প্রসাদকে সাধনক্রিয়াক্রমে প্রতিভাত
করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। আমাদের কদচিৎ
আমাদের চিন্তাশক্তি করে না, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিন্তাশক্তি করান।
শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু হস্ত প্রসারিত করিয়া জননীর মস্তক ধরিতে গেলে
মাতা নিজ মস্তক নমিত করিয়া তাহার নিকট ধরা দেন, অপর একটি

অধিকৃত শিল্পে ইহা প্রবেশ্য। যাহা কঠিন লাগে যে, শাসিত শিল্পে নিজে
 প্রবেশে। তবে অসমীয়া পণ্যে বিনিয়োগ। দিকপট সমলমিষ্ট। কলকাতা
 প্রবাস আকর্ষণের দ্বারা প্রবেশ কঠিন। কিন্তু যখনই স্থানীয় বণিক দ্বারা প্রবেশ—
 দ্বারা কলকাতার প্রবাস আকর্ষণ কঠিন। কিন্তু—সেই আকর্ষণ শীঘ্রই
 না, তখনই অধিকৃত শিল্পে ইহা প্রবেশ। ইহা প্রবেশ কঠিন। কিন্তু—সেই
 ইহা কলকাতা কঠিন। কিন্তু—সেই

[illegible]

বলিয়া জানিতে পারা যায়। তখন গুরুকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যানন্দ সেবার ভাব প্রকটনের জন্ত যে আশ্রয় চেষ্টা হয়, তাহাই সাধন-ভক্তি।

কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহাদিগকে সাধনক্রিয়া বলা যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা সাধনভক্তি কোনক্রমেই বলা যায় না; যদি পরিশেষে ভক্তির উদ্দেশ্য দান না করে, তাহা হইলে তাহা বুঝা জড়ক্রিয়া মাত্র। সাধনক্রিয়া নশ্বর। সাধনাক্রমের ভূমিকায় থাকিয়া ভক্ত্যঙ্গের অহুশীলনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে, আমাদের জড়ান্তিমান প্রবল থাকিবার জন্ত বা আত্মদর্পণে অনর্থ-ধূলি থাকিবার জন্ত আমরা তাহার নিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যতটা অনর্থমুক্ত হইব, ততটাই নশ্বর দর্শনের হাত হইতে ছুটি পাইব। কর্ম-জ্ঞানাদির অহুশীলন করিলে যতটা অনর্থমুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, ততটাই কর্মজ্ঞানের নশ্বরতা অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব। সেখানে উদ্দেশ্য হইতে সাধন আত্যন্তিক-রূপে বিভিন্ন হওয়ায় উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জড়বদ্ধ মন আমার গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ পাইবার নামে পিছু হাটিতে চায়। এই পিছু হাটাই আমার জড়তা। আমি পিছু হাটিতে হাটিতে যে-সকল ভক্ত্যঙ্গের অহুষ্ঠান করিয়া ভক্তি-অহুশীলনের ভাণ দেখাই, তাহা সাধনক্রিয়াও নহে, জড়ক্রিয়ার কপটতামাত্র। আমি মনে করি—সাধন-ভক্তির দ্বারা আমি ভাবের প্রকটন করিয়া ফেলিতেছি। লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্ত জড়কর্ম্মনৈপুণ্যে আমি দক্ষকে, রাবণকে ও হারাইবার প্রয়াস করিতেছি। মনে করি ইহাই আমাদের সেবা; কিন্তু আমি যে সেবার ছলনায় আমার দস্তপূর্ণ কর্ম্মাভিষেকের দ্বারা সেবা হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। গীতায় কর্ম্মযোগী বা জ্ঞানযোগী হইতে বলিয়াছেন; এই যোগ পরাগতিক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত হওয়া; আমি কর্ম্ম ও জ্ঞানের আভিষেক করিয়াই যোগী বা ভক্তসজ্জা লইতে চাই, অনন্তভাক্ত হইতে চেষ্টা করিতে চাই না, সুহুরাচারত্ব বরণ করিয়া ভক্ত-নাম পাইতে চাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—“লোক দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি, গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।” সর্বদাই আশ্রয়বিদের অকপট শরণ লইয়া তাঁহার কৃপাপেক্ষায় নিজের সকল চেষ্টা চালিত করিতে হইবে, নতুবা অমঙ্গল অবশ্যস্তাবী।

শ্রী বঙ্গ নবদ্বীপ-পত্রিকায় আস্থান

শ্রীমন্তকলীরাণী কবচঃ

শ্রীগৌড়ীক বেদান্ত সমিতি

৭৪১ টি বট রোড,

শ্রীনেতালক প্রৌড়ীক মঠ,

২২খলিমাড়া, -লাঃ নবদ্বীপঃ

মহোদা (৭৪ বট) ।

সংসদ সম্মাননপূর্বক বিবেচন—

বঙ্গদেশে লামাসামন্তাও বহু জগদানু ঈশচৌনকম মৌরহরির
মিলন-কুশল মঙ্গলমণী আশীর্বাদ-প্রতিমি পূজা (কলী-পুণিমা)
উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীক বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্যে উপলি-উল
ঠিকারাত অসান্য ১ই বৃহস্পতি, ১:৭৮; ইং ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৭০;
বৃহস্পতিবার হইবে ১৭ই ফাল্গুন, ১৯৭০, বৃহস্পতিবার শ্রীমন্ত
বিভাট মন্দির-মহোৎসবে অঙ্গুষ্ঠান হইবে। এই মহমুষ্ঠানে প্রত্যেক
পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টদেবতা, শ্রীবিগ্রহ-সং, মঙ্গলমঙ্গল
বিভিন্নপাঠ ১০-১৫ মূল্যে যাকিও ৩৫৫৫ পাঠে।

বিশেষতঃ ১৩৩৫-১৩৩৬ খ্রীসাব্দে আশীর্বাদ মঙ্গলমঙ্গল (১০টি)
বীণ বর্জিত, ১৩৩৫-১৩৩৬ খ্রীসাব্দে কীর্তন ও ১৩৩৬-১৩৩৭ খ্রীসাব্দে
কৌশল দাম-পত্রিকা করা হইবে। এই মহমঙ্গল শ্রীমন্তকলীরাণীতে
মঙ্গলমঙ্গল-উদ্দেশ্য ও মঙ্গলমঙ্গল-সংকলন অঙ্গুষ্ঠান লক্ষ
মঙ্গলমঙ্গল প্রত্যাহার করিবার লক্ষ্য হইতাহে।

কলী প্রাণ মঙ্গলমঙ্গলমঙ্গল উল্লিখিত মঙ্গলমঙ্গলমঙ্গল
কলী প্রাণ মঙ্গলমঙ্গলমঙ্গল লক্ষমঙ্গলমঙ্গল উল্লিখিত হইবে। এই
মঙ্গলমঙ্গলমঙ্গল উল্লিখিত করিবার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও মঙ্গলমঙ্গল
মঙ্গলমঙ্গল (মঙ্গলমঙ্গল) মঙ্গলমঙ্গল প্রদর্শন করিবার উল্লিখিত
অঙ্গুষ্ঠান হইবে।

শ্রী শ্রীগৌড়ীক মঙ্গলমঙ্গল মঙ্গলমঙ্গল প্রাণ, মঙ্গলমঙ্গল
মঙ্গলমঙ্গলমঙ্গল হইবে। ১৩৩৬-১৩৩৭ খ্রীসাব্দে, ১৩৩৬-১৩৩৭

১৩৩৬-১৩৩৭ খ্রীসাব্দে প্রাণ -

মঙ্গলমঙ্গল,

শ্রীগৌড়ীক বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১১ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ; (১) **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, স্তবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, লুসিংহপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা) ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ১২ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার : (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাছ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীখতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর ।

৩। ১৩ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার ; (৫) **শ্রীজহুদ্বীপ** (বন্ধনাখ্য)—জারগর (জহু মুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাট, এবং (৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দান্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বুদ্ধাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের জ্ঞাতবাস) ।

৪। ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার ; (৭) **শ্রীকুদ্রদ্বীপ** (সখাখ্য)—কুদ্রপাড়া, শকরপুর, ইদ্রাকপুর ও গজের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল অগ্ননাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।


৫। ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ; (৯) **শ্রীঅন্তদ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।

৬। ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, বুধবার—**সাধারণ মহোৎসব** (মহা-প্রসাদ বিতরণ) ।

জ্যেষ্ঠব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকগণ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিষ্যমী শ্রীশ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠার ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গে জয়ত:

ধর্ম: মুক্তি: পুংসাং বিষকুসেন-কথাই য:।	<p>ন নৈ পুংসাং পত্নো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে।</p>  <p>অষ্টৈতুক্যপ্রতিভতা বগ্নাক্ষা সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদয়েমি যতিং শ্রমত্রং বি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম প্রেই বাস্তে আজ-পরসর। অধোকজে অষ্টৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥	অত্র ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন। হরি-কথার বক্তি নৈলে পাও সেই শ্রম ॥	

২৩শ বর্ষ { বাসুদেব, ১৪ গোবিন্দ, ৪৮৫ গৌরাক্ষ
 রবিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৮ ; ইং ১৩/২/১৯৭২ } ১২শ সংখ্যা

সান্নিধ্যং
 অতীষ্টসুচনম্
 [শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

আতীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-
 দাস্তাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
 শ্রীকৃষ্ণচিন্তামণিসপ্তি-সংস্থো
 মং স্বাস্ত্য-দুর্দান্ত-হয়েচ্ছুরাস্তাম্ ॥ ১ ॥

আতীরপল্লীপতি নন্দরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্ত্য-বিষয়ক
 মদীর অভিলাসরূপ বলবান্ অধারোহী শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর চিন্তারূপ নিম্নল
 ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার চিন্তারূপ দুর্দান্ত ঘোটকের অভিলাষী
 হউন, অর্থাৎ আমার চিন্তাভিলাষ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাবিত হইয়া শ্রীরাধার
 দাস্ত্য কর্মেই থাকুক ॥ ১ ॥

ବଦଧତ୍ତତଃ ଅମ-ନୟାନ୍ତାବିବେକବୋଧେନ-

ରହ୍ୟାହୁଳଘଟିକାବୟସ୍ତୁବନୋ ସେ ।

ଜ୍ଞାନସ୍ତ ଉଦ୍‌ଗ୍ରିହସ୍ତୁଃ କଥୟାରଲୋକ-

ଜ୍ଞାନାକ ଯାନ୍ତାନ୍ତି ବରୋଦ୍‌ଗ୍ରିହଟିକ୍ତିରିସାନ୍ତୀୟ ॥୨॥

କମ୍ପସୋଧାସୀର ବନ୍ଧେ ଶ୍ରବଣତଃ ଆସାର ସେ ବନ, ଧବ (ଉପକ୍ରମଠିକା), ବର (ଛାତ୍ରାନ୍ତରିକା) ଆହୁବିବେକ (ଆହା ଓ ଅନାହାସି ଛିବେଚନ) ଏବଂ ବୋକ (ଧାବକ) ହାତୀ ବିକାର ସୁତ ବଠିଆ ଉପବନ୍ଧୁରେ କଲେଇ ଛତାବ୍ୟାହିଳ, ସେହି ସମ ଶ୍ରେକମ୍ପ ସୋଧାସୀର କମ୍ପାତୁଟି ଡାହାଣ ବଠିଆ, ଏକତ୍ତେ ଉପବନ୍ଧିତବୟସେ ଡେ ହୁଏତେବେ । ୨ ।

ନିହତ-ବିପିନଲୀଳାଃ କୃତବଞ୍ଚୁଃ ସଦାହ୍ନା

ଆସିବଧ ସୁଗନ୍ଧା ସୁମେବାଦ୍‌ବିଶ୍ରାନ୍ତା ।

ଅବସାଧି ନ ବିଲୋଡ଼େ ନାଟସେନ୍ଦ୍ରୀ ଉତ୍ତମ୍ଭା-

ମୁଦ୍ରାବତ୍ତପବନ୍ତ୍ୟା ବଞ୍ଚସନ୍ତୀ ହତାହବ୍ୟ ॥ ୩ ॥

ସେ ସୁଗନ୍ଧାଫଳ । ଗୋସବାଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା ବଡ଼, ଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ତୁ ନିର୍ଭିତ୍ତ କାବସେ ଲୀଳା-
କବତ୍ତ ନର୍ତ୍ତନା ଉତ୍ତମେନ ସୁଗନ୍ଧା ଧର୍ମବ କବିତେବ, ନିହତ ନାଟସେନ୍ଦ୍ରୀ (ହୃଦ୍‌ବୀ)
ବନ୍ଧନା, ଆସି ବୁଦ୍ଧାବସେ ବାକିବାକ୍ତ କମ୍ପଜାଳବତ୍ତ ଐ ସୁଗନ୍ଧା ଧର୍ମବ କବିତେ
ବାଇସାବ ନା, ସେଷେତ୍ତ ଉତ୍ତମେନ ଉପବ କବିତେ କବିତେ କେବଳ ଉପବ ଉପବ-
କମ୍ପ ସେତେନେହି ବିନାମିନ ହୁଏନାବ । ୩ ।

ସନ୍ତାନସୋନ୍ମୀଳନେକ-ସୁଜୟ-

ଐଶ୍ଵାସ-ତୁଞ୍ଜୋଦ୍‌ବଳଜ୍ଞ-ନରସେନା ।

ନିବେଦ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର୍ପଣ ଯାଃ ସ୍ଵସେବନେ

ବୀଣୀଐଶ୍ଵାନାସକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେନୟୋଃ ॥ ୪ ॥

ସେ ସାଧି ! କମ୍ପବଜ୍ଜରି । ବାସାତା ଆହାସ ବନ୍ଧୋସେନା ଐଶ୍ଵାସବନି ଏବଂ ଅବେକ
ଐଶ୍ଵାସ ସ୍ଵୟମ୍ ଐଶ୍ଵାସେ ହୃଦ୍‌ବୋ ସମ୍ପରାଜ କବିବାକେବ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀବାକ୍ତକରେ
ଆସାଧି ଧୀର ସେବନ କାଳେ ବାହୁଲ୍ୟବୀଣି ନିବେଦନ ବଦନ୍ତ ଆମାକେ ଅର୍ପଣ
କରୁନ । ୪ ।

ନିବିଡ଼-ସନ୍ତ୍ରାସିନୀମାତ୍ରାବ୍ୟାହୁଳନାମୀଃ

ଅମଳକମ୍ପିକାନ୍ତିଃ କ୍ରିମ୍‌ଗତାଃ ସୁ ବଃସାମ୍ ।

ব্রজপতিসুতবক্ষঃপীঠবিম্বস্ত দেহা-

মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥৫॥

নিবিড়তর রতিবিলাস জনিত শ্রমে বাঁহার অঙ্গ প্রগাঢ় অলসযুক্ত, শ্রম জন্তু জলকণায় বাঁহার গণ্ডযুগল আর্দ্র এবং যিনি নন্দনন্দনের বক্ষঃ পীঠে অঙ্গ বিম্বস্ত করিয়াছেন, হে সখি ! আপনাদিগের কর্তৃক এতাদৃশ বিলাসকালে সেব্যমানা সেই শ্রীরাধাকে কি আমি দর্শন করিব ? ॥ ৫ ॥

দিভিজকুলনিতাস্তুধ্বাস্তমশ্রান্তমশ্রুন্

স্বজনজনচকোরপ্রেমপীযুষবর্মী ।

কর-শিশিরিত-রাধা-কৈরবোৎফুল্লবল্লী-

কুচকুম্মগুলুচ্ছঃ পাতু কৃষ্ণৌষধীশঃ ॥ ৬ ॥

যিনি দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া স্বজনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি কিরণ দ্বারা শীতলীকৃত রাধারূপ কুমুদ সকলের প্রফুল্ল লতার কুচ কুম্মের প্রকাশক সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

রাসে লাস্ত্রং রসবতি সমং রাধয়া মাধবস্ত্র

স্মাভূৎকচ্ছে দধিকর-কূতে স্ফারকেলী-বিবাদম্ ।

আলীমধো স্মরপবনজং নর্যভঙ্গী-তরঙ্গং

কালে কস্মিন্ কুশলভরিতে হস্ত সাক্ষাৎ করোমি ॥ ৭ ॥

রসবিশিষ্ট রাসে নৃত্য, গোবর্দ্ধন সমীপে দধিকর-নিমিস্ত অতিশয় বিবাদ এবং সখীগণ মধ্যে কাম বায়ু সমুথিত কোতুক ভঙ্গীর তরঙ্গ, হায় ! কোন্ ক্রমকালে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় লীলা সাক্ষাৎ করিব ॥ ৭ ॥

রোহিণ্যাগ্রে কৃতানীঃশতমথ সভয়ানন্দমাতীরভর্তা

ভীত্যা শঙ্খনৃসিংহে হলিনি সখিকূলে নৃত্য সাস্রং ব্রজেশ্যা ।

সাটোপ-স্নেহমুচ্ছ্বজজন-নিবহৈ রাধিকাদি প্রিয়াভিঃ

সল্লাঘং বীক্ষ্যমাণঃ শ্রিতসুরভিরটম্বাগোপঃ স পায়াৎ ॥৮॥

রোহিণীদেবী অগ্রে বাঁহাকে শত শত আশীর্বাদ করিয়া ভয় ও আনন্দ সহকারে অবলোকন করিতেছেন, ব্রজেশ্বরী যশোদা গোষ্ঠ জন্তু ভয় শঙ্কায় সাক্ষনেত্রে নরশ্রেষ্ঠ হলধর ও সখাসমূহের নিকট বাঁহাকে সমর্পণ করিতেছেন,

ব্রজবাসিগণ গর্ভ ও স্নেহ সহকারে তথা রাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গ
শ্লাঘার সহিত যাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি গোপসকলের ভর্তা
হইয়া গাভীরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নব্য গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গমন
করিতে করিতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্মরতি সখি কেয়ং ব্রজবধূঃ

কুতোহস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাং ।

অপূর্বেরূপা পূর্বাং রময় হরিতৈনামিতি স রাধি-

কোদন্তদুস্ত্য বিদিত-যুবতিঃ স্মিতমধাং ॥ ৯ ॥

[অনন্তর মানবতী শ্রীমতীরাদিকার অনুমতি সমাগত শ্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে
অকস্মাৎ আবির্ভূত অমূর্ত্য করিয়া রসমঞ্জরী (দাসগোপস্বামী) ঐ অবস্থাতেই
শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীকে নিবেদন করিতেছেন]

হে সখি ! এ কোন্ ব্রজবধূ ? কোথা হইতেই বা এষ্ট কুঞ্জে সমাগতা
হইয়াছে ? অদৃষ্টা হইলেও ইহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি
হইতেছে ? সখি কহিতেছেন তোমাকে ভজনা করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরী
হইতে এই নিরুপমা শ্রী আসিয়াছে । শ্রীরাধা কহিতেছেন, তবে এ
শ্রীলোকটী অভূতপূর্ব বটে, অতএব সেই অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত
রমণ করাও, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শ্রীরাধার উজ্জ্বল ভঙ্গী বাক্য দ্বারা স্বীয় কপট
যুবতিত্ব ও রাধাদি কর্তৃক পরিচিত বোধ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন ॥৯॥

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু মুগ্ধঃ

কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদুত-গাঢ়হৃদয়ঃ ।

সর্বক্ষণং সুরভিরাগ-হিমেণ রম্যঃ

কৃষ্ণা তদেব পিব মে রসেনে ক্ষুধার্তে ॥ ১০ ॥

“রাধা” এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ত্রায় মনোহর, এবং “কৃষ্ণ”
এই নাম অদ্ভুত ঘনহৃদের ত্রায় অতিশয় স্বাদু, হে ক্ষুধাতুর মদীয় রসনে !
তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অমুরাগরূপ হিম দ্বারা সর্বদা রমণীয় করিয়া
পান কর ॥ ১০ ॥

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য

হৃদং বিধেহি নিজ-চিস্তন-ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ ।

কিঞ্চাপরাধ-তিমিরং নিবিড়ং বিধূয়

পাদমূত সদয় পায়য় তুর্গতং মাম্ ॥ ১১ ॥

হে চৈতন্যচন্দ্র ! আপনি আমার হৃদয়কুম্ভ প্রকাশ করিয়া স্বীয় চিন্তারূপ
ভূজের দ্বারা মনোজ্ঞরূপে বিধান করুন । অপর অল্প নিবেদন করিতেছি যে,
হে দয়াময় ! অপরাধরূপ নিবিড় অন্ধকার দূরীভূত করিয়া হুর্গতিশালি
মাদৃশজনকে চরণামৃত পান করান ॥ ১১ ॥

পিকপটু-রববাত্তৈর্ভৃঙ্গঝঙ্কার গানৈঃ

স্বরদতুলকুণ্ডুঙ্গ-ক্রোড়রঞ্জে সরঙ্গম্ ।

স্মরসদসি কুতোদ্বন্ ত্যতঃ শ্রান্ত-গাত্রং

ব্রজনবধুব-যুগ্মং নর্তকং বীজয়ামী ॥ ১২ ॥

[অনন্তর শ্রীদাস গোস্বামী পরমানন্দে বিবশ হইয়া স্বীয় অমৃতব সেবা বাঞ্ছা
প্রকাশ করতঃ কহিলেন ।]

কোকিলের স্নমধুর শব্দরূপ বাছ দ্বারা ও ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ সঙ্গীত দ্বারা
সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জবনরূপ নৃত্যালয়ে যেন কন্দর্পোদ্দীপক সভার
কন্দর্পের প্রসাদনরূপ কার্ষ্যের নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিয়া যাহারা শ্রান্ত
গাত্র হইতেছেন, সেই নর্তকনশীল ব্রজনবধুব যুগ্মকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি
চামর ব্যঞ্জন করি ॥ ১২ ॥

যং পাদান্বুজ-যুগ্ম-বিচ্যুতরজঃ-সেবাপ্রভাবদহং

গান্ধর্ব্বা-সরসি-গিরীন্দ্র-নিকটে কষ্টোহপি নিত্যং বসন্ ।

তং প্রেয়োগণপালিতো জিতসুধা রাধামুকুন্দাভিধা

উদগারামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোহবতু ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইত্যভীষ্টসূচনম্ ॥ * ॥

অহে ব্রজবাসী সকল ! যাহার পাদপদ্ম যুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের
সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমীপবর্তী গোবর্দ্ধন-নিকটে অতি কষ্টে নিত্য
বাস করতঃ যে শ্রীরূপের প্রিয়গণ কর্তৃক পালিত হইয়া অমৃত ধারার বিজয়িনী
শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী কীর্তন ও শ্রবণ করিতেছি এবং যিনি পূর্বে ভৃগুপতি
হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শ্রীমান্ রূপগোস্বামী এক্ষণে পুনর্বার ভজনবিঘ্ন
হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইতি অভীষ্টসূচন সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমান্

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন

২১শে ভাদ্র, ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অত্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্ত সর্ব্বদা ভগবান্কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, জ্ঞাড়া প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি হরিবিমুখ বহির্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল; পরে ভজন শিক্ষার জন্ত সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় ‘জৈবধর্ম্ম’ আলোচনা করিতে পারেন।

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। ‘কল্যাণকল্পতরু’, ‘প্রার্থনা’, ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’ প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্মুখ লোক-দিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যানীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ধৈর্য্য কাহাকে বলে? বড়বেগকে কি ভজনের অনুকূল করা যায়?

“ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই ‘ধৈর্য্য’। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নিশ্চুল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। কিরূপ ধৈর্য্য হরিভজনের অনুকূল?

“সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ আমাকে অত্ন বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দূততাপূর্বক তাহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না। এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৮। কিরূপ আহার ভজনের অনুকূল?

“যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাম্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহবার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।” —‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

২৯। ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভক্ত্যানুকূল হয়?

“ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৩০। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভক্ত্যানুকূল কেন?

“জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে; আবার আবশ্যকমত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে নুনতা হইবে।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১।৬

৩১। হরিভক্তনের অমুকুল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ ?

“কৃষ্ণ-সংসার-পশুনের জন্মই বিবাহ ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্ম সম্ভান-চেষ্টা ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্ম পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবনকালের তর্পণের জন্ম ভোজন-মহোৎসব । এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অমুকুল করিবে । তাহা হইলে আর বহির্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না । ‘দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের’—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার ।”

—‘তত্ত্ববর্ম্ম প্রবর্ত্তন’, স: তো: ১১।৬

৩২। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

“সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্ম সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন । দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্ম তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রত-সমুদায় পালন করা আবশ্যক । এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্তব্য নয় । পরন্তু বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক । আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয় । এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি স্মরণ হইয়া পড়েন !”

—‘সঙ্গত্যাগ’, স: তো: ১১।১১

৩৩। চাতুর্মাশ্বব্রত ভক্তির অনুকূল কেন ?

“দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চতুর্মাশব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নিশ্চুল করিয়া সেই-সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্ম বিদায় লইতে হইবে ।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, স: তো: ১১।১১

৩৪। কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কর্তব্য ?

“ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অমুকুল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় ; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্তব্য । তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে । সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয় । এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না । এই বিচার-ক্রমেই শ্রীধর রূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না । যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের

যাযা পুষে যা যতে অতর্কিত কথিতব্যতম : এত বিচ্যুতবে যাযায পুষিত্যর্প
বইল, তিহি কথ্যগণী তৎকণ্ট ভক্ত ।
—'শাবুদ'ত, পঃ ভোঃ ১১১২

৩৪। পুষক-বৈকর কি উপায়ে কীর্ণিকা অর্জনে কাব্যবধ ?

'পুষক-বৈকর' বর্ষক-অনুযায়ী কীর্ণিকা-অর্জনকর অত্র অর্থ লক্ষ্য
কথিবেষ্য : কনি পাদেয় যাযা অথ বংগেব কাব্যব : অ ।
—'শাবুদ'ত, পঃ ভোঃ ১১১২

৩৫। বহুগুণিতজ্ঞানু যাজি বাহ্য অগুণত্ব কথিবেষ্য ?

'বহুগুণিত' ক. ইবা জ্ঞানিতে হইলে প্রীতভৈতরত্ব অগুণত্ব জ্ঞানের
আচায প্রত্যা ।
—'শাবুদ'ত, পঃ ভোঃ ১১১২

৩৬। বিবরণত্ব বিজ্ঞপে কথ যত ?

'কলককিষ অগুণত্ব বাহ্য হয, তরোই মন অর্জিকা কথিলে অকিষ
অনুশীলন বইবে এবং ক্রমশঃ বিবরণত্ব অথ কইবা লভিবে ।
—'প্রমা ও পরমাণুতি', পঃ ভোঃ ৪৯

৩৭। 'বহুগুণিত' ভববলদুশীলন বিজ্ঞপে কথ ?

'বহুগুণিত' ভব অগুণত্ব কথিত হইলে প্রীতভৈতরত্ব, বৈকরবর্ষক,
ভববলদুশীলনত্ব বিবরণ-অর্জনকর এবং লোকপ্রতিষ্ঠিত ভক্তায অর্জনকরত্ব
একবার উপায । বংগা কিছু কথ্য বিবরণত্ব হয, তাহাতে ভববলদুশীলন
বর্ষক অর্থাৎ বহু প্রাযাযব ।
—'প্রমা ও পরমাণুতি', পঃ ভোঃ ৪৯

৩৮। কর্ণবাযা বিবরণে অকিষ অনুশীলন কথ ?

'কর্ণকে অকিষ অগুণত্ব কথিতে হইলে প্রতিপদ্য, ভক্তবা ও বহিষগুণিত
বিবরণত্ব অর্জনকরত্ব একবার উপায ।
—'প্রমা ও পরমাণুতি', পঃ ভোঃ ৪৯

৩৯। বংগিকাকে কি জ্ঞান কর্তিত্ব অগুণত্ব কথ যাত ?

'বংগিকে অকিষ অগুণত্ব কথিতে হইলে প্রীতভৈতরত্ব, পুষকবর্ষক
ও অত্রাত্ত্ব গুণক জ্ঞানায়িত্ব অর্জনকরত্ব একবার উপায । যে কিছু বহু
প্রমা কথিতে হয, তাহা কলকদাত্ত্ব বিবরণত্ব কথ উচিত ।
—'প্রমা ও পরমাণুতি', পঃ ভোঃ ৪৯

৪০। জিজ্ঞাসে অকিষ অগুণত্ব কথ যাত বিজ্ঞপে ?

'বহুগুণিত' অকিষ অগুণত্ব কথিতে হইলে প্রীতভৈতরত্ব ও অত্র-
প্রমা-বৈকরত্ব একবার উপায । প্রমা-বৈকরত্ব সর্ব প্রমাণত্ব
কথ হয বা, কেবল কীর্ণিকা-অর্জন প্রীতভৈতরত্ব মনে লভে ।

ঐশ্বর্য-সেবা
বাঁকে ডা।^{১৪}

— 'ସଂସାର ଶବ୍ଦର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ' ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ

১৯.৭ নবীজকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। অতএব তিনি বলেন, 'যদিও নবীজের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে, তবুও তাহা অকিঞ্চিৎকর'।

“ହତ୍ୟାବି-ମର୍ତ୍ତ୍ୟବି-କାନ୍ଦିବ-ଅନୁକୂଳ-କାବି, ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ-ମର୍ତ୍ତ୍ୟବିହାରୀ
ଜଗନ୍ନାଥବଳା ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାରେ ଗୁମାସ୍ତା ।”

— एङ्ग। ३ पञ्चमोऽर्थः, नः अङ्गिः काप

६७। भाववार्तिके वाक्ये च वेदादिभिः त्रिभिः त्रिभिः चकार।

[illegible]

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

১৪৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সিপাল বিদ্যালয়, কলিকাতা, বিদ্যালয়, কলিকাতা
আবদুল হক

‘ভজনের অহুস্রা বিষয়ে মহাত্মজীবন চিত্রটি পুনর্বার ভাব-ভাষণ; অজবাহুকুল বিষয়, জ্ঞান, কাল, শাস্তি ও সেব লক্ষ্য অজবাহ মহাত্মজীবন চিত্র আর্জি বহ। ভজনের অহুস্রা বিষয়, জ্ঞান, কাল, শাস্তি ও সেব লক্ষ্য করিলে মহাত্মজীবন চিত্র অজবাহ ভাব-ভাষণ বহ; যে লক্ষ্যের চিত্র চিত্রিতই হইয়াছে কবেই নাই।’

—^१देवस्य च सति, २: ८५: ३। ३३

१३। कथं गैर-साधारण किराया अर्द्ध-व्यवस्था है ?

“কবিগোষ্ঠীক কথ্যনাট্য, শ্রী ৩ ও কাব্যাদি কল্পসম্বন্ধে কবিতাে বর্ণিত
কাব্যকলার সিদ্ধি হয়।”

[illegible]

ଉଦା. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭଗବାନ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅବତାର ମାନବରୂପେ ଆସିବେ ସେ ମାନବରୂପେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେବେ ।

‘কর দ্বন্দ্ব শিশুরক বিবাহ-প্রথাগণের কড় ঊণবেণ কবেল, কবর
কালে কাঁজে একটু একটু পয়সারী বা কারিলে ঊণবেণ খুঁটে হব না।
শুধু বহানাবহর দ্বন্দ্ব বেঈন পয়সারী। কবিবাহরক, কবর কাহাঁতে কল
খই কোথ নাই।’
—‘প্রাচীন’, ল: কো: ১৯১৮

—'दीर्घ', लः एते ३०/३०

४१। अग्निहोत्रं नैव कुर्यात् । अथवा । अग्निहोत्रं नैव कुर्यात् ।

^aସମସ୍ତ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକାନ୍ତରାଳୀୟ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ଆକାର କମିସନରେ ।

—'ଉତ୍ତର', ୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୭।

৬৬। অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত পৰামৰ্শ অনুসৰি।

‘ସିନ୍ଧୁକୋଷ’ର ସ୍ଥିତି ସେ ମନୋହର ଆଲୋଚନା, ତାହା ଲାଗେ ସିଲିକ
 ଏକ କାଠି । କରୁଥିବୁ ଦିନେକାକ । ହେ-ହାକିର ମାମ ମରା ଆଲୋଚନା
 ଏହା ହାସି, କାହାଣୀର ସକ ଆହାର କଳାମ୍ପ ଉଦ୍ଧୃତ କର, ଆମ ସେହି ଆଲୋଚନାଟି
 ଫଳ : ଜଗା ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ନାବକେ କଳା ହାସି ମାମୀର ଆଲୋଚନା ଏହା ହାସି, ଉପେ
 ତାହା । ଉପକାରଣକ କରା । ଲକ୍ଷିତ ଏହା ଲକ୍ଷକ ମକଳ ମାମାକର କଳା ହାସି ସେହି
 ଆଲୋଚନା ହର, ତାହା ଏକ ମର ମର ଦେବି ଏକ ।

—^१सुखमिदं, नः ह्योः ॥३॥

६३। कर्षक निगमकाय सहयोग अधिकार कर्षकः वाग दत्त ।

[illegible]

— 'सफा सोड', मद्र. टाइम्स ३०/१२

६४। विद्या क किङ्करकटिब अङ्गक कटिब बरहा १८१३ बरहा ना ७

"সিগেট-ড্রাগ" বলিয়া বিখ্যাত গ্রন্থ করিলে অজ্ঞানতার দ্বন্দ্বে। কিন্তু 'অপবিত্রগ্রন্থ' বলিয়া বর্ণনা-প্রদানের ভঙ্গির অন্তর্ভুক্তকরণ যে কিরূপ গ্রন্থ হইল তাহাঁদের জাতি অজ্ঞানতাই লক্ষ্য।

— 'ब्रह्मविद्या', पृ. ८६, ३०३

4.3। सुसंश्लिष्ट साक्षि निवेदन कोषम सापेक्ष अतिरिक्त

* ए. ए. एस. प्रिंसिपल, जयपुर, राजस्थान

Abstract

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥਾਨੁਕ ਅਨੁਸੰਗ ਸਾਹਿਬ

3100 11 2010

'साईबा' (नाममात्रही) ६ व: ७:

— ४३६—

পদ্মসাম্রাজ্য শ্রীমদ্বিষ্ণুপাদশাস্ত্র

ঐ বিষ্ণুপাদ পুরমহাস অষ্টোত্তরশতকী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজে
প্রণতনুভব অপ্রকট-লীলানামসম্বন্ধে
নিবৃত্ত-নেদনা

[৭]

মিকটে শমন, মন উঠাটন

দেহ টলহল হার ।

অতীতের স্মৃতি, একে একে আসি

স্মৃতিগটে বলকাড় ।

জীবনের কত কার্য বাসনা

লঙ্ক করিতে দিয়া ।

বাণীত অন্তরে কীমিতি সত্তর

হইয়া আপন দাশ ।

ছিল আশা যত হইল যে চূর্ণ

এই জীবনের সাজে ।

ছাড়াটি তাহার কঁধার আমার

বার্ধে হইলান কাড়ে ।

সম্মুখে দেখি দিরাট আয়ার

ভুঁকিছে সজ্জদা হার ।

অকানা অচেনা বাজের মাঝে

যে কছু কি বেতে চায় ।

তথাপি আমাকে বেতে হবে প্রভু

সেই অকানা স্থানে ।

কে কোর সাধী হাঁখে তখন

কুন্দি বিনা কেবা জানে ।

এ ভব সংসারে এতেন্দু আশারে

গুণ-ভূষিত কোণে ।

কেমনে রহিব সবজায়া কমে

লন হ'রি হৈছে মানে ॥

এমন করিয়া বাচিওনা মোরে

বাণ্ড নয়ন খুলে ।

তব লীলা দেখারে মোরে

অন্তে স্থানে দিও চরণকমলে ॥

সবর বীণিকা শিকরা টানিয়া

ওহে মোর প্রাণমোহে ।

ভূমিদে মোর শেষের লবণ

রহি খের তব সাগে ॥

তব সেবাদিকার দামিত এদানে

এ শেষ কাহনা আসার ।

পুরাণে কি প্রভু প্রার্থনা মোর

ওহে ধরার সাগর ॥

সেই কালে—

রামখোশাল প্রকলন

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৫)

প্রাণেশ কুণ্ডো ষাণ্ডিকৃত্য বিধিবৈকর ।

লৈক'পাশ্বে হরকে স্য জগাহিকবলে কণে ॥

ইদে কামকং মর পুরাণে প্রমদপ্রিতম্ ।

অধীতহান্ রামদাহৌ পিত্তুর্ধৈনাগনামম্ ॥

পদ্বিগুণিতোহপি লৈক'পৌ উদয়্য প্রোকলীলয়া ।

গুহীকচেতা বাকর্ধে কাথ্যনং মদীওযায্ ।

विशेषज्ञः भूमिः आरुः निर्देशः गणनार्थम् ।

ଅନୁସନ୍ଧାନାୟକ ବିଭାଗ ମୁମ୍ବାଇର ଲେଖିକା : ଡ. ସି. ପି. କୋଟ୍ଲାର୍

অন্যভাবেই তাঁর মনে পড়তে পারে। তিনি তাঁর মনে পড়তে পারে। তিনি তাঁর মনে পড়তে পারে।

[illegible]

सैनिक-संख्या सन्निहातम्—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

निष्कर्ष: जहाँ छिपछिपे सेवकविकी कृति: । (अंग्रे: १०००००)

କଥା : କୁ ସଞ୍ଚାରରେ ସୌଜନ୍ୟ ସାଧନା କରୁ ବାବଦ ଟିକା, ଦେଉଁ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କର ଅନୁମତି ।
କଲ ସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।

ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଓ ମହାବୀରଙ୍କର ଡେଇଁ—

[illegible][illegible]

লাইনাক্ষেপ, লক্ষ্যপুঙ্খেন গ্রিহ সুচনং বজ্রাঘর্ষাণী আপন্যতে তীৰ্ণাক্ষেপ চিত্ত
অনুভবঃ আবিধিত । নিবন্ধঃ আবদ্যং চবৎকলং যেষা কথিলে আঃ বংসোরে
প্রজ্ঞাবর্ষণে অধিতে চর মা ।

অতএব শ্রীমদ্বৈকীচ-পত্রিকা—

ভট্টকর কতোঃ ভবনেন্দ্র / কামিনী

ব লজ্জাক্তে যুঃ প্রবচনপদীয়া ।

ভট্টকর কতোঃ ভবনেন্দ্র / ভবন

কালেব বজ্রাঘর্ষাণী / ভবন

ল বৈ ভনো ভাঃ কামিনী / ভবন

সুকুলেব বাত্মকং বংসোরে ।

অনন্ সুকুলেব বাত্মকং বংসোরে ।

সিদ্ধান্তমুদ্রিতং বংসোরে ভবনঃ ব (ভাঃ ১/১১৫-১২)

উক্ত কইতে অধিকৃত আনন্দোবি পদ্যক প্রকাশ করিয়া ও যাহা শীতলা
হান না, তাহাওই কই বহু করা পণ্ডিত বা কই করিয়া । বিদ্যমান প্রাচীন
কইপদে দিয়া তেঁহা গুণের বহু লক্ষ্য লাভ করা হয় ।

যুগ্মশ্রেণিকন কোঃ কাশ্যে সুবোধিতং বংসোরে কইব প্রাণ সংসার ভবন
বহন না । কাশ্যে তীহাও কইক প্রাণে কাইব প্রাণে সুকুলেব বাত্মকং
বহন না । কাশ্যে তীহাও কইক প্রাণে কাইব প্রাণে সুকুলেব বাত্মকং
বহন না ।

ঐশ্বর্যমহানন্দঃ ভবনানু বিজ্ঞে বসিধাভিলেপ—

ভট্টকর কতোঃ ভবনেন্দ্র / ভবন

সুপদ্যবাত্মকং বংসোরে ভবনঃ ব

ভবনেন্দ্র / ভবন

সিদ্ধান্তমুদ্রিতং বংসোরে ভবনঃ ব (ভাঃ ১/১১৫-১২)

বৈ ভবনেন্দ্র, আপনি বীচ বংসল । বংসোরেব কইব আপন্যতে বই ।
অতএব সাধুগণ নিবন্ধঃ আপন্যকে ভবন কইক । আপন্যঃ বংসোরেব
অনন্ ভাঃ লাক্ষ্যগণেব অত কোব কলাভিনয়ি বই । ভবনঃ ভবনঃ
ভবনেন্দ্র ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ
ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ

ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ

ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ

ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ

ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ ভবনঃ

[শীল-ভুক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত-সংবাদ-ভাস্য-কুবাং]

કુળાનિ સુસંહન સદ્ગુણિ મહિમા ।

आज्ञानिना यानद्वयम कौतुकीभः सदा कुर्विः ॥ ७ ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

ক। যত । তেহাখনপূর্ণ করিষয়ে বিদ্যকরিত । আশাশয়
বদান্তে তুমারি প্রাণদর্শি কর্মফলানি নির্ভেদ-জানফলানি
বাহুবল্য । কথনোমায়াশ্রমাখ্যাগণনহরিচরিত—এবং জীবন
সেইনি বহেনীম বহেনীম বহেনীমৈব তেবলম । কালো যাত্রেব্য
নাহোব যাত্রেব গতিরপ্ৰবেশ্যৈক্যম্বয়ে গায়ত্রিঃ । “অমানিবা-
শ্চেনাক্ষি মিখাতিমানপুত্রতাক্ষপত্নীকল্যাণা নিব্রিষ্টম্ । যক্ষজীবনাং
কুলপিতৃপেহধ্বংসকঃ সোপেবধ্বংসোভ্যৈবধ্বংসক্যতি-বর্ষবল প্রতিষ্ঠাধি-
করেত্যানিজনিতঃ যদন্তিনাম তদ্যথা জীবন্তজপবিত্রোবধ্বংসঃ ।
অন্তপিত্বানপুত্রঃ মিখাতিমানপুত্রঃ । এবজ্ঞমিখাতিমানপুত্রেন
সঙ্গং সঙ্গপি তত্ত্বভিনানহেতৌ ক্ষান্তিগ্ৰহণ্যেতেন হরিনাম কীর্ত-
নাম । পূবে ভিষ্টন্ আশ্বব্যাঘ্রকাতপুত্রো বনে ভিষ্টন্ বৈরাগ্য-
লিঙ্গকাতপুত্রক কৈকটিকোক্তঃ স্তম্ভ ককনাম কীর্তনতি । “মানব-
শটকং বগাযোগং সৎকথা মানসং তস্ত চতুর্থসকলম্ । সর্গান্
জীবান্ ককনামান্ অহা কমপি ন দেখি প্রতিদেহি বা । নমুসাকোশ
জগদগণকার্যেণ চ তান্ সর্গান্ ভোষণাৎ । বিঃ বেহৃৎকাষশ্রাণী
শ্রাফাদহো যে চ দিবঃ ত্র্যক্ষজ্যানিমেবাদবজান্ সর্গান্ বৈশেন বহ-
মানয়াত, তেহাং হংসকঃ প্রাণমতে চ । যে তু শুককল্যান্
সর্গভাষেন সেব্যঃ । অহেন লক্ষণচকুট্টেতেন জুহিতস্ত ককনসকীভনমেব
পরমপুত্রবার্ণাধনঃ ভবতীতি ত্রিংশদ্বাশ্রকুণাধেনোপদিষ্টম্ ॥ ৩৭

সংজ্ঞাদান অভিযোজক আশুবাণ

১। বহুবিধভিত্তিকরিত বৈদ্য, নিম্নলিখিতানুক্রমে বলা, বিশাখতমাসপুত্রা ও
সকলের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায় । নিম্নলিখিত হবিঃ প্রকারিখাণব এই সকল
লক্ষণ ক্রমে এক বৈদ্যের বিম্বপ্ৰকাশ ঐক্যমাত্রের আবির্ভাব ইত্যাদি
ভিত্তিকরিত বৈদ্য বৈদ্যকৃতিকরিত ঐক্যমাত্রের এই ঐক্য—আমিই অপরিত্রকবস্ত্র
ঐক্যমাত্রের । অত্যাশ্রিত বিষয়ে আমায় কোন অনুরোধ নাই । ক্রম-
বিস্তৃতিও প্রাণে কর্তমান অস্তাবধা আমায়ই কর্তব্য । বেকাল পরিত্র
কৃত্যগণ্য সন্মার নিম্নলিখিত না হই, তাৎপর্য্যলাভনি মুক্তবৈরাগ্য ঐক্য-
মাত্রমাত্রের সহিত জীবনব্যাপ্তিপ্রদায়ী নিম্ন আশ্রকে লীকার করিতে

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

কেন্দ্র আশ্রয়, উৎসাহের সমলকে দৈনন্দিনে বহুমান্য করেন এবং
কোনোদেব মিচিট হ'লক'ক পার্শ্বনা করেন। নিতু ইত্যাদি প্রত্যেক, কীরা
দিশকে বহুভাষ্যে বোঝা ল'বন। এটিকার লক্ষ্য চতুর্দিক ব্যক্তি
জ্ঞানাবলীর্ঘট পদবলুতম-স্বাধীন—উদার ঐশ্বর্য-প্রদানকর্তৃক উপদিষ্ট
হইয়াছে। [ক্রমঃ]

—ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য-বিবরণ উক্তমন্ত্রী মহারাজ

নিবন্ধ

ঐশ্বর্য-পত্রিকা'র এই সংখ্যা ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত
হইয়া ১০শ বৎসরের বর্ষ-পুষ্টি করিলেন। সঙ্কল্প গ্রামকগণের
মিকট সাহসের নিবেদন, স্বাধীনতা দ্বিতীয় এখনও প্রবৃত্তির মত মাই
নাহান' দ্বারা করিত। দেব আকৃষ্ট্য এলা আগামী বর্ষের জন্ত
অগ্রিম দ্বিতীয় পাঠাইয়া আশাশ্রিতক সেবার সহায়তা ও উৎসাহিত
করিলেন।

দ্বিতীয় নিবেদন—

কার্য-পত্রিকা,

ঐশ্বর্য-পত্রিকা

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

ঐশ্বর্য-পত্রিকা'র প্রবর্তিত-দ্বিতীয়

ঐশ্বর্য-পত্রিকা'র সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৬ ঐশ্বর্য-পত্রিকা
নিবন্ধ সাহসের

ঐতিহাসিক-পত্রিকা

উদার বৈজ্ঞানিক-প্রত্যক্ষ-সাহসের দ্বিতীয় দ্বিতীয় 'ঐতিহাসিক-পত্রিকা'-এতে নিবন্ধ-
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক-প্রত্যক্ষ-সাহসের দ্বিতীয় দ্বিতীয় 'ঐতিহাসিক-পত্রিকা'।

আকৃষ্ট্য—১২০ টাকায়, ডাক-মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

ভগবৎ পার্শদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(স্বাভিমান)।

(পুণ্ড্রপ্রকাশিত ১৩শ বর্ষ, ১১শ মা'গা, ১২৮ শ্রাবণ বর্ষ)

৪ তম দৃষ্ট্যঃ

ঐশোকম

[ঐশা.সংস্কৃত-বৃত্তের বহির্ভাগ]

(শ্রীভগবৎপারশদসংক্ষেপে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবেশ)

ঐশীকুর—বা ভগবান্ গভীরতর গোচরায় ! আনন্দায় অইহুতী অহুতায়
আমি আনন্দে বিদ্যাস্থায়ীমি বিকৃত বস্তুরেলখী পারশপ্রণয় অরুচি-
মায় অরুচি : প্রোণা আনন্দিতো কামিহুচরু—

পূর্ণবীজ আবেশে কত লগন লগায়।

বসন্ত প্রচার বসায় বোর নীহার

—এই গণিব পার্শদতা কণে প্রত্নবস্তুর বস্তুরেণ ! প্রার্থনা করি বিন
আমার চতুর্গ পুরঞ্জে আনন্দ আনন্দায় পার্শদপদমি দিকিৎ কট্ট
শিবে হুতায় পারশতবলম করে লগনাকুচকমল রা'কগণের চক্ষু উন্মীলন
আর লেব এল আনন্দায় এই পার্শদাখ্যই পার্শদ কবে মেলো।

[সহসা দৈববাণী হইল]

দৈববাণী—(আনন্দ ঠাকুর, তোমার আনন্দায় পূর্ণ হয়ে। তোমার
ঐ পুর ঐ বিজ্ঞান ঐ প্রাণ চকু লগন পদমায় গোবরী ঠাকুর,—
নাম শিব যোগী বৈষ্ণবগণেরে বস্তু এল প্রচার বস্তু যাক্ষাযাক্ষি
কুবক ও কুবদান্ত বস্তুর কমে হুত পার্শদা আনন্দিতো গীত বিজ-
লগনবস্তুরে প্রোণ করে এবং এই প্রচারবস্তু অইল হুতিল কণে প্রোণ
প্রোণিত বহুতী শৌচ-বস্তুরেলখী প্রকর আনন্দায়গণেরে দিকিৎ-
বিচার-কট্টকতেনবায় করে শুদ্ধ বৈষ্ণব-প্রচার কণে কট্টক : তোমার
প্রবর্তিত-পদমায়-প্রবর্তিত-বস্তু বৈষ্ণবগণের আনন্দায়িত কবুতন
মাইত।)

ঐশীকুর—কবুত বস্তুবস্তু ঐশবস্তুর লকুৎ কবুত চপাক ঐশবস্তুরেণ।

বসন্ত বসায়

[ইত্যবসরে কৃষ্ণদাস বাগানী হইয়াছে এর কারণ ।]

কৃষ্ণদাস—অজ্ঞান-ভিহীন হইয়া আসি কৃষ্ণদাস কহে ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ—এই যেই হইল তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

কৃষ্ণদাস—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ—কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার কহি তোমার ।

‘দে বেঁচেওক দেবদাঁকে প্রকাশিত’ কবচ ।

‘দাঁক চাড়ে হরি ত্রিঃ চন্দ্র নবম’ ।

কুমিলতাই প্রভাত্ত ভগবৎ-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে । আর্থিক কবি
হোয়াস্বয়ম্বদ ককঃ-এম আর্থিকের কিত্তি আর্থিক উল্লেখ পোত ।

(প্রাণঃ অর্থ কিত্তি ক’রাক । লাক প্রাণীক’ক উল্লেখের

অর্থক লোক-লীলা-সংস্করণ-অধিপুত্র লাকোচর করেচে । তা ।

কুমিলতাই—এইবার বাবলা কবচ নব ।

ঐগৌড়ীক—ঐ উপলব্ধি-ভিত্তিক-অধি আর্থিক ক’র আর্থিকের এম
এ পুঁথি থেকে বিচার নিতে পার ।

কুমিলতাই—এ কি কবচ বসুধন নব । (তাই হল আর্থিক ।)

ঐগৌড়ীক—আর্থিকের কপ ক কৃত্তি ক’র হ’ল । ‘আর্থিক বি ক’র ক’র’ ।
আর্থিক, এ ক ক’র ক’র কিত্তি নব ।

কুমিলতাই—দেব । আর্থিক কপ ক কৃত্তি ক’র হ’ল । আর্থিকের
আর্থিক ক’র ক ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
(ক’র ক’র লাকোচর ।)

ঐগৌড়ীক—এ আর্থিক লোকের লব বাবলা ক’র হ’ল । আর্থিকের
কপ ক ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র

কুমিলতাই—ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র

ঐগৌড়ীক—ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র

কুমিলতাই—আর্থিকের কপ ক কৃত্তি ক’র হ’ল । আর্থিকের
ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র ক’র

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ—ଆମର ବିବାହ-ମଙ୍ଗଳ ଆଗତକାରୀ । ଆଉ କାଳ-ବିଳମ୍ବ ହେ,—
ଚାହିଁଲେ ଯାକ ।

ହା ଶୈଳଜି, ହା ଶ୍ରୀଚକ୍ରାଂଶୁ, ଏହି ଏତ ବୁଦ୍ଧବରଣେ ଉପରୀତ ବାବକ
ଆଉ କହଣୀର ଏ ପୁଣିରୀତ ବାହାଞ୍ଚା ଯାଏ । କରୋର ଦେ ଆଉ ଏଣାହେ
କି କୁହେ ଶେଷା କରେ ନା ।

ହା କୁଳ, ମିତ୍ରମୁଖ ଆମରାତ ଗନ୍ଧକାୟନର ଆସିତ ହେବ ବଡ଼ ବାହୁଲ୍ୟ ।
ଆମରାତ ଉର୍ବର ଆନନ୍ଦେ ରହୁ ନବ ଜା । ଶୁଣେ ବୁଝିଲି-ଗନ୍ଧକାୟନ
ନବର ଆହୁତ ଏକାଦି ଉଲ୍ଲିଖ ଆମରାତ ଲେଖି ବିବାହକାଳ କହେ ଯାହା ।
କହେ ଆସି ଶ୍ରୀମତୀର ଉପେ ଆମରାତ ବିଳାସରେ ହାସଲ ପାରିବ ।

ଶୁଣି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଆମାତ୍ରେ ଆମରାତ କୁଳ ଦେଖେ ବଞ୍ଚିତ
କହୁଥିବେ ନା । ଏହା ଆମରାତ ଆମରାତ ଶିଖାଣୀୟ ରଖି କହୁଛନ୍ତି ।

(ଘେରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଲାଗିଲେ)

କହୁଛନ୍ତି—(ଶୁଣିଲେ ବାହାଞ୍ଚା । ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀମତୀ-
କହୁଛନ୍ତି । ଆମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଖିଲେ ଶିଖି ।
ଏହା ବହୁ...ଏହା ।

କହୁଛନ୍ତି—(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଆଜିକାରେ ଶ୍ରୀମତୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଲାଗିଲେ)

“ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁ ହେବ ନାବ ।

ହେବ ନାବ ନାବ ହେବ ନାବ ନାବ ହେବ ନାବ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ—(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆମାତ୍ରେ ଶିଖି ଆମାତ୍ରେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଆମାତ୍ରେ, ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମାତ୍ରେ । ହାହା—
ହାହା ଆମାତ୍ରେ ଆମାତ୍ରେ ହାହା ହାହା ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ
କହୁଛନ୍ତି । (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ)

କହୁଛନ୍ତି—(କହୁଛନ୍ତି)

“ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁ ହେବ ନାବ ।

ହେବ ନାବ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାବ ନାବ ହେବ ନାବ ।

—ସଂକଳ୍ପ—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

(পূর্বপ্রকাশিত ২০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর)

গর্ভাবাসে ভগবানের বয়ঃক্রম ঠিক দশমাস দশদিন হইলে কারাগৃহ আলোকিত করিয়া পরম জ্যোতির্ষ্য ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজ নারায়ণরূপে আবিভূত হইলেন। ভগবানের শুভাবিভাবে আনন্দিত হইয়া বসুদেব মহারাজ মানসে সহস্র গবাদি পশু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। বসুদেব-দেবকী ভগবানের এই তেজোময় রূপ দর্শন করিয়া বহু মহিমাযাজক স্তোত্র পাঠ করিয়া ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসংশিত করিলেন এবং চতুর্ভূজ মূর্ত্তি গোপন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যাশিত দ্বিভূজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ প্রার্থনা শুনিয়া পূর্ব পূর্ব দুই জন্মে কৃষ্ণাখ্য দেহেই 'পুষ্টিগর্ভ' ও 'ব্রাহ্মণ' নামে তাঁহাদের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও যে পুষ্টি-সুতপা ও কণ্ঠ-অদিতি নামে দুই দুই বার তাঁহার পিতামাতা হইতে পালিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। এই তৃতীয় জন্মেও তাঁহাদের পুত্ররূপে দর্শন দিবার জন্ত স্বপ্নেই আবিভূত হইয়াছেন। তখন বসুদেব-দেবকীর অভিলাষ পূরণার্থে কৃষ্ণ দ্বিভূজ বালকরূপ ধারণ করিলেন। কংস ও তাহার অনুচরবর্গ যাহাতে ভগবানের আবির্ভাব সংবাদ না পায় তজ্জন্ত কৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ দুর্যোগ-পূর্ণ রাত্রিতে নন্দালয়ে রাখিবার জন্ত স্নাতিকাগৃহ হইতে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। মায়াদেবীর যোগনিদ্রা-প্রভাবে সমস্ত দ্বার প্রহরী অঘোর নিদ্রায় অচৈতন্য এবং পুরবাসিগণও মহানিদ্রাবিভূত। ভগবানের অজজ্যোতি-ছটাতে ঘনঘটাচ্ছন্ন সমস্ত জনপথ পরিষ্কার হইল। মায়াদেবীও শৃঙ্গালরূপে উদ্ভালতরঙ্গায়িত যমুনার উপর দিয়া বসুদেব মহারাজকে পথ দেখাইতেছিলেন। অনন্তনাগ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্ররূপে ফণা ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। এইভাবে নির্বিঘ্নে বসুদেব মহারাজ যখন নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর ; শ্রীনন্দ মহারাজের রাজভবন নিস্তর, একটা জনপ্রাণীরও শব্দ ছিল না। চারিদিকে গুল্মলতাদিতে যেন অমা-নিশা অন্ধকারের ভ্রায় জাল পাতা ছিল। বসুদেব মহারাজ যশোদা মাতার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার কোলে একটি সন্তজাত কন্যা শিশুকে দেখিতে পেলেন। কিন্তু যোগমায়া-

প্রত্যয়ে বশোভাভেনী বুদ্ধিতে পাতেন নাই হাবান কি যবার প্রসব হইতামে, কথিত আছে, ঐকম পূর্ণরূপে বশোভাভেনীর সাক্ষি প্রদর্শিত হইয়া ছিলেন। যাহার বলাবাকি বসন্তীনন্দ কলকরর যাদুকায়েনীর কালে যানিলেন তখন তিনি এই পূর্ণরূপের সাক্ষি যেন বাল। তারপর বহুরের মহাবল এই ভক্তাটিকে লইয়া পূর্ণের প্রাণ যদুবার প্রভালরর করিলেন এবং কাষাপুত্র প্রাণ করিয়া বেরকীর কালে উদ্যাক করিয়া ছিলেন। করিয়াবার বরকা ও তারার কান্তি লৌক্যেতি দেব পূর্ণে হুকেফর পুলিয়া থিরাছিল কস্ত্রণ পুরার ঐকলি আরম্ভ হইয়া গেল।

এই প্রকার স্ত্রী লক্ষ্যনটি জন্ম করিল মৈত্রবাক-প্রসীরা কান্তিভিত্তি হইল এরা কান্তির বিকট সজ্জায়ে কল বারার প্রের করিল। তখন ঐ লক্ষ্যনাক্ষ অস্ত্রাভি নলে উদ্যাক করিয়া বহাবক যদে করিয়া কীম্ব জোয়াহি সজ্জাভ করিয়া প্রস্তর বাও আঘাত হইতে এই স্ত্রীকে করাবত করিল এবং স্ত্রীকে উদ্যাক করিল। কিন্তু কলের এই স্ত্রী ও আকাশের স্ত্রী। এই স্ত্রী সাক্ষ্য যদা, অপরায়নই লব শক্তি। কলের স্ত্রী লক্ষ্যই অসামঞ্জিক বর করিতে পারে বা। অসম্পাদ্য সংযায়নী কলের বাও হইতে অসামঞ্জ্য লক্ষ্যপূমক বলালর,—“তোমাকে প্রতিবে দে গোহুলে প্রতিবে দে।” এরা অসম্পাদ্য হইলেন। এই স্ত্রী স্ত্রীয়া কান্তির ক্রোর উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতে বাকিল এবং কলমাক সাক্ষিরর কল ঐ উত্তরোত্তর ঐদ্বি হইতে বাকিল পদার যত শিল্প রহস্যল কলমরর করিয়াছিল অস্ত্রাভের বলাক বর্তমা আদিত। বলাক বর্তিতে বলাক অস্ত্রাভের আবেশ করিল। অস্ত্রাভের প্রীমক মহাবাক নবলাত পুত্র বলাভের আকাশপুত্র জোয়াহর কর্তা বলাক করিলেন এবং আশ্রয়দিলে বলাক পো-বহিবাতি এবং কলর বলাভাদি কল করিলেন।

ঐকলিপ্রদর্শন জন্মভাষী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

যায়ে যায়ে ইচ্ছাশিখরবৃক্ষ সমুদ্রবহন করতঃ স্নানোন্মত্ত হুয়া পান
করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন । এই কলিকালে অমরত্ব লাভ কবিবার
কি কোন উপায় নাই । অতএই যায়ে - যে উল্লাস ও লিখুগ-পারমহংসবাসী
অমরোত্তরবাসী বিজ্ঞানবাসী অগ্নিবান্‌ শীতকটোত্তর অগ্নিবান্‌ ভাববাসী
বিজ্ঞানবাসী । অমরত্ববশতঃ বঁকুত করিয়া যোগবাসী সমুদ্রোন্মত্ত হুয়া, মোহ
কলিবাঞ্ছিন, অমরত্ব লেট। অমরবান্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ল'লেট যোগবাসী
জিহ্বা অমর যোগ লেট হুয়া পান লেট । এই উদ্ভাসবান্‌ যে হুয়া যোগবাসী
করিয়া বিজ্ঞানবাসী অগ্নিবান্‌ অমরত্ব করিয়া অমরত্ব এমনি কো অগ্নিবান্‌
এমনি কি তাহা অমরত্ববাসী অগ্নিবান্‌, অমরত্ব অমরত্ব অমরত্ব অমরত্ব
পদার্থ লেট । লেট হুয়া হইল 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' । সমুদ্রোন্মত্ত হুয়া
হইতেও এই হুয়া প্রবৃত্তি হইয়াছে ।

হুয়া অমরত্ববাসী উদ্ভাসবান্‌ উদ্ভাসবান্‌ "হুয়া অমরত্ববাসী
অমরত্ববাসী হুয়া অমরত্ববাসী হুয়া অমরত্ববাসী হুয়া অমরত্ববাসী
কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী
হুয়া অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী অমরত্ববাসী

অথ্যো যিহো যুবসুবে কথিতাঃ বিদ্যা য

দাৰ্শ্যং ত্বা বরতি তৈ বিদ্যা বদন্তি।

অথঃ অসং যদি তুচ্ছং মলং বিদ্যা কং

কর্তে ত্বা বরতি তৈ তদবজ্ঞানাত্মকং

কলির দ্বন্দ্বিক মারতপণেব বহুসংখ্যের সাক্ষ্য রাই। বহিঃ দেখে বিদ্যাল বহুসংখ্যক কথিতার দ্বারবর্ষা অর্ধের করেন তদুৎ তিরি সমুদ্র জ্বা কাইনে না। কারণ সমুদ্রে জ্বা রাই। সমুদ্র যদি জ্বা থাকিত তবে সমুদ্রের জল আশ্রয় হইত না। বিদ্যারাব বর্ষা তদ বর্ষা বেবেক সমুদ্রের জল কলিল জল হার কথিত। শিখালাব বিদ্যুতি কথিতার উপলব্ধি রাই। জ্ঞান কি অগতিক বিচারে বিদ্যাম্বল একতরী তথা তদা তাকারেব বরতাবকীতে জ্বা আক। কিন্তু অসংজ্ঞক বর্ষা বলিরাই প্রতিবর মর। কেব না শক্তিতপের তথা বরতার জ্বা থাকিলে প্রীণাতর অকাল জ্বা হইত না। অন্যহে দার বর্ষা, তদ্রে জ্বা আক। কিন্তু বর্ষে জ্বা থাকিলে তদ জ্বা ক বর্ষ প্রীণ হর কেব।

ওথে বিলজীক পতন্ত দমত জ্বা লটরা পাকালে বর্ষগবে কে বিদ্যা-
জিলের। তাকার উপবেক কথিত না। কারণ নাশাকার জ্বা থাকিলে
বর্ষ বিদ্যব বরত না—বর্ষার পণেবে কেব মর্ষক না। একককি দ্যার বরক
জ্বা অবেদণ কথিতাক প্রতাত অবজ্ঞার বিবর বক্তিতান বইক কবর রাইই
হজো জ্বা আক। কিন্তু অসং কি বরত। যদি আর্ষ জ্বা থাকিত
তবে বর্ষাদিগব ঐশ্বর্যগবদ্যাক্যুতরে, 'কী য পুরো বর্ষা প্রকং বিদ্যি—
। তম। অতএব মর্ষে জ্বা রাই। প্রতাত এককরে ঐশ্বর্য-ওক-১২কম।
। বইকানট তদবজ্ঞানের কর্তে বরিতোঃ। যদি সোর জুবুঁবনার বক্তি বহু-
কয়ের প্রকৃতিবক বহুসংখ্য ঐশ্বর্যগে শরপাশক্তি প্রবর করিত। সাবুঁবনার
কথিত সোরের তবে কীবার লকে 'বরতজ্বা' শান করিত। অরতক বরত এক
প্রতাববিত বর্ষজ্বাকৈত বিকৃত করিতো আত্মদাতী বিদ্যব বইতে অব্যাবতি
শাক কত। সম্ভব হইবে।

—ঐশ্বর্যগৌর দাসাদিকান্তী

[illegible]

ମସିହା କୋବିଡ଼ ଆକ୍ରାମିତ ବାଣୀ, ଅଭିଳାଷୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ଆତ୍ମବୀର ସିଂହକବଳମଧ୍ୟର
କଥା ବାଣୀର ସାଧନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା, ଅଭିଳାଷୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷୀ ଆତ୍ମବୀର ସିଂହକବଳ
ଅଭିଳାଷୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷୀ ଆତ୍ମବୀର ସିଂହକବଳ ।

[illegible]

ବାସୀରା ବସିଗିରୁଣ, ଗୁମ୍ଫାଂ ଡଂହାବେର ଶ୍ରୀବାଗର୍ଜ୍ଜାବାବ ଶ୍ରୀତି ଅଧିକତର
କତି ବଜରା ଦାଜାବିକ । ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ଵା ଯୋବା କର ବର୍ତ୍ତବିକାକ । ଦୀକ୍ଷାମୀ
ଦଶାତ ବିଦ୍ଵାଂଶେର କାବର ବ । ଆବ ଗ୍ରେର ଯାସିତ ବର୍ତ୍ତବୀ କର ବସି ବାସେର
ମତେର ଅନୁବଦ୍ଧାବ ଅନୁସନ୍ଧିଂଶୁ ବର ଗ୍ରେର । ଦୀକ୍ଷାଗିର ମଞ୍ଜୁର ଗୁମାସ୍ତେର ଗୁମବଦ୍ଧ
କରତର ମିଶାମୀତ ମଦ୍ୟାକ ଶିକ୍ଷକ କରବିବା ବଦ୍ଧମିଶ୍ଟର ଯାବା ଅନୁପ୍ରସାରି
ଚିତ୍ରାଂଶୁକର ବଜରାବ ବସିବର ।

ଆଧୁନିକ ଜବାବର ଅଂଶର ଉଦାହରିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ (୧) ସାଂକ୍ଷିକର ସର୍ବାକ
ସାଧ୍ୟ ବିବାହାନ୍ତରାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କବିସାଗରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହିପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (୧)
ସାଂକ୍ଷିକର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତକରି ମଧ୍ୟ କବିସାଗରଙ୍କୁ । କିନ୍ତୁ ଏହିପରି
ଅନୁକ୍ରମର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବିଦ୍ବା କରନ୍ତୁ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କବିସାଗରଙ୍କୁ
ହୁଏନେ ସର୍ବାକ ସାଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ । ସର୍ବ ସମ୍ପାଦକ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି

প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করতঃ তাহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া সমাজের মধ্যে পদক্ষেপ করা অবশ্যই কর্তব্য। বৈয়াকরণিকের ধাতুগত মতে ‘ধর্ম্ম’ শব্দে ধৃ (ধারণ করা) + ম, অর্থাৎ যাহা (মনুষ্যকে) ধারণ বা পোষণ করে। দীপিকা-মতে পুরুষের (বস্তুর) সহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম। আবার যুক্তিবাদী-মতে মনুষ্যের কর্তব্য সম্পাদনাই ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি জড়বিজ্ঞানের (Material Science) শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ করিতে যাই তবে দেখিতে পাই কোন বস্তুর প্রকৃতিগত অবস্থাকে ধর্ম্ম (Nature) বলিয়াছেন। উক্তস্থানে ধর্ম্ম অর্থে Religion ব্যবহার করা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মের কথা বলিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি ধর্ম্ম-অর্থে কাহারও সঙ্কীর্ণতাকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু ধর্ম্ম-ভিত্তি করতঃ জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইলে পর নিদিষ্ট পথের মাধ্যমে মানব কর্ম্মবহুল-জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে মানব-জীবনে হয়তো বিকৃত অবস্থাই আসিবে। মানব যেখানে শাস্তিবাদী সেক্ষেত্রে ধর্ম্মকে আমল না দিলে চলিতে পারে না। এই বিশাল বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি করে নিজস্ব ধর্ম্ম রয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতিগত অবস্থা আছে। যখন সেই অবস্থার তারতম্য ঘটে তখন তাহাকে পূর্ব্বের বাচ্যে অভিহিত করা যাইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপে যেমন জল বলিলেই আমরা তরল পদার্থ বুঝি, কিন্তু সেই জল কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জল না বলিয়া বরফ বলিতে হইবে। অতএব যদি সেই জল আরও হাল্কা হয় তবে তাকে জল বা বরফ না বলিয়া বাষ্প বলিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর এক একটি অবস্থাকেই আমরা যদি ধর্ম্ম বলিতে যাই তাহাতেই বা দোষ কি? দ্বিতীয়তঃ যদি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বীর কথাই চিন্তা করিতে যাই তবে তাহাতেও কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার হেতু থাকিতে পারে না। কারণ যদি একজন প্রকৃত খৃষ্টান বা যেকোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন তিনি নিশ্চয়ই অন্য একজন মানুষকে ঘৃণা করিবেন না। কারণ যে-কোন ধর্ম্মের মধ্যেই হিংসা-ঘৃণাকে বহুমানন করেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের কথা আসিলেই সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণমনা হইবে এবং ধর্ম্মের কথা বাদ দিলে উদারমনা হইবে ইহার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। শুধু এইটিই মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে না

পাখিৰে তিলা-বেৰ বহুতে লাগে না। আৰু বৰুৱাৰ পৰ্যাপ্ত বৰ্ণেৰ বাবে
 শিৰা-চৰ্ম পাখিৰে তন্ত্ৰাৰ বাৰ-জাতি লাগিতেকৈ বৰবাৰ কবিত্তে পাখিৰে
 না। বৰ্ণেৰ কথা বলিও গোৱা তন্ত্ৰেও ঐশ্বৰিক খুঁটি অৱতাই অৱশ্যুত
 নহ। যথা—এজটি জীবাণু অজটি মূল শৰীৰ। যথাবা জীবাণু না মূল
 শৰীৰেৰ চিত্ত। পৰ্যাপ্ত পৌৰুষাৰ্থৰ জীৱাণু অজন্তুৰ মূল হ। শৰ্মাভৌতিক
 শৰীৰেৰ ঐশ্বৰ শিৰ বাহ্য বাহ্যেন জা। এই ইন্দ্ৰিয়, বাসুদেৱ লাগুই
 বান্ধ বজাৰ—ইহা শব্দৰ বাৰা শব্দৰ বাৰ। বাহ্যতা তন্ত্ৰ বাহ্য-শৰ্মা
 পোৰা বিবাই চান্দ আৰু কাৰ সম্পৰ্ক চিন্তা তন্ত্ৰেৰ বা অতালিৰ সম্পৰ্ক
 বলিত্তে বিদ্যা আত্ম বলিৱাত্তন,—

आ वा व-विद्या-कृत-द्वैतसूक्तं श्रीगणेशाय नमः ।

४८६ वि । अथवा विज्ञा की शिक्षादा । ऐतिहासिकः लक्ष्यः न्यायः च

ইতিহাস অধিক-বিদ্যা-ভর-টীকা-বিস্তার। শতাব্দ্যের মধ্যে কয়েক দশক
একবার প্রায়শঃই দিকটো লম্বা থাকে। এই প্রায়শঃই প্রায়শঃই
দেখাও। প্রায়শঃই দিকটো লম্বা থাকে। এই প্রায়শঃই প্রায়শঃই

[illegible]

উচ্চ আলোচনার উপরিত্ত হুম্মা-ই-ইমাম চার্লস ডাবলক্স পৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
 ঐতিহ্যের ব্যবস্থাব্যবস্থা উল্লেখ হইতে পারিলে প্রকৃত বা আভ্যন্তরিক (Radical)
 বল পাত্ত কবিত্তে আসে। বাস্তবিকভাবে উপরিত্ত আভ্যন্তরিক-চিন্তাধারা
 গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উচ্চতর আলোচনার অবস্থায় কিছু কিছু এবং এই
 লবিত্তিত্তিই বা কি যে-বস্তুকে আলোচনা কবিত্ত: গতিবদ্ধ হেল কাল, লাভ-
 চিন্তা প্রকৃতিব অধ্যয়ন লবিত্ত জীব-জগতের ভারতবর্ষে অধ্যয়ন হই। জীব-
 ত্ত: জীবের বস্তুত্ব কি? জীবের বস্তুত্ব উপরিত্ত হইলে ব্যবস্থ-ঐক্যিকের

वैशेषिक-महिकात्र निवृत्तान्तो

- [illegible]

ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତିର ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳଶାସ୍ତ୍ର-ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ

- ১। ঐতিহাসিক-পঞ্জিকা (হিন্দী)—৫৫০ টকা ২। ঐতিহাসিক-
পঞ্জিকা (১ম ও ২য় খণ্ড)—২৫০ পৃঃ ৩। সাংস্কৃতিক—১০০ পৃঃ
৪। মাদ্রাসার জীবনী বা বৈজ্ঞানিক-বিবরণ—৩০০ টকা। Bros Chaitany
Mahaprabhu—100, ৫। প্রেম-প্রবীণ—১৫০ পৃঃ ৬। ঐশ্বর্য-
বিমোহ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১৫০ পৃঃ ৭। শ্রবণ-পত্রি (বাংলা-ভাষাবলী
সহ)—৫০ পৃঃ ৮। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ—১০০ পৃঃ ৯। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ (বাংলা)
—২০০ টকা, ১০। ঐ (হিন্দী-সংস্কৃত)—১০০০, ১১। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ
পত্রিকা—১৫০ পৃঃ ১২। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-পত্রিকা—১০০ টকা, ১৩। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-
প্রবন্ধ-পত্রিকা—১০০ পৃঃ ১৪। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-প্রবন্ধ-পত্রিকা (প্রবন্ধ-পত্রিকা)—১০০,
১৫। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-প্রবন্ধ-পত্রিকা (প্রবন্ধ-পত্রিকা)—১০০ টকা, ১৬। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-
পত্রিকা—১০০ পৃঃ ১৭। ঐশ্বর্য-প্রবন্ধ-পত্রিকা—১০০ পৃঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাত-মহারাজের স্থাপিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদী)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীপিছলুনা গৌড়ীয় মঠ—পিছলুনা আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীব্রজনাথ ব্রজবাসী।
- ৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদর্শনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীপিছলুনা পাদপীঠ—পিছলুনা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।
- ৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রম—হরিখালিবাড়ার, উটামগরা পোঃ (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী।
- ১০। শ্রীযাত্রী গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅধে ক্ষুদ্রদাস বাবাজী মহাবাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় পচারকেন্দ্র—কোরণ্ডি বান্দিহাট পোঃ (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত হরিক্রম মহাবাজ।
- ১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পূর্ণাঙ্গকাচারী রোড, মণ্ডাভাঙ্গা পোঃ (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোবর্চাদদাস বাবাজী মহাবাজ।
- ১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীনিধিরূপ ব্রহ্মচারী, সি. এ
- ১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহাবাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেবরাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহাবাজ।
- ১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীব্রজভাস্কর ব্রহ্মচারী।